শ্রীশ্রীগুরুকৃপাহি কেবলম্

শ্রীশ্রী ৮৪ ক্রোশ ব্রজমণ্ডল

চিত্র সঙ্গে সুশোভিত

সঙ্কলিত

দীন স্বরূপ দাস

শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড, (মথুরা), ইউপি

ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরম পূজনীয় শ্রীশ্রী ৺

ওঁ বিষ্ণুপাদ ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদা[illegible]
নারায়ণ মহারাজের করকমলে "শ্রীশ্রী ৮৪ ক্রোশ ব্রজমণ্ডল
নামক গ্রন্থখানি প্রদান করিলাম ।

ইতি

কিংকর ধ্রুবরূপ দাস ।

শ্রীশ্রীগুরুকৃপাহি কেবলম্

শ্রীশ্রী ৮৪ ক্রোশ ব্রজমণ্ডল

চিত্র সঙ্গে সুশোভিত

সঙ্কলিত—

দীন স্বরূপদাস

শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড, মথুরা

ইউপি, পিন—২৮১৫০৪

প্রকাশক :—
বাবা শ্রীভজহরিদাস মহারাজ
শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড।

প্রথমসংস্করণ :—
২৬শে শ্রাবণ, শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীতিথি,বঙ্গাব্দ-১৪০০

প্রাপ্তিস্থান :—

১। প্রভুপাদ শ্রীনিত্যানন্দ গোস্বামী।
C/o. শ্রীমদনমোহনজীউর মন্দির।
পোঃ—বুলবুলচণ্ডি, মালদহ (পঃ বঃ)।

২। বাবা শ্রীভজহরিদাস মহারাজ।
C/o. শ্রীনিতাই-গৌর-গিরিধারী মন্দির (গৌরধাম)।
শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড।

৩। (ক) শ্রীপ্রিয়াচরণ দাস বাবা মহারাজ।
অভিরাম গ্রন্থাগার। গোবর্দ্ধন
(খ) শ্রীনরোত্তমদাস বাবা মহারাজ।
ছত্রী ভজনকুটী, শ্রীচাকলেশ্বর, গোবর্দ্ধন।

৪। শ্রীগৌরেশ্বর ঠোর।
C/o, শ্রীমদনমোহনদাস।
৪২ নং কেশীঘাট, বৃন্দাবন।

৫। শ্রীরূপ-সনাতন গৌড়ীয়মঠ, শ্রীবৃন্দাবন।

৬। শ্রীহরিনাম প্রেস, শ্রীবৃন্দাবন।

৭। শ্রীশ্যামসুন্দরদাস মণ্ডল।
শ্রীরাণাপতি ঘাট, শ্রীবৃন্দাবন।

৮। শ্রীকেশবজী গৌড়ীয়মঠ, শ্রীমথুরা।

৯। শুদ্ধ সেবাশ্রম।
শ্রীযুক্তনিমাইচরণ চ্যাটার্জী।
পোঃ—রামজীবনপুর।
জিলা—মেদিনীপুর (পঃ বঃ)

১০। শ্রীযুক্ত গনেশচন্দ্র দত্ত।
৩নং অক্ষয় দত্ত লেন, নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট
কলিকাতা— ৬

১১। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার।
৩৮, বিধানসরণী, কলিকাতা—৬

১২। শ্রীযুক্ত সুবল তেওয়ারী।
C/o. শ্রীনীলমাধব সেবাশ্রম।
গ্রাম—মেশ্যা, পোঃ ইচাগ,
জিলা—পুরুলিয়া (পঃ বঃ)।

মুদ্রক :—**শ্রীহরিনাম প্রেস**
শ্রীহরিনাম পথ, বাগবুন্দেলা
শ্রীবৃন্দাবন।

প্রচারানুকূল্যে ভিক্ষা—৫০ টাকা

নিবেদন

সর্ব্ব প্রথমে আমার দীক্ষাগুরু শ্রীশ্রী১০৮ মদনগোপাল গোস্বামী প্রভুপাদকে ভূমিতে পড়িয়া দণ্ডবৎ প্রণাম জানাই। তৎপরে আমি যাঁহার কৃপায় ব্যাস সংস্করণ এবং ভজন পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করিতেছি সেই শ্রীশ্রী ১০৮ কৃষ্ণদাস বাবা মহারাজজীকে ভূমিতে পড়িয়া দণ্ডবৎ প্রণাম জানাই। যাঁহার অহৈতুকী করুণার প্রভাবে আমি শ্রীশ্রীব্রজধামে আগমন করিয়াছি তিনি শ্রীশ্রী ১০৮ বাবা ভজহরি দাসজী (আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) কে দণ্ডবৎ প্রণাম জানাই অতঃপর সমস্ত বৈষ্ণবগণকে দণ্ডবৎ প্রণামান্তে নিবেদন এই যে—আমি শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল ভ্রমণ করিয়া এবং বহু গ্রন্থ হইতে সকলের কৃপায় যাহা যাহা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি 'তাহাই' এই "শ্রীশ্রী ৮৪ ক্রোশ ব্রজমণ্ডল" নামক গ্রন্থখানির মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

শ্রীব্রজধাম চিন্ময়ভূমি, এইস্থানের এক একখানি ধূলিকণা পর্য্যন্ত মণিমুক্তা স্বরূপ, সেইজন্য এই চিন্ময় ভূমির মহিমা বর্ণনা করিতে আমার সামর্থ নাই, কেবলমাত্র উল্লেখিত গুরু-বৈষ্ণবগণের কৃপায় যৎকিঞ্চিত দিক নির্ণয় হিসাবে শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল কিভাবে পরিক্রমা করিতে হয় তাহার মানচিত্র (অনেক সময় পরিক্রমা চলাকালিন মহান্তগণ সুবিধা-অসুবিধা বিচার করিয়া সুনির্দ্দিষ্ট পরিক্রমা মার্গের পরিবর্তনও করিয়া থাকেন), মোটামুটি শ্রীব্রজমণ্ডলে কতকগুলি গ্রাম আছে তাহার মানচিত্র, কিছু মন্দির এবং কুণ্ডাদির চিত্র এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছি। এইগ্রন্থে অনেক প্রকার ভুলত্রুটি থাকিতে পারে সেইজন্য কৃপাময় পাঠকবৃন্দের নিকট আমি ক্ষমা প্রার্থী।

ইতি—

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

শ্রীমথুরা লীলা

শ্রীভগবানের আবির্ভাব লীলা

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রীব্রজমণ্ডলের দক্ষিণাংশ লীলা

গ্রামাদির নাম | পৃষ্ঠা—নং

তৃতীয় অধ্যায়

শ্রীব্রজমণ্ডলের মধ্যাংশ লীলা

গ্রামাদির নাম	পৃষ্ঠা—নং

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রীব্রজমণ্ডলের পশ্চিম এবং উত্তরাংশ লীলা

পঞ্চম অধ্যায়

শ্রীব্রজমণ্ডলের পুর্ব্বাংশ লীলা

গ্রামাদির নাম	পৃষ্ঠা—নং

श्रीआदिबद्री শ্রীআদিবদ্রী SRI ADIBADRI

श्रीकृष्णजन्मभूमि শ্রীকৃষ্ণজন্মভূমি SRI KRISHNAJANMA BHOOMI

श्रीकुसुमसरोवर
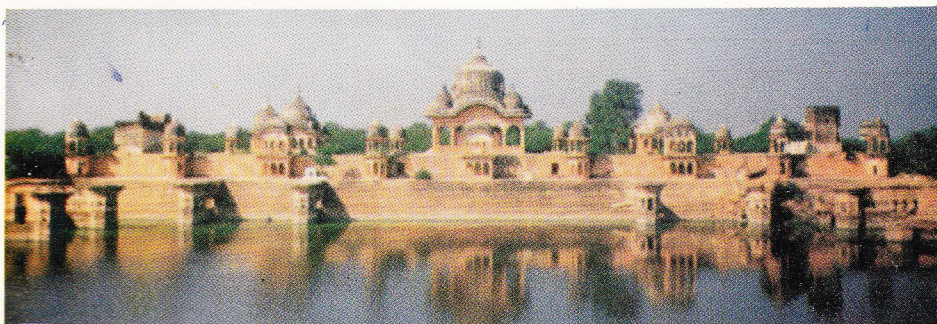
SRI KUSUM SAROVAR

শ্রীবৃন্দাবন লীলা

প্রথম অধ্যায়

শ্রীগুর্ব্বাদি বন্দনা

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত পদকমলং
শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ শ্রীরূপং সাগ্রজাতং
সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্ ।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজন সহিতং
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্
সহগণললিতা – শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥

অনুবাদঃ—আমি শ্রীদীক্ষাগুরুর চরণকমল বন্দনা করি ; শিক্ষাগুরুগণকে এবং বৈষ্ণবগণকে বন্দনা করি ; অগ্রজ শ্রীসনাতনের সহিত, পরিকর—সমন্বিত রঘুনাথ ভট্ট ও রঘুনাথ দাসগোস্বামীর সহিত এবং শ্রীজীব গোস্বামীর সহিত শ্রীরূপ গোস্বামীর বন্দনা করি ; শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈতের সহিত এবং পরিকর বর্গের সহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে বন্দনা করি ; পরিকর বর্গের সহিত শ্রীললিতা—বিশাখা সমন্বিত শ্রীরাধাকৃষ্ণকে বন্দনা করি।

শ্রীবৃন্দাবনের স্তব

—ঃ শ্রীবৃন্দাবন মহিমামৃত হইতে ঃ—

রাধাকৃষ্ণ বিলাসপূর্ণ সুচমৎকারং মহামাধুরী সারস্ফার চমৎকৃতিং হরিরসোৎকর্ষস্য কাষ্ঠা পরাম্ ।
দিব্যং স্বাদ্যরসৈক রম্য সুভগাশেষংন শেষাদিভিঃ সেশৈর্গম্যগুণৌঘপারমনিশং সংস্তৌমি বৃন্দাবনম্ ॥

অনুবাদ ঃ—যে স্থান শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাস—সৌভাগ্যে পূর্ণ চমৎকারিত্ব—জনক, যে স্থান মহা-মাধুর্য্যের সার হেতু অতীব বিস্ময়কর,—যে স্থান শ্রীহরির রসোৎকর্ষের (শৃঙ্গার রসের) পরাকাষ্ঠা প্রতিপাদক, অপ্রাকৃত ও আস্বাদনীয় মুখ্য উজ্জ্বল—রসের অশেষ সৌভাগ্যে গৌরবান্বিত (অথবা—উন্নত উজ্জ্বল রসের দারাই অশেষভাবে একমাত্র রমণীয় ও সৌভাগ্যমণ্ডিত) ঈশ্বর সহিত শেষাদি দেবগণ পর্য্যন্ত যাঁহার গুণরাশির বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারেন না,—এমন শ্রীবৃন্দাবনকে আমি দিবানিশি সম্যক্ প্রকারে স্তব করিতেছি ।

প্রেমান্ধং পশুপক্ষি ভুরুহ লতা কুঞ্জাদি সৎকন্দরা বাপী কূপ তড়াগ সিন্ধু সরসী—রত্নস্থলী বেদিভিঃ ।
কালিন্দ্যাং পুলিনেন তৎস্থ সকলেনা শেষ বৃন্দাবনংরাধামাধব—রূপ মোহিতমহং ধ্যায়ামি সচ্চিদ্ঘনম্ ॥

অনুবাদ ঃ—পশু পক্ষী বৃক্ষলতা কুঞ্জাদি কন্দরা ব্যাপী কূপ তড়াগ সিন্ধু সরোবর এবং রত্নস্থলী বেদীর সহিত কালিন্দী পুলিন ও তত্রত্য সকলের সহিত বিরাজমান—শ্রীরাধামাধবের রূপে মোহিত, প্রেমে অন্ধ, সচ্চিদ্ঘন সমগ্র শ্রীবৃন্দাবনকেই ধ্যান করিতেছি ।

শ্রীবৃন্দাবনোৎপত্তি সম্বন্ধে

প্রথমতঃ

—ঃ গর্গ-সংহিতা হইতে ঃ—

পরিপূর্ণতমঃ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ স্বয়ম্ । অসংখ্যব্রহ্মাণ্ডপতির্গোলোকাধিপতিঃ প্রভুঃ ॥
ভুবো ভারাবতারায় গচ্ছন্ দেবো জনার্দ্দনঃ । রাধাং প্রাহ প্রিয়ে ভীরু গচ্ছ ত্বমপি ভূতলে ॥

রাধোবাচ—

যত্র বৃন্দাবনং নাস্তি ন যত্র যমুনা নদী । যত্র গোবৰ্দ্ধনো নাস্তি তত্র মে ন মনঃসুখম্ ॥
বেদনাগক্রোশভূমিঃ স্বাধাম্নঃ শ্রীহরিঃ স্বয়ম্ । গোবর্দ্ধনং চ যমুনাং প্রেষয়ামাস ভূপরি ॥
বেদনাগক্রোশভূমিঃ সাপি চাত্র সমাগতা । চতুর্ব্বিংশদ্বনৈর্যুক্তাঃ সর্ব্বলোকৈশ্চ বন্দিতা ॥

অনুবাদ ঃ—অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডপতি গোলোকেশ্বর পরিপূর্ণতম দেব জনার্দ্দন সাক্ষাৎ প্রভু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভুভারহরণ জন্য ভূলোকে গমন করেন। তিনি রাধারাণীকে বলিলেন—প্রিয়ে ! হে ভীরু ! তুমিও ভূতলে গমন কর। শ্রীরাধারাণী বলিলেন—যে স্থানে বৃন্দাবন নাই, যমুনা নদী নাই, গিরিগোবর্দ্ধন নাই সেই স্থানে যাইতে আমার মন প্রসন্ন নহে।

অতঃপর হরি স্বয়ং নিজধাম হইতে চৌরাশীক্রোশ ভূমি, গোবর্দ্ধন ও যমুনা নদী পৃথ্বীতলে প্রের করিলেন। ঐ সমাগত চৌরাশী ক্রোশ বৃন্দাবন চতুর্ব্বিংশতি বনযুক্ত ও সর্ব্বলোকবন্দিত।

দ্বিতীয়তঃ—

॥ শ্রীকৃষ্ণের এক দূতী ছিলেন বৃন্দা ॥

—ঃ তথাহি শ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকায় ঃ—

বৃন্দা বৃন্দারিকা মেলা মুরল্যাদ্যাস্তু দূতিকাঃ। কুঞ্জাদিসংস্কৃতাভিজ্ঞা বৃক্ষায়ুর্ব্বেদকোবিদাঃ॥
বশীকৃতস্থানবরা দ্বয়োঃ স্নেহেন নির্ভরাঃ। গৌরাঙ্গশ্চিত্রবসনা বৃন্দা তাসু বরীয়সী॥

অনুবাদ ঃ— বৃন্দা, বৃন্দারিকা, মেলা, মুরলীয়াদির দূতিকা। তিনি সমস্ত কুঞ্জাদি সংস্কারে অভিজ্ঞ বৃক্ষায়ুর্বেদে পণ্ডিতা. স্থাবর জঙ্গম তাঁহার অধীনে। সবকে বশে রাখিতে পারে এবং দোনজনের স্নেহে নির্ভর হৃদয়। গৌরাঙ্গ এবং বিচিত্র বসন শৃঙ্গারের জন্য ও বৃন্দা শ্রেষ্ঠ।

তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা বৃন্দা কান্তির্মনোহরা। নীলবস্ত্রপরীধানা মুক্তাপুষ্পবিরাজিতা॥
চন্দ্রভানুঃ পিতা তস্যাঃ ফুল্লরা জননী তথা। পতিরস্যা মহীপালী মঞ্জরী ভগিনী চ সা॥
বৃন্দাবন সদাবাসা নানাকেলীরসোৎসুকা। উভয়োর্ম্মিলনাকাঙ্ক্ষী তয়োঃ প্রেমপরিপ্লুতা॥

অনুবাদ ঃ—বৃন্দার বর্ণ তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় কান্তি হইতেও পরম মনোহর। বস্ত্র—নীলবর্ণ, মুক্ত মালা ও পুষ্পদামে বিরাজিতা। পিতা - চন্দ্রভানু, মাতা—ফুল্লরা, পতি—মহিপাল, ভগিনী—মঞ্জরী বৃন্দা সদা সর্ব্বদাই বৃন্দাবনে বাস করেন। তিনি নানা কেলিরসে উৎকণ্ঠিতা। যুগলের মিলন এবং প্রে সম্পাদনই তাঁহার অভিপ্রেত সেবা।

এই বৃন্দার নামানুসারে শ্রীবৃন্দাবনোৎপত্তি।

—ঃ তৃতীয়তঃ ঃ—

তুলসী তথা বৃন্দাবৃক্ষ হইতে বৃন্দাবনোৎপত্তি —

— তথাহি স্কান্দে মথুরাখণ্ডে —

ততো বৃন্দাবনং পুণ্যং বৃন্দাদেবী সমাশ্রিতম্। হরিণাধিষ্ঠিতং তদ্ধি ব্রহ্মারুদ্রাদিসেবিতম্॥
বৃন্দাবনং সুগহনং বিশালং বিস্তৃতং বহু। মুনীনামাশ্রমৈঃ পূর্ণং বন্যবৃন্দাসমন্বিতম্॥
যথা লক্ষ্মীঃ প্রিয়তমা সদা ভক্তিপরায়ণা। গোবিন্দস্য প্রিয়তমং তথা বৃন্দাবনং ভুবি॥

অনুবাদ ঃ— তদনন্তর সর্ব্বতোভাবে বৃন্দাদেবীর আশ্রিত পুণ্য বৃন্দাবন। বহু বিস্তৃত. মুণিগণে আশ্রমে পরিপূর্ণ, তুলসীবন—সমন্বিত, ব্রহ্মা—রুদ্র প্রভৃতি দেবগণের সেবিত, অতিদুর্জ্ঞেয়, পরমশো ময় সেই বৃন্দাবনে শ্রীহরি অধিষ্ঠিত আছেন। সর্ব্বদা সেবাপরায়ণা লক্ষ্মীদেবী যেরূপ বিষ্ণুর প্রিয়ত তদ্রূপ বৃন্দাবন এই পৃথিবীতে গোবিন্দের প্রিয়তম।

লুপ্তপ্রায় শ্রীবৃন্দাবনকে প্রকাশ করিবার জন্য শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর কৃপায় শ্রীরূপগোস্বামী শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিয়া ব্রহ্মকুণ্ড হইতে শ্রীবৃন্দাদেবীর প্রকাশ—

—ঃ তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকরে ঃ—

শ্রীরূপে শ্রীবৃন্দা স্বপ্নচ্ছলে জানাইলা । ব্রহ্মকুণ্ড-তট হৈতে তাঁ'রে প্রকাশিলা ॥
শ্রীবৃন্দাদেবীর শোভা মহিমা অপার । সর্বকার্য সিদ্ধি হয়, হৈলে কৃপা তাঁ'র ॥

—ঃ তথাহি শ্রীসাধনদীপিকায়াম্ ঃ—

ব্রহ্মকুণ্ডতটোপান্তে বৃন্দাদেবী প্রকাশিতা। প্রভোরাজ্ঞাবলেনাপি শ্রীরূপেণ কৃপাব্ধিনা ॥

অনুবাদ ঃ—মহাপ্রভুর আদেশবলে কৃপাসিন্ধু শ্রীরূপ ব্রহ্মকুণ্ডের তটসমীপে শ্রীবৃন্দাদেবীকে প্রকট করিলেন।

অবস্থান

মথুরা হইতে দশ কিঃ মিঃ উত্তরে, মাঁঠ হইতে সাত কিঃ মিঃ দক্ষিণে এবং সটীকরা হইতে সাত কিঃ মিঃ পূর্ব্বভাগে শ্রীবৃন্দাবন ধাম অবস্থিত।

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ মন্দির

শ্রীরঙ্গজী মন্দিরের সম্মুখে প্রাচীন শ্রীগোবিন্দ মন্দির অবস্থিত। মন্দিরে শ্রীরাধাগোবিন্দ দেবজী বিরাজিত। কথিত আছে—মন্দিরখানি সাততালা নির্মিত ছিল এবং সর্ব্বোচ্চ গম্বুজে আড়াইমন ঘী-যুক্ত একখানি আলো জ্বালানো থাকিত। সেই আলোখানি দিল্লী হইতে দেখা যাইত। দিল্লীর সম্রাট ঔরঙ্গজেব এই আলো দর্শন করিয়া সৈন্যদ্বারা শ্রীব্রজমণ্ডলে বহু হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেন তন্মধ্যে প্রমাণ স্বরূপ শ্রীগোবিন্দ মন্দির বর্তমানে ও দর্শনীয়।

পুরাতন মন্দিরের পার্শ্বে চব্বিশ পরগণা জেলার ৺নন্দকুমার বসু কর্ত্তৃক নূতন শ্রীরাধাগোবিন্দ মন্দির স্থাপিত হয়। মন্দিরে শ্রীরূপ গোস্বামীর প্রাণধন শ্রীরাধাগোবিন্দ দেবজীউ অত্যন্ত সুন্দর দর্শনীয়।

—ঃ তথাহি স্কান্দে মথুরাখণ্ডে নারদোক্তৌ ঃ—

তস্মিন্ বৃন্দাবনে পুণ্যং গোবিন্দস্য নিকেতনম্। তৎ সেবকসমাকীর্ণং তত্রৈব স্থীয়তে ময়া ॥
ভুবি গোবিন্দবৈকুণ্ঠং তস্মিন্ বৃন্দাবনে নৃপ। তত্র বৃন্দাদয়ো ভৃত্যাঃ সন্তি গোবিন্দলালসাঃ ॥
বৃন্দাবনে মহাসদ্ম যৈর্দৃষ্টং পুরুষোত্তমৈঃ। গোবিন্দস্য মহীপাল তে কৃতার্থাঃ মহীতলে ॥

অনুবাদ ঃ—সেই বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দদেবের প্রসিদ্ধ সেবকপরিবেষ্টিত মন্দির বিরাজিত। আমি সেখানেই অবস্থান করি। হে রাজন্! এই পৃথিবীতে সেই বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দের বৈকুণ্ঠ অবস্থিত। গোবিন্দের প্রতি লালসাযুক্ত বৃন্দা প্রভৃতি সেবিকাগণ তথায় আছেন। হে মহীপাল! যে সকল শ্রেষ্ঠ পুরুষ বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দের বিশাল গৃহ দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা এই পৃথিবীতে কৃতার্থ।

পসোপা গ্রামে শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দির
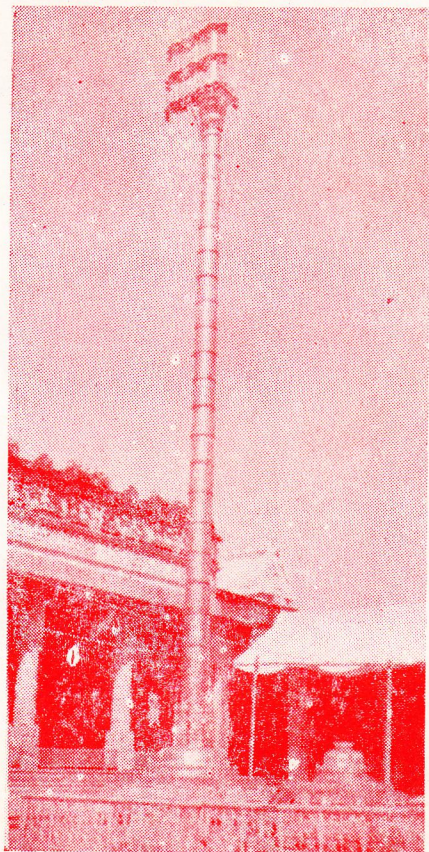
বৃন্দাবনে শ্রীরঙ্গজী মন্দিরে
বিরাজিত — সোনার তালগাছ

শ্রীবৃন্দাবনে বিরাজিত
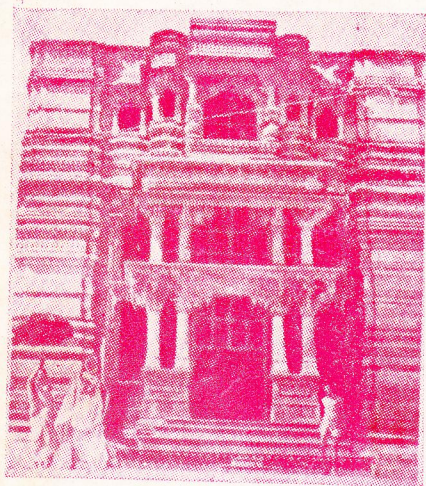
শ্রীরাধাগোবিন্দ মন্দির

শ্রীরাধাগোপীনাথ মন্দির
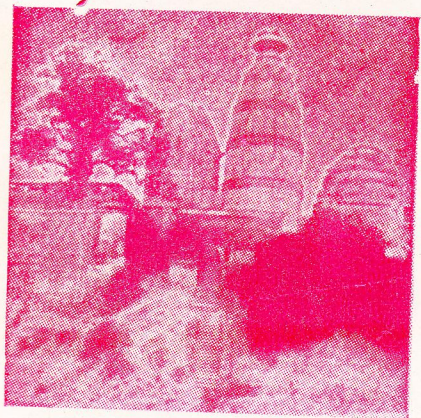
শ্রীরাধামদনমোহন মন্দির

শ্রীইমলী বৃক্ষ / শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর বৈঠক

শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথ মন্দির

শ্রীরাধারমণ মন্দিরের পার্শ্বে শ্রীরাধাগোপীনাথ মন্দির অবস্থিত। শ্রীপাদ্ মধুপণ্ডিত গোস্বামী বংশীবটের নীচ হইতে শ্রীগোপীনাথজীউকে প্রকট করিয়াছেন। রাজপুতনার শেখাওয়াত নিবাসী রায়-শাগন্‌জী ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীগোপীনাথজীউর প্রাচীন মন্দির নির্মাণ করিয়া দেন। কালাপাহাড়ের উৎপাত কালে শ্রীরাধাগোপীনাথজীউ জয়পুরে স্থানান্তরিত হয়। তৎপরে শ্রীভগবৎ প্রেরণায় চব্বিশপরগণা জেলার ৺নন্দকুমার বসু প্রাচীন মন্দিরের উত্তরভাগে নূতন শ্রীরাধাগোপীনাথজীউর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া বিগ্রহাদি স্থাপনা করিয়াছেন। মন্দিরের পার্শ্বে শ্রীপাদ্ মধুপণ্ডিত গোস্বামীর সমাধি অবস্থিত।

শ্রীরাধামদনমোহন মন্দির

শ্রীযমুনার তটে প্রাচীন শ্রীমদনমোহন মন্দির অবস্থিত। শ্রীসনাতন গোস্বামী মথুরায় চৌবের গৃহ হইতে শ্রীমদনমোহনজীউকে আনয়ন করিয়া শ্রীযমুনার তটে দ্বাদশাদিত্য টীলার উপরে সেবাকার্য্য স্থাপনা করেন। অমৃতসহরের রামদাস সদাগর কর্তৃক ১৫২৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমদনমোহনজীউর মন্দির ও সেবার ব্যবস্থা হইয়াছেন। যবনের অত্যাচার আশঙ্কায় ঠাকুর করলীতে স্থানান্তরিত হয়। বর্তমানে সেই মন্দিরে এবং টীলার নীচে নূতন শ্রীমদনমোহনজীউর সেবাকার্য্য চলিতেছেন।

শ্রীরাধাদামোদর মন্দির

শ্রীরাধাদামোদর মন্দির শৃঙ্গার বটের নিকটে অবস্থিত। এই মন্দিরে চার গোস্বামীর শ্রীবিগ্রহ বিরাজিত। যেমন—(ক) শ্রীরাধা-বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। তাহার বামে—(খ) শ্রীজীব গোস্বামীর প্রাণধন শ্রীরাধাদামোদর ও শ্রীললিতা সখী। তাহার বামে—(গ) শ্রীজয়দেব গোস্বামীপাদের প্রাণধন শ্রীরাধামাধবজীউ এবং তাহার বামে—(ঘ) শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী পাদের প্রাণধন শ্রীরাধাছলচিকনীয়া বিগ্রহ দর্শনীয়। শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন যুক্ত যে গোবর্দ্ধন শিলা প্রাপ্তি হইয়াছিলেন তাহা এই মন্দিরে নিত্য পূজিত হইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী-উপলক্ষে সর্ব্বসাধারণকে দর্শন করাইবার জন্য বাহিরে আনয়ন করা হয়। এই মন্দির পরিক্রমা করিলে শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধনের পরিক্রমা ফল লাভ হয়। মন্দিরের পার্শ্বে শ্রীরূপগোস্বামীপাদের ভজন কুটীর এবং সমাধি মন্দির, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এবং শ্রীজীবগোস্বামী ও শ্রীভূগর্ভ গোস্বামীপাদের সমাধি মন্দির বিরাজিত। এই মন্দিরের সন্নিকটে সপ্ত সমুদ্র কূপ এবং নৈঋতকোণে শ্রীবলদেবজীউ দর্শনীয়।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রজীউ (লালাবাবু মন্দির

এই মন্দির শ্রীব্রহ্মকুণ্ডের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। কলিকাতার প্রখ্যাত জমিদার লালাবাবু এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। একদা তিনি গৃহে সজ্জাবস্থায় বিকালে কর্ণগোচর হইল "বেলা গেল", এই কথা শুনিয়া তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, সত্যি আমার বেলা ত গেল। অর্থাৎ আমার বয়স আস্তে আস্তে চলিয়া যাইতেছে কিন্তু আমি কিজন্য এই সংসারে আসিয়া কি কাজ করিতেছি। তখন হইতে মনে বৈরাগ্যের

উদয় হয় এবং সংসারধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ব্রজ ধামে চলিয়া আসেন। ব্রজে সিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণদাস বাবার আশ্রয় গ্রহণ (কৃপা লাভ) করিলেন। সংসারের প্রায় সমস্ত ধন-রত্ন দ্বারা শ্রীবৃন্দাবনে এক বিরাট মন্দির নির্মাণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রজীউকে প্রতিষ্ঠা করিলেন। তৎপরে তিনি শ্রীগোবর্দ্ধনে আগমন করিয়া শ্রীভগবৎ ভজনানন্দে নিবিষ্ট হইয়া যান। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রজীউ মন্দিরের সদর দরজার বামপার্শ্বে শ্রীলালাবাবুর সমাজ অবস্থিত।

শ্রীজগন্নাথ মন্দির

শ্রীজগন্নাথ ঘাটের পার্শ্বে শ্রীজগন্নাথ মন্দির অবস্থিত। মন্দিরে শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলরাম, ও শ্রীমতী-সুভদ্রাদেবী বিরাজিত।

শ্রীগোপালজীউ, নামান্তর সাক্ষীগোপাল মন্দির

শ্রীগোবিন্দ মন্দিরের উত্তর পশ্চিম ভাগে শ্রীগোপালজী মন্দির অবস্থিত। কথিত আছে—উড়িষ্যাবাসী দুই বিপ্র তীর্থ ভ্রমণে আসিয়াছিলেন, বড়বিপ্র ছিলেন বৃদ্ধ, ছোটবিপ্র ছিলেন যুবা, ছোট বিপ্র সর্ব্বদা সেবা শুশ্রুষা দ্বারা বড়বিপ্রকে পরিতুষ্ট করিতেন। সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে গোপাল-জীউকে সাক্ষী করিয়া বড়বিপ্র ছোটবিপ্রের সহিত স্বীয় কন্যাকে বিবাহ দিতে অঙ্গীকার করিলেন। ছোটবিপ্র কিন্তু বড়বিপ্রের ন্যায় কুলীন ঘর ছিল না, সেই জন্য দেশে ফিরিয়া আসিলে বড়বিপ্রের আত্মীয়-স্বজনগণ প্রতিশ্রুত বিবাহে সম্মত হইলেন না। বড়বিপ্র তাহাতে সমস্যায় পড়িলেন। ছোটবিপ্র তখন শ্রীগোপালের সাক্ষের কথা বলিলেন। আত্মীয় স্বজন তাহাতে বলিলেন—আচ্ছা, যদি শ্রীগোপাল-দেব এখানে আসিয়া সাক্ষ্য দেন, তাহা হইলে কন্যা দান করা হইবে। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন বিগ্রহ-রূপী শ্রীগোপালদেব আগমন তো সম্ভব নয়! যাহা হউক ছোট বিপ্র শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিয়া শ্রী-গোপালদেবের নিকট কাঁদিয়া কাঁটিয়া উড়িষ্যায় যাইয়া সাক্ষ্য দানের নিমিত্ত প্রার্থনা জানাইলেন। তাঁহার ভক্তিতে প্রসন্ন হইয়া বিগ্রহরূপী শ্রীগোপাল তাহার সঙ্গে সঙ্গে আগমন করিয়া যথাস্থানে যথাসময়ে সাক্ষ্য দিলেন। বিবাহ কার্য্য হইয়া গেল। সেই অবধি শ্রীগোপালজী উড়িষ্যার পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে সত্যবাদী গ্রামে অবস্থান করিতেছেন। তৎপরে শ্রীগোপালজীউর নাম শ্রীসাক্ষীগোপালজী।

এই শ্রীগোপালজী শ্রীবজ্রনাভের (শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র শ্রীবজ্রনাভ) নির্ম্মাতা। বর্তমান সময়ে শ্রীগোপালজীউর ভগ্ন মন্দিরটি শ্রীগোপালজীউর সাক্ষ্যরূপে সকলের দৃষ্টিগোচর হইতেছেন। মন্দিরের সম্মুখে কিঞ্চিৎ পূর্ব্বদিশায় প্রাচীন শ্রীহনুমানজী মন্দির বিরাজিত। ইনি সিংহপৌরী শ্রীহনুমানজী বলিয়া বিখ্যাত।

শ্রীবনখণ্ডীমহাদেবের মন্দির

শ্রীবঙ্কবিহারী মন্দিরে যাইবার পথে সদর রাস্তায় ত্রিকোনীর উপরে শ্রীবনখণ্ডীমহাদেব মন্দির অব-স্থিত। কথিত আছে-শ্রীসনাতনগোস্বামী শ্রীবৃন্দাবন বাস করিবার কালে প্রত্যহ শ্রীগোপীশ্বর দর্শনে যাইতেন।

কিন্তু তখন শ্রীবৃন্দাবন বন-জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। এইহেতু শ্রীসনাতন প্রভুকে মধ্যে মধ্যে বহু ক্লেশ ভোগ করিতে হইত। শ্রীগোপীশ্বরজীউ শ্রীসনাতনের প্রতি প্রসন্ন হইয়া একদিন স্বপ্নে আদেশ করিলেন, সনাতন তোমাকে আমার জন্য আর এতদূর আসিতে হইবে না। আমি এখন তোমার নিকট বনখণ্ডী নামে প্রকট হইলাম। অতএব তুমি প্রত্যহ এই স্থানে আমাকে দর্শন করিবে সেই অবধি শ্রীসনাতন প্রভু প্রত্যহ এই স্থানে আসিয়া শ্রীবনখণ্ডী মহাদেব দর্শন করিতেন।

শ্রীবঙ্কবিহারী মন্দির

শ্রীমদনমোহন মন্দিরের পূর্ব্ব দিশায় শ্রীবঙ্কবিহারী মন্দির অবস্থিত। শ্রীহরিদাস স্বামী বিষয় ত্যাগী উদাসী বৈষ্ণব। তাঁহারই ভজনে প্রসন্ন হইয়া নিধুবন হইতে শ্রীবঙ্কবিহারী প্রকটিত হইয়াছেন। শ্রীহরিদাস স্বামীর ভজন কীর্ত্তন নিত্য ঠাকুর একাগ্র চিত্তে শ্রবণ করিতেন। ঠাকুর দর্শনের সময় সকাল নয়'টা হইতে বার'টা এবং বিকাল ছয়'টা হইতে নয়'টা। বিশেষ দর্শনের দিন তাহার ব্যাতিক্রম হইয়া থাকে। বৈশাখ মাসের শুক্লা তৃতীয়ায় যুগল চরণ সর্ব্বসাধারণের দর্শন হইয়া থাকে। বাহির হইতে কোন ভোগদ্রব্য ঠাকুরের ভোগ-লাগান হয় না। মন্দিরেই ঠাকুরের ভোগদ্রব্য তৈরী হইয়া থাকে। ভক্তগণের সু-করুণ আহ্বানে ঠাকুর বাহিরে চলিয়া আসে, একবার কোন এক ভক্ত ঠাকুরের নয়ন দর্শন করিতে করিতে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন ইত্যাদি কারণে বর্তমানে ঠাকুরের ঝলক দর্শন অর্থাৎ ঝাঁকি দর্শন হইয়া থাকে। ঝাঁকি কথাটীর অর্থ হইল—শ্রীবিহারীজীউর সম্মুখ— দরজার পর্দ্দা ১/২ মিনিট পর পর বন্ধ এবং খুলিতে থাকা।

শ্রীশাহজী মন্দির

শ্রীনিধুবনের নিকটে শ্রীশাহজী মন্দির অবস্থিত। লক্ষ্ণৌ নিবাসী শ্রীকুন্দনলালজী এই মন্দির নির্ম্মান করাইয়া শ্রীরাধারমণজীউকে প্রতিষ্ঠা করিয়া সেবার সর্ব্বপ্রকার সু-ব্যবস্থা করিয়াছেন। মাঘী শুক্লাপঞ্চমীর বাসন্তী কামরা দর্শকের চিত্তে বিস্ময় জাগায়। মন্দিরের সম্মুখে শ্বেত প্রস্তরের বাঁকা বাঁকা থাম্বাগুলি অত্যন্ত সুন্দর দর্শনীয়।

শ্রীমীরাবাঈ মন্দির

শ্রীশাহজী মন্দিরের পার্শ্বে শ্রীমীরাবাঈ মন্দির অবস্থিত। মন্দিরে শ্রীগিরিধারী গোপাল বিরাজিত। মন্দিরে বিশেষত্ব প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় শ্রীমতী মীরার ও অন্যান্য মহাজনদের পদাবলী কীর্ত্তন হইয়া থাকে। একটি প্রবাদ আছে —এই মন্দিরে শ্রীরূপ গোস্বামীর একখানা বৈঠক বিদ্যমান আছেন।

শ্রীরঙ্গনাথজী নামান্তর শেঠের মন্দির

প্রাচীন শ্রীগোবিন্দ মন্দিরের ঈশানে কিঞ্চিৎ পূর্ব্বদিশায় এই মন্দির অবস্থিত। লক্ষ্মীচাঁদ শেঠের ভ্রাতা শ্রীরাধাকৃষ্ণ দাস ও গোবিন্দ দাস এই মন্দির প্রতিষ্ঠাতা। মন্দিরে সোনার তাল গাছ (গরুড় স্তম্ভ)টি

দর্শকের মনে বিস্ময় জাগাইয়া দেয়। ইহা ছাড়া ইন্দ্রাসন, পুষ্করণী, বালাজী ভগবান্, বাহন ঘর (স্বর্ণ এবং রৌপ্য নির্মিত বিবিধ বাহন সংযুক্ত সোনার পাল্‌কী), শীশ মহল, বিদ্যুৎ চালিত শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ লীলা দর্শন, চন্দন কাঠের বিশাল রথ এবং শ্রীমন্দিরের মুখ্য বিগ্রহের নাম "শ্রীরঙ্গনাথজীউ", মন্দিরে চল্ এবং অচল বিগ্রহ দর্শনীয়, মন্দিরে দক্ষিণ ভারতীয় কারিগরের কলাকীর্ত্তি ইত্যাদি দর্শনীয়। এই স্থানে পৌষী শুক্লা একাদশী হইতে মাঘী কৃষ্ণাপঞ্চমী পর্য্যন্ত বৈকুণ্ঠোৎসব মেলা, চৈত্র কৃষ্ণা দ্বিতীয়া হইতে দ্বাদশী পর্য্যন্ত রথোৎসব মেলা, গড়ের মধ্যে শ্রীগজরাজ কুণ্ডে শ্রাবণী পূর্ণিমায় শ্রীগজেন্দ্র মোক্ষণ লীলার অভিনয় ইত্যাদি ভাবে মেলা বসিয়া থাকেন।

শ্রীগোপালজী (ব্রহ্মচারী) মন্দির

শ্রীগোপেশ্বর মহাদেব মন্দিরের অতি সন্নিকটে শ্রীগোপালজী মন্দির অবস্থিত। গোয়ালিয়রের রাজা এই মন্দির নির্মাণ করিয়া শ্রীগোপালজীউকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

শ্রীধাম গোদাবিহার মন্দির

শ্রীলালাবাবু মন্দিরের পার্শ্বে এই মন্দির অবস্থিত। শ্রীবলদেবাচার্য্য মহারাজ কর্ত্তৃক এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরে বিভিন্ন দেব-দেবী-ঋষি-মহর্ষি আদি প্রায় ৩০০ মূর্ত্তি বিরাজিত। মন্দিরের প্রথম বেদ গর্ভ দ্বার, দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠ দ্বার তার আগে নবগ্রহ, সূর্য্য-রথ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, গো-মাতা, পিয়াউ ও শিব লোক, ব্রহ্মলোক, তপোবন, বৈকুণ্ঠের শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ভগবান্ দশ অবতারের সহিত বিরাজমান। তৎপর ভক্তলোক রঘুবংশ দর্শন, আচার্য্য পীঠ মহাপুরুষ দর্শন ব্রহ্মাকক্ষ আদি নয় খণ্ড স্থাপিত করা হইয়াছে।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু মন্দির

ইমলিতলায় শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব শ্রীমূর্ত্তি দর্শনীয়। পুরাতন শ্রীমদনমোহন মন্দিরে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মূর্ত্তি দর্শনীয়। প্রাচীন শ্রীগোবিন্দ মন্দিরে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি দর্শনীয়। শিঙ্গারবটে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু দর্শনীয়। ধীরসমীর শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর কুঞ্জে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর মূর্ত্তি দর্শনীয়। পাথরপুরা শ্রীকাঙ্গালী মহাপ্রভু দর্শনীয়। সারস্বত গৌড়ীয়মঠ ও শ্রী-চৈতন্য গৌড়ীয়মঠে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর মূর্ত্তি দর্শনীয়। শ্রীরাধারমণ মন্দিরের পশ্চাৎভাগে শ্রীষড়ভুজ মহা-প্রভুর মূর্ত্তি দর্শনীয়। মহাত্মা শিশির বাবুর প্রতিষ্ঠিত গোপীনাথ বাজারে শ্রীঅমিয় নিতাই গৌরাঙ্গ মহা-প্রভুর মূর্ত্তি দর্শনীয়। ব্রহ্মকুণ্ড তীরে শ্রীনিতাই-গৌর-সীতানাথ মন্দির দর্শনীয়। কেশীঘাটে শ্রীকুঞ্জদাস গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত শ্রীপ্রাণগৌর নিত্যানন্দ প্রভুর অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দর্শনীয়। বনখণ্ডীতে পিসিমার নিতাই গৌর দর্শনীয় ইত্যাদি।

শ্রীরাধাশ্যামসুন্দর মন্দির

লুই বাজারে শ্রীরাধাশ্যামসুন্দর মন্দির অবস্থিত। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু শ্রীশ্যামসুন্দরজীউকে প্রকট

করিয়াছেন। মন্দিরের সেবাপূজা এবং শৃঙ্গারাদির পরিপাটী খুব সুন্দর। অক্ষয় তৃতীয়ায় এইস্থানে চন্দন শিঙ্গার অতী মনোরম দর্শনীয়।

পিসিমার শ্রীনিতাইগৌর মন্দির

বীরভূম জেলার অন্তর্গত ঘোড়াডাঙ্গা পারুলিয়া এবং কালীপুর কড্যা গ্রামের মধ্যস্থলে একটি উপবন ছিল। সেইস্থান হইতে ক্ষেপা নামক জনৈক গোয়ালা কর্ত্তৃক মৃত্তিকা খনন করিয়া শ্রীনিতাই-গৌর, শ্রীরাধাগোপীনাথ এবং শ্রীশালগ্রাম বিগ্রহ চতুষ্টয় প্রকাশ করেন। ঠাকুর সংস্কার করিবার সময় পাদপীঠের নিম্নদেশে 'দাস মুরারী গুপ্ত' এই নাম দেখিতে পাওয়া যায়। ক্রমে ঠাকুর চলিয়া আসে শ্রীবৃন্দা-বনে। এইস্থানে পিসিমা গোস্বামিনী ঠাকুরকে ৮/৯ বৎসরের বালক পুত্ররূপে সেবা করিতে লাগিলেন। সেই জন্য বর্তমানে শ্রীমুরারীগুপ্তের প্রতিষ্ঠিত পিসিমার শ্রীনিতাই-গৌর মন্দির নামে পরিচিত। মন্দির খানি লুই বাজারের বনখণ্ডী মহল্লায় অবস্থিত।

শ্রীগোপীশ্বর অথবা শ্রীগোপেশ্বর মহাদেব মন্দির

শ্রীবংশীবটের নৈঋতকোণে এই মন্দির অবস্থিত। বংশীবট শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার প্রসিদ্ধ স্থান। শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলার অভিনয়ে এই স্থানে দাঁড়াইয়া সুললিত মোহন বংশীধ্বনি করিয়া ব্রজসুন্দরীগণকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। ব্রজলীলার এমনই আকর্ষণ যে দেবাদিদেব মহাদেবও এই লীলায় বিভোলা, তিনিও গোপী আনুগত্যে প্রেমময়কে পাইবার লোভে গোপীরূপে প্রেমময়ের প্রেমরাজ্যে প্রবেশ করিয়া-ছেন। মহাদেব মহারাসে গোপীরূপ ধারণ করিয়া উপস্থিত হইলে রাসেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া পরিহাস পূর্ব্বক গোপীশ্বর বলিয়া সম্বোধন করিলেন, এইহেতু তিনি এইস্থানে গোপীশ্বর নামেই অভিহিত হইয়াছেন। বস্তুতঃ ব্রজগোপীগণ নিজ অভীষ্ট কামনায় শ্রীমহাদেবকে লিঙ্গরূপে স্থাপন করিয়া পূজা করিয়াছিলেন তদবধি তিনি গোপীশ্বর নামেই পূজিত হইতেছেন। কিন্তু সর্ব্বসাধারণের নিকট তিনি শ্রীগোপেশ্বর মহাদেব নামে পরিচিত।

শ্রীরাধারমণজীউ মন্দির

নিধুবনের পার্শ্বে শ্রীরাধারমণজীউর মন্দির অবস্থিত। শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর প্রেমে প্রসন্ন হইয়া শ্রীশালগ্রাম শিলা হইতে শ্রীরাধারমণজীউ প্রকট হইয়াছেন। অদ্যাবধি শ্রীরাধারমণজীউর পৃষ্ঠ-দেশে সেই শ্রীশালগ্রাম শিলা চিহ্ন বিরাজ করিতেছেন। মন্দিরের পশ্চাদ্ ভাগে শ্রীপাদ গোপালভট্ট গোস্বামীপাদের সমাজ বিরাজিত। সত্যই ঠাকুর দর্শন মাত্র হৃদয়ে প্রেম-ভক্তির উদয় হয়।

শ্রীরাধামাধব মন্দির

শ্রীগোকুলানন্দ মন্দিরের উত্তর পশ্চিমে শ্রীরাধামাধবজীউর মন্দির অবস্থিত। শ্রীপাদ জয়দেব কর্ত্তৃক সেবিত বিগ্রহ শ্রীরাধামাধবজীউ মন্দিরে বিরাজিত। এই মন্দিরের ঈশান কোণে শ্রীযুগল কিশোরের উচ্চ মন্দির চূড়া বিহীন অবস্থায় দর্শকের নয়ন-গোচর হইতেছেন।

শ্রীলুটন কুঞ্জ

শ্রীরাধাদামোদর মন্দিরের পার্শ্বে শ্রীলুটন কুঞ্জ অবস্থিত। এক জনশ্রুতি—এই স্থানে কোন একদিন শ্রীমতীরাধারাণী শ্রীকৃষ্ণ বিরহে ধুলায় লুটোপুটি দিতে থাকিলে অকস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া দর্শন প্রদানান্তে কুঞ্জ মধ্যে গমন করিয়া যুগল মিলন ঘটিয়াছিল, সেইজন্য এই স্থানের নাম শ্রীলুটন কুঞ্জ। বর্তমানে এই স্থানে শ্রীনিতাই-গৌর বিগ্রহ নিত্য প্রেমের সহিত সেবাপূজা হইতেছেন।

শ্রীরাধাবিনোদ ও শ্রীগোকুলানন্দজী মন্দির

শ্রীরাধারমণ মন্দিরের পশ্চিম-উত্তর কোনস্থিত মন্দিরে শ্রীরাধাবিনোদজীউর বিজয় মুর্ত্তি শোভা বর্দ্ধন করিতেছেন। শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সেবিত শ্রীরাধাগোকুলানন্দজীউ ও শ্রীপাদ লোকনাথ গোস্বামীপাদের সেবিত শ্রীরাধাবিনোদজীউ মন্দিরে বিরাজ করিতেছেন। এই মন্দিরের বাম পার্শ্বে শ্রীপাদলোকনাথ গোস্বামীর সমাজ এবং শ্রীপাদ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সমাজ ও শ্রীপাদ নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের বৈঠক দর্শনীয়।

শ্রীরাধাবল্লভ মন্দির

নূতন শ্রীসীতানাথ মন্দিরের নৈঋত কোণে শ্রীরাধাবল্লভজীউর মন্দির অবস্থিত। শ্রীপাদ হরিবংশ গোস্বামীর প্রতি কৃপা করিয়া শ্রীনিকুঞ্জবন হইতে ঠাকুর প্রকট হইয়াছেন। ঝুলনাদিতে মন্দিরের সাজসজ্জা অতি চমৎকার দৃশ্য।

শ্রীজামাইবিনোদ মন্দির

এই মন্দির শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সন্নিকটে অবস্থিত। তাড়াশ ভূম্যধিপতি বনমালী রায়বাহাদুর মহাশয় এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। মন্দিরের শ্রীবিগ্রহ জামাইবিনোদ নামে বিখ্যাত। মন্দিরের সেবা পরিপাটী অতীব অপূর্ব্ব। বিনোদজীউর সেবাদি জামাই উপচারেই সম্পন্ন হয়। কথিত আছে রায়-বাহাদুরের এক কন্যা ছিলেন লক্ষ্মী অংশ সম্ভুতা, বিনোদজীউ তাহার পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই হেতু ঠাকুর শ্রীজামাইবিনোদ নামে জগতে বিখ্যাত।

শ্রীসমাধী পীঠ

এই স্থানে চৌষট্টি মহান্তের সমাধি মন্দির, শ্রীজয়দেব গোস্বামী, শ্রীচণ্ডীদাস গোস্বামীর সমাধি ইত্যাদি বহু সমাধি মন্দির দর্শনীয়। শ্রীরঙ্গজী মন্দিরের পার্শ্বে এবং শ্রীগোবিন্দ মন্দিরের পূর্ব্বভাগে অবস্থিত।

শ্রীপাগলবাবার মন্দির

প্রথমতঃ ভূতগলি

শ্রীবৃন্দাবনের ভূতগলিতে অবস্থিত। মন্দিরে শ্রীরাধাকৃষ্ণের অপূর্ব্ব মুর্ত্তি দর্শনীয়। এইস্থানে অখণ্ড শ্রীহরিনাম মহাযজ্ঞ চলিতেছেন।

দ্বিতীয়তঃ লীলাবাগ

শ্রীমথুরা এবং শ্রীবৃন্দাবনে রাস্তার প্রায় মধ্যস্থানে অবস্থিত। মন্দিরখানি নয় তালা এক বিড়াট আকারে দর্শনীয়। মন্দিরে শ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীরামসীতা ইত্যাদি বহু ঠাকুর ও দেবদেবীর বিগ্রহ বিরাজিত। এই স্থানেও অখণ্ড শ্রীহরিনাম মহাযজ্ঞ চলিতেছে।

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

শ্রীঅখণ্ডানন্দ স্বামীজীর আশ্রম

রাস্তার সঙ্গে মন্দির খানি অত্যন্ত সুন্দর দর্শনীয়। মন্দিরে শ্রীনৃত্যগোপাল এবং ভাব-ভাবেশ্বর মহাদেব দর্শনীয়।

শ্রীকাঁচ মন্দির

শ্রীরঙ্গজী মন্দিরের পশ্চাতভাগে শ্রীকাঁচ মন্দির অবস্থিত। মন্দিরে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল বিগ্রহ দর্শনীয়। মন্দিরের দেওয়ালে এবং ছাদে বহু সুন্দর সুন্দর কাঁচের কারুকার্য্য দর্শনীয়।

শ্রীআনন্দময়ি আশ্রম

ইহা শ্রীমথুরা-বৃন্দাবন রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত। সংস্থাপক মা আনন্দময়ী। মন্দিরে শ্রীনিতাই-গৌর—শ্রীকৃষ্ণ ছলিয়া এবং পাঁচখানি শিবলিঙ্গ দর্শনীয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের মন্দির

মা আনন্দময়ী আশ্রমের পার্শ্বে শ্রীমন্দির বিরাজিত। মন্দিরখানি শ্বেতপাথরে তৈরী অত্যন্ত সুন্দর দর্শনীয়। মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের বিশাল মূর্ত্তি দর্শনীয়।

শ্রীজানকীবল্লভ মন্দির

শ্রীকেশীঘাটের পার্শ্বে এই মন্দির বিদ্যমান। স্বামীভগবান দাসজী এই মন্দির নির্মাণ করিয়াছেন। মন্দিরে শ্রীরাম-শ্রীলক্ষ্মণ এবং মাতাশ্রীজানকীদেবী বিরাজিত।

শ্রীঅষ্টসখী মন্দির

শ্রীমদনমোহন মন্দিরের সম্মুখে এই মন্দির বিদ্যমান। বীরভূম জেলার হেতমপুর রাজবাড়ীর রাজা রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী এবং মহারাণী পানসুন্দরীদেবী শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করেন। মন্দিরের মধ্যস্থলে শ্রীরাধারাসবিহারী এবং দুই পার্শ্বে অষ্টসখী বিরাজিত।

শ্রীজয়পুড়িয়া মন্দির

রাজা মাধব সিং পাথর দ্বারা সুন্দর কারুকার্য্যযুক্ত এই মন্দির নির্মাণ করিয়াছেন। মন্দিরে শ্রীরাধামাধবজীউ, শ্রীহংসগোপালজীউ এবং শ্রীআনন্দ বিহারীজীউ দর্শনীয়।

শ্রীকাত্যায়নী পীঠ

শ্রীহরিরামজী ব্যাস প্রায় সোয়ালক্ষ টাকা ব্যায় করিয়া কাঁচাদি দ্বারা এই শ্রীমন্দির নির্মাণ করিয়াছেন। মন্দিরে শ্রীরাধাযুগলকিশোর এবং স্বর্ণ নির্ম্মিত শ্রীকাত্যায়ণীদেবী বিরাজিত।

শ্রী.কাঠিয়াবাবা আশ্রম

ব্রজবিদেহী শ্রীরামদাস কাঠিয়াবাবার স্থাপিত শ্রীরাধাকৃষ্ণ এবং শ্রীগোপাল মূর্ত্তি। ঠাকুর অত্যন্ত সুন্দর দর্শনীয়।

শ্রী.কৃষ্ণবলরাম (ইংরেজ) মন্দির

অভয়চরণ বেদান্ত তীর্থের স্থাপিত শ্রীগৌর-নিতাই, শ্রীরাধা-কৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম বিগ্রহ। এইস্থানে প্রভুপাদ এ, সি, ভক্তি বেদান্ত তীর্থের সমাধী বিরাজিত। মন্দিরখানি শ্রীকৃষ্ণভাবনা সংঘ দ্বারা পরিচালিত।

শ্রী.মুঙ্গের রাজার মন্দির

মুঙ্গের জেলার শ্রীকমলেশ্বরী প্রসাদ সিংহ দ্বারা এই শ্রীমন্দির নির্ম্মিত। মন্দিরে শ্রীরাধা-মোহনজীউ বিরাজিত।

শ্রীচীরঘাট ও বস্ত্রাভরণঘাট

শ্রীভ্রমর ঘাটের দক্ষিণে ও শ্রীগোবিন্দ ঘাটের উত্তরে শ্রীচীরঘাট বিদ্যমান। শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিয়া এই ঘাটে স্নান করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ জলক্রীড়া খেলিবার সময় কৌতুক করিয়া গোপীগণের বসন অপহরণ করতঃ কদম্ব বৃক্ষের উপরে আরোহণ করিয়াছিলেন। এই হেতু ঘাটের উপরিস্থ কদম্ব বৃক্ষকে চীর কদম্ব বলিয়া উল্লেখ করা হয়। শ্রীকৃষ্ণ কেশিদৈত্যকে বধ করিয়া এই ঘাটে উপবেশন করিয়া বিশ্রাম করিয়াছিলেন, এই হেতু ঘাটের অপর নাম চেহন ঘাট। শ্রীবৃন্দাবনে সাধারণতঃ তিন কদম্বই প্রসিদ্ধ। যেমন—কালীকদম্ব, চীরকদম্ব ও দোলাকদম্ব।

গোপীগণ কর্ত্তৃক কাত্যায়ণী ব্রত এবং শ্রীকৃষ্ণের বস্ত্রহরণ লীলা

অগ্রহায়ণ মাসে ব্রজের কুমারীগণ শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার জন্য শ্রীযমুনারতটে বালুকাদ্বারা কাত্যায়ণীর প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া ধূপ-দীপ-নৈবেদ্য ইত্যাদি উপহারে পূজা করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া মাসান্তে (পূর্ণিমার দিন) আগমন করিলেন এবং গোপীগণ নিত্য নিয়মানুসারে শ্রীযমুনার তটে নিজ বসন সকল রাখিয়া স্নান করিতেছেন দেখিয়া, অতি সত্বর বসনগুলি লইয়া কদম্ববৃক্ষের উপর আরোহণ করিলেন। গোপীগণ স্নানান্তে বসনগুলি শ্রীযমুনার তটে না দেখিয়া তীরস্থ কদম্ববৃক্ষের উপর শ্রীকৃষ্ণ সমেত দেখিতে পাইলেন। গোপীগণ বিবস্ত্রাবস্থায় তীরে উঠিতে লজ্জা বোধ করিতেছেন, সেইজন্য জল হইতে গোপীগণ বলিতে লাগিলেন যে---হে প্রাণনাথ! হে গোবিন্দ! আমাদের বসনগুলি দিয়ে দাও. শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে—তোমরা যদি আমাতে দেহ-মন ষোল আনা দান করিয়া থাক তবে তীরে

উঠিয়া বসন লইয়া যাইতে কি অসুবিধা আছে। শ্রীকৃষ্ণের বাক্যানুসারে সমস্ত গোপীগণ জল হইতে তীরে আগমন করিলে শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হইয়া বসন সকল দান করিলেন এবং মনস্কামনা পূর্ণ করিলেন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।২২।২৭

শ্রীভগবানুবাচ

যাতাবলা ব্রজং সিদ্ধা ময়েমা রংস্যথ ক্ষপাঃ। যদুদ্দিশ্য ব্রতমিদং চেরুরার্য্যার্চ্চনং সতীঃ॥

অনুবাদঃ—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে অবলাগণ! তোমরা সিদ্ধ হইয়াছ; এখন ব্রজে গমন কর, আমার সহিত আগামিনী রজনীসমূহে ক্রীড়া করিতে পারিবে, যে উদ্দেশ্যে তোমরা ব্রত আচরণ করিয়াছ এবং কাত্যায়নীর পূজা করিয়াছ।

শ্রীভ্রমরঘাট

শ্রীচীরঘাটের উত্তরে শ্রীভ্রমর ঘাট বিদ্যমান। এই ঘাটের তটে বহু পুষ্পবৃক্ষের কানন, তাহাতে শ্রীরাধাগোবিন্দদেবজী বিরাজ করিতেছেন দেখিয়া ভ্রমরগণ মনানন্দে গুণ-গুণ ধ্বনিতে গান করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, সেইজন্য এই ঘাটের নাম শ্রীভ্রমর ঘাট।

শ্রীকেশীঘাট

শ্রীভ্রমর ঘাটের উত্তরে শ্রীকেশীঘাট বিদ্যমান। এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ কেশীদৈত্যকে নিধন করিয়াছিলেন।

শ্রীকেশীদৈত্যের মুক্তি

কেশী পুরাকালে ইন্দ্রের ছত্র ধারণ কারী একজন অনুচর ছিলেন। তাহার নাম ছিল কুমুদ। ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করিয়া ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইলে, সেই পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য এক অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করিয়াছিলেন। যজ্ঞের শুভ্র অশ্বটিতে আরোহন করিতে কুমুদের অভিলাষ জন্মিলে, তিনি যখন আরোহণ করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন তখন মরুদগণ তাহাকে দেখিয়া ফেলিলেন। তাহারা কুমুদকে ধরিয়া ইন্দ্রের নিকটে আনয়ন করিলেন। ইন্দ্র এই কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অভিশাপ দিলেন যে—"রে দুর্ম্মতে! তুমি রাক্ষস হও, এবং অশ্বের ন্যায় আকৃতি হইয়া মর্তধামে গমন কর।"

সেই অভিশাপে কুমুদ ব্রজে ময়দানবের পুত্র কেশী নামে জন্মগ্রহণ করিয়া কংসের অনুচর হইয়াছিলেন। কংস শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করিবার জন্য কেশীকে প্রেরণ করিলেন। কেশীদৈত্য বিশাল অশ্বের রূপ ধারণ করিয়া মথুরা হইতে শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিলেন। দৈত্য গর্জন করিতে করিতে পশ্চাতের পদদ্বয় দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে আঘাত করিলে, শ্রীকৃষ্ণ ক্রোধে তাহার দুইপাদ গ্রহণ করিয়া ভ্রমণ করাইতে করাইতে শত-ধনুঃ (চারিশত হস্ত) দূরে ফেলিয়া দিলেন। কেশী সংজ্ঞা লাভ করিয়া পুনরায় উত্থিত হইলেন এবং ক্রোধে মুখব্যাদান করিয়া আতদ্রুতবেগে শ্রীকৃষ্ণের নিকট আসিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণও হাঁসিতে হাঁসিতে তাহার মুখ-মধ্যে বাম বাহু সর্পের প্রবেশের ন্যায় নির্ভয়ে প্রবেশ করাইয়াদিলেন। অতিতপ্ত

লৌহ-স্পৃষ্ঠের ন্যায় কেশীর মুখব্যাদান-বিবৃত দন্তসকল শ্রীকৃষ্ণ ভুজস্পর্শে পড়িয়া গেল এবং শ্রীকৃষ্ণের বাহু কেশীর দেহগত হইয়া উপেক্ষিত রোগের ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিলে, কেশী ঘর্ম্মাক্ত কলেবর ও বিবৃত নেত্র হইয়া চরণ-ক্ষেপণ ও বিষ্ঠা-বিসর্জ্জন করিতে করিতে প্রাণহীন হইয়া ভূতলে পতিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ পরিপক্ক কর্ক্কটিকা (কাঁকুড়) ফলতুল্য কেশীর দেহমধ্য হইতে প্রাণখানি আকর্ষণ করিয়া স্ব-শরীরে প্রবেশ করাইলেন।

তথাহি আদিবরাহে

গঙ্গা শতগুণং পুণ্যং যত্র কেশী নিপাতিতঃ।
তত্রাপি চ বিশেষোঽস্তি কেশিতীর্থে বসুন্ধরে !
তস্মিন্ পিণ্ড-প্রদানেন গয়াপিণ্ডফলং লভেৎ ॥

অনুবাদ ঃ—যেখানে কেশীনামক দৈত্য নিহত হইয়াছিল, সেইস্থান গঙ্গা হইতেও শতগুণ ফলপ্রদ। ঐস্থানে পিণ্ডদান করিলে গয়ায় পিণ্ডদানের ফললাভ হয়। এই ঘাটের সন্নিকটে শ্রীপ্রাণগৌরনিত্যানন্দ মন্দির, শ্রীমুরারীমোহন কুঞ্জ, শ্রীগৌর-গদাধর মন্দিরে শ্রীগদাধর গোস্বামীর দন্ত সমাজ ইত্যাদি বিরাজিত।

শ্রীধীরসমীর ঘাট

শ্রীকেশীঘাটের পূর্ব্বে ও শ্রীবৃন্দাবনের উত্তর দিশায় শ্রীধীরসমীর ঘাট বিদ্যমান। শ্রীযমুনার সমীপস্থ পরম শোভনীয় শ্রীরাধাগোবিন্দের সুখ-বিহারের একান্ত স্থান। যুগল কিশোরের সেবার নিমিত্ত সুগন্ধি, সুশীতল ও মৃদুমন্দ সমীরণ এই স্থানে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইয়াছিল, এই হেতু এই স্থানের নাম ধীরসমীর। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর বংশধরগণ এই স্থানে বসবাস করিতেছেন। আচার্য্য প্রভুর কুঞ্জে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর দর্শনীয় অপূর্ব্ব শ্রীমূর্ত্তি এবং মন্দিরের সম্মুখে শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু ও শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের সমাজ বিরাজিত।

তথাহি শ্রীব্রজরীতিচিন্তামণি

যদা স বংশীবটগঃ স্ববংশীং বংশীধরোঽবাদয়দাশু তর্হি।
ধীরঃ সমীরোঽপি বভুবয়ত্র স্থলঞ্চ তদ্ধীরসমীর নাম ॥

অনুবাদ ঃ—বংশীধর শ্রীকৃষ্ণ সেই বংশীবটের সম্মুখে গিয়া যে সময় বংশীধ্বনি করিয়াছিলেন, সেই সময় বাতাস ও আশুধীর অর্থাৎ স্তমিত হইয়াছিলেন, এইরূপে যে স্থানে বাতাস ধীর হইয়াছিলেন, উক্ত স্থানকে ধীরসমীর নামে অভিহিত করিয়াছেন।

শ্রীপাণিঘাট

শ্রীরাধাবাগের দক্ষিণে এবং শ্রীবৃন্দাবনের পূর্ব্বভাগে শ্রীপাণিঘাট বিদ্যমান। ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের নির্দ্দেশে শ্রীদুর্ব্বাসা মুণিকে ভোজন করাইবার নিমিত্ত এই ঘাটে শ্রীযমুনা পার হইয়াছিলেন। দেহাবসানে বৈষ্ণবদের এইস্থানে অন্ত্যেষ্টী ক্রিয়া হইয়া থাকে।

শ্রীআদিবদ্রী ঘাট

পাণিঘাটের দক্ষিণে এবং শ্রীবৃন্দাবনের দক্ষিণ পূর্ব্বকোণে প্রাচীন যমুনা তীরে শ্রীআদিবদ্রী ঘাট বিদ্যমান। এই ঘাটে শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে শ্রীআদিবদ্রীনাথ ভগবানকে দর্শন করাইয়াছিলেন।

শ্রীরাজ ঘাট

আদিবদ্রী ঘাটের দক্ষিণে এবং শ্রীবৃন্দাবনের দক্ষিণ পূর্ব্বকোণে শ্রীরাজঘাট বিদ্যমান। এই ঘাটে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীরাধারাণীকে শ্রীযমুনা পার করাইবার ছলে মিলন ঘটিয়াছে। কোন একদিন শ্রীমতী-রাধারাণী সখীগণ সঙ্গে দুধ, দধি, মাখন ইত্যাদি বিক্রি করিবার জন্য শ্রীযমুনার তটে আগমন করিয়া শ্রী-যমুনা পার হইবার জন্য কোন সাধন খুঁজে পাইতেছেন না। এইদিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নাবিক সাজিয়া শ্রীযমুনার ঘাটে উপস্থিত হইলেন। সখীগণ নাবিককে এক আনা, দুই আনা ইত্যাদি ভাবে পনের আনা পর্য্যন্ত দান করিতে স্বীকার করিলেন কিন্তু নাবিক ষোল আনার কমে কোন সখীকেই পার করিতে স্বীকার করিতেছেন না। শেষ পর্য্যন্ত ষোল আনা দান করিবেন জানাইয়া সমস্ত সখী এবং শ্রীমতীরাধা-রাণী নৌকায় আরোহণ করিলেন। নাবিক অর্দ্ধ যমুনায় গমন করিয়া শ্রীমতীরাধারাণীর হস্তে সমস্ত ননী-মাখন ভোজন করিলেন এবং স্বকান্ত (শ্রীকৃষ্ণরূপ) ধারণ করিয়া উভয়ে প্রেমসাগরে নিমগ্ন হইলেন।

শ্রীবরাহ ঘাট

শ্রীবৃন্দাবনের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে, প্রাচীন শ্রীযমুনা তীরে বিদ্যমান। সন্নিকটে শ্রীবরাহদেব দর্শনীয়। এই স্থানে শ্রীগৌতম মুনির আশ্রম বিরাজিত।

শ্রীবৃন্দাবনের দক্ষিণে শ্রীবরাহ ঘাট।
তীরে শ্রীবরাহদেব মন্দিরেতে নাট॥
দর্শন করিতেই মহা পুণ্য হয়।
ঘাটের যে মহিমা লিখা নাহি যায়॥

শ্রীকালিয়দমন ঘাট

শ্রীবরাহ ঘাটের প্রায় অর্দ্ধ মাইল উত্তরে প্রাচীন যমুনাতীরে শ্রীকালিয়দমন ঘাট বিদ্যমান। এই স্থানে ৫৫০০ বৎসর পূর্ব্বের কালীকদম্ব বৃক্ষ বিদ্যমান। শ্রীকৃষ্ণ এইস্থানে কালিয়নাগকে দমন করিয়াছেন।

শ্রীকালিয়নাগদমন লীলা

স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ভৃগুবংশসম্ভব বেদশিরা নামক এক মুনি বিন্ধ্যাচলে তপস্যা করিতেন। অশ্ব-শিরা নামক অপর এক মুনি তাঁহার আশ্রমে তপস্যার্থে সমাগত হইলে, তাহাকে দেখিয়া রোষরক্ত নয়নে বেদশিরা বলিতে লাগিলেন যে—হে বিপ্র আপনি এখানে তপস্যা করিতে পারিবেন না, অন্যত্র কোথাও চলিয়া যান। তাহার প্রতি উত্তরে অশ্বশিরা বলিলেন যে—এই স্থান আপনারও নয় আমারও নয়, ইহা

মহাবিষ্ণুর। এইভাবে উভয়ে তর্ক-বিতর্ক চলিতে থাকিলে অশ্বশিরা বেদশিরাকে বলিলেন যে– 'তোমার ক্রোধ সর্পের ন্যায় অতএব তুমি সর্প হও'। বেদশিরাও অভিশাপ দিলেন যে 'তুমি কাক হইয়া ভূতলে অবস্থান কর,। সেইজন্য অশ্বশিরা নীল পর্ব্বতে যোগিবর ভুশুণ্ড কাক হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন।

দক্ষ মহারাজা—কশ্যপের কাছে তদীয় মনোহর একাদশ কন্যাকে অর্পণ করিলেন। তন্মধ্যে কদ্রু সকলের জ্যেষ্ঠা, সেই কদ্রু কোটি কোটি মহাসর্প প্রসব করেন। উহাদের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ফণিবর পরাৎপর শেষনাগ অনন্ত, এই শেষনাগ হরির বাক্যানুসারে ভূমণ্ডল ধারণ করিয়া রহিয়াছেন এবং শ্রীভগবান্ কূর্ম্ম হইয়া তাহার আধার রূপে মহাভার যুক্ত দীর্ঘ দেহ ধারণ করিলেন। বেদশিরা ঐ সকল সর্পমধ্যে মহাফণী কালীয় হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন।

ব্রহ্মার পুত্র মরীচ, তাহার পুত্র কশ্যপ, তস্যপুত্র গরুড়। এই গরুড় সমুদ্রের মধ্যে রমণকদ্বীপে রোজ সর্পগুলিকে ভক্ষণ করিতেন, তাহাতে তাহারা ক্ষুব্ধ ও ভয়কাতর হইয়া গরুড়কে বলিতে লাগিলেন যে—হে গরুড়! তুমি সাক্ষাৎ বিষ্ণুবাহন, অতএব তুমি যথাবিধি মাসে মাসে প্রতি গৃহ হইতে বৃক্ষতলে আমাদের প্রদত্ত অমৃত প্রভৃতি উপচার এবং একটি করিয়া সর্প পর্য্যায় ক্রমে বলিরূপে গ্রহণ কর। সেই অনুসারে গরুড়কে নিত্য দিব্য বলি প্রদান করিতে লাগিলেন। একদা কালীয় গৃহে বলিপ্রদানের পালা পড়িলে, সে বলপূর্ব্বক গরুড়ের বলি সকল স্বয়ং ভক্ষণ করিলেন। গরুড় এই অবস্থা দেখিয়া ক্রোধে তাহার উপর আক্রমণ করিলেন। কালীয় ভয়ে সপ্ত সমুদ্র সপ্তদ্বীপ ইত্যাদি স্থানে উপস্থিত হইয়া কোথাও রক্ষা পাইলেন না। তাহার পর ভয়াতুরা কালীয় দেবদেব শেষনাগ অনন্তের চরণপ্রান্তে গমন করিলেন এবং তাহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিন করিয়া রক্ষার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। তখন শেষনাগ বলিলেন যে, তুমি কোথাও রক্ষা পাইবে না, তবে এক কাজ কর - পূর্ব্বকালে সৌভরিমুণি শ্রীবৃন্দাবনে যমুনার জলে তপস্যা করিবার সময় মীনগণ চতুর্পাশ্বে বিচরণ করিতেন। সেই সময় গরুড় আসিয়া তাহাদের ভক্ষণ করিত, ইহাতে মীনগণ দুঃখিত হইয়া মুনির নিকটে প্রার্থনা জানাইলেন, মুণি গরুড়কে অভিশাপ দিলেন যে—এই স্থানে গরুড় কদাপি আগমন করিবে না, যখন আগমন করিবে তখনই তাহার মৃত্যু হইবে। সেই ভয়ে গরুড় আর ঐ স্থানে গমন করে না, অতএব তুমি সেই স্থানে গমন কর। তাহার বাক্যানুসারে ভয়াতুর কালীয় স্ব-পরিবার ও বন্ধু-বান্ধব সহ শ্রীযমুনার জলে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

কালীয়ের বিষাগ্নি দ্বারা সেই জল পাক হইয়া সর্ব্বদাই ফুটিত। অতএব তাহার উপর দিয়া পক্ষী প্রভৃতি খেচরগণ গমন করিলে তন্মধ্যে পতিত হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণ ত্যাগ করিত। কালীয় হ্রদের তীরে স্থাবর-জঙ্গমে প্রাণী গমনাগমন করিলে কালীয়নাগের বিষজলের তরঙ্গস্পর্শী এবং দুষ্ট বারিকণাবাহী বায়ু কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ মরিয়া যাইত। একদা শ্রীকৃষ্ণ গো ও গোপগণ সঙ্গে বনে গমন করিলেন। সেই দিন শ্রীবলরামের বনে গমন হয় নাই (কেহ কেহ বলিয়া থাকেন সেই দিন শ্রীবলরামের জন্মতীথি ছিল)। সখা ও গোবৎসগণ গ্রীষ্মকালীন রৌদ্রতাপে অত্যন্ত তৃষ্ণার্থ হইয়া সেই যমুনার জল

পান করিলে গতপ্রাণ হইয়া সকলে সলিলের নিকট পতিত হইয়া রহিল। এবং শ্রীকৃষ্ণের অমৃতবর্ষিণী দৃষ্টিতে পুনর্জ্জীবিত হইয়াছিল।

কালীয় নাগকে দমন করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ যমুনার পার্শ্বে এক কদম্ববৃক্ষ হইতে লম্ফ দিয়া জলে পতিত হইলেন। এখানে সকল বৃক্ষাদির মৃত্যু হইলেও এই কদম্ববৃক্ষের মৃত্যু হয় নাই তাহার কারণ-একদা স্বর্গ হইতে গরুড় চন্দ্রমা হরণ করিয়া শ্রীকালীয়দহে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেখানে এই কদম্ববৃক্ষের উপর চন্দ্রমা রাখিয়া ইন্দ্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিয়াছিলেন। তখন বৃক্ষ সুধাস্পর্শে অমরত্ব লাভ করিয়াছিল। নাগ শ্রীকৃষ্ণকে জলে বিহার করিতে দেখিয়া ক্রোধে শরীর দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের শরীরকে বেষ্টিত করিয়া ফণা সকল উন্নত করতঃ দংশন করিতে লাগিলেন। সখাগণ দূর হইতে শ্রীকৃষ্ণকে জলে পতিত দেখিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ব্রজে মহাভয়ঙ্কর ত্রিবিধ মহোৎপাত দেখা দিলে নন্দ প্রভৃতি গোপগণ বলিতে লাগিলেন যে—শ্রী-বলরাম আজ বনে গমন করে নাই, শ্রীকৃষ্ণ একা বনে গমন করিয়াছে অতএব পথে কিছু অমঙ্গল ঘটিয়াছে। ইত্যাদি ভাবে চিন্তা করিতে করিতে গাভীগণের পদচিহ্ন এবং শ্রীকৃষ্ণের ধ্বজা-বজ্র-পদ্ম ইত্যাদি যুক্ত পদ-চিহ্ন দর্শন করিতে করিতে যমুনাতটস্থ কালিদহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কালিদহে সখাগণের নিকট হইতে শ্রীকৃষ্ণের জলে গমন বার্তা শ্রবণ করিয়া নন্দ প্রভৃতি গোপগণ হ্রদমধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন তখন শ্রীবলরাম তাহাদিগকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিয়াছিলেন (তিনি জানিতেন শ্রীকৃষ্ণ অনাদির আদি গোবিন্দ) যে—শ্রীকৃষ্ণকে কালীয়নাগ কিছুই করিতে পারিবে না, পরিবর্তে তাহাকে দমন করিয়া অল্পসময়ের মধ্যে তীরে ফিরিয়া আসিবেন।

কালীয় যখন মস্তক উন্নত করিয়াছিলেন তখন শ্রীকৃষ্ণ পদাঘাত দ্বারা তাহাকে দমন করিয়া-ছিলেন। সেই মস্তকের উপর শ্রীকৃষ্ণ বিচিত্র তাণ্ডব-নৃত্য করিতে করিতে কালীয়ের ক্রোধযুক্ত সহস্র ফণা ও গাত্র ভগ্ন করিয়াছিলেন. এবং কালীয় বহুমুখে রুধির বমন করিতে করিতে গতপ্রাণ অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের চরণে শরণাগত হইয়াছিলেন। কালীয়ের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া স্ত্রীগণ পতির মঙ্গলের জন্য শ্রীকৃষ্ণ চরণে বহু প্রকারে স্তুতি করিতে লাগিলেন। তাহাদের স্তুতিতে শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হইয়া বলিলেন যে—তোমরা এই স্থান ত্যাগ করিয়া পুত্র, কলত্র, বন্ধু-বান্ধবসহ রমণকদ্বীপে গমন কর। আমার পদচিহ্ন তোমাদের মস্তকে দেখিতে পাইলে গরুড় আর তোমাদের ভক্ষণ করিবে না। এই কথা শ্রবণ করিযা সকলে শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি করিতে লাগিলেন এবং রমণকদ্বীপে প্রস্থান করিলেন। কালীয়নাগ চলিয়া গেলে শ্রীযমুনার জল বিষ-হীন এবং অমৃততুল্য হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ যমুনা হইতে তীরে উঠিয়া শ্রীনন্দমহারাজ এবং সখাগণের সহিত আলিঙ্গনাদি করিয়াছিলেন।

তথাহি আদিবরাহে

কালিয়স্য হ্রদং গত্বা ক্রীড়াং কৃত্বা বসুন্ধরে। স্নানমাত্রেণ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥

অনুবাদঃ—হে বসুন্ধরে! কালিয়েব হ্রদে গমন করিয়া, তথায় ক্রীড়া করিয়া ও তথায় স্নান-মাত্রে লোক সর্বপাপ হইতে নিশ্চিতই মুক্ত হয়। এই হ্রদে যে প্রাণত্যাগ করে, সে আমার ধামে গমন করে।

শ্রীগোপাল ঘাট

কালীদহের উত্তরে শ্রীগোপালঘাট বিদ্যমান। শ্রীব্রজরাজ ও মা যশোদা এই ঘাটে উপবেশন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কালিয়নাগ দমনের পর তীরে উঠিলে শ্রীব্রজরাজ ও ব্রজেশ্বরী নয়ন জলে আর্দ্রচিত্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে লইয়া সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবলোকন করিয়াছিলেন এবং এই ঘাটে শ্রীনন্দমহারাজ শ্রীকৃষ্ণের কল্যাণের নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণকে বহুগাভী দান করিয়াছিলেন।

শ্রীসূর্য্যঘাট ও দ্বাদশাদিত্যঘাট

শ্রীগোপাল ঘাটের উত্তরে শ্রীসূর্য্যঘাট বিদ্যমান। ঘাটের উপরিস্থ টীলাকে দ্বাদশাদিত্য টীলা বলা হয়। এই টীলার উপরে শ্রীলসনাতন গোস্বামী শ্রীমদনমোহনজীউকে শ্রীমথুরা হইতে আনয়ণ করিয়া সেবা-পূজা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ কালীয়নাগকে দমন করিয়া এই টীলার উপর উপবেশন করিলে শ্রীকৃষ্ণের রূপ দর্শনে দেবতাগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণকে শীতার্থ মনে করিয়া দ্বাদশ সূর্য্যের দ্বারা তাপদান করিয়াছিলেন। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ হইতে স্বেদবিন্দু নির্গত হইয়া ধারারূপে শ্রীযমুনায় পতিত হইয়াছিল, সেইজন্য এই দ্বাদশাদিত্য ঘাটের অপর নাম শ্রীপ্রস্কন্দন তীর্থ।

তথাহি শ্রীস্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে

— ৮২তম শ্লোক —

সূর্যৈর্দ্বাদশভিঃ পরং মুররিপুঃ শীতার্ত উগ্রাতপৈর্ভক্তি প্রেমভরৈরুদারচরিতঃ শ্রীমান্ মুদা সেবিতঃ।
যত্র স্ত্রীপুরুষৈঃ ক্বণৎপশুকুলৈরাবেষ্টিতো রাজতে স্নেহৈর্দ্বাদশসূর্য্যনাম তদিদং তীর্থং সদা সংশ্রয়ে॥

অনুবাদ :— যথায় অতি শীতার্ত উদারলীলাপরায়ণ পরমসুন্দর মুরারি দ্বাদশসূর্য্য কর্ত্তৃক ভক্তি-প্রেমভরে ও আনন্দে প্রবলতাপদান দ্বারা সেবিত হইয়াছিল এবং শব্দায়মান স্ত্রীপুরুষ পূর্ণ গো-সকল দ্বারা স্নেহে বেষ্টিত হইয়া বিরাজ করিয়াছিলেন। এই সেই দ্বাদশসূর্য্যনামক তীর্থকে আমি সর্বদা আশ্রয় করি।

তথাহি ভক্তিরত্নাকরে

অহে শ্রীনিবাস! সূর্যগণের তাপেতে। দূরে গেল শীত, ঘর্ম হইল দেহেতে॥
সেই ঘর্ম্ম-জল সূর্যকন্যায় মিলিল। এইহেতু 'প্রস্কন্দন'—নাম তীর্থ হইল॥

তথাহি আদিবরাহে

পুণরন্যৎ প্রবক্ষ্যামি তচ্ছৃণু ত্বং বসুন্ধরে। ক্ষেত্রং প্রস্কন্দং নাম সর্বপাপহরং শুভম্॥
তস্মিন্ স্নাতস্তু মনুজঃ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। অথাত্র হি মুঞ্চন্ প্রাণান্ মম লোকং স গচ্ছতি॥

অনুবাদ :— হে বসুন্ধরে! অন্যতীর্থের কথা বলিব, তাহা তুমি শ্রবণ কর। প্রস্কন্দন নামে সর্বপাপনাশক শুভক্ষেত্র আছে। তথায় স্নাত ব্যক্তি সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। আবার প্রাণত্যাগ করিলে সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই আমার ধামে গমন করে।

তথাহি শ্রীচৈতন্য মঙ্গলে

শীতে আর্ত্ত হঞা কৃষ্ণ এ ঘাটে উঠিল। দ্বাদশ সূর্য্যের তাপ গগণে উঠিল॥
দ্বাদশ আদিত্য তেঞি বলে লোকে। কালীয়দমন মূর্ত্তী দেখ পরতেকে॥

শ্রীযুগল ঘাট

সূর্য্যঘাট অর্থাৎ দ্বাদশাদিত্য ঘাটের উত্তরে শ্রীযুগলঘাট বিদ্যমান। এইস্থানে শ্রীযুগল বিহারীর প্রাচীন মন্দির চুড়াহীন অবস্থায় বিরাজিত।

রাধাকৃষ্ণ স্নান করে আনন্দে এই খানে। সেইজন্য যুগলঘাট পরতেকে মানে॥
মনবাঞ্ছা পূর্ণ হয় ঘাট দরশনে। ঘাটতটে বিহারীজী বিরাজে এ কারণে॥

শ্রীবিহার ঘাট

শ্রীযুগলঘাটের উত্তরে শ্রীবিহার ঘাট বিদ্যমান। এইস্থানে শ্রীযুগল বিহারীজীউ মন্দির বিরাজিত।

কানুসঙ্গে বিনোদিনী বিহরে এই ঘাটে। সেইজন্য বিহারঘাট দেশান্তরে রটে॥
যুগলবিহারী মূর্ত্তি তীরের উপরে। শ্রীমতী কানুকেযে সদাই নেহারে॥

শ্রীঅন্ধের ঘাট

এইঘাট শ্রীযুগল ঘাটের উত্তরে বিদ্যমান। ঘাটের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ গোপীকাগণের সহিত নেত্রে অঙ্গুলিবদ্ধ ক্রমে লুকলুকানি খেলা খেলিয়াছেন।

কোন একদিন শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ লীলায় আগমন করিয়া এইস্থানে গোপীগণের সহিত নেত্রে অঙ্গুলিবদ্ধ ক্রমে লুকলুকি খেলা আরম্ভ করিলেন। একজন গোপী আর একজন গোপীর নেত্রে অঙ্গুলি দ্বারা আবদ্ধ করিলে—অন্যান্য গোপী ও শ্রীকৃষ্ণ যমুনার তীরস্থ কোন জঙ্গলে পলায়ণ করিলেন, অতঃপর সেই গোপী অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত গোপী ও শ্রীকৃষ্ণকে বাহির করিয়া ফেলিলেন। এইভাবে একে একে সমস্ত গোপীগণের খেলা সমাপ্ত হইলে পরে শ্রীকৃষ্ণের পালা আসে—শ্রীকৃষ্ণের চক্ষু আবদ্ধ করিলে সমস্ত গোপীগণ এমনভাবে পলায়ণ করিলেন যে,শ্রীকৃষ্ণ কাহাকেও খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলেন না। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ পরাজয় স্বীকার করিলে সমস্ত গোপীগণ জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া সুমধুর স্বরে হাস্যধ্বনি করিতে লাগিলেন। নেত্রে অঙ্গুলি দ্বারা আবদ্ধ করিয়া লুকলুকানি খেলা খেলিবার জন্য এই স্থানের নাম অন্ধের এবং ঘাটের নাম শ্রীঅন্ধের ঘাট।

শ্রীইমলিতলা ঘাট

অন্ধের ঘাটের উত্তরে এইঘাট বিদ্যমান। এখানে প্রায় ৫,৫০০ বৎসর পূর্ব্বের তেঁতুল বৃক্ষ এবং শ্রীনিতাই-গৌর ও শ্রীরাধা-গোবিন্দের মন্দির বিরাজিত। শ্রীরাধিকার বিরহে শ্রীকৃষ্ণ অধীর হইয়া এই ইমলিতলার কুঞ্জে উপবেশন করিয়া বিহ্বল অন্তরে শ্রীরাধানাম জপ করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনিই

কলিযুগে শ্রীরাধাভাব আস্বাদিতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপে অবতীর্ণ হইয়া যখন শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিয়াছিলেন, সেই সময় এই ইমলি বৃক্ষের তলে উপবেশন করিয়াছিলেন। সেই অবধি এই ঘাটের নাম শ্রী-গৌরাঙ্গ ঘাট। ইমলি বৃক্ষের নামানুসারে এই ঘাটের অপর নাম শ্রীইমলিতলা ঘাট।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইমলিতলায় আগমন—

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে

প্রাতে বৃন্দাবনে কৈল চীরঘাটে স্নান। তেঁতুলী-তলাতে আসি করিল বিশ্রাম॥
কৃষ্ণলীলা কালের সেই বৃক্ষ পুরাতন। তার তলে পিড়ি বান্ধা পরম চিক্কণ॥
নিকটে যমুনা বহে শীতল সমীর। বৃন্দাবন-শোভা দেখি নয়নে বহে নীর॥
তেঁতুলীতলে বসি করেন নাম সঙ্কীর্ত্তন। মধ্যাহ্ন আসি করে অক্রুরে ভোজন॥

শ্রীশিঙ্গার (বট) ঘাট

ইমলিঘাটের উত্তরে শ্রীশিঙ্গারঘাট বিদ্যমান। ঘাটের তীরে পরম রমণীয় শ্রীশিঙ্গারবটবৃক্ষ বিরাজিত। শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিয়া এইস্থানে উপবেশ করিয়া, অমৃতবাহিনী শ্রীযমুনার পরম শোভা দর্শন করিয়াছিলেন। প্রভু নিতাইচাঁদ বাল্যলীলার আবেশে প্রত্যহ এইস্থানে ধুলি খেলা খেলিতেন। তাঁহার বংশধর কর্তৃক শ্রীনিতাই-গৌরের সেবা পরম সমাদরে সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। এইস্থানে নিবাস করিলে শ্রীনিতাইচাঁদের কৃপা লাভ হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ রাস রজনীতে এই ঘাটে উপবেশন করিয়া শ্রীরাধিকার বেশ রচনা করিয়াছিলেন।

তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকরে

দেখ এ অপূর্ব্ব বট যমুনার তীরে। সকলে 'শৃঙ্গার-বট' কহয়ে ইহারে॥
এথা শ্রীকৃষ্ণের নানা বেশাদি-বিলাস। বাঢ়াইলা সুবলাদি সখার উল্লাস॥
ইহারেও 'নিত্যানন্দ-বট' কেহো কয়। যে যাহা কহয়ে তাহা সব সত্য হয়॥
নিত্যানন্দ এথা যৈছে কৈলো আগমন। সংক্ষেপে কহিয়ে তাহা করহ শ্রবণ॥

তথাহি শ্রীব্রজরীতিচিন্তামণি

শৃঙ্গার শান্তৌ যদধী নিকুঞ্জে শৃঙ্গারয়ামাস পরাং প্রিয়া সঃ।
শৃঙ্গার নামা স বটোঽধুনাপি সঙ্গীয়তে তত্রদিবেক্ষতে চ॥

অনুবাদঃ বিহারাবসানে যে বট বৃক্ষের তলদেশস্থিত নিকুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণ পরম প্রিয়তমা শ্রীরাধাকে বিবিধ বেশভূষায় পূর্ব্বের মত বিভূষিত করিয়াছিলেন, সেই বটবৃক্ষ বর্তমানে 'শৃঙ্গারবট' নামে অভিহিত। এই বটবৃক্ষের নীচে এখনও রহস্য লীলার সঙ্গে শৃঙ্গারাদিতে উপযোগী এক নিকুঞ্জ পরিদৃষ্ট হইতেছে। কথিত আছে—যে সময় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, সেই সময় শৃঙ্গার বটের নীচে অতীব নিভৃত এক নিকুঞ্জ বিদ্যমান ছিল।

শ্রীগোবিন্দঘাট

শ্রীশিঙ্গারবটের উত্তরে শ্রীগোবিন্দঘাট বিদ্যমান। শ্রীগোবিন্দ রাসমণ্ডলে অন্তর্দ্ধান হইলে এই স্থানে গোপীগণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

একদিন শ্রীকৃষ্ণ রাসেতে আসিয়া। এক এক গোপী সঙ্গে এক এক কৃষ্ণ হইয়া॥
রাসকরে মহানন্দে শ্রীরাধা দেখিয়া। পলায়ণ করিলেন মনেতে বিচারিয়া॥
কৃষ্ণচন্দ্র রাধিকাকে দেখিতে না পাইয়া। অন্বেষণ করিতেছে রাস ত্যাগিয়া॥
খুঁজিতে খুঁজিতে কৃষ্ণ এইস্থানে আসিলা। রাধার সঙ্গে মিলন হইল রঙ্গিয়া॥
সেইজন্য গোবিন্দঘাট সর্ব্বলোকে বলে। কামনা থাকিলে মনে দর্শনেতে ফলে॥

শ্রীরামবাগঘাট

শ্রীরামচরিতমানসগন্থ প্রণেতা শ্রীতুলসীদাসজীউর বৈঠক স্মৃতিতে শ্রীরামজীউর মন্দির বর্তমানে বিরাজিত। এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণ রামরূপে দান দিয়াছিলেন। প্রাচীন রামানন্দ মহাত্মা শ্রীসংকর্ষণ দাসজী মহারাজের ভজনস্থান।

শ্রীঅটলবন

শ্রীবৃন্দাবনের দক্ষিণ পার্শ্বে বিদ্যমান। এই বনে শ্রীঅটলতীর্থ ও শ্রীঅটলবিহারী বিরাজমান। শ্রীকৃষ্ণ ভাতরোল হইতে ভোজন করিয়া এইস্থানে আগমন করিলে পর সখাগণ আনন্দের সহিত ভোজন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আহ্লাদের সহিত বলিতে লাগিলেন যে—আঃ! 'অটল' হইয়াছে। সেই অবধি এই বনের নাম অটলবন বলিয়া জগতে বিখ্যাত। এই বনের পূর্ব্বে শ্রীবলদেবজীউ দর্শনীয়।

শ্রীকেবারিবন

ইহা অটলবনের বায়ুকোণে বিদ্যমান। এখানে দাবানল কুণ্ড বিরাজিত। শ্রীকৃষ্ণ যেইদিন কালিয়-নাগকে দমন করেন, সেইদিন রাত্রে সমস্ত ব্রজবাসী কালীয়হ্রদের অর্দ্ধমাইল দূরবর্ত্তী এই মনোরম স্থানে শয়ন করিয়াছিলেন। মধ্যরাত্রিতে দুষ্ট কংসের চরগণ সুযোগ পাইয়া এক সঙ্গে চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রয়োগ করিয়াছিল। সেই অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উদীপ্ত হইতে আরম্ভ করিলে, প্রাণ রক্ষার কোন উপায় না দেখিয়া ব্রজবাসীগণ শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন, শ্রীকৃষ্ণ দাবানল হইতে ব্রজবাসীগণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আশ্বাস প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে চক্ষু মুদ্রিত অনুরোধ করিলেন এবং স্বীয় অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে তৎক্ষণাৎ অনল নির্ব্বাপণ করিলেন। ব্রজবাসীগণ চক্ষু উন্মীলন করিয়া অগ্নি দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পরস্পর বলিতে লাগিলেন—"কে নিবারি?" সেই অবধি এই বনের নাম 'কেবারিবন' এবং অগ্নি নির্ব্বাপণ স্থানের নাম দাবানল কুণ্ড, এই কুণ্ডের বায়ুকোণে শ্রীমতীঝিল।

শ্রীবিহারবন

কেবারিবনের নৈঋত কোণে এই বন বিদ্যমান। এইস্থানে শ্রীরাধাকূপ বিরাজিত। পরিক্রমার

যাত্রীগণ এই কূপের নিকটে আগমন করিয়া উচ্চধ্বনিতে রাধে রাধে, অথবা শ্রীরাধেশ্যাম এই নামে উচ্চারণ করিয়া থাকেন।

শ্রীকালীয়দমন বন

ইহা গোচারণ বনের উত্তরে বিদ্যমান। এইস্থানে প্রাচীন কদম্ববৃক্ষ প্রাচীন যমুনাতীরে বিরাজমান। শ্রীকৃষ্ণ কালীয় দমন অভিপ্রায়ে এই বৃক্ষের শাখা হইতে ঝম্প প্রদান করিয়াছিলেন। সেই অবধি এই বৃক্ষের নাম "কালিকদম্ব" নামে পরিচিত। এই বৃক্ষের কিছু উত্তরে শ্রীকালীয় মর্দ্দনের মন্দির বিরাজমান। ইহার অনতিদূরে শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতীর সমাজ বিরাজমান।

শ্রীগোচারণ বন

বিহার বনের পশ্চিমে প্রাচীন যমুনাতীরে এই বন বিদ্যমান। এখানে শ্রীবরাহদেব বিরাজমান। এইস্থানে শ্রীগৌতমমুণির আশ্রম বিরাজিত। গোচারণ বনের অপর নাম শ্রীবরাহঘাট।

শ্রীগোপালবন

ইহা শ্রীকালীয় দমন বনের উত্তরে বিদ্যমান। এখানে শ্রীনন্দ যশোদার মূর্ত্তি বিরাজমান। কালীয়দমনের অব্যবহিত পরে শ্রীব্রজরাজ শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গল কামনায় ব্রাহ্মণগণকে বহু গাভী দান করিয়াছিলেন। এইস্থানকে গোপাল ঘাটও বলা হয়।

শ্রীনিকুঞ্জবন ও সেবাকুঞ্জ

ইহা শ্রীগোপালবনের ঈশান কোণে বিদ্যমান। এইকুঞ্জে শ্রীরাধাকৃষ্ণ নিত্যই নৈশবিহার সম্পন্ন করিয়া থাকেন। ইহার পার্শ্বে শ্রীঅন্নপূর্ণদেবীর ও পূর্ব্বে শ্রীপৌর্ণমাসী দেবীর মন্দির বিদ্যমান। এবং পশ্চিমে শ্রীসীতানাথ মন্দির বিরাজিত। শ্রীঅদ্বৈত সন্তানগণ কর্ত্তৃক শ্রীসীতানাথ প্রভু ও শ্রীমদনগোপাল দেবের সেবা নির্ব্বাহ হইয়া থাকেন। শ্রীললিতাকুণ্ড এবং তমাল তরু সংযুক্তা অপূর্ব্ব দর্শন স্থান। কুঞ্জখানি কদম্ব, শ্যাম, তমাল ইত্যাদি লতা বৃক্ষদ্বারা পরিশোভিত। বনের একটি তমালবৃক্ষে অসংখ্য শিলামূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। চারিপার্শ্বে বন মধ্যস্থানে শ্রীমতীরাধারাণীর অতিসুন্দর শ্রীবিগ্রহ দর্শনীয়।

শ্রীনিধুবন

শ্রীনিকুঞ্জ বনের উত্তরে শ্রীনিধুবন বিদ্যমান। শ্রীরাধারমণ মন্দির ও সাহজী মন্দির ইহার সন্নিকটে। এই বনে বিশাখাকুণ্ড বিদ্যমান। ভারত বিখ্যাত প্রাচীন গায়ক তানসেনের গুরুদেব শ্রীহরিদাস স্বামী এইস্থানে ভজন করিয়াছিলেন। তিনি গানের মাধ্যমে এই শ্রীনিধুবন হইতে শ্রীবঙ্কবিহারীকে প্রকট করিয়াছেন। এইস্থানে তাহার সমাধি দর্শনীয়। কথিত আছে—শ্রীশ্যামানন্দপ্রভু নিধুবনে ঝাড়ু করিবার কালে শ্রীমতীবৃষভানু নন্দিনীর নূপুর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বর্তমানে সেইস্থান খানি প্রস্তর ফলকে খচিত হইয়া নিত্য পুজিত হইতেছেন। ইহার পার্শ্বে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর সমাজ বিদ্যমান।

তথাহি শ্রীব্রজরীতিচিন্তামণি

যত্বত্তরে নীধুবনং তত্, তন্নাম গীতং শ্রুতিচিন্তনীতং
সোঽন্তর্হিতো যত্র পরাং পিয়াং প্রাগ্, রসোন্মুখীভ্যো রময়ন্ প্রিয়াভ্যঃ ॥

অনুবাদঃ—সেই শ্রীবংশীবট নামক যোগপীঠের উত্তরে নিধুবন অর্থাৎ বিহার কানন আছে, ইহাই 'নিধুবন' নামে কথিত। এখানে শ্রীরাধার সঙ্গে যে নিধুবন অর্থাৎ লীলা রমণ আছে, ইহাই প্রেমিক-ভক্তের একমাত্র জ্ঞেয়, শ্রবণীয় এবং চিন্তনীয়, সেই নিধুবনে পরম প্রিয়তমা শ্রীরাধাকে লইয়া রমণ করার উদ্দেশ্যে রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণ রাসোন্মুখী ব্রজললনা গণের নিকট হইতে রাস আরম্ভের পূর্ব্বেই অন্তর্হিত হইয়াছিলেন।

শ্রীঝুলনবন

শ্রীরাধাবাগের দক্ষিণ ভাগে এই বন বিদ্যমান। এইস্থানে শ্রীরাধাকৃষ্ণকে ঝুলনে বসিয়ে সখীগণ বিভিন্ন প্রকার গান ও নৃত্য করিতে করিতে ঝুলন খেলা খেলিয়া থাকেন। এই লীলা বর্তমানেও চলিতেছে, কোন কোন ভাগ্যবান্ ব্যক্তি এইস্থানে নিরন্তর গোপনে লক্ষ্য রাখিলে, অবশ্যই শ্রীমতীরাধারাণী তাহাকে দর্শন প্রদান করাইবেন।

শ্রীগহ্বরবন

ঝুলন বনের দক্ষিণে বিদ্যমান। তথায় পাণিঘাট বিরাজমান।

শ্রীপপড়বন

ইহা গহ্বর বনের দক্ষিণে বিদ্যমান। এইস্থানেই শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে আদি "বদ্রীনাথ" দর্শন করাইয়াছিলেন।

শ্রীকিশোরবন

সেবাকুঞ্জের পার্শ্বে শ্রীকিশোরবন বিদ্যমান। এইস্থানে শ্রীহরিনারায়ণ ব্যাসজী শ্রীরাধাযুগল-কিশোরকে প্রকট করিয়াছেন।

শ্রীরাধাবাগ

শ্রীবৃন্দাবনের ঈশানকোণে, শ্রীযমুনাতীরে শ্রীরাধাবাগ বিদ্যমান। এই বনকে শ্রীরাধাবাগ ঘাট ও বলিয়া থাকেন; ইহার পূর্ব্বদিকে শ্রীযমুনার দুই ধারায় মধ্যবর্ত্তী মনোরম বালুকা পূর্ণ স্থান, শ্রীযমুনা পুলিন বিদ্যমান। ধীরসমীর ও রাধাবাগের মধ্যবর্ত্তী স্থানকে শ্রীরাস পুলিন বলা হয়। এখানে গোপকূয়া বিরাজমান। তথা ময়ূরের কেকারব বিহঙ্গের কুজন, পরামৃত বাহিনী শ্রীযমুনার কুলকুল নাদ শ্রবণে হৃদয়ে সত্যই অপার্থিব আনন্দের উদ্দীপন হয়।

শ্রীবৃন্দাবনে দ্বাদশ উপবন

(১) অটলবন, (২) কেবারিবন, (৩) বিহারবন, (৪) গোচারণবন (৫) কালীয়দমন বন (৬)-

গোপালবন, (৭) নিকুঞ্জবন, (৮) নিধুবন, (৯) রাধাবাগ, (১০) ঝুলনবন, (১১) গহ্বরবন, (১২) পপড়বন

শ্রীব্রহ্মকুণ্ড

শ্রীগোবিন্দকুণ্ডের ঈশান কোণে এবং শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের পার্শ্বে শ্রীব্রহ্মকুণ্ড বিদ্যমান। এই কুণ্ডের চতুর্পার্শ্বে কুঞ্জ সমূহ এবং চারসম্প্রদায় বৈষ্ণবগণ বসবাসে সুশোভিত। এইস্থানে শ্রীরামানন্দি আশ্রম, শ্রীপরশুরাম আশ্রম, শ্রীনিতাইগৌর মন্দির ইত্যাদি বিরাজিত।

—ঃ শ্রীমথুরা মাহাত্ম্যে দৃষ্টহয় ঃ—

তত্র ব্রাহ্মে মহাভাগে বহুগুল্মলতাবৃতে। তত্র স্নানং প্রকুর্ব্বীত একরাত্রোষিতো নরঃ ॥
গন্ধর্ব্বৈরপস্‌রোভিশ্চ ক্রীড়মানঃ স মোদতে। তথাত্র মুঞ্চতে প্রাণান্ মম লোকং স গচ্ছতি ॥

অনুবাদ ঃ—যে একরাত্রি উপবাস করিয়া বিবিধ লতাগুল্ম বেষ্টিত ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করে, সেইজন গন্ধর্ব ও অপ্‌সরাগণের সহিত বিহার পরায়ণ হইয়া আনন্দ লাভ করে এবং এইস্থানে প্রাণত্যাগ করিলে আমার লোকে গমন করে।

তত্র কুণ্ডং মহাভাগে! বহুগুল্মলতাবৃতম্। পুণ্যমেব মহাতীর্থং সুরম্য-সলিলাবৃতম্ ॥
তত্র স্নানং প্রকুর্বীত চতুঃ কালোষিতোনরঃ। মোদতে বিমলে দিব্যে গন্ধর্বাণাং কুলে সুখং ॥
তত্রাপি মুঞ্চতে প্রাণান্ সততং কৃতনিশ্চয়ঃ। গন্ধর্ব্বকুলমুৎসৃজ্য মম লোকং স গচ্ছতি ॥

অনুবাদ ঃ-এই বৃন্দাবনে বহুলতাগুল্ম বেষ্টিত ব্রহ্মকুণ্ড আছে তাহা মহাতীর্থ, পুণ্যজনক, অতিরমণীয় জলব্যাপ্ত। যে উপবাস করিয়া প্রাতঃ মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন ও রাত্রিকালে চারিবার স্নান করে, সেইজন দ্রব্য বিমল গন্ধর্ব্বকুলে সুখভোগ করিয়া থাকে। যে কৃতনিশ্চয় হইয়া এই স্থানেই প্রাণত্যাগ করে, সেই ব্যক্তি গন্ধর্ব্বকুল পরিত্যাগ করিয়া শেষে বিষ্ণুলোকে গ.ন করে।

তত্রাশ্চর্য্যং প্রবক্ষ্যামি তৎ শৃণুষ্ব বসুন্ধরে। লভন্তে মনুজা সিদ্ধিং মম কার্য্য-পরায়ণাঃ ॥
তস্য তত্রোত্তরপার্শ্বেঽশোকবৃক্ষঃ সিতপ্রভঃ। বৈশাখস্য তু মাসস্য শুক্লপক্ষস্য দ্বাদশী ॥
স পুষ্পতি চ মধ্যাহ্নে মম ভক্তাসুখাবহঃ। ন কশ্চিদভিজানাতি বিনা ভাগবতং শুচিম্ ॥

অনুবাদ ঃ—হে পৃথ্বি সেইস্থানে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার বলিতেছি শ্রবণ কর, মৎকার্য্য—তৎপর মানবগণ ঐস্থানে সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। যে স্থানে সেই কুণ্ডের উত্তরদিকে একটি শ্বেতবর্ণ অশোকবৃক্ষ আছে, বৈশাখী শুক্লাদ্বাদশীতে মধ্যাহ্নকালে সেই বৃক্ষ পুষ্পিত হয়, তাহা আমার ভক্তগণের সুখদায়ক। বিশুদ্ধ ভক্তব্যতীত এই ব্যাপার কেহই জানিতে পারে না।

শ্রীগোবিন্দকুণ্ড

শ্রীবৃন্দাবনের পূর্ব্বভাগে এবং শ্রীরঙ্গজী মন্দিরের পার্শ্বে শ্রীগোবিন্দকুণ্ড বিদ্যমান। বর্তমানে কুণ্ডখানি সংস্কার বিহিন অবস্থায় দর্শনীয়। এইস্থান শ্রীরাধাগোবিন্দের বিহারস্থল।

তথাহি শ্রীব্রজরীতিচিন্তামণি

তদ্দক্ষিণে দুরত এব কিঞ্চিত্, শ্রীস্বামি-গোবিন্দপদে সরোঽস্তি ।
সমন্ততো যস্য নিকুঞ্জ পুঞ্জাঃ যেষুল্লসন্তি ভ্রমরালিগুঞ্জাঃ ॥

অনুবাদ ঃ—সেই দোলাস্থলীর দক্ষিণে কিছু দূরে, 'শ্রীগোবিন্দকুণ্ড' নামক শ্রীকৃষ্ণের এক সরোবর আছে। উহার চতুর্দ্দিকে নিকুঞ্জ পুঞ্জে সুশোভিত এবং সেইকুঞ্জে ভ্রমরগণ মধুর গুঞ্জনে উল্লাসিত থাকেন।

শ্রীগজরাজকুণ্ড

শ্রীগোবিন্দ মন্দিরের উত্তরে বর্ত্তমানে শ্রীরঙ্গনাথজী মন্দিরের গড়ের ভিতরে বিদ্যমান। এইস্থানে শ্রাবণী পূর্ণিমা তিথিতে গজেন্দ্রমোক্ষণ লীলার অভিনয় হইয়া থাকে।

প্রসিদ্ধকুণ্ড

(ক) শ্রীদাবানলকুণ্ড—কেবারিবনে বিদ্যমান। (খ) শ্রীললিতাকুণ্ড—নিকুঞ্জবনে অবস্থিত।
(গ) শ্রীবিশাখাকুণ্ড- নিধুবনে বিরাজিত । (ঘ) শ্রীব্রহ্মকুণ্ড—রঙ্গজীমন্দিরের পার্শ্বে বিদ্যমান।
(ঙ) শ্রীগজরাজকুণ্ড—রঙ্গজীমন্দিরে বিদ্যমান। (চ) শ্রীগোবিন্দকুণ্ড—রামকৃষ্ণ মন্দিরের পার্শ্বে বিরাজিত।

প্রসিদ্ধ সমাজ

(১)—শ্রীসনাতন গোস্বামীর সমাজ—শ্রীদ্বাদশ আদিত্য টীলার নিকট এবং শ্রীমদনমোহনের প্রাচীন মন্দিরের দক্ষিণ ভাগে বিদ্যমান। (২)– শ্রীরূপগোস্বামী ও শ্রীজীবগোস্বামীর সমাজ—শ্রীরাধা-দামোদর মন্দিরের পার্শ্বে বিদ্যমান। (৩) শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর সমাজ—শ্রীরাধারমণ মন্দিরের পার্শ্বে বিদ্যমান। (৪) শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর সমাজ - শ্রীগোকুলানন্দে বিদ্যমান। তাহার পার্শ্বে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের বৈঠক। (৫) —শ্রীমধুপণ্ডিত গোস্বামীর সমাজ-শ্রীরাধাগোপীনাথ মন্দিরের পার্শ্বে বিদ্যমান। (৬)—শ্রীরঘুনাথভট্ট গোস্বামীর সমাজ—শ্রীগোবিন্দ মন্দিরের ঈশান কোনবর্ত্তী চৌষট্টি মহান্ত সমাজবাটীতে বিরাজিত ! তথায় ছয় চক্রবর্ত্তী ও অষ্ট কবিরাজের সমাজ বিরাজমান। ইহার নিকটে মোহনীদাসজীর সমাজ বিরাজমান। (৭)— শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু, শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ ও শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের সমাজ—ধীরসমীরে বিদ্যমান। (৮)—শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর সমাজ—শ্রীশ্যামসুন্দর মন্দিরের নিকট বিদ্যমান। (৯)—শ্রীহরিবংশ গোস্বামীর সমাজ—শ্রীরাধাবল্লভ মন্দিরের পার্শ্বে বিরাজিত। (১০)—শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীর সমাজ— কালীদহে বিদ্যমান। (১১)—শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর দন্ত সমাজ—কেশীঘাটের নিকটে বিদ্যমান। (১২'—শ্রীহরিদাস স্বামীর সমাজ - নিধুবনে অবস্থিত। (১৩)—শ্রীগোপালগুরু গোস্বামীর পুষ্প সমাজ—গোপালগুরু মঠ, বংশীবটে বিদ্যমান।

প্রসিদ্ধকূপ

(ক)—শ্রীবেণুকূপ—শ্রীচৌষট্টি মহান্ত সমাজের উত্তরে। একদা শ্রীকৃষ্ণ সখাগণ সঙ্গে এইস্থানে মল্লযুদ্ধ খেলিতেছিলেন। সেই সময় সখাগণ জল তৃষ্ণায় কাতর হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে জল চাহিলে,

শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীর দিকে মুরলীর মুখ রাখিয়া ধ্বনি করিবামাত্র পাতাল হইতে জল নির্গমন হইতে লাগিল। সখাগণ পরম আনন্দে জলপান করিয়া শ্রীকৃষ্ণের গুণের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সেই অবধি এই কূপের নাম বেণুকূপ হইয়াছে।

(খ)—শ্রীসপ্তসমুদ্র কূপ—শ্রীগোপেশ্বর মহাদেবের নিকটে বিদ্যমান। (গ)—শ্রীগোপকূপ—জ্ঞানগুদড়ীর নিকটে বিদ্যমান। (ঘ)—শ্রীরাধাকূপ—বিহারবনে বিরাজিত।

প্রসিদ্ধ দেবী

(ক)—শ্রীপাতালদেবী—শ্রীপাতালদেবীর নামান্তর শ্রীযোগমায়া। প্রাচীন শ্রীগোবিন্দ মন্দিরের নৈঋত কোণে বিদ্যমান। (খ)—শ্রীঅন্নপূর্ণা দেবী—শ্রীসেবাকুঞ্জের নিকটে বিদ্যমান। (গ)—শ্রীপৌর্ণমাসী দেবী—শ্রীসেবাকুঞ্জের পূর্ব্বে বিদ্যমান।

শ্রীবংশীবট

শ্রীযমুনার তীরে এই বটবৃক্ষ বিরাজিত। শারদীয় রাস পূর্ণিমায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইস্থানে ব্রজগোপীগণ সঙ্গে মহারাস করিয়া থাকেন।

শ্রীঅদ্বৈতবট

শ্রীমদনমোহন মন্দিরের পূর্ব্বে প্রাচীন শ্রীযমুনাতীরে শ্রীঅদ্বৈতবট বিদ্যমান। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিয়া এই বৃক্ষতলে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিয়াছেন। এইস্থানে শ্রীরাধামদনগোপাল, শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু ও মাতাসীতাদেবীর মূর্ত্তি দর্শনীয়। শ্রীরাধামদনগোপাল শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর প্রেমে প্রকট হইয়াছেন। এই বৃক্ষ দর্শন মাত্র সর্ব্ব পাপ ক্ষয় হয়।

শ্রীযমুনাপুলীন

শ্রীতীর্থরাজ প্রয়াগের অভিমান এইস্থানে ভঙ্গ হয় এবং দেহের পাপরাশি দূর হয়ে সোনার বরণ দেহ লাভ হয়। পার্শ্বে কাশীম বাজারের রাজা শ্রীমনীন্দ্র নন্দীর ঠাকুর ও শ্রীজগন্নাথজীউর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীরাধাবাগের পূর্ব্বদিকে, শ্রীযমুনাধারার মধ্যবর্ত্তী মনোরম বালুকাপূর্ণ স্থান।

শ্রীরাসপুলীন

শ্রীধীরসমীর ও শ্রীরাধাবাগের মধ্যস্থলে শ্রীরাসপুলীন বিদ্যমান। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নিত্য রাসলীলা স্থল।

—: তথাহি শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে :—

যতেক গোপীকাগণে রাস কৈল বৃন্দাবনে
রাধা আদি করি করে সেবা।
দ্বারকায় ছিল যত রুক্মিণী অনুগত
আর যত রস অনুভবা॥

প্রসিদ্ধ কদম্ব

(ক)— শ্রীকালীকদম্ব, (খ)—শ্রীচীরকদম্ব, (গ)—শ্রীদোলাকদম্ব।

পুলীন

(ক)—শ্রীরাসপুলীন, (খ)—শ্রীযমুনা পুলীন।

মহাদেব

(ক) শ্রীগোপেশ্বর মহাদেব, (খ)—শ্রীবনখণ্ডী মহাদেব।

প্রসিদ্ধবট

(ক)—শ্রীঅদ্বৈতবট, (খ)—শ্রীশৃঙ্গারবট, (গ)—শ্রীবংশীবট।

প্রসিদ্ধঘাট সমূহ

(১) মহান্ত ঘাট, (২) শ্রীরামপীল ঘাট, (৩) কালীদহ ঘাট, (৪) গোপাল ঘাট, (৫) নাভাঘাট, (৬) প্রস্কন্দন ঘাট, (৭) সূর্য্যঘাট, (৮) কড়িয়া ঘাট, (৯) যুগলঘাট, (১০) ধুসরঘাট, (১১) গয়াঘাট, (১২) শ্রীজীবঘাট, (১৩) বিহারীঘাট, (১৪) ধরাপার ঘাট, (১৫) নাগরী ঘাট, (১৬) ভীমঘাট, (১৭) অন্ধের ঘাট, (১৮) টেহরী ঘাট, (১৯) ইমলিতলা ঘাট, (২০) বর্দ্ধমান ঘাট, (২১) বারীয়া ঘাট, (২২) শৃঙ্গার ঘাট, (২৩) গঙ্গামোহন ঘাট, (২৪) গোবিন্দ ঘাট, (২৫) হিম্মত ঘাট, (২৬) চীরঘাট, (২৭) হনুমান ঘাট, (২৮) ভ্রমর ঘাট, (২৯) কিশোরী ঘাট, (৩০) পাণ্ডা ঘাট, (৩১) কেশীঘাট, (৩২) বরাহ ঘাট, (৩৩) ধীরসমীর ঘাট, (৩৪) রাধাবাগ ঘাট, (৩৫) পাণি ঘাট, (৩৬) আদিবদ্রী ঘাট, (৩৭) রাজঘাট, (৩৮) রাণাপতি ঘাট, (৩৯) কোড়িয়া ঘাট, (৪০) শ্রীজগন্নাথ ঘাট, (৪১) রামবাগ ঘাট, (৪২) প্রতাপরুদ্র ঘাট।

শ্রীব্রজধামে প্রসিদ্ধ ষোল বট

—: শ্রীপদ্মপুরাণ হইতে :—

(১) সংকেতবট, (২) ভাণ্ডীরবট, (৩) জাবট, (৪) শৃঙ্গারবট, (৫) বংশীবট, (৬) শ্রীবট, (৭) জটাজুটবট, ৮) কামবট, (৯) মনোরথবট, (১০) আশাবট, (১১) অশোকবট, (১২ কেলিবট, (১৩) ব্রহ্মবট, (১৪) রুদ্রবট, (১৫) শ্রীধরবট (১৬) সবিত্রীবট।

শ্রীব্রজধামে প্রসিদ্ধ দ্বাদশ বন

—: শ্রীপদ্মপুরাণ হইতে :—

(১) শ্রীমধুবন, (২) তালবন, (৩) কুমুদবন, (৪) বহুলাবন, (৫) কাম্যবন (৬) খদিরবন, (৭) শ্রীবৃন্দাবন, (৮) ভদ্রবন, (৯) ভাণ্ডীরবন, (১০) বিল্ববন, (১১) লৌহবন, (১১) মহাবন।

শ্রীব্রজধামে প্রসিদ্ধ দ্বাদশ উপবনাদি

(১) শ্রীরাধাকুণ্ড, (২) বৃষভানুপুর, (৩) সঙ্কেত, (৪) নন্দগ্রাম, (৫) রাল (৬) বদ্রীনারায়ণ,

(৭) যাবট, (৮) কোকিলাবন, (৯) কোটবন, (১০) খেলনবন, (১১) মাঠবন, (১২) দাউজী।

শ্রীব্রজধামে প্রসিদ্ধ পাঁচ শ্রীমহাদেবজীউ

(ক) মথুরায়—শ্রীভূতেশ্বর মহাদেব, (খ) কাম্যবনে—শ্রীকামেশ্বর মহাদেব, (গ) গোবর্দ্ধনে—শ্রীচাকলেশ্বর মহাদেব, (ঘ) বৃন্দাবনে—শ্রীগোপেশ্বর মহাদেব, (ঙ) নন্দগ্রামে—শ্রীনন্দেশ্বর মহাদেব।

শ্রীঅক্রূরতীর্থ

শ্রীবৃন্দাবন এবং শ্রীমথুরার মধ্যভাগে শ্রীযমুনারতটে শ্রীঅক্রূরতীর্থ বিদ্যমান। শ্রীঅক্রূরমহাশয় যেইস্থানে স্নানাদি কার্য করিয়াছেন সেইস্থানের নাম শ্রীঅক্রূর ঘাট। এই ঘাটের অপর নাম শ্রীব্রহ্মহৃদ। এই তীর্থে স্নান করিলে সংসার সাগর হইতে মুক্তিলাভ পাওয়া যায়।

—ঃ তথাহি সৌরপুরাণে ঃ—

অনন্তর মতিশ্রেষ্ঠং সর্ব্বপাপবিনাশনম্। অক্রূরতীর্থমত্যর্থমস্তি প্রিয়তরং হরেঃ॥
পূর্ণিমায়াং তু যঃ স্নায়াৎ তত্র তীর্থবরে নর। স মুক্ত এব সংসারাৎ কার্ত্তিক্যান্তু বিশেষতঃ॥

অনুবাদ ঃ—অনন্তর শ্রীহরির অতীব প্রিয়, সর্ব্বপাপনাশক অতিশ্রেষ্ঠ অক্রূরতীর্থ বিদ্যমান। যে ব্যক্তি পূর্ণিমাতিথীতে বিশেষতঃ কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় সেই শ্রেষ্ট তীর্থে স্নান করে, সেই সংসার হইতে মুক্ত হয়।

—ঃ তথাহি আদিবরাহে ঃ—

তীর্থরাজং হি চাক্ররং গুহ্যানাং গুহ্যমুক্তমম্। তৎফলং সমবাপ্নোতি সর্ব্বতীর্থাবগাহনাৎ॥
অক্রুরে চ পুনঃ স্নাত্বা রাহুগ্রস্তে দিবাকরে। রাজসূয়াশ্বমেধাভ্যাং ফলমাপ্নোতি মানবঃ॥

অনুবাদ ঃ—অক্রূরতীর্থ নিশ্চয়ই সকল তীর্থের রাজা এবং গুহ্যগণের মধ্যে অতিগুহ্য। পুনশ্চ সূর্য্যগ্রহণ দিনে মানব অক্রূরতীর্থে স্নান করিয়া রাজসূয় অশ্বমেধের ফললাভ করে। এইস্থানে শ্রীঅক্রূর-মহাশয় স্নান করিবার সময় শ্রীকৃষ্ণের বিভূতি দর্শন করিয়াছেন

শ্রীঅক্রূরমহাশয়ের শ্রীবৃন্দাবনাগমন এবং শ্রীকৃষ্ণলীলা দর্শন

কংস শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করিবার জন্য পূতনা, তৃণাবর্ত্ত ইত্যাদি অসুরগণকে প্রেরণ করিয়াছিলেন কিন্তু কেহই শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করিতে পারিলেন না অথচ নিজেরাই একে একে নিহত হইয়াছিলেন। তখন কংস মনে করিলেন শ্রীকৃষ্ণকে এখানে ধনুর্যজ্ঞের অনুষ্ঠান উপলক্ষে আনয়ন করিয়া সকলে একত্রিত হইয়া হত্যা করিবেন।

কংস পূর্ব্বে শ্রীমহাদেবকে তপস্যায় সন্তুষ্ট করিয়া ধনুখানি লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীমহাদেবজীউ বলিয়াছিলেন যে—এই ধনুর দ্বারা তুমি বহুরাজ্য জয় লাভ করিতে পারিবে। ধনুখানি সহজে কেহ ভঙ্গ করিতে পারিবে না। তবে যে ইহাকে ভঙ্গ করিবে সেই তোমাকে হত্যা করিবে। ধনুর্যজ্ঞের সংবাদটি কংস বিভিন্ন দেশ-বিদেশে প্রচার করিয়াদিলেন। এইদিকে শ্রীকৃষ্ণ-বলরামকে অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য

কংস শ্রীঅক্রূর মহাশয়কে বৃন্দাবনে প্রেরণ করিলেন। অক্রূর রথে করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিবার সময় বিভিন্ন বৃক্ষলতা, ফুলের বাগান, ময়ূরাদি সুন্দর সুন্দর দৃশ্য দর্শন করিতে করিতে শ্রীনন্দমহারাজের ভবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এখানেও শ্রীযশোদারাণী এবং গোপগোপীদিগের বহুলীলা দর্শন করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ-বলরামকে মথুরায় লইয়া যাওয়ার জন্য তাহার আগমন, এই সংবাদ যেই মাত্র শ্রীনন্দ-যশোদাদি-গোপ গোপীগণ শুনিতে পাইলেন তখন কেহ রোদন, কেহ অক্রূরকে অভিশাপ, কেহ বা রথের চাকার নীচে শয়ন ইত্যাদি ভাবে বিলাপাদি করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সকলকে 'কাল আসিব' এই কথা বলিয়া সান্ত্বনা দিয়াছিলেন। এবং শ্রীবলরামের সঙ্গে মথুরায় রওনা হইলেন। অক্রূর রথখানি চালনা করিতে করিতে যমুনার তটে উপস্থিত হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম যমুনায় স্নান করিলেন। শ্রীঅক্রূরমহাশয়ও যমুনার জলে স্নান করিয়া গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিতে করিতে জলের মধ্যে শ্রীবসুদেবের দুই পুত্রকে দেখিতে পাইলেন। তখন চিন্তা করিলেন—তাহারা সলিল মধ্যে কেন? তবে কি রথোপরি নাই; এইরূপ চিন্তা করিয়া শ্রীযমুনা হইতে উঠিয়া দেখিলেন সেখানেও তাহারা পূর্ব্ববৎ বিরাজিত। পুনরায় জলে নিমগ্ন হইয়া অসুরগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান শ্রীঅনন্তদেবকে দেখিয়াছিলেন। শ্রীঅনন্তদেবের প্রসন্ন বদন, ভ্রূদ্বয় সুন্দর, নাসিকা উন্নত, চরণে নূপুর ইত্যাদি।

সেখানে শ্রীনন্দাদি পার্ষদগণ, ব্রহ্মা, রুদ্র, প্রভৃতি দ্বিজ, প্রজাপতি, প্রহ্লাদ, নারদ প্রভৃতি উত্তম ভাগবত কর্ত্তৃক বিশিষ্ট বাক্য দ্বারা স্তূয়মান তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন। শ্রী, পুষ্টি, বাণী, কীর্ত্তি, উর্জ্জা ইত্যাদি দেবী ও জীবগণের সংসার হেতু বিদ্যা ও অবিদ্যা আর উভয়ের কারণীভূত শক্তি ও মায়া ইঁহারা তাঁহার সেবা করিতেছিলেন। এই সকল লীলা দর্শন করিয়া শ্রীঅক্রূর মহাশয় শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি করিতে লাগিলেন। তৎপরে শ্রীঅক্রূর মহাশয় জল হইতে উঠিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে রথে করিয়া মথুরায় কংসের রাজধানীর দিকে রওনা হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবনধাম ভ্রমণ কালে শ্রীঅক্রূরতীর্থে আগমন করিয়াছেন।

—: তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে :—

একদিন অক্রূর ঘাটের উপরে। বসি মহাপ্রভু কিছু করেন বিচারে॥
এইঘাটে অক্রূর বৈকুণ্ঠ দেখিল। ব্রজবাসী লোক গোলোক দর্শন পাইল॥
এত বলি ঝাঁপ দিল জলের উপরে। ডুবিয়া রহিলা প্রভু জলের ভিতরে॥
দেখি কৃষ্ণদাস কাঁন্দি ফুকার করিল। ভট্টাচার্য্য শীঘ্র আসি প্রভু উঠাইল॥

শ্রীসুদামাকুটী

শ্রীবংশীবটের পার্শ্বে (পরিক্রমা মার্গে) শ্রীসুদামাকুটী বিদ্যমান। মন্দিরে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ এবং শ্রীমতীসীতাদেবীর মূর্ত্তি দর্শনীয়। এইস্থানে নিত্য প্রেমের সহিত শ্রীরামলীলার অভিনয় এবং সাধু-মহাত্মাদের সেবা হইয়া থাকে।

শ্রীভোজনস্থলী ও ভাণ্ডরোল

শ্রীঅক্রূর ঘাটের সামান্য দক্ষিণে, বর্ত্তমানে বিরলা মন্দিরের সন্নিকটে শ্রীভোজনস্থলী বিদ্যমান। শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজের সহিত গোচারণ করিতে আসিয়া এইস্থানে অন্নভিক্ষা ছলে যাজ্ঞিক পত্নীগণকে কৃপা করিয়াছিলেন।

—ঃ তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকরে ঃ—

দেখ শ্রীনিবাস! এ পরম রম্য স্থানে। করিলেন যজ্ঞ অঙ্গিরাদি মুণিগণে ॥
অন্নলাগি' কৃষ্ণ এথা সখা পাঠাইলা। গোপশিশু বাক্যে বিপ্র ক্রোধযুক্ত হৈলা ॥
সখা গিয়া কৃষ্ণেরে সকল নিবেদিল। পুনঃ কৃষ্ণ মুণিপত্নী আগে পাঠাইল ॥
মুণিপত্নীগণ মহা মনের আনন্দে। এথা অন্ন আনিয়া দিলেন কৃষ্ণচন্দ্রে ॥
গণসহ কৃষ্ণ অন্ন ভুঞ্জেন এথাই। ভোজনে কৌতুক যত, তার অন্ত নাই ॥
হইল সবার অতি আনন্দ হৃদয়। এ 'ভোজন-স্থল' নাম সকলে জানয় ॥

—ঃ শ্রীস্তবাবলীগ্রন্থে দৃষ্ট হয় ঃ—

অন্নৈর্যত্র চতুর্বিধৈঃ পৃথুগুণৈঃ স্বৈরং সুধানিন্দিভিঃ কামং রামসমেতমচ্যুতমহো স্নিগ্ধৈর্বয়স্যৈর্বৃতম্।
শ্রীমান্ যাজ্ঞিকবিপ্র-সুন্দরবধূবর্গঃ স্বয়ং যোমুদা ভক্ত্যা ভোজিতবান্ স্থলঞ্চ তদিদং তঞ্চাপি বন্দামহে ॥

অনুবাদ ঃ অহো! যে স্থানে যাজ্ঞিক বিপ্রগণের যে সুন্দরী পত্নীগণ স্বেচ্ছায় স্বয়ং প্রীতি ও ভক্তিভরে স্নিগ্ধ বয়স্যগণ পরিবেষ্টিত শ্রীবলরামের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে সুধাধিক্কারী মহাগুণ বিশিষ্ট চতুর্বিধ অন্ন আহার করাইয়াছিলেন, এই সেই ভোজনস্থল। সেই ভোজনস্থল এবং সেই বধূবর্গকেও বন্দনা করি।

শ্রীমথুরা লীলা

শ্রীমথুরাধাম

শ্রীমথুরা জেলার উত্তর-পশ্চিমে হরিয়াণার গুরগাঁও জেলা, উত্তর-পূর্ব্বে আলিগড় জেলা, পূর্ব্বে এটাওয়া, দক্ষিণে আগ্রা এবং পশ্চিমে রাজস্থানের ভরতপুর জেলা। মথুরা জেলার আয়তন ১,৪৫৫ বর্গ মাইল। এইস্থানে গ্রীষ্মকালে খুব গরম এবং শীতকালে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। বাৎসরিক বৃষ্টিপাত খুবই কম। গড়ে ২৫.৩ ইঞ্চি। এইস্থানে বড় জঙ্গল এবং পাহাড় নেই বলিলেই চলে। শ্রীমথুরা নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে বহু মতামত রহিয়াছে।

শ্রীমথুরা উৎপত্তি

মধুদৈত্যের রাজত্বকালে, তাহার নামানুসারে শ্রীমথুরা নামের উৎপত্তি। মধুদৈত্য শ্রীমহাদেবকে ভজনে সন্তুষ্ট করিয়া এক শূল লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীমহাদেব বলিয়াছিলেন যে—এই শূল যাহার হস্তে থাকিবে তাহাকে পৃথিবীতে কেহ বধ করিতে পারিবে না। মধুদৈত্য শূলখানি নিজপুত্র লবণাসুরকে দান করিয়াছিলেন। লবণাসুর শূলখানি লাভ করিয়া দেশে খুব অন্যায় অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলেন। অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীরামচন্দ্রের ভাই শত্রুঘ্ন, মহামুণি ভার্গবের সঙ্গে এইস্থানে আগমন করেন। ভার্গবমুণি জানিয়ে দেয় যে—লবণাসুর যখন মৃগয়ায় যায়, তখন সেই শূলখানি শ্রীশিব-মন্দিরে রাখিয়া যায় অতএব সেই সুযোগে তাহাকে হত্যা করিতে হইবে। সেই অনুসারে শ্রীশত্রুঘ্ন লবণাসুরকে মৃগয়া হইতে ফিরিয়া আসিবার পথে মহাযুদ্ধ সৃষ্টি করেন এবং তাহাকে নিহত করেন। ইহার পরে শ্রীশত্রুঘ্নমহারাজ এইস্থানে 'শূরসেনা' নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। শূরসেনা নগরীর বর্তমান নাম শ্রীমথুরা।

শ্রীযমুনার তটে তটে যাদবগণের বাস, সেই অনুসারে শ্রীমথুরা নামের খ্যাতি। ইত্যাদি বহু প্রমাণ শ্রীমথুরা সম্বন্ধে পাওয়া যায় ঐতিহাসিক এবং পৌরাণিক কাহিনী কিংবদন্তীর মাধ্যমে।

শ্রীউগ্রসেনের পুত্র কংস, তিনি শ্রীমথুরায় রাজত্ব করিবার সময় বহু প্রকার অন্যায় অত্যাচার করিতে থাকেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবনে লীলা করিতে আসিয়া কংসকে মুক্তি প্রদান করতঃ মথুরায় শান্তি প্রদান করেন সেইজন্য সেই সময় হইতে শ্রীমথুরা নামের খ্যাতি।

কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি প্রায় লুপ্তাবস্থা দেখিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু ষড় গোস্বামীগণকে শ্রীধাম-নবদ্বীপ হইতে প্রেরণ করতঃ পুনরায় প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম পরিচয়

মুমুচুর্মুনয়ো দেবাঃ সুমনাংসি মুদান্বিতাঃ। মন্দং জলধরা জগর্জ্জুরনুসাগরম্ ॥
নিশীথে তম-উদ্ভূতে জায়মানে জনার্দ্দনে। দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্ব্বগুহাশয়ঃ।
আদিরাসীদ্‌যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিবপুষ্কলঃ ॥
(শ্রীমদ্ভাগবতে)

অনুবাদ ঃ—মুণিগণ এবং দেবগণ আনন্দিত হইয়া পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন, গভীর অন্ধকার দ্বারা জগৎ যখন পরিব্যাপ্ত, সেই অর্দ্ধরাত্রে ভগবান্ জনার্দ্দন জন্মিবার উপক্রম করিলে সমুদ্র সকলের সহিত জলধর সকল মন্দ মন্দ গর্জ্জন করিয়াছিল। সেই সময়ে যেমন পূর্ব্বদিকে পূর্ণচন্দ্র প্রকাশ পায়, সেইরূপ দেবরূপিণী দেবকীর গর্ভে সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইলেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইবার সময় তিথি ও নক্ষত্রাদি যেমন :—

(ক)—বৈবস্বত মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষভাগে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব। (খ)—স্থা —শ্রীমথুরা, (গ) পিতা—শ্রীবসুদেব মহারাজ। মাতা—শ্রীমতীদেবকী। (ঘ) মাস—ভাদ্রমাস। (ঙ) পক্ষ—শ্রীকৃষ্ণ পক্ষ। (চ) তিথি—অষ্টমী। (ছ) দিন বুধবার। (জ) সময়—রাত্রদ্বিতীয় প্রহর (মধ্যরাত্র)। (ঝ) নক্ষত্র—রোহিনী, (ঞ) প্রকৃতি—(১) আকাশখানি বিজলী—গর্জন এবং মেঘযুক্ত। (২) নদ-নদী সরোবর শৈল, সিন্ধু সমস্তই তখন সুশীতল। (৩) স্নিগ্ধ বাতাস বহিতেছিল ইত্যাদি।

(ট)—প্রভুর আবির্ভাব সময়ে ব্রহ্মা-বিষ্ণু মহেশ্বর আসিয়া স্তুতি করিতে লাগিলেন। গন্ধর্ব্বগণ গান করিতে লাগিলেন এবং স্বর্গ হইতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন ইত্যাদি। মহর্ষি গর্গ ধ্যান করিয়া এই অনাদির আদি গোবিন্দের নাম রাখিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণ।

যোগপীঠে শ্রীকৃষ্ণ নিত্যকিশোর, বসন—পীতাম্বর, গঠন—ইন্দ্রনীলমণী, বয়স—১৫।৯।৭, পদ্মদলের মধ্যস্থানে শ্রীরাধাকৃষ্ণ, চতুর্দিকে অষ্টসখী ও মঞ্জরীগণ পরিবেষ্ঠিত, কুঞ্জ—শ্রীগোবিন্দানন্দ কুঞ্জ।

শ্রীকংসের জন্ম পরিচয়

শ্রীমহাবিষ্ণু নারায়ণের পুত্র শ্রীব্রহ্মা, শ্রীব্রহ্মার পুত্র শ্রীদক্ষমহারজ, শ্রীদক্ষের কন্যা দিতি। এই দিকে ব্রহ্মার অপর ছেলে মরীচি, মরীচির তনয় শ্রীকশ্যপ। এই কশ্যপ দিতিকে বিবাহ করেন। তাহাদের দুই ছেলে (১)—শ্রীহিরণ্যকশিপু ও (২)—শ্রীহিরণ্যাক্ষর। হিরণ্যাক্ষরকে শ্রীবরাহদেবভগবান হত্যা করেন। হিরণ্যাক্ষরের তনয় কালনেমী। তিনি দ্বাপর যুগে উগ্রসেনের তনয় কংসরূপে জন্মগ্রহণ করেন। উগ্রসেনের স্ত্রীর নাম পদ্মা। তিনি একদিন রজস্বলা অবস্থায় সুযামুন পর্ব্বত দর্শন করিতে গমন করিয়া সৌভপতি দানব দ্রুমিল কর্ত্তৃক (উগ্রসেন বেশে) ধর্ষিত হওয়ায় তাহাতে কংসের জন্ম হয়। মগধরাজ্যের রাজা জরাসন্ধ। তাহার দুই কন্যা (১)—অস্তি ও (২)—প্রাপ্তি। মহারাজ জরাসন্ধ এই দুই কন্যাকে কংসের সঙ্গে বিবাহ কার্য সম্পাদন করেন।

শ্রীবসুদেবের জন্ম পরিচয়

শ্রীবসুদেবের পিতা—শূর, মাতা - মারিয়া, পত্নী দেবকী। তাহারা দশজন ভ্রাতা এবং পাঁচ-জন ভগিনী ছিলেন। দেবকীর গর্ভে মথুরাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়। দেবকীর পিতা—দেবক; তাহারা চার ভ্রাতা এবং সাতজন ভগিনী ছিলেন। শ্রীগর্গমুণি মথুরাতে বসুদেবের সঙ্গে দেবকীর বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

শ্রীবসুদেবের পূর্ব্বজন্ম কথা

সয়ম্ভূব মন্বন্তরে সুতপা এবং তাহার স্ত্রী পৃশ্নি অরণ্যে দ্বাদশ সহস্র বৎসর কঠোরভাবে তপস্যা করিয়া ভগবান্ শ্রীহরির দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীনারায়ণ তাহাদের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া বরদান করিতে চেষ্টা করিলে পৃশ্নি বলিলেন যে—আপনার মত সন্তান যেন আমার উদরে জন্মগ্রহণ করেন। তখন শ্রী-নারায়ণ "তথাস্তু, তথাস্তু, তথাস্তু" বলিয়া তিন বার সত্য করিয়াছিলেন। সেইজন্য ভগবান তিনবার তাহাদের উদরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তৃতীয় বারে সেই সুতপা হইতেছেন শ্রীবসুদেব মহারাজ, পৃশ্নি হইতেছেন শ্রীমতীদেবকী মহারাণী এবং তাহাদের মনস্কমনা পূর্ণ করিবার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেবকীরগর্ভে আবির্ভূত হইয়াছেন।

কংস কর্ত্তৃক যোগমায়া বধের উদ্যোগ

শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে বিন্ধ্যাচল পর্ব্বত হইতে যোগমায়া গোকুলে শ্রীমতী যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ কবিলেন। এইদিকে শ্রীমতী দেবকীর গর্ভ হইতে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়া বসুদেবের সাহায্যে গোকুলে চলিয়া আসেন। শ্রীবসুদেব মহারাজ শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীমতী যশোদার কোলে এবং শ্রীযোগমায়াকে শ্রীমতীদেবকীর কোলে স্থানান্তরিত করেন। যোগমায়ার প্রভাবে শ্রীমথুরা ও গোকুলের সমস্ত প্রাণী নিদ্রিতাবস্থায় ছিল। সেই কারণে, সেই সময়ে কোথায় কি হইয়াছিল তাহারা কেহ কিছুই বুঝিতে পারেন নাই।

তৎপরে সন্তানের চিৎকার শুনিতে পাইয়া প্রহরিদের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায় এবং কংস মহারাজকে সন্তান উৎপত্তির সংবাদ জানিয়ে দেয়। কংস সংবাদটি শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে দেবকীর সূতীকাগৃহে আগমন করেন, কারণ—কংস দৈবাবণী শুনিতে পাইয়াছিলেন যে—দৈবকীর অষ্টমগর্ভের সন্তানই হইবে তাহার শত্রু কিন্তু তিনি এইস্থানে বালক না দেখিতে পাইয়া একটি বালিকাকে দেখিতে পাইলেন। দেবকী বালিকাটিকে রক্ষার জন্য অনেক অনুরোধ করা সত্যেও কংস তাহাকে শিলাতে আছাড় মারিবার জন্য যেই উপক্রম করিলেন তেমনি হস্ত হইতে বালিকাটি পিছলিয়ে আকাশে উঠিয়া যায়। কংস আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখেন—চতুর্দিক অগ্নিময়, তাহাতে ভয়ে হৃদয় কাঁপিতে লাগিল। সেই সময় আর একটি দৈববাণী শুনিতে পাইলেন যে—'হে দুরাচার কংস, তুমি আমাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছ, দেখনা তোমাকে যে হত্যা করিবে সে অন্য কোথাও জন্মগ্রহণ করিয়াছে।' এই কথা বলিয়া ভগবতি নিজস্থানে প্রস্থান করিলেন।

রজকের মুক্তি

ত্রেতাযুগে অযোধ্যায় শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যকালে জনৈক রজক শ্রীরামের অনুচরগণের সমক্ষে নিজ প্রিয়াকে বলিল—তুমি পরগেহবাসিনী দুষ্টা, তোমাকে আমি গ্রহণ করিব না, স্ত্রীলোভী রাম সীতাকে গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু আমি তোমাকে ভজনা করিব না। রাম বহুলোকের মুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া লোকাপবাদ ভয়ে তৎক্ষণাৎ সীতাকে বনে ত্যাগ করিলেন ; কিন্তু রঘুবর রাম রজককে দণ্ড দিতে ইচ্ছা করিলেন না। সেই রজক দ্বাপরান্তে মথুরায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি ধৌত ও উত্তম বস্ত্রসকল কংসের রাজপ্রসাদে লইয়া আসিতে থাকিলে, শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে দেখিতে পাইয়া বস্ত্র সকল চাহিয়াছিলেন। রজক শ্রীকৃষ্ণকে বস্ত্র প্রদান না করিয়া উল্টা ভৎর্সনা করিতে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ কুপিত হইয়া নিজের করাগ্র দ্বারা রজকের দেহ হইতে মস্তক পৃথক্ করিয়া ফেলিলেন এবং মোক্ষপদ প্রদান করিলেন।

তন্তুবায়ের উপাখ্যান

তন্তুবায় ত্রেতাযুগে মিথিল নগরে শ্রীজনকরাজার আদেশে শ্রীরামচন্দ্রের বিবাহকালে রাম-লক্ষ্মণের বেশরচনার বসন বয়ন করিয়াছিলেন। তন্তুবায় শ্রীরামলক্ষ্মণকে দর্শন করিয়া মোহিত হইয়াছিলেন এবং স্ব-হস্তে উভয়কে বস্ত্র পরিধান করাইতে বাসনা জাগিলে অশেদর্শী শ্রীরামচন্দ্র তাহাকে মনে মনে বর প্রদান করিলেন যে—দ্বাপরান্তে ভারতে তোমার মনোরথ পূর্ণ হইবে। সেইজন্য তিনি দ্বাপরান্তে মথুরায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীবলরাম রজকের নিকট হইতে উত্তরীয় এবং পরিধেয় বস্ত্রসকল গ্রহণ করিলে, তন্তুবায় সেইগুলি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামকে সুন্দরভাবে বেশ রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেইজন্য প্রসন্ন হইয়া আপনার সারূপ্য এবং ইহলোকে পরমাশ্রী, বল, ঐশ্বর্য্য, স্মৃতি ও ইন্দ্রিয় পটুতা প্রদান করিলেন।

সুদামা মালাকারের উপাখ্যান

কুবেরের চৈত্ররথ নামে রমণীয় মনোজ্ঞ এক কানন ছিল, হেমমালী নামে মালী তাহার রক্ষক। হেমমালী ছিলেন শান্ত, তিনি শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তির জন্য নিত্য শতপুষ্পের দ্বারা শ্রীমহাদেবের পূজা করিতেন। পূজায় শ্রীমহাদেব প্রসন্ন হইয়া বর প্রদান করিলেন যে—দ্বাপরান্তে ভারতের মথুরায় তোমার জন্ম হইবে এবং সেইস্থানে মনোরথ সফল হইবে।

শ্রীমহাদেবের আজ্ঞানুসারে তিনি শ্রীমথুরায় শ্রীসুধামা মালাকার নামে জন্মগ্রহণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম তাহার গৃহে আগমন করিলে মালাকার গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া পাদ্য অর্ঘ্যাদি দ্বারা পূজা করিলেন। এবং উত্তমোত্তম সুগন্ধি—পুষ্পের দ্বারা মালা রচনা করিয়া উভয়কে সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত করিলেন। মালায় ভূষিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্নচিত্তে তাহাকে বল, যশঃ, আয়ু ও কান্তি সমুন্নত হইবে ; ইত্যাদি ভাবে বহু বর প্রদান করিলেন।

শ্রীমতীকুব্জার উপাখ্যান

ত্রেতাযুগে সূর্পণখা নাম্নী রাক্ষসী পঞ্চবটী বনে আগমন করিয়া শ্রীরামচন্দ্রকে দেখিতে পাইলেন

এবং শ্রীরামচন্দ্রকে পতিরূপে কামনা করিলেন। সূর্পণখা শ্রীরামচন্দ্রকে অবিচলিত দেখিয়া শ্রীলক্ষ্মণের নিকটে গমন করিলেন। শ্রীলক্ষ্মণ তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইলেন এবং শাণিত অসিদ্বারা তৎক্ষণাৎ তাহার নাসিকা ছেদন করিলেন। ছিন্ননাসা সূর্পণখা লঙ্কায় গমন করিয়া রাবণকে ইহা নিবেদন করিলেন অতঃপর শ্রীরামচন্দ্রকে পতিরূপে পাইবার জন্য পুষ্কর তীর্থে গমন করিয়া জলমধ্যে কঠোর ভাবে অযুত বৎসর যাবৎ শ্রীমহাদেবের তপস্যা করিয়াছিলেন। তপস্যায় শ্রীমহাদেব প্রসন্ন হইয়া তাহাকে বর প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলে সূর্পণখা বলিলেন যে- "শ্রীরামচন্দ্র যেন আমার পতি হয়।" তখন শ্রীমহাদেব বলিলেন যে—"তোমার মনোরথ আজ পূর্ণ হইবে না, দ্বাপরান্তে শ্রীকৃষ্ণ অবতারে তাহা পূর্ণ হইবে।

সেই সূর্পণখা দ্বাপরান্তে মথুরায় ত্রিবক্রা নামে (কুব্জা) জন্মগ্রহণ করিয়া কংসের অনুলেপন কার্যে শ্রেষ্ঠ দাসী হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ কংসের রাজধানীতে আগমন করিবার কালে রাস্তায় চন্দনাদি অঙ্গ বিলেপনের পাত্র সমেত কুব্জাকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন যে—"হে অঙ্গনে, তুমি আমাদিগকে এই উত্তম অঙ্গবিলেপন দান কর, তাহাতে তোমার অচিরকাল মধ্যে পরম মঙ্গল হইবে।" কুব্জা আনন্দের সহিত উভয়কে ঘন সুগন্ধি চন্দন অনুলেপন করিয়া দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে প্রসন্ন হইয়া নিজের পদদ্বয় দ্বারা তাহার দুই পাদাগ্রের উপর দাঁড়াইয়া দক্ষিণ হস্তের উন্নত দুইটি অঙ্গুলি (মধ্যমা ও তর্জ্জনী) দ্বারা (চিবুক মুখের অধোভাগ) ধারণ করিয়া তাহার দেহ উন্নত করিয়া দিলেন। কুব্জা রূপ, গুণ, এবং কামাতুরে শ্রেষ্ঠ হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে স্ব-গৃহে আনয়ন করিতে চেষ্টা করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে এই বলিয়া সান্ত্বনা প্রদান করিলেন যে—"আমি কংসকে বধ করিয়া সুহৃদগণের প্রয়োজন সিদ্ধ করতঃ তোমার গৃহে আগমন করিব।" শ্রীকৃষ্ণ কংসকে বধ করিবার পরে তাহার গৃহে আগমন করিয়া কুব্জার মনস্কামনা পূর্ণ করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক ধনুর্ভঙ্গ

ত্রিপুর সমরে ভগবান্ শ্রীহরি লক্ষভার সমন্বিত ধনুখানি শ্রীশঙ্করকে দান করিয়াছিলেন। ক্ষত্রিয় গণের বিনাশার্থে শ্রীপরশুরাম বহু তপস্যা করিয়া ধনুখানি শ্রীমহাদেবের নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীপরশুরাম সেই ধনুখানি যদুপতি কংসকে দান করিয়া বলিতে লাগিলেন যে- ইন্দ্রধনু তুল্য এই ধনু, তাহাকে কেহ ভগ্ন করিতে পারিবে না। তবে যে ধনুখানি ভগ্ন করিবে তাহার হস্তে তোমার মৃত্যু হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীবলরাম পুরবাসী লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে ধনুর্যজ্ঞ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই ধনুখানি পরমৈশ্বর্য্যযুক্ত বহু পুরুষ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ বলপূর্ব্বক ধনুখানি বামহস্তে উত্তোলন পূর্ব্বক গুণাকর্ষণের দ্বারা মধ্যভাগে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। ধনুর্ভঙ্গ শব্দে সপ্তলোক ও পাতাল প্রতিধ্বনিত হইল ধনুর্ভঙ্গে কংসের মনে ভয় আরও বাড়িয়া গেল এবং শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিবার জন্য বহুমল্লকে তৎক্ষণাৎ প্রেরণ করিলেন।

কুবলয়াপীড় বধ

বলির তনয় মন্দগতি। মন্দগতি লক্ষহস্তীর তুল্য বলবান্। একদা তিনি মনুষ্যমধ্যে মল্লযুদ্ধের

অনুসন্ধানার্থ নির্গত হইয়া মত্ত মাতঙ্গের মত মানবগণকে বাহুদ্বয়ে বিমর্দ্দিত করিয়া বেগে গমন করিলে তাহার বাহু বেগে বৃদ্ধ ত্রিত মুণি পথে নিপতিত হয়। তাহাতে মুণি ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ দিলেন যে—"হে দুর্ম্মতে! তুমি গজের ন্যায় মদোমত্ত হইয়া ভূতলস্থ জনগণকে মর্দ্দিত করিতেছ অতএব তুমি গজ হও।" মুণির অভিশাপ শুনিয়া মন্দগতি মুক্তির জন্য চরণে প্রার্থনা জানাইলে, মুণি বলিলেন যে—আমার বাক্য কখনো মিথ্যা হইতে পারে না, তবে তুমি দ্বাপরান্তে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহত হইয়া মুক্তিপদ লাভ করিবে।

মুণির অভিশাপে তিনি বিন্ধ্যাগিরিতে গজ হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন, তাহার নাম হয় কুবলয়াপীড়। এই কুবলয়াপীড়ের শরীরে ছিল অযুত গজের শক্তি। মগধরাজ জরাসন্ধ লক্ষগজ দ্বারা বলপূর্ব্বক বনে ঐ হস্তীকে ধারণ করিয়াছিল এবং তাহাকে আনয়ন করিয়া কংসকে যৌতুক দিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ রঙ্গদ্বারে আগমন করিয়া কুবলয়াপীড় নামে হস্তীকে দেখিতে পাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ হস্তীপালককে বলিলেন যে—আমারা রঙ্গস্থান দর্শন করিতে আসিয়াছি অতএব আমাদিগকে ভিতরে প্রবেশ করিবার জন্য রাস্তা ছাড়িয়া দাও। হস্তীপালক রাস্তা না ছাড়িয়া উল্টা শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করিবার জন্য হস্তীকে প্রেরণ করিলেন। হস্তী শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলে উভয়ের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়, অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ হস্তীর শুণ্ড ধারণ করিয়া ভূতলে ফেলিয়া দিলেন এবং দন্ত উৎপাটন করিয়া তাহারই আঘাতে হস্তী ও হস্তীপালককে নিহত করিলেন। তৎপরে তাহার তেজ শ্রীকৃষ্ণে লীন হইয়া যায়।

চাণুরমুষ্টিকাদির উপাখ্যান

পুরাকালে অমরাবতীতে উতথ্য নামে এক মহামুণি ছিলেন। তাহার কামদেব সদৃশ পাঁচ পুত্র ছিল। পুত্রগণ মদোদ্ধত হইয়া বিদ্যা অধ্যয়ন ও জপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলির মল্লরঙ্গে গমন করিয়া সর্ব্বদা মল্লযুদ্ধে রত থাকিতেন। সেইজন্য উতথ্যমুণি রোষবশে পুত্রদিগকে অভিশাপ প্রদান করিলেন যে—"হে পুত্রগণ! তোমরা ব্রহ্মকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিয়ের কর্মে রত হইয়াছ অতএব তোমরা ভারতখণ্ডে মল্লযোদ্ধা হও; আর অসুর সংসর্গে সদ্য অসুর হইয়া থাক। পিতার অভিশাপে পুত্রগণ (চাণুর, মুষ্টিক, কূট, শল ও তোশল) মথুরায় জন্মগ্রহণ করিয়া কংসের অণুচর হইয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ রঙ্গস্থানে আগমন করিয়া প্রথমে চাণুরের সঙ্গে ভুজে ভুজে লড়াই তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ চাণুরের বাহুদ্বয় ধারণ করিয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে ভূমিতে আছাড়দিয়া প্রাণ বহির্গত করিলেন। মুষ্টিক শ্রীবলরামকে স্ব মুষ্টি দ্বারা আঘাত করিলে শ্রীবলরাম গুল্‌ফ দ্বয়ে ধারণ করিয়া শুণ্যে ভ্রামিত করতঃ ভূপাতিত করিলে, মুষ্টিকের মুখ দিয়া শোণিত বমন করিতে করিতে নিধন প্রাপ্ত হয়। কূট দানবকে শ্রীবলরাম বামমুষ্টি দ্বারা অবলীলা ক্রমে নিহত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ শলদানবকে আসিতে দেখিয়া পদাগ্র দ্বারা আঘাত করিয়া নিহত করিলেন। তোশলদানবকে আসিতে দেখিয়া উদর বিদারণ করিয়া নিহত করিলেন। এইভাবে তাহাদের তেজোরাশি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের সমক্ষে বিষ্ণুদেহে প্রবেশ করিলেন।

যদিও শ্রীমন্‌মহাপ্রভু সর্ব্বজ্ঞ তথাপি শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণের দ্বারা শ্রীব্রজমণ্ডলের সমস্ত বিবরণ শ্রবণ এবং দর্শনাদি করিয়াছেন।

—ঃ তথাহি শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে ঃ—

দেখিতে চাহিলা প্রভু মথুরা মণ্ডল। আপনে ঈশ্বর কৃষ্ণদাসে করে ছল॥
কৃষ্ণদাস কহে প্রভু ইথে কর মন। পুরীর তিন দিকে গড়ের পত্তন॥
পূরবে যমুনা নদী বহে দক্ষিণ মুখে। উত্তরে দক্ষিণ দ্বার গড়ের দুই দিকে॥
কংসের আবাস দেখ পুরীর নৈঋর্তে। পূরবে উত্তরে দুই দ্বার তাহাতে॥
বসিবার চৌতারা (বেদী) দেখ বাড়ীর উত্তর। পুরীর বায়ুকোণে দেখ কারাগার হের॥
মূত্রস্থান হের দেখ ইহার দক্ষিণে। বিবরি কহিব কিছু শুন সাবধানে॥
কংসভয়ে বসুদেব লঞা যান পুত্র আচম্বিতে কৃষ্ণ তার কোলে কৈল মূত্র॥
সেই খানে বসুদেব বসিলা সত্বরে। মূত্রস্থান তেঞি লোক বলয়ে ইহারে॥
ইহার উত্তরে দেখ উদ্ধবের ঘর। এ বোল শুনিতে প্রভুর গলে দুই ধার॥
উদ্ধবের পূর্ব্বে দেখ উদ্ধবের ঘর। মালাকার বাস দেখ পূরবে ইহার॥
ইহার দক্ষিণে দেখ কুব্জার ঘর। তাহার দক্ষিণে রঙ্গস্থান মনোহর॥
বসুদেব আবাস দেখ তার অগ্নিকোণে। এ বোল শুনিয়া প্রভু হাসে মনে মনে॥
গদ গদ স্বর কিছু অরুণ বদন। উগ্রসেন-বাড়ি দেখ ইহার ঈশান॥
দেখহ বিশ্রান্তি ঘাট দক্ষিণে তাহার। গতশ্রম নাম মূর্ত্তি এথা পরচার॥
কংস মারি টানিয়া ফেলিতে হৈল খাল। তেঞি কংসখালি ঘাট দক্ষিণে ইহার॥
দেখহ প্রয়াগ ঘাট ইহার দক্ষিণে। তাহার দক্ষিণে ঘাট এ তিন্দুক নামে॥
সপ্ততীর্থ বলি ঘাট ইহার দক্ষিণে। তাহার দক্ষিণে দেখ ঋষিতীর্থ নামে॥
ইহার দক্ষিণে দেখ মুখ্যতীর্থ আর। তাহার দক্ষিণে কোটি তীর্থের প্রচার॥
তাহার দক্ষিণে দেখ বোধতীর্থ নামে। দক্ষিণে গণেশতীর্থ দেখ বিদ্যমানে॥
এই ত দ্বাদশ ঘাট সর্ব্বতীর্থ সার। পুরীর দক্ষিণে রঙ্গভূমি দেখ আর॥
তাহার দক্ষিণে আর দেখ অপরূপ। দুরাশয় কংস রাজা খুদিলেক কূপ॥
কৃষ্ণ মারি ইহাতে ফেলিব হেন কাম। কংস খুদিল কূপ কংসকূপ নাম॥
দেখহ অগস্ত্যকূপ নৈঋর্তে তাহার। সেতুবন্ধ-সরোবর উত্তরে ইহার॥
সপ্ত সমুদ্র কুণ্ড ইহার উত্তরে। দেবকীর সাত পুত্র মারিতে পাথরে॥
ইহার উত্তরে দেখ লিঙ্গ ভূতেশ্বর। দেখ সরস্বতী-সঙ্গম পুরীর উত্তর॥
এই খানে দেখ দশ অশ্বমেধ ঘাট। ইহার দক্ষিণে সোমতীর্থের এ বাট॥
কণ্ঠাভরণ মর্জ্জন ইহার দক্ষিণে। নাগতীর্থ ধারা বহে পাতাল গমনে॥
সঞ্জমন আদি কুণ্ড ঘাটে গেলা তবে। পুরী অনুভব করে নিজ অনুভবে॥
কৃষ্ণদাস বলে প্রভু শুনহ বচন। মথুরা মণ্ডল ভূমি একুইশ যোজন॥

দ্বাদশ বন হয় ছয় যোজন ভিতরে। যেখানে যে কৈল কৃষ্ণ দেখাব সকলে ॥
নারদ বচন কংস শুন এই খানে। বসুদেব দেবকীরে রাখে এই খানে ॥
এইখানে হৈল কৃষ্ণ চতুর্ভূজ দেখি। এথা পরিহার মাগে বসুদেব দেবকী ॥
এইখানে বসুদেব কৃষ্ণ লঞা কোলে। নিদ্রায় প্রহরিগণ পড়িগেলা ভোলে ॥
ফণা ছত্র লইয়া বাসুকী পাছে ধায়। যমুনাতে পার সে শৃগালী আগে যায় ॥
এই মহাবনে নন্দঘোষের বসতি। নিন্দে প্রসবিল কন্যা যশোদা পুণ্যবতী ॥
নন্দ-ঘরে পুত্র থুইয়া কন্যারে আনিল। দেবকীর কন্যা বলি কংসকে ভাণ্ডিল ॥
পাপিষ্ঠ সে কংসরাজ মারিতে কন্যারে। বিদ্যুৎ হইয়া সেই গেল আকাশেরে ॥
অপরাধে কংস স্তুতি করয়ে দোঁহারে। গগনে আকাশবাণী শুনে হেন কালে ॥
শুনিয়া সে বাণী কংস হিংসিতে লাগিল। নিশ্চয় করিয়া নিজ মরণ জানিল ॥

কংসের মুক্তি

পুরাকালে সমুদ্রমন্থন সময়ে কালনেমি নামে এক মহাসুর সমুত্থিত হইয়া বিষ্ণুর সহিত যুদ্ধ করে এবং বিষ্ণুবলে সে নিহত হয়। শুক্রাচার্য্য তাঁহাকে সঞ্জীবনী বিদ্যায় পুনর্জ্জীবিত করিলে পুনর্ব্বার সে ভগবান্ বিষ্ণুর সহিত যুদ্ধকামনায় মনে মনে উদ্যম করে। দৈত্য কালনেমি মন্দর পর্ব্বত সমীপে প্রতিদিন দুর্ব্বারস পান করিয়া ব্রহ্মাকে ভজন করতঃ তপস্যা করিয়াছিল। তপস্যা করিতে করিতে তাহার দেহ বল্মীক মৃত্তিকাময় হইয়া গিয়াছিল, এইরূপে দিব্য শত বৎসর অতীত হইলে সেই কঙ্কালমাত্রসার কালনেমিকে ব্রহ্মা বলিলেন,—বর প্রার্থনা কর। কালনেমি বলিল,—ব্রহ্মাণ্ডে বিষ্ণুবলে বলীয়ান্ যে সকল মহাবল দেবতা বিদ্যমান, তাঁহারা পূর্ণক্ষমতা সম্পন্ন হইলেও তাঁহাদের হস্তে যেন আমার মৃত্যু না হয়। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে দৈত্য! তোমার প্রার্থিত এই বর বড়ই দুর্ল্ভ, তথাপি কালান্তরে তুমি এই বর প্রাপ্ত হইবে, আমার বাক্য মিথ্যা হইবে না।

সেই কালনেমি উগ্রসেনের পত্নীতে কংসরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। উগ্রসেন যখন কন্যা দেবকীকে বসুদেবের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন তখন কংস এক দৈববাণী শুনিতে পাইয়াছিলেন যে—"দেবকীর অষ্টম গর্ভস্থ সন্তান তোমাকে হত্যা করিবে।" এই কথা শুনিবামাত্র কংস ক্রোধে ভগ্নীকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলে বসুদেব বলিলেন যে—তুমি কেন ভগ্নীকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছ, সে যে তোমাকে হত্যা করিবে না, তাহার অষ্টম গর্ভের সন্তান তোমাকে হত্যা করিবে অতএব আমি তোমাকে সমস্ত সন্তান—গুলিকে প্রদান করিব, তুমি তাহাদিগকে হত্যা করিও। এই কথা শ্রবণ করিয়া কংস, বসুদেব ও দেবকীকে কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। রাজা একে একে ছয়টি সন্তানকে হত্যা করিলেন কিন্তু সপ্তমগর্ভে শ্রীবলরাম অবতীর্ণ হইবেন সেইজন্য ভগবান কৌশলে তাহাকে রোহিণীর গর্ভে স্থানান্তরীত করাইয়া দেবকীর গর্ভস্র ব হইয়াছে বলিয়া ঘোষনা করিলেন এবং অষ্টম গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া গোকুলে

শ্রীনন্দমহারাজের সঙ্গে অবস্থান করিতে লাগিলেন ও যোগমায়াকে কংসের হস্তে অর্পণ করাইলেন। তিনি যোগমায়াকে হত্যা করিতে যখন বাহু দুইটি উত্তোলন করিলেন তখন হস্ত হইতে যোগমায়া পিছলিয়ে আকাশে উঠিয়া বলিতে লাগিলেন যে—তোমাকে যে হত্যা করিবে সে অন্য কোথাও জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এই কথা শ্রবণ করিয়া কংস তৎকালীন শিশুদিগকে বিভিন্ন অসুরের সাহায্যে হত্যা করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করিবার জন্য পুতনা, তৃণাবর্ত্ত ইত্যাদি অসুরকে গোকুলে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ ধনুর্যজ্ঞ অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য অক্রুরের রথে করিয়া মথুরায় আগমন করিলেন। এইস্থানে আগমন করিয়া রজক, চানুর, মুষ্টিক ইত্যাদি অসুরকে বধ করিয়াছিলেন তৎপরে কংসের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। কংস তাহাকে হত্যা করিবার জন্য অসিচর্ম্ম হস্তে গ্রহণ করিয়া চালনা করিতেই মস্তক হইতেই মুকুটখানি রঙ্গমঞ্চে পড়িয়া যায়। সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ কংসকে কেশে ধরিয়া মঞ্চ হইতে রঙ্গস্থলে ফেলিয়া দিলেন এবং কংসের বুকে অবস্থান করিলে প্রাণ বহির্গত হইয়া শ্রীনারায়ণের শরীরে লীন হইয়া যায়।

শ্রীধামমথুরা পরিক্রমা

শ্রীবিশ্রামতীর্থ বা ঘাট হইতে শ্রীমথুরা পরিক্রমার প্রারম্ভ। শ্রীবিশ্রামঘাট, পপুলেশ্বর, মহাদেব, বটুক ভৈরব, শ্রীবেণীমাধব, শ্রীরামেশ্বর মহাদেব, শ্রীবলভদ্র ও শ্রীমদনমোহনজীউ, গলির ভিতর শ্রীরামজী ও শ্রীগোপালজীউ, তিন্দুকতীর্থ, সূর্য্যতীর্থ, এখানে দর্শনীয় ধ্রুবতীর্থ, টীলার উপরে শ্রীধ্রুবজী এবং ঐ মন্দিরের পার্শ্বে অটল গোপাল। ঋষী তীর্থ টীলার উপরে সপ্তর্ষি, বলি টীলায় শ্রীবলিমহারাজ ও বামনদেব। কলিযুগ টীলায় মহাবীর, রঙ্গভূমিতে চাণুর মুষ্টিক ও কুবলয়পীড় বধের প্রতি মুর্ত্তি। রঙ্গেশ্বর মহাদেব, তাহার উত্তরে কংসটীলা, কংস আখরা ও কংসবধস্থল, উগ্রসেন মহারাজা, শিবতাল, কঙ্কালীদেবী, জগন্নাথদেব, উদ্ধবজী ও গোপীকাস্থল, বলভদ্রকুণ্ড ও বলদেবজীউ দর্শনীয়, শ্রীনৃসিংহদেব, শ্রীবদরীনাথ, ভুতেশ্বর মহাদেব ও পাতালদেবী, পুতরাকুণ্ড, কেশবদেবজীউ, জন্মভূমি সম্মুখে মালপুরা অর্থাৎ কারাগারে

শ্রীবসুদেব ও দেবকী দেবীকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত মল্লগণের উপবেশন স্থল। মহাবিদ্যা দেবী, মহাবিদ্যা কুণ্ড, সরস্বতী কুণ্ড, ইহা অম্বিকা বনে অবস্থিত। একদা শ্রীনন্দমহারাজ শ্রীগোকর্ণেশ্বর মহাদেব দর্শন করিয়া রাত্রিতে কুণ্ডতীরে শয়ন করিলে সুদর্শন নামে কোন বিদ্যাধর শাপভ্রষ্ট হইয়া সর্পদেহ প্রাপ্ত হইলে সেই সর্প শ্রীব্রজরাজের চরণ গ্রাস করিতে আরম্ভ করিলে শ্রীকৃষ্ণ আগমন পূর্ব্বক তাহার উপর স্বীয় চরণ অর্পণ করিয়া সর্প যোনি হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। এইহেতু এই কুণ্ডকে সুদর্শন মোক্ষণ কুণ্ডও বলা হয়। অনন্তর সরস্বতীদেবী, চামুণ্ডাদেবী রজকবধটীলা, গোকর্ণ তীর্থ, গোকর্ণ মহাদেব, অম্বরিষ টীলা, চক্রতীর্থ কৃষ্ণগঙ্গা, সোমতীর্থ, ঘণ্টাভরণতীর্থ, ধারাপত্তনতীর্থ, বৈকুণ্ঠতীর্থ, বসুদেব ঘাট, বরাহ ক্ষেত্র, কর্কটিকা নাথ, মহাবীর, গণেশ, শ্রীনৃসিংহ মণি, কর্ণিকা অভিমুক্ততীর্থ এবং বিশ্রামঘাট বা বিশ্রামতীর্থ।

শ্রীবিশ্রান্তি তীর্থ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কংসকে বধ করিয়া এইস্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। সেইজন্য এই স্থানের মহিমা অত্যন্ত অতুলনীয়। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবনাগমন কালে সর্ব্ব প্রথমে এইস্থানে আগমন করিয়া স্নান ও বিশ্রামাদি করিয়াছিলেন।

—: তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে :—

মথুরা-নিকটে আইলা, মথুরা দেখিয়া। দণ্ডবৎ হৈয়া পড়ে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া॥
মথুরা-আসিয়া কৈল বিশ্রান্তিতীর্থে স্নান। জন্মস্থানে কেশব দেখি করিলা প্রণাম॥

—: তথাহি সৌরপুরাণে :—

ততো বিশ্রান্তিতীর্থাখ্যং তীর্থমংহোবিনাশনম্। সংসারমরুসঞ্চারক্লেশবিশ্রান্তিদং নৃণাম্॥
তত্র তীর্থে কৃতস্নানো যোঽর্চয়েদচ্যুতং নরঃ। স মুক্তো ভবস্তাপাদমৃতত্বায় কল্পতে॥

অনুবাদ ঃ—ইহার পর লোকের সংসার-মরুভূমিতে বিচরণ জনিত ক্লেশ হইতে বিশ্রামপ্রদ পাপবিনাশন বিশ্রান্তিতীর্থ নামক তীর্থ। যে ব্যক্তি তথায় স্নান করিয়া অচ্যুতের অর্চন করে সে সংসারতাপ হইতে মুক্ত হইয়া অমরত্ব লাভে সমর্থ হয়।

শ্রীগতশ্রম তীর্থ

—: ভক্তিরত্নাকরে :—

এই গতশ্রম দেব-দেখ রম্যস্থানে। সর্বতীর্থ-ফলপ্রাপ্তি ইঁহার দর্শনে॥

—: তথাহি আদিবরাহে :—

সর্বতীর্থেষু যৎ স্নানৈঃ সর্বতীর্থেষু যৎ ফলম্। তৎ ফলং লভতে দেবি! দৃষ্ট্বা দেবং গতশ্রমম্॥

অনুবাদ ঃ—হে দেবী! সর্বতীর্থে স্নানে যে ফল এবং সর্বতীর্থের যে ফল সেই সকল ফল লোক বিশ্রামতীর্থে গতশ্রমদেবকে দর্শন করিয়া লাভ করিয়া থাকে।

শ্রীঅবিমুক্ত তীর্থ

এই অবিমুক্ত তীর্থ স্নানে মুক্তি হয়। প্রাণত্যাগে বিষ্ণুলোক-প্রাপ্তি সুনিশ্চয়॥

—ঃ তথাহি আদিবরাহে ঃ—

অবিমুক্ত নরঃ স্নাতো মুক্তিং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্। তত্রাথ মুঞ্চতে মম লোকং স গচ্ছতি॥

অনুবাদ ঃ—মথুরায় অবিমুক্ততীর্থে স্নানকারী ব্যক্তি নিঃসন্দেহে মুক্তি লাভ করে। সেইরূপ তথায় প্রাণত্যাগকারী ব্যক্তি আমার ধামে গমন করে।

শ্রীগুহ্যতীর্থ

এই দেখ গুহ্যতীর্থ এথা স্নান কৈলে। সংসারেতে মুক্ত হয়—বিষ্ণুলোক মিলে॥

—ঃ তথাহি আদিবরাহে ঃ—

অস্তি চান্যতরদ্ গুহ্যং সর্বসংসারমোক্ষণম্। তস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি মম লোকে মহীয়তে॥

অনুবাদ ঃ—হে দেবি! সর্ব্ব সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিপ্রদ গুহ্য নামক এক তীর্থ আছে। তথায় স্নাত ব্যক্তি আমার বৈকুণ্ঠধামে পূজিত হইয়া থাকে।

শ্রীপ্রয়াগ তীর্থ

দেবের দুর্লভ এ প্রয়াগতীর্থ নাম। অগ্নিষ্টোমফল মিলে এথা কৈলে স্নান॥

—ঃ তথাহি সৌরপুরাণে ঃ—

প্রয়াগ-নাম তীর্থন্তু দেবানামপি দুর্লভম্। তস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি অগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ॥

অনুবাদ ঃ—মথুরান্তর্গত প্রয়াগনামক তীর্থ দেবগণের দুর্লভ। হে দেবী! তথায় স্নাত ব্যক্তি অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়।

—ঃ তথাহি শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে ঃ—

দেখহ প্রয়াগ ঘাট ইহার দক্ষিণে। তাহার দক্ষিণে ঘাট এ তিন্দুক নামে॥

শ্রীকনখল তীর্থ

এই কনখল-তীর্থ এথা কৈলে স্নান। পরম ঐশ্বর্য লভে, পুরাণে প্রমাণ॥

—ঃ তথাহি আদিবরাহে ঃ—

তথা কনখলং তীর্থং গুহ্যতীর্থং পরং মম! স্নানমাত্রেণ তত্রাপি নাকপৃষ্ঠে চ মোদতে॥

অনুবাদ ঃ—কনখল নামক তীর্থ তদ্রূপ আমার প্রতি গুহ্যতীর্থ। তাহাতেও স্নানমাত্রে লোক স্বর্গে সুখভোগ করে।

শ্রীতিন্দুক তীর্থ

এই স্থানের বর্তমান নাম বাঙালী ঘাট।

এই দেখ মহাতীর্থ তিন্দুক আখ্যান। বিষ্ণুলোক-প্রাপ্তি হয় এথা কৈলে স্নান॥

—ঃ তথাহি আদিবরাহে ঃ—

অস্তি ক্ষেত্রং পরং গুহ্যং তিন্দুকং মম নামতঃ। তস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি মম লোকে মহীয়তে॥

অনুবাদ ঃ—তিন্দুক নামে আমার এক অতি গুহ্য ক্ষেত্র আছে। হে দেবি! তথায় স্নাত ব্যক্তি আমার ধামে পূজিত হয়।

শ্রীসূর্য্য তীর্থ

এই সূর্য্যতীর্থ পাপ নাশয়ে সকলি। এথা তপ কৈলা বিরোচন-পুত্র বলি॥

চন্দ্র সূর্য্য-গ্রহণ, সংক্রান্তি, রবিবারে। রাজসূয় ফল লভে স্নান যেই করে॥

—ঃ তথাহি আদিবরাহে ঃ—

ততঃ পরং সূর্যতীর্থং সর্বপাপপ্রমোচনম্। বৈরোচনেন বলিনা সূর্যস্ত্বারাধিত পুরা॥

আদিতোঽহনি সংক্রান্তৌ গ্রহণে চন্দ্র সূর্যয়োঃ। তস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি রাজসূয়ফলং লভেৎ॥

অনুবাদ ঃ—তারপর সর্ব্বপাপবিমোচন সূর্য্যতীর্থ। বিরোচনপুত্র বলি পুরাকালে তথায় সূর্য্যের আরাধনা করিয়াছিলেন। হে দেবী! রবিবারে সংক্রন্তিদিনে ও চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণ কালে এই তীর্থে স্নাত ব্যক্তি রাজসূয় যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়।

শ্রীবটস্বামী তীর্থ

এই দেখ বটস্বামী তীর্থ তীর্থোত্তম। বটস্বামী সূর্য্য এথা বিখ্যাত ভূবন॥

ভক্তিপূর্ব এ তীর্থ-সেবনে রোগ-ক্ষয়। ঐশ্বর্য লভ্য, উত্তম গতি অন্তে হয়॥

—ঃ তথাহি সৌরপুরাণে ঃ—

ততঃ পরঃ বটস্বামিতীর্থাখ্যং তীর্থমুত্তমম্। বটস্বামীতি বিখ্যাতো যত্র দেবো দিবাকরঃ॥

তত্তীর্থং চৈব যো ভক্ত্যা রবিবারে নিষেবতে। প্রাপ্নোত্যারোগ্যমৈশ্বর্যমন্তে চ পরমাং গতিম্॥

অনুবাদ ঃ—তা'র পরে 'বটস্বামী তীর্থ' নামক উত্তম তীর্থ অবস্থিত. যথায় সূর্য্যদেব বটস্বামী নামে প্রসিদ্ধ। যে জন রবিবারে ভক্তিপূর্ব্বক সেই তীর্থের সেবা করে, সে ইহকালে আরোগ্য ও ঐশ্বর্য্য লাভ করে এবং জীবনান্তে পরমগতি প্রাপ্তি হয়।

শ্রীধ্রুব তীর্থ

এই 'ধ্রুবতীর্থ'— ধ্রুব-তপস্যার স্থান। ধ্রুবলোক প্রাপ্তি ধ্রুব হয় কৈলে স্নান॥

তীর্থমুখ্য এথা শ্রাদ্ধে পিতৃলোক তরে। সর্বতীর্থফল পায় জপাদি যে করে॥

—ঃ তথাহি আদিবরাহে ঃ—

যত্র ধ্রুবেণ সন্তপ্তমিচ্ছয়া পরমং তপঃ। তত্রৈব স্নানমাত্রেণ ধ্রুবলোকে মহীয়তে॥

ধ্রুবতীর্থে তু বসুধে যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে নরঃ। পিতৃন সংতারয়েৎ সর্বান্ পিতৃপক্ষে বিশেষতঃ॥

অনুবাদ :—যেই তীর্থে ধ্রুব সকামভাবে পরম তপস্যা করিয়াছিলেন, সেই তীর্থে স্নান মাত্রে লোক ধ্রুবলোকে পূজিত হয়। যে ব্যক্তি ধ্রুবতীর্থে—বিশেষতঃ পিতৃপক্ষে শ্রাদ্ধ করে, সে সকল পিতৃ-পুরুষকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়।

শ্রীঋষি তীর্থ

দেখ 'ঋষিতীর্থ' ধ্রুবতীর্থের দক্ষিণে। বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হয় এ তীর্থের স্নানে॥
কৃষ্ণপ্রিয় ঋষিতীর্থ পুরাণেতে কয়। এথা স্নান কৈলে কৃষ্ণভক্তি লভ্য হয়॥

—ঃ তথাহি আদিবরাহে ঃ—

দক্ষিণে ধ্রুবতীর্থস্য ঋষিতীর্থং প্রকীর্তিতম্। যত্র স্নাতো নরো দেবি মম লোক মহীয়তে॥

অনুবাদ :—হে দেবী! ধ্রুবতীর্থের দক্ষিণে ঋষিতীর্থ কথিত। তথায় স্নাত ব্যক্তি আমার ধামে পূজিত হয়।

—ঃ স্কন্দপুরাণে মথুরাখণ্ডে ঃ—

তস্মিন্ মধুবনে পুণ্যমৃষিতীর্থং হরেঃ প্রিয়ম্। স্নানমাত্রেণ ভূপাল হরৌ ভক্তিং পরাং লভেৎ॥

অনুবাদ :— সেই মধুবনে শ্রীহরির প্রিয়, পুণ্য ঋষিতীর্থ। হে ভূপাল! তথায় স্নানমাত্রেই লোক শ্রীহরিতে পরা ভক্তি অবশ্যই লাভ করে।

—ঃ শ্রীচৈতন্য মঙ্গলে ঃ—

সপ্ততীর্থ বলি ঘাট ইহার দক্ষিণে। তাহার দক্ষিণে দেখ ঋষিতীর্থ নামে॥

শ্রীমোক্ষ তীর্থ

এই 'মোক্ষতীর্থ' ঋষিতীর্থ দক্ষিণেতে। এথা মোক্ষপ্রাপ্তি অবগাহন-মাত্রেতে॥

—ঃ তথাহি আদিবরাহে ঃ—

দক্ষিণে ঋষিতীর্থস্য মোক্ষতীর্থং বসুন্ধরে। স্নানমাত্রেণ তত্রাপি মোক্ষং প্রাপ্নোতি মানবঃ॥

অনুবাদ :—হে বসুন্ধরে! ঋষিতীর্থের দক্ষিণে মোক্ষতীর্থ, সেখানেও স্নানমাত্রে মানব মোক্ষ লাভ করে।

—ঃ শ্রীচৈতন্য মঙ্গলে ঃ—

ইহার দক্ষিণে দেখ মুখ্যতীর্থ আর। তাহার দক্ষিণে কোটি তীর্থের প্রচার॥

শ্রীকোটি তীর্থ

এই 'কোটিতীর্থ' দেবদুর্লভ— এথায়। স্নান দান কৈল্লে যে সে বিষ্ণুলোক পায়॥

—ঃ তথাহি আদিবরাহে ঃ—

তত্রৈব কোটিতীর্থং তু দেবানামপি দুর্লভম্। তত্র স্নানেন দানেন মম লোকে মহীয়তে॥

অনুবাদ :—তথায়ই দেবগণেরও দুর্লভ কোটিতীর্থ বিদ্যমান। তথায় স্নান-দানে লোক আমার ধামে পূজিত হয়। এই স্থানে রাবণ কুটী প্রসিদ্ধ।

শ্রীবোধি তীর্থ

এই 'বোধিতীর্থ' এথা পিণ্ডপ্রদানেতে। পিতৃলোক প্রাপ্তি হয় কহে পুরাণেতে॥

—: তথাহি আদিবরাহে :—

তত্রৈব বোধিতীর্থাখ্যং দেবানামপি দুর্লভম্। পিণ্ডং দত্বা তু বসুধে পিতৃলোকং হি গচ্ছতি॥

অনুবাদ :—সেই স্থানেই দেবগণের দুর্লভ বোধিতীর্থ-নামক-তীর্থ। হে বসুধে! এখানে পিণ্ড-দান করিলে লোক নিশ্চিত পিতৃলোকে গমন করে।

—: শ্রীচৈতন্য মঙ্গলে :—

তাহার দক্ষিণে দেখ বোধতীর্থ নামে। দক্ষিণে গণেশতীর্থ দেখ বিদ্যমানে॥

শ্রীনবতীর্থ

দেখ 'নবতীর্থ' অসিকুণ্ড উত্তরেতে। ঐছে তীর্থ না হয়, না হবে পৃথিবীতে॥

—: তথাহি আদিবরাহে :—

উত্তরে ত্বসিকুণ্ডাচ্চ তীর্থং চ নবসংজ্ঞকম্। নবতীর্থাৎ পরং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি॥

অনুবাদ :—অসিকুণ্ডের উত্তরে নব-নামক তীর্থ। নবতীর্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তীর্থ হয় নাই, হইবে না।

শ্রীসংযমন তীর্থ

এই তীর্থের বর্তমান নাম শ্রীস্বামীঘাট এবং শ্রীবসুদেব ঘাট। কংসের কারাগার হইতে মুক্তি-লাভ করিয়া এই ঘাটে শ্রীবসুদেব মহাশয় স্নান করিয়াছিলেন।

ত্রৈলোক্য-বিদিত এই তীর্থ সংযমন। এথা স্নান ফল-বিষ্ণুলোকেতে গমন।

—: তথাহি আদিবরাহে :—

ততঃ সংযমনং নাম তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্। তত্র স্নাতো নরো দেবি মম লোকং হি গচ্ছতি॥

অনুবাদ :—তদনন্তর ত্রিলোকবিখ্যাত সংযমন-নামক তীর্থ। হে দেবী! লোক তথায় স্নান করিলে নিশ্চয়ই আমার ধামে গমন করিবে।

শ্রীধারাপতন তীর্থ

এ 'ধারাপতন তীর্থ-স্নানে হরে শোক। পায় মহৈশ্বর্য্য, প্রাণত্যাগে বিষ্ণুলোক॥

—: তথাহি আদিবরাহে :—

ধারাপতনকে স্নাত্বা নাকপৃষ্ঠে হি মোদতে। অথাত্র মুঞ্চতে প্রাণান্ মম লোকং স গচ্ছতি॥

অনুবাদ :—ধারাপতনক তীর্থে স্নান করিয়া লোক স্বর্গে সুখ লাভ করে। আর এইতীর্থে যে প্রাণত্যাগ করে, সে আমার ধামে গমন করে।

শ্রীনাগ তীর্থ

এ 'নাগতীর্থ'—তীর্থোত্তম শাস্ত্রে কহে। স্নানে স্বর্গপ্রাপ্তি, মৈলে পুনর্জন্ম নহে॥

—: তথাহি আদিবরাহে :—

ততঃ পরং নাগতীর্থং তীর্থানামুত্তমোত্তমম্। যত্র স্নাত্বা দিবং যান্তি যে মৃতাস্তেঽপুনর্ভবাঃ॥

অনুবাদ :—তাহার পরে তীর্থগণের মধ্যে উত্তম অপেক্ষাও উত্তম নাগতীর্থ, যেখানে স্নান করিয়া লোক স্বর্গে গমন করে। যাহাদের এখানে মৃত্যু হয়, তাহাদের আর পুনর্জন্ম হয় না।

—: শ্রীচৈতন্য মঙ্গলে :—

কণ্ঠাভরণ মর্জ্জন ইহার দক্ষিণে। নাগতীর্থ ধারা বহে পাতাল গমনে॥

শ্রীঘণ্টাভরণ তীর্থ

সর্ব্বপাপ নাশে 'ঘণ্টাভরণ' প্রধান। সূর্য্যলোকে পূজ্য এথা করয়ে যে স্নান॥

—: তথাহি আদিবরাহে :—

ঘণ্টাভরণকং তীর্থং সর্ব্বপাপবিমোচনম্। তস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি সূর্য্যলোকে মহীয়তে॥

অনুবাদ :—ঘণ্টাভরণক-তীর্থ সর্ব্বপাপনাশন। হে দেবী! তথায় স্নাত ব্যক্তি সূর্য্যলোকে পূজ্য হইয়া থাকে।

শ্রীব্রহ্মতীর্থ

এই 'ব্রহ্মতীর্থ'—তীর্থোত্তম এ বিদিত। স্নানাদিতে বিষ্ণুলোক—প্রাপ্তি সুনিশ্চিত॥

—: তথাহি আদিবরাহে :—

তীর্থানামুত্তমং তীর্থং ব্রহ্মলোকেঽতিবিশ্রুতম্ তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ সংযতো নিয়তাসনঃ।
ব্রহ্মণা সমনুজ্ঞাতো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥

অনুবাদ :—তীর্থগণের উত্তম ব্রহ্মতীর্থ জগতে অতিপ্রসিদ্ধ। যে জন তথায় স্নান পান করিয়া সংযমী ও স্থিরাসন হয়, সে ব্যক্তি ব্রহ্মার অনুমতি লাভ করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে।

শ্রী সোমতীর্থ

অহে শ্রীনিবাস, এই 'সোমতীর্থ'—স্থল। দেখহ যমুনাবারি বহয়ে নির্ম্মল॥
এথা অভিষিক্ত হৈলে সর্বসিদ্ধি হয়। সোমলোকে সুখী—ইথে নাহিক সংশয়॥

—: তথাহি আদিবরাহে :—

সোমতীর্থে তু বসুধে পবিত্রে যমুনাম্ভসি তত্রাভিষেকং কুর্বীত স্ব-স্ব-কর্ম্মপ্রতিষ্ঠিতঃ।
মোদতে সোমলোকে তু এবমেব ন সংশয়ঃ॥

অনুবাদ :—হে বসুধে! স্ব-স্ব-বর্ণাশ্রমোচিত কর্মে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি সেই সোমতীর্থে পবিত্র যমুনা-জলে স্নান করিবে। এইরূপ স্নানকারী ব্যক্তি সোমলোকে সুখ লাভ করে—ইহাতে সংশয় নাই।

শ্রীসরস্বতীপতন তীর্থ

'সরস্বতীপতন'—তীর্থে যেই স্নান করে। অবর্ণ হয়েন যদি, পাপ যায় দূরে ॥

—ঃ তথাহি আদিবরাহে ঃ—

সরস্বত্যাশ্চ পতনং সর্বপাপহরং শুভম্। তত্র স্নাত্বা নরো দেবি অবর্ণোঽপি যতির্ভবেৎ ॥

অনুবাদ ঃ—সরস্বতীপতন সর্বপাপনাশক ও শুভকর। হে দেবি! চারিবর্ণের বহির্ভূত অতএব সন্ন্যাসাধিকার রহিত ব্যক্তিও তথায় স্নান করিয়া সন্ন্যাসী হইতে পারে।

শ্রীচক্রতীর্থ

'চক্রতীর্থ' বিখ্যাত দেখহ শ্রীনিবাস। এথা স্নান করয়ে ত্রিরাত্র-উপবাস ॥
স্নানমাত্রে মনুষ্যের ব্রহ্মহত্যা যায়। কহিতে কি—পরম দুর্লভ ফল পায় ॥

—ঃ তথাহি আদিবরাহে ঃ—

চক্রতীর্থং তু বিখ্যাতং মাথুরে মম মণ্ডলে। যস্তত্র কুরুতে স্নানং ত্রিরাত্রোপোষিতো নরঃ ॥
স্নানমাত্রেণ মনুজো মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া ॥

অনুবাদ ঃ—আমার মথুরামণ্ডলে চক্রতীর্থ বিখ্যাত। যে ব্যক্তি ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া তথায় স্নান করে, সে ব্যক্তি স্নানমাত্রে ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্ত হয়।

শ্রীদশাশ্বমেধ তীর্থ

দেখহ 'দশাশ্বমেধ' তীর্থ পূর্বে ঋষি। এথা প্রভু পূজা সদা কৈল সুখে ভাসি' ॥
হেন তীর্থে নিয়ত যে সবে স্নান করে। স্বর্গপদ দুর্লভ না হয় সে সবারে ॥

—ঃ তথাহি আদিবরাহে ঃ—

দশাশ্বমেধমৃষিভিঃ পূজিতং সর্বদা পুরা। তত্র যে স্নান্তি নিয়তাস্তেষাং স্বর্গো ন দুর্লভঃ ॥

অনুবাদ ঃ—পুরাকালে সর্বদা ঋষিগণের পূজিত এই দশাশ্বমেধ তীর্থ। যাহারা সংযত হইয়া তথায় স্নান করে, স্বর্গ তাহাদের দুর্লভ হয় না।

শ্রীবিঘ্নরাজ তীর্থ

এই 'বিঘ্নরাজতীর্থ' কল্মষ নাশয়। এথা স্নান কৈলে বিঘ্নরাজ ন পীড়য় ॥

—ঃ তথাহি আদিবরাহে ঃ—

তীর্থন্তু বিঘ্নরাজস্য পুণ্যং পাপহরং শুভম্। তত্রৈব স্নাতং মনুজং বিঘ্নরাজো ন পীড়য়েৎ ॥

অনুবাদ ঃ—বিঘ্নরাজ-তীর্থ পুণ্যদায়ক. পাপনাশক ও মঙ্গলকারক। এথায় স্নাত ব্যক্তিকে বিঘ্নরাজ নিশ্চয়ই পীড়া দেয় না।

শ্রীকোটি তীর্থ

এই দেখ 'কোটিতীর্থ' পরম মঙ্গল। এথা স্নানমাত্রে মিলে গঙ্গাকোটি-ফল ॥

—ঃ তথাহি আদিবরাহে ঃ—

ততঃ পরং কোটি তীর্থং পবিত্রং পরমং শুভম্। তত্রৈব স্নানমাত্রেণ গঙ্গাকোটিফলং লভেৎ॥

অনুবাদ ঃ—তা'র পর পরম পবিত্র ও শুভ কোটিতীর্থ। তথায় স্নানমাত্রে লোক নিশ্চয়ই কোটি গঙ্গাস্নানের ফল লাভ করে।

শ্রীগোকর্ণাখ্য তীর্থ

এই বিশ্বনাথ—তীর্থ 'গোকর্ণাখ্য' নাম। বিষ্ণুপ্রিয় ভুবনে বিদিত অনুপম॥

—ঃ তথাহি আদিবরাহে ঃ—

ততো গোকর্ণতীর্থাখ্যং তীর্থং ভুবনবিশ্রুতম্। বিদ্যতে বিশ্বনাথস্য বিষ্ণোরত্যন্ত বল্লভম্॥

অনুবাদ ঃ—তা'র পর বিষ্ণুর অতিপ্রিয় জগদ্বিখ্যাত, বিশ্বনাথের গোকর্ণতীর্থনামক তীর্থ বিদ্যমান।

শ্রীকৃষ্ণগঙ্গা তীর্থ

প্রতিদিন এই 'কৃষ্ণগঙ্গা'—স্নান কৈলে। পঞ্চতীর্থ হৈতে দশগুণ ফল মিলে॥

—ঃ তথাহি আদিবরাহে ঃ—

পঞ্চতীর্থাভিষেকাচ্চ যৎ ফলং লভতে নরঃ। কৃষ্ণগঙ্গাস্নানেন তৎ দশগুণং দিনে দিনে॥

অনুবাদ ঃ—লোক বিশ্রান্তি-শৌকর-নৈমিষ-প্রয়াগ পুষ্কর—এই পঞ্চতীর্থে স্নান-দ্বারা যে ফল লাভ করে, প্রত্যহ কৃষ্ণগঙ্গাস্নানে তাহার দশগুণ ফল লভ্য হয়।

শ্রীবৈকুণ্ঠ তীর্থ

'বৈকুণ্ঠ-তীর্থ'—স্নানেতে মহাফল পায়। সর্বপাপে মুক্ত হৈয়া বিষ্ণুলোকে যায়॥

—ঃ তথাহি আদিবরাহে ঃ—

বৈকুণ্ঠতীর্থে যঃ স্নাতি মুচ্যতে সর্বপাতকৈঃ। সর্বপাপবিনির্মুক্তো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥

অনুবাদ ঃ—যে জন বৈকুণ্ঠতীর্থে স্নান করে সে সকল পাতক হইতে মুক্ত হয়। সে ব্যক্তি সর্ব্ব-প্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে।

শ্রীঅসিকুণ্ড তীর্থ

এই 'অসিকুণ্ডতীর্থ' দেখ শ্রীনিবাস। এথা স্নানে বহু ফল পুরাণে প্রকাশ॥
শ্রীবরাহ, নারায়ণী লাঙ্গলী, বামনে। কুণ্ডে স্নান করিয়া দেখয়ে চারি জনে॥
সাগর পর্যন্ত তীর্থ যত মথুরায়। সে সকল পরিক্রমা-ফল মিলে তায়॥

—ঃ তথাহি আদিবরাহে ঃ—

একা বরাহসংজ্ঞা চ তথা নারায়ণী পরা। বামনা চ তৃতীয়া বৈ চতুর্থী লাঙ্গলী শুভা॥

এতাশ্চতস্রো যঃ পশ্যেৎ স্নাত্বা কুণ্ডেঽসিসংজ্ঞকে। চতুঃসাগরপর্যন্তা ক্রান্তা তেন ধরা ধ্রুবম্।
তীর্থানাং মাথুরাণাঞ্চ সর্বেষাং ফলমশ্নুতে ॥

অনুবাদঃ—একা-বরাহনাম্নী, দ্বিতীয়া-নারায়ণী, তৃতীয়া-বামনা ও চতুর্থী-মঙ্গলময়ী লাঙ্গলী—এই চারি শ্রীমূর্ত্তি যে ব্যক্তি অসিকুণ্ডে স্নান করিয়া দর্শন করে, সে নিশ্চয়ই চতুঃসমুদ্রপরিবেষ্টিতা ধরিত্রীকে পরিক্রমা করে এবং সকল মাথুর-তীর্থের ফল লাভ করে।

শ্রীচতুঃসামদ্রিক তীর্থ

এই 'চতুঃসামদ্রিক'—নাম কূপ হয়। এথা স্নান কৈলে বেদলোকে বিলসয় ॥

—ঃ তথাহি আদিবরাহে ঃ—

চতুঃসামুদ্রিকো নাম কূপঃ লোকেষু বিশ্রুতঃ। তত্র স্নাতো নরো ভদ্রে দেবৈস্তু সহ মোদতে ॥

অনুবাদঃ—চতুঃসামুদ্রিক—নামক কূপ ত্রিজগতে প্রসিদ্ধ। হে ভদ্রে! তাহাতে স্নাত ব্যক্তি দেবগণের সহিত সুখভোগ করে। ইত্যাদি তীর্থ সকল শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থ হইতে সংগ্রহিত।

—ঃ সংক্ষেপে কিছু মন্দিরের পরিচয় ঃ—

শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি

মথুরা পৃথিবীর মধ্যে ধন্য কারণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোলোক হইতে ভূলোকে লীলা করিবার জন্য এইস্থানে আবির্ভূত হইয়াছেন। দ্বাপর যুগ হইতে বর্তমানেও স্থানটি দর্শণীয়। মন্দিরে গমন করার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে শান্তি ও প্রেমের উদয় হয়।

শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমির ভিতরে এক বিশাল শ্রীমদ্ভাগবত ভবন বিরাজিত। ভবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-সীতাদেবী, শ্রীজগন্নাথদেবজী, শ্রীমন্মহাপ্রভু ইত্যাদি বিগ্রহ দর্শনীয়। কংস যেইস্থানে মাতা দেবীকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন সেই কারাগারটি দর্শনীয়। পার্শ্বে শ্রীহনুমানজী, শ্রীশিবলিঙ্গ, মাদূর্গা ইত্যাদি মন্দির বিরাজিত। শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী তিথিতে এইস্থানে বিড়াট মেলা বসিয়া থাকে।

শ্রীমথুরাধীশ মন্দির

শ্রীকৃষ্ণজন্মভূমি এবং শ্রীভূতেশ্বর মহাদেব মন্দিরের মধ্যভাগে শ্রীমথুরাধীশ মন্দির অবস্থিত। মন্দিরে শ্রীমথুরাধীশ ভগবান অত্যন্ত সুন্দর দর্শনীয়। এই মথুরা ধামে আগমন করিয়া শ্রীমথুরাধীশ ভগবানকে দর্শন করিলে মানবের আর পুনঃজন্ম হয় না।

শ্রীপোতরা কুণ্ড

শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমীর পশ্চাতে পোতরা নামে এক বিশালকুণ্ড বিরাজিত। এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিবার পরে তাঁহার বস্ত্র উপবস্ত্রাদি মাতা দেবকী ধৌত করিয়াছিলেন। সেইজন্য এই কুণ্ডের নাম পোতরা কুণ্ড।

শ্রীকৃষ্ণ জন্মের পরে এই কুণ্ড মধ্যে। বস্ত্রাদি ধৌত করে দেবকী আনন্দে ॥
সেইজন্য পোতরা কুণ্ড অতি রম্যস্থান। কৃষ্ণচরণ দর্শন মিলে ইথে কৈলে স্নান ॥

শ্রীজ্ঞানবাবরা মন্দির

শ্রীপোতরা কুণ্ডের পার্শ্বে শ্রীজ্ঞান বাবরা মন্দির বিরাজিত। এইস্থানে শ্রীউদ্ধবমহারাজ শ্রীমথুরা দর্শনে আগমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের লীলা চিন্তা করিতে করিতে পাগলের মত হইয়াগিয়াছিলেন, সেইজন্য এই স্থানের নাম শ্রীজ্ঞান বাবরা বলিয়া পরিচিত। কেহ কেহ এই স্থানকে জ্ঞান বাবরী বলিয়া থাকেন। এই স্থানে শ্রীউদ্ধবজী মহারাজের মূর্ত্তি দর্শনীয়।

শ্রীভূতেশ্বর মহাদেব

ভূতেশ্বরে শ্রীভূতেশ্বর মহাদেব ও শ্রীপাতালদেবী বিরাজিত। এইস্থানে ভাদ্রমাসে প্রতিবৎসর চৌরাশীক্রোশ বন পরিক্রমা আরম্ভ ও সমাপ্ত হয়।

—: তথাহি গর্গ-সংহিতায়াং :—

ক্ষত্তা শ্রীমথুরায়াশ্চ নাম্না ভূতেশ্বর শিবঃ। দত্ত্বা দণ্ডং পাতকিনে ভক্তার্থান্মন্ত্রতাং ব্রজেৎ॥

অনুবাদ :—মথুরার দ্বারপালের নাম—ভূতেশ্বর শিব, তিনি পাপীকে দণ্ড দান করেন, তাঁহার প্রতি ভক্তি করিলে তিনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন।

—: তথাহি শ্রীমথুরা-মাহাত্ম্যম্ :—

মথুরায়াঞ্চ দেব ত্বং ক্ষেত্রপালো ভবিষ্যসি। ত্বয়ি দৃষ্টে মহাদেব মম ক্ষেত্রফলং লভেৎ॥

—: নির্ব্বাণ খণ্ডে :—

যত্র ভূতেশ্বরো দেবো মোক্ষদঃ পাপিনামপি। মম প্রিয়তমো নিত্যং দেব ভূতেশ্বরঃ পরঃ॥
কথং বা ময়ি ভক্তিং স লভতে পাপপূরুষঃ। যো মদীয়ং পরং ভক্তং শিবং সংপূজয়েন্ন হি॥
মন্মায়া-মোহিতধিয়ঃ প্রায়স্তে মানবাধমাঃ। ভূতেশ্বরং ন স্মরন্তি ন নমন্তি স্তুবন্তি বা॥

অনুবাদ :—হে দেব! হে মহাদেব! তুমি মথুরামণ্ডলে ক্ষেত্রপাল হইবে, তোমাকে দর্শন করিলে আমার ক্ষেত্রদর্শন ফল লাভ হয়।

নির্ব্বাণখণ্ডে—মথুরায় ভূতেশ্বরদেব পাপিগণকেও মোক্ষদান করেন ; সেই পরম দেব নিত্যই আমার প্রিয়। যে ব্যক্তি আমার পরম ভক্ত সেই শিবের অর্চ্চনা না করে, সেই পাপী কিরূপে আমাতে ভক্তি লাভ করিবে ? যে সকল লোক ভূতেশ্বরকে স্মরণ, নমস্কার বা স্তব না করে, সেই নরাধমগণ নিশ্চয়ই আমার মায়ায় মোহিতচিত্ত।

শ্রীদ্বারিকাধীশ মন্দির

অসিকুণ্ডঘাটের সন্মুখে এই বিশাল মন্দির ১৮১৪-১৫ সালের মধ্যে নির্মিত হয়। ইহার সেবা-পূজা কাংকরোলীর পুষ্টি মার্গিয় গোঁসাই দ্বারা হইতেছে। স্থাপত্য কাল থেকে ট্রাষ্টির পর্যাপ্ত মহত্ব আছে। এই মন্দির ১৮০ ফুট লম্বা এবং ১২০ ফুট চওড়া। মন্দিরটি পাথর দ্বারা তৈরী। দরজার বাহিরে অনেক ষ্টেশনারি ইত্যাদির দোকান এবং মন্দিরের মধ্যে অনেক সুদৃঢ় কলাত্মক স্তম্ভের উপর বিশাল মণ্ডপ

আছে। মন্দিরের শিখর স্বর্ণ মন্দির। মণ্ডপে বহু রঙ্গের কারুকার্য এবং উপরের কার্য্য দেখার মত। শ্রীদ্বারিকানাথজীতে অনেক সুন্দর ও আকর্ষনিয় চতুর্ভুজ শ্যামমূর্ত্তি আছে যাহার চার হাতে গদাদি অবস্থিত এবং বামে শ্রীমতীরুক্মিণী দেবী বিরাজিত। শ্রীদ্বারিকানাথজীতে দিনে আটবার ঝাঁকিয়া দর্শন হইয়া থাকে। চার বার প্রাতে যেমন—মঙ্গলা, শৃঙ্গার, ঠাকুর দর্শন এবং রাজভোগ। বিকালে উত্থাপন, ভোগ, সন্ধ্যা আরতি ও শয়ন। শীত ও গ্রীষ্মকালে ঝাঁকিয়ার সময় বদল হইয়া থাকে। মঙ্গলা আরতির ঝাঁকি ছয়টা ত্রিশ মিনিটে, শয়ন গ্রীষ্মকালে সাতটা ও শীতকালে ছয়টা ত্রিশ মিনিট। প্রসাদ নিজ মন্দিরেই তৈরী হয়, বাহিরের আমানিয়া মন্দিরের ভোগে লাগে না। শ্রাবণমাসের ঝুলন ও ভাদ্র মাসের জন্মাষ্টমীতে বড় আনন্দের সহিত মেলা বসিয়া থাকে।

শ্রীবরাহদেবজী মন্দির

মানিক চৌকে শ্রীবরাহদেবজী বিরাজিত। শ্রীবরাহদেবজী সম্বন্ধে এক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস— কপিলদেব নামক কোন ব্রাহ্মণ হইতে ইন্দ্র শ্রীবরাহদেবজীকে মর্ত্তলোক হইতে দেবলোকে লইয়া যান। রাবণ ইন্দ্রকে পরাজয় করিয়া শ্রীবরাহদেবজীকে লঙ্কায় আনয়ন করেন। তদনন্তর শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে বধ করিয়া ঠাকুর অযোধ্যায় আনয়ন করেন। শ্রীরামচন্দ্রের আদেশে শ্রীশত্রুঘ্নদেব লবণাসুরকে বধ করিবার জন্য মথুরায় আগমন করেন এবং ঐ অসুরকে বধ করিয়া মথুরাপুরী স্থাপন করতঃ বহু সংখ্যক ব্রাহ্মণের বাসের ব্যবস্থা করিয়া অযোধ্যায় গমন করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের চরণে সমস্ত কথা বর্ণন করেন। তাহাতে শ্রীরামচন্দ্র শত্রুঘ্নের প্রতি প্রসন্ন হইয়া শ্রীবরাহদেবজীকে অর্পণ করেন। তদনুসারে শ্রীশত্রুঘ্নদেব শ্রীবরাহদেবজীকে মথুরায় আনয়ন করিয়া সেবা স্থাপন করেন। সেই অবধি শ্রীবরাহদেব মথুরায় বিরাজ করিতেছেন।

শ্রীগতশ্রমনারায়ণ মন্দির

রামানুজ সম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীপ্রাণনাথ শাস্ত্রীর দ্বারা ১৮৫৭ ইংরাজী সালে এই মন্দির নির্মিত হয়। মন্দিরে শ্রীবিষ্ণুভগবান দর্শনীয়। শ্রাবণ মাসে মন্দিরে খুব আনন্দের সহিত ঝাঁকি হইয়া থাকে।

শ্রীকেশবদেবজী মন্দির

শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমির পশ্চাৎ ভাগে আদি শ্রীকেশবদেবজী মন্দির বিরাজিত।

—: তথাহি আদিবরাহে :—

প্রদক্ষিণীকৃতা তেন সপ্তদীপা বসুন্ধরা। প্রদক্ষিণীকৃতো যেন মথুরায়াস্তু কেশবঃ॥
ইহা জনৌ কৃতং পাপমন্যজন্মকৃতং চ যৎ। তৎ সর্ব্বং নিশ্যতি শীঘ্রং কেশবস্য চ কীর্ত্তনে॥

অনুবাদ :—যে ব্যক্তি মথুরাপুরীতে শ্রীকেশবদেবকে প্রদক্ষিণ করিয়াছে সে সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরাকে প্রদক্ষিণ করিয়াছে। এই জন্মে কৃত ও অন্য জন্মে কৃত যে পাপ তৎসমস্তই শ্রীকেশবের কীর্ত্তনে শীঘ্রই নষ্ট হয়।

শ্রীদাউজী, শ্রীমদনমোহনজী এবং শ্রীগোকুলনাথজী মন্দির

এই তিন মন্দির বাঙ্গলীঘাটের (রাম ঘাট) উপর বিরাজিত। শ্রীবল্লভসম্প্রদায়ের প্রমুখ গোঁসাই দ্বারা সেবিত। মন্দির অনেক প্রাচীন এবং গুজরাটী যাত্রীদের জন্য আকর্ষণ কেন্দ্র। এইস্থান হইতে গোঁসাইগণের দ্বারা চৌরাশীক্রোশ বন পরিক্রমা যাত্রার ব্যবস্থা আছে।

শ্রীদীর্ঘ্যবিষ্ণু মন্দির

মনোহরপুরে এক বিখ্যাত মন্দির। এইস্থানে ভগবান শ্রীবিষ্ণু প্রসিদ্ধ প্রতিমা দীর্ঘ্যরূপে বিরাজিত।

—ঃ তথাহি মথুরা মাহাত্ম্যে ঃ—

দীর্ঘবিষ্ণুং সমালোক্য পদ্মনাভং স্বয়ম্ভুবম্। মথুরায়াং সকৃদ্দেবি! সর্ব্বাভীষ্টমবাপ্নুয়াৎ॥
তথা—বিশ্রান্তি সংজ্ঞকং দৃষ্টা দীর্ঘবিষ্ণুঞ্চ কেশবম্। সর্বেষাং দর্শনাৎ পুণ্যমেভির্দৃষ্টৈঃ ফলং লভেৎ॥

অনুবাদঃ- হে দেবি! মথুরায় একমাত্র দীর্ঘবিষ্ণু, পদ্মনাভ ও স্বয়ম্ভুদেবকে দর্শন করিলে সমস্ত অভীষ্ট বস্তু লাভ হয়। বিশ্রান্তি তীর্থ, দীর্ঘবিষ্ণু ও কেশবদেবকে দর্শন করিলে সকল দেবদেবী দর্শনের ফল লাভ হয়।

শ্রীবিড়লা মন্দির

মথুরা ও বৃন্দাবনের রাস্তায় অবস্থিত। এই মন্দির বিড়লা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান, শ্রীরাম-সীতা এবং শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ অত্যন্ত মন আকর্ষনীয় দর্শনীয়। এক স্তম্ভের উপর সম্পূর্ণ শ্রীমদ্ভাগবত গীতা লিখিত আছে। এইস্থানে বিভিন্ন প্রকারের মূর্ত্তি ও দর্শনীয়।

পুরাতত্ত্ব সংগ্রহালয়

মথুরায় পুরাতত্ত্ব সংগ্রহালয়ের মাধ্যমে স্ব-দেশের এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন। এই স্থানে কুষাণ, বৌদ্ধ জৈন কালের অনেক লিখিত চিহ্ন, বিভিন্ন প্রকারের মূর্ত্তি ইত্যাদি দর্শনীয়। শ্রীকৃষ্ণ জন্মস্থান এবং কংকালী টীলা খুদাই করিয়া অনেক প্রাচীন মূর্ত্তি সুরক্ষিত করিয়াছেন।

ব্রজগাইড নামক গ্রন্থ হইতে কিছু মন্দিরের পরিচয়

শ্রীধাম মথুরায় অসংখ্য তীর্থ তাহার ব্যাখ্যা অথবা গণনা করিবার ক্ষমতা মুনি ঋষি কাহারও নাই, যদিও কেহ তীর্থাদির বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারে আমার দ্বারা তাহা একেবারেই অসম্ভব। (১) রঙ্গেশ্বর মহাদেব—মথুরা-আগরা রাস্তার পার্শ্বে, (২) দাউজী মহারাজ—তিলকদ্বারের ভিতরে। (৩) কংসনিকন্দন—ছত্রা বাজারে হোলী দরজার পার্শ্বে, (৪) অন্নপূর্ণা দেবী – ছত্রা বাজারে, (৫) গোবর্দ্ধন-নাথজী—গলীভোখচন্দ্রে, (৬) বীরভদ্রেশ্বর– ছত্রা বাজ রে, (৭) রামজী মন্দির—গলীভোখচন্দ্রের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, (৮) লক্ষ্মীনারায়ণ—গলী ভোগচন্দ্রের আগে, (৯) কাহ্নায়ালাল—ছত্রা বাজারে, (১০) বিট্ঠল মন্দির—গলী গোলপাড়ায়, (১১) গৌরধন নাথ—সুখসঞ্চারক কম্পানীর সামনে কংসখালের

আগে, (১২) বিজয় গোবিন্দ—ছত্রা বাজার, (১৩) স্বামী বিরজানন্দ স্মারক—ছত্রা বাজার, (১৪) কিশোরী রমণ—বিরজানন্দ স্মরকের পার্শ্বে, (১৫) মথুরানাথ—গলী দশাবতারের আগে, (১৬) দাউজী মহারাজ—গলী দশাবতারের সামনে, (১৭) গতশ্রমনারায়ণ—বিশ্রামঘাট বাজারে, (১৮) যম এবং যমুনা—বিশ্রামঘাটে, (১৯) চন্দ্রিকাদেবী গলী দশাবতারে সতীবুর্জের সাম্‌নে, (২০) পিপলেশ্বর মহাদেব—সতীবুর্জের কিছু আগে, (২১) বটুক মরব এবং যোগমায়া—প্রয়াগ ঘাটের উপর, (২২) দাউজী (পুষ্টিমার্গীয়)—দাউজী ঘাটের উপর, (২৩) মদনমোহনজী—দাউজী ঘাটের উপর (২৪) গোকুল নাথজী—দাউজী ঘাটের উপর (২৫) দ্বারিকাধীশজী—রাজাধিরাজ বাজার, বিশ্রাম ঘাটের আগে মুখ্য সড়কের পার্শ্বে, (২৬) হনুমান মন্দির—অসিকুণ্ড ঘাটের উপর, (২৭) মহাকালেশ্বর মহাদেব—সন্ত ঘাটের উপর, (২৮) মদনমোহনজী—স্বামীঘাটে তীরের উপর, (শ্রীযমুনা) (২৯) রাণীবালা মন্দির—স্বামী ঘাটের উপর, (৩০) বিহারীজী মন্দির—স্বামী ঘাটের বাজারে বিরাজিত, (৩১) শ্রীগোবর্ধন নাথজী মন্দির—স্বামী ঘাটের উপর, বিহারীজী মন্দিরের সামনে, (৩২) গোবিন্দদেব মন্দির—চুড়ী গলীতে (৩৩) মহালক্ষ্মী মন্দির—চুড়ী গলীর সামনে মুখ্য বাজারে, (৩৪) কংসেশ্বর মহাদেব—কংস টীলার উপর, সবচেয়ে প্রাচীন মন্দির, (৩৫) কালভৈরব মন্দির—কংসটীলার উপর, কংসেশ্বর মহাদেবের নিকট, (৩৬) গোপীনাথজী—ডোরী বাজারে মুখ্য সড়কের পার্শ্বে, (৩৭) সীতারাম—ধোয়া মণ্ডী মুখ্য সড়কের পার্শ্বে, (৩৮) দাউজী মহারাজ—চৌক বাজারে রামদাস মোরী এবং চৌরাহের উপর, (৩৯) মথুরানাথজী—গলী গুসাঁইয়ান দাউজী মন্দিরের আগে, (৪০) শ্রীনাথজী—কাবুলী মহারাজের হাবেলীতে যাহা পাটিয়া বলে, (৪১) কিশোরী রমণ—গুড়হাই বাজারে মুখ্য সড়কের পার্শ্বে, (৪২) এক-প্রাণ দো দেহ - বাটীবলী কুঞ্জে, বৃন্দাবন দরজায়, (৪৩) গীতা মন্দির—মথুরা-বৃন্দাবন রাস্তার পার্শ্বে, ইহাকে বিড়লা মন্দির বলে, (৪৪) দেবকী বসুদেব ও কেশবদেব মন্দির—ইহা প্রাচীন মন্দির, পোতরা কুণ্ড থেকে আগে, (৪৫) শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমি—ডীগ দরজায়, পোতরা কুণ্ডের উপর, (৪৬) গন্ধেশ্বর মহাদেব—শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমির দক্ষিণে, (৪৭) ভূতেশ্বর মহাদেব—গোবর্দ্ধন রাস্তার পার্শ্বে, পরিক্রমা মার্গে, (৪৮) জৈন মন্দির—চৌরাসীর উপর, কৃষ্ণনগর থেকে আগে, (৪৯) গোকর্ণ মহাদেব—আকাশবাণীর নিকটে, বৃন্দাবন রাস্তার পার্শ্বে, (৫০ গায়ত্রী তপোভূমি—আকাশবাণী থেকে আগে বৃন্দাবন রাস্তার পার্শ্বে, (৫১) তীলকণ্ঠেশ্বর—আকাশবাণীর নিকটে, (৫২) চামুণ্ডাদেবী—গায়ত্রী তপোভূমির সামনে, পরিক্রমা রাস্তার পার্শ্বে, (৫৩) মহাবিদ্যা দেবী—পরিক্রমা রাস্তায়, রামলীলা ময়দানের পার্শ্বে, (৫৪) চিত্রগুপ্ত মন্দির---ভরতপুর দরজার পার্শ্বে জংশন মার্গ ইত্যাদি।

মথুরায় অবস্থিত টীলা

(ক) ধ্রুবটীলা, (খ) ঋষিটীলা, (গ) কলিযুগ টীলা, (ঘ) বলিটীলা (ঙ) কংসটীলা, (চ) রজক-বধ টীলা, (ছ) অম্বরীষ টীলা, (জ) হনুমান টীলা, (ঝ) গতশ্রম টীলা॥

মথুরায় চারটি দরজা

হুলি, ভরতপুর, ডিগ, শ্রীবৃন্দাবন ॥

মথুরায় অবস্থিত মহাদেব

শ্রীভূতেশ্বর, গোকর্ণেশ্বর, পিপলেশ্বর, রঙ্গেশ্বর, গল্তেশ্বর, কালিন্দ্রীশ্বর, সোমেশ্বর, রামেশ্বর, বীরভদ্র ইত্যাদি।

মথুরায় প্রসিদ্ধ কুণ্ড

শিবতাল, শ্রীবলভদ্র, পুতরা, মহাবিদ্যা, সরস্বতীকুণ্ড ইত্যাদি।

শ্রীমথুরা মাহাত্ম্য

—ঃ তথাহি শ্রীআদিবরাহে দৃষ্ট হয় ঃ—

সূর্যোদয়ে তমো নশ্যেৎ যথা বজ্রভয়ান্নগাঃ। তার্ক্ষ্যং দৃষ্ট্বা যথা সর্পা মেঘা বাতহতা ইব ॥
তত্ত্বজ্ঞানাদ্‌যথা দুঃখং সিংহং দৃষ্ট্বা যথা মৃগাঃ। তথা পাপানি নশ্যন্তি মথুরাদর্শনাৎ ক্ষণাৎ ॥

অনুবাদ ঃ—সূর্যোদয়ে অন্ধকার যেরূপ বিনষ্ট হয়, বজ্রপাত ভয়ে পর্ব্বত যেরূপ বিনাশপ্রাপ্ত হয়, গরুড় দর্শনে সর্পকুল ও পবনতাড়িত মেঘ যেরূপ অদৃশ্য হয়, তত্ত্বজ্ঞান হইলে যেরূপ দুঃখ নাশ পায় এবং সিংহ দেখিয়া মৃগগন যেরূপ নষ্ট হয়, তদ্রূপ শ্রীমথুরাদর্শনে ক্ষণকালে পাপসকল ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

বিংশতির্যোজনানান্তু মাথুরং মম মণ্ডলম্। পদে পদেঽশ্বমেধীয়ং পুণ্যং নাত্র বিচারণম্ ॥
তীর্থে চৈব গৃহে বাপি চত্বরে পথি চৈব হি। যত্র তত্র মৃতা দেবি মুক্তিং যান্তি ন চান্যথা ॥

অনুবাদ ঃ—আমার মথুরামণ্ডল বিংশতিযোজন বিস্তৃত। এই মণ্ডল মধ্যে প্রতিপদক্ষেপে অশ্ব-মেধ যজ্ঞের পুণ্য লাভ হয় এ বিষয়ে তর্কের অবকাশ নাই। হে দেবী! মথুরাধামে পুণ্যস্থানাদিতে, গৃহে, চত্বরে (চবুতারায়), পথে—যে কোন স্থানে মৃতব্যক্তি নিশ্চয়ই মুক্তি লাভ করে—অন্যথা হয় না।

—ঃ তথাহি পদ্মে পাতালখণ্ডে ঃ—

বহুজন্মানি পাপানি সঞ্চিতানি নিবর্ত্তন্তে। মথুরাপ্রভবং পাপং নশ্যতি ক্ষণমাত্রতঃ ॥

অনুবাদ ঃ—বহুজন্ম ব্যাপিয়া অন্যত্র সঞ্চিত পাপসকল মথুরায় নিবৃত্ত হইয়া যায়। আর মথুরাতে উৎপন্ন পাপ ক্ষণমাত্রকালে বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

—ঃ তথাহি শ্রীগর্গ-সংহিতায়াং ঃ—

ব্রুবঞ্জনো নাম ফলং হরের্ল্লভেচ্ছৃণ্বন্ লভেৎ কৃষ্ণকথাফলং নরঃ।
স্পৃশন্ সতাং স্পর্শনজংমধোঃপুরিজিঘ্রংস্তুলস্যা দলগন্ধজং ফলম্ ॥
পশ্যন্ হরের্দর্শনজং ফলং স্বতো ভক্ষ্যং চ নৈবেদ্যভবং রমাপতেঃ।
কুর্ব্বন্ ভুজাভ্যাং হরিসেবয়া ফলং গচ্ছন্ লভেত্তীর্থফলং পদে পদে ॥

রাজেন্দ্রহন্তা নিজগোত্রঘাতকী ত্রৈলোক্যহন্তাপি চ কোটিজন্মসু ।
রাজচ্ছৃণু ত্বং মথুরানিবাসতো যোগীশ্বরাণাং গতিমাপ্নুয়ান্নরঃ ॥

অনুবাদ :—মথুরার কথা বলিলে হরিনাম জপের ফল, কিছু শ্রবণ করিলে কৃষ্ণনাম শ্রবণের ফল, কিছু স্পর্শ করিলে শ্রেষ্ঠজন স্পর্শফল, কিছু আঘ্রাণ করিলে তুলসী আঘ্রাণের ফল হয়। যাহা কিছু দর্শনে হরিদর্শনের ফল এবং গমনে পদে পদে তীর্থফল হইয়া থাকে। হে রাজন্! তুমি শ্রবণ কর—কোটি জন্মব্যাপী রাজহন্তা জ্ঞাতিঘাতী ও ত্রৈলোক্যহত্যাকারী নরও মথুরাবাস প্রভাবে যোগেশ্বরগণের গতি লাভ করিয়া থাকে।

শ্রীভগবানের আবির্ভাব লীলা

শ্রীনামমালা

জয় জয় রাধা মাধব—রাধা মাধব রাধে	জয়দেবের প্রাণধন হে।
জয় জয় রাধা মদনগোপাল—রাধা মদনগোপাল রাধে	সীতানাথের প্রাণধন হে॥
জয় জয় রাধা গোবিন্দ রাধা গোবিন্দ রাধে	রূপ গোস্বামীর প্রাণধন হে।
জয় জয় রাধা মদনমোহন—রাধা মদনমোহন রাধে	সনাতনের প্রাণধন হে॥
জয় জয় রাধা গোপীনাথ—রাধা গোপীনাথ রাধে	মধুপণ্ডিতের প্রাণধন হে।
জয় জয় রাধা দামোদর—রাধা দামোদর রাধে	জীবগোস্বামীর প্রাণধন হে॥
জয় জয় রাধারমণ—রাধারমণ রাধে	গোপালভট্টের প্রাণধন হে।
জয় জয় রাধা বিনোদ—রাধা বিনোদ রাধে	লোকনাথের প্রাণধন হে॥
জয় জয় রাধা শ্যামসুন্দর—রাধা শ্যামসুন্দর রাধে	শ্যামানন্দের প্রাণধন হে।
জয় জয় রাধা গিরিধারী—রাধা গিরিধারী রাধে	দাসগোস্বামীর প্রাণধন হে॥
জয় জয় রাধা বঙ্কবিহারী—রাধা বঙ্কবিহারী রাধে	হরিদাস স্বামীর প্রাণধন হে।
জয় জয় রাধাবল্লভ—রাধাবল্লভ রাধে	হরিবংশ গোস্বামীর প্রাণধন হে॥
জয় জয় রাধা শ্রীনাথজী—রাধা শ্রীনাথজী রাধে	মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীর প্রাণধন হে।
জয় জয় রাধা কৃষ্ণচন্দ্র—রাধা কৃষ্ণচন্দ্র রাধে	লালাবাবুর প্রাণধন হে॥

শ্রীরাধাগোবিন্দদেবজী

শ্রীলরূপগোস্বামী শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর আজ্ঞায় শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিয়া লুপ্ততীর্থ প্রকটনে ব্রতী হইয়া কোথাও শ্রীবিগ্রহ না দেখিয়া অন্তরে সাতিশয় চিন্তান্বিত হইলেন। তত্রত্য বনে বনে ব্রজবাসীগণের গৃহে গৃহে ঘুরিয়া কোথাও কিছুই না দেখিয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। একদিন বিষন্নচিত্তে যমুনারতটে বসিয়া আছেন—এমন সময় জনৈক ব্রজবাসী আসিয়া তাহার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীরূপপ্রভু আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত তাহাকে খুলিয়া বলিলেন। তখন সেই কৃপালু ব্রজবাসী গোস্বামীপাদকে গোমাটিলায় লইয়া গিয়া বলিলেন যে—একটি উৎকৃষ্টা গাভী নিত্য পূর্ব্বাহ্নে আসিয়া এইস্থানে দুগ্ধক্ষরণ করিয়া থাকে অতএব ইহাই শ্রীগোবিন্দস্থল। ব্রজবাসী তৎপরে অপ্রকট হইলে শ্রীরূপগোস্বামী শ্রীব্রজবাসী-গণকে আনয়ন করাইয়া স্থানটি খনন করাইলে শ্রীগোবিন্দদেব প্রকটিত হইলেন।

দাক্ষিণাত্যবাসী রাধানগর গ্রামের বৃহদ্ভানু নামে জনৈক ব্রাহ্মণ শ্রীমতীরাধারাণীর বিগ্রহকে স্বীয়-কণ্যাভাবে সেবা করিতেছিলেন। ব্রাহ্মণের অপ্রকটে গ্রামবাসীগণ শ্রীমতীরাধারাণীর সেবা করিতে লাগিলেন। শ্রীমৎরূপগোস্বামী কর্ত্তৃক শ্রীগোবিন্দদেব প্রকটিত হইলে শ্রীগদাধর পণ্ডিত প্রভুর শিষ্য ও রাজা প্রতাপরুদ্রের পুত্রকে রাত্রিকালে স্বপ্নযোগে শ্রীমতীরাধারাণী বলিলেন যে—'আমার প্রাণনাথ শ্রীনন্দ-নন্দন ব্রজে প্রকটিত হইয়াছেন—অতএব আমাকে শীঘ্রই ব্রজে প্রেরণ কর।' রাজপুত্র স্বপ্নানুসারে শ্রী-গদাধর পণ্ডিতের দুইজন শিষ্য দ্বারা শ্রীমতীরাধারাণীকে পথে পথে সেবা করাইয়া ব্রজে আনয়ন করিয়া শ্রীগোবিন্দদেবের বামপার্শ্বে বিজয়ী করাইলেন।

শ্রীলরূপগোস্বামীর সময়ে ঠাকুর একখানি ঝোপ-ঝাড়ে বিরাজিত ছিলেন। তৎপরে শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর শিষ্য মানসিংহ কর্ত্তৃক ১৫৯০ খ্রীঃ লালপাথরের শ্রীগোবিন্দদেবের মন্দির নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। কালাপাহাড়ের উৎপাত আশঙ্কায় শ্রীরাধাগোবিন্দদেবজী জয়পুরে স্থানান্তরীত হইয়াছেন। বর্তমানে শ্রীলরূপগোস্বামী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রীগোবিন্দদেবজী জয়পুরে বিরাজিত।

শ্রীরাধাগোপীনাথজীউ

—ঃ তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকর হইতে ঃ—

পরমানন্দ ভট্টাচার্য মহাশয়। শ্রীমধুপণ্ডিত অতি গুণের আলয়॥
দোঁহাপ্রেমাধীন কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার। পরমদুর্গম চেষ্টা, কহি সাধ্য কা'র॥
বংশীবট-নিকট পরম রম্য হয়। তথা গোপীনাথ মহারঙ্গে বিলসয়॥

—ঃ তথাহি শ্রীসাধনদীপিকায়াম্ ঃ—

যস্তেন সুপ্রকটিতো গোপীনাথো দয়াম্বুধিঃ। বংশীবটতটে শ্রীমদ্‌যমুনোপতটে শুভে॥

অনুবাদ ঃ—শ্রীযমুনার উপতটস্থ মনোহারী বংশীবটতটে দয়ার সাগর গোপীনাথ মধুপণ্ডিত—কর্ত্তৃক প্রকটিত হইয়াছেন।

শ্রীমদনমোহনে দেখিয়া কৃষ্ণদাস। ভূমে পড়ি' প্রণময়ে ছাড়ি' দীর্ঘশ্বাস॥
অকস্মাৎ দর্শন দিলেন কৃপা করি'। শ্রীমধুপণ্ডিত হৈলা সেবা-অধিকারী॥
শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য মহাশয়। মধুপণ্ডিতে তা'র স্নেহ অতিশয়॥

শ্রীবৃন্দাবন মাহাত্ম হইতে—শ্রীপাদমধুপণ্ডিত গোস্বামীর প্রেমে প্রসন্ন হইয়া শ্রীগোপীনাথজীউ বংশী-বটের নিকট হইতে প্রকট হইয়াছিলেন। শ্রীপাদমধুপণ্ডিত গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণ দর্শন লালসায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া বনে বনে যমুনাতীরে তাঁহার অন্বেষণ করিতেছিলেন। কিন্তু কোথাও প্রাণ-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন না পাইয়া অত্যন্ত শোকাকুলতা বশতঃ নানা প্রকার বিলাপ করতঃ রোদন করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দর্শন লালসায় তাহার উৎকণ্ঠা বলবতী হইয়া উঠিল। বিরহে অনাহারে বংশীবটের নিম্নে মূর্চ্ছিত অবস্থায় পড়িয়া আছেন। এমন সময় ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ ভক্তদুঃখে কাতর হইয়া নবজলধর

গোপীনাথ স্বরূপে স্বপ্নে দর্শন দিয়া বলিলেন—আমি বংশীবট মূলদেশে মৃত্তিকা গর্ত্তে আছি, আমাকে উত্তোলন করিয়া সেবা কর। পণ্ডিত গোস্বামী স্বপ্ন দর্শনে পরমানন্দিত হইয়া শ্রীগোপীনাথজীউকে বংশী-বটের মূলদেশের ভূগর্ভ হইতে উত্তোলন করিয়া অভিষেকাদি ক্রমে পর্ণ কুটীরে স্থাপনা করিয়া সেবা করিতে লাগিলেন।

শ্রীমতী জাহ্নবা মাতাকে শ্রীগোপীনাথের পার্শ্বে বিগ্রহরূপে সেবা স্থাপনের কারণ—শ্রীমতী-জাহ্নবা মাতা যখন শ্রীরামাই প্রভু ও শ্রীউদ্ধারণ ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিয়াছিলেন তখন শ্রীরামাই প্রভুর অনুমোদনে শ্রীমতী জাহ্নবামাতা ভক্তবৃন্দ সঙ্গে করিয়া কাম্যবনে যাত্রা করিলেন।

—ঃ তথাহি শ্রীমুরলীবিলাসে ঃ—

প্রভাতে উঠিয়া সবে প্রাতঃস্নান করি, কাম্যবনে যাত্রা কৈলা বলি হরি হরি।
শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ, শ্রীগোপাল ভট্ট আদি ভক্তগণ সাথ।
সবে মিলি চলি চলি আইল কাম্যবন, গোপীনাথ শ্রীমন্দিরে করিলা গমন।
ভোগ নাহি লাগে মাত্র পূজার সময়, মাধব আচার্য্য দেখি আনন্দ হৃদয়।
সমাদরে করি তেঁহ চরণ বন্দন, যথাযোগ্য সবাকারে দিলেন আসন।
শৃঙ্গার আরতি কালে আরতি বাজিলা, দ্বার হতে শ্রীজাহ্নবা দর্শন করিলা।
স্তব স্তুতি কৈলা সবে দেখি গোপীনাথ, প্রেমাবেশে পুনঃপুনঃ কৈলা প্রণিপাত।
জাহ্নবা কহেন মুঞি আপনার হাতে, পাক করি ভোগ লাগাব গোপীনাথে।
এত শুনি পাক আয়োজন করি দিলা, অবিলম্বে নানাবিধ রন্ধন করিলা।
ভোগ লাগাইলা দিব্য সস্নেহ বচনে, গোপীনাথ দেব প্রীতে কৈলা আস্বাদনে।
জল পান করাইয়া দিলা আচমন, যতনে গোস্বামী সবে করিলা ভোজন।
শেষে কিছুমাত্র দেবী করিলা ভোজন, অবশেষ পাত্র রাম করিলা গ্রহণ।
দিবা অবশেষে সন্ধ্যা আসি উপস্থিত, ভ্রমর কোকিলে গান করে সুললিত।
নানা পক্ষী কলরব শুনিতে মধুর, নানা পুষ্প গন্ধামোদে ভরে ব্রজপুর।
নানা বর্ণ গাভী সব হাম্বা রবে গায়, ঋতুমতী গাভী লাগি বৃষ-যুদ্ধ তায়।
জলদে বিজরী যেন বেড়িল সুন্দর, নীলমণি বেড়ে যেন চন্দ্র সুধাকর।
প্রদক্ষিণ করি দেবী সম্মুখে দাঁড়লো, মল্লিকা মালতী মালা গলে পরাইলা।
মন্দির বাহিরে তবে আসিবার কালে, আকর্ষিলা গোপীনাথ ধরিয়া অঞ্চলে।
বসনে ধরিতে তিনি উলটি চাহিলা, হাসি গোপীনাথ নিজ নিকটে লইলা।
এই ত কহিনু গোপীনাথ দরশন, শ্রীমতীর কৈলা যৈছে বস্ত্র আকর্ষণ।
শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে যেবা শুনে এই লীলা, কৃষ্ণপ্রেমে ভাসে তাঁরে মিলে ভবভেলা।

সেই সময় হইতে শ্রীমতী জাহ্নবা মাতার মূর্ত্তি শ্রীগোপীনাথের পার্শ্বে বিগ্রহরূপে পূজাসেবা হইতেছেন।

শ্রীরাধামদনমোহনদেবজী

শ্রীবৃন্দাবনে পূর্ব্বকালে প্রায় গ্যার্হস্থ আশ্রমী লোকের বাস ছিল না, কেবল নিবিড় অরণ্যেই পূর্ণ ছিল। তজ্জন্য শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী প্রত্যহ ভিক্ষার জন্য অর্থাৎ আহার্য্যের নিমিত্ত মথুরাতে গমন করিতেন। তিনি একদিন মাধুকরী করিতে গিয়া কোন এক চৌবের গৃহে শ্রীমদনমোহনকে দর্শন করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন। সেইজন্য প্রতিদিন মথুরায় গমন করিয়া প্রথমে শ্রীমদনমোহন জীউকে দর্শন ও তদনন্তর মাধুকরী করিতেন। চৌবের রমণী নিজ পবিত্রতার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া প্রেমের সহিত শ্রীমদনমোহনজীউকে সেবা করিতেন। সেইজন্য তিনি সেই রমণীকে একটু পবিত্রতার সহিত সেবা করিতে আদেশ করিলেন। পরদিন শ্রীসনাতন গোস্বামী চৌবের গৃহে আগমন করিয়া দেখিলেন যে—শ্রীমদনমোহন চৌবের বালকের সহিত একত্রে বসিয়া ভোজন করিতেছেন এবং বালক স্বভাব চাঞ্চল্য দোষবশতঃ যেরূপ গোলমাল করিয়া থাকে শ্রীমদন মোহন ও বালকগণের সহিত তাহাই করিতেছেন। তখন শ্রীসনাতন গোস্বামী আশ্চার্য্যান্বিত হইয়া চৌবের স্ত্রীকে প্রণাম ও বহুবিধ স্তুতি করিতে করিতে আপনাকে অপরাধী জ্ঞানে ধিক্কার দিতে লাগিলেন।

সেইদিন রাত্রে স্বপ্নে শ্রীমদনমোহনদেবজী শ্রীসনাতন গোস্বামীকে বলিলেন যে—তুমি আমাকে মথুরা হইতে আনয়ন করিয়া জল তুলসী দ্বারা সেবা কর। এইদিকে চৌবের স্ত্রীকেও স্বপ্নে বলিলেন যে—তুমি আমাকে শ্রীসনাতনের হস্তে সমর্পণ কর। পরদিন শ্রীসনাতন গোস্বামী মথুরাতে গমন করিয়া চৌবের রমণীকে নিজ স্বপ্নের কথা প্রকাশ করিলেন। চৌবের স্ত্রীও তাঁহাকে নিজ স্বপ্নের বিবরণ জানাইলেন এবং শ্রীমদনমোহনজীউকে শ্রীসনাতনের হস্থে সমর্পণ করিলেন। তিনি শ্রীবৃন্দাবনে আদিত্যটীলায় আনয়ন করিয়া একখানি কুড়ে ঘরে স্থাপন করিলেন। রোজ তিনি শ্রীমদনমোহনজীউকে অলবণে বন্য-শাক ও আঙ্গারুটি অর্পণ করিতেন। একদিন গোস্বামীপাদকে ঠাকুর বলিলেন যে 'একটু লবন দাও'। তদুত্তরে শ্রীসনাতন গোস্বামী বলিলেন যে—আমি উদাসী, তুমি কোনদিন লবণ, কোনদিন চিনি ইত্যাদি চাইলে কোথা হইতে আনয়ন করিব। তদুত্তরে শ্রীমদনমোহনজীউ বলিলেন যে—'আমি যদি কোন উপায়ে তাহার ব্যাবস্থা করিতে পারি তাহাতে তোমার কোন আপত্তি থাকিবে কি?' তখন শ্রীসনাতন গোস্বামী বলিলেন যে—তুমি যদি তাহার ব্যাবস্থা করিয়া দাও তবে আমি রসইয়াদি করিয়া দিব। সেই অনুসারে শ্রীমদনমোহনজীউ অমৃত শহরের কোন এক সদাগরের একখানি পণ্য দ্রব্য বোঝাই নৌকা শ্রীবৃন্দাবনের দ্বাদশাদিত্য টীলার পার্শ্বে যমুনার চড়ায় আবদ্ধ করাইলেন এবং শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর কৃপায় তাহা মুক্ত করাইলেন। ভক্ত শ্রেষ্ঠ বণিক সেই দ্রব্য মথুরার বাজারে বিক্রি করিয়া সমস্ত পয়সা দ্বারা শ্রীমদনমোহনের মন্দির ও সেবাকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন।

পুরুষোত্তম জানা শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীমদনমোহনের জন্য দুই মূর্ত্তি রাধা-বিগ্রহ শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীমদনমোহনের সেবাধিকারীকে ঠাকুর স্বপ্নে জানাইলেন যে—'বড় মূর্ত্তিখানি শ্রীমতীললিতাসখী এবং ছোটমূর্ত্তিখানি শ্রীমতীরাধারাণী।' সেইজন্য শ্রীমদনমোহনের বামপার্শ্বে

শ্রীমতীরাধারাণী এবং দক্ষিণপার্শ্বে শ্রীললিতাসখীকে স্থাপন করিয়াছিলেন। কালাপাহার শ্রীবৃন্দাবনে ঠাকুর মন্দিরের উপর উৎপাত করিবেন মনে করিয়া পূর্ব্বেই জয়পুরের রাজা জয়সিংহ শ্রীভগবৎ প্রেরণায় প্রেরিত হইয়া শ্রীমদনমোহনদেবজীউকে গাড়ীযোগে আপনার রাজধানীতে আনয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে করলী নামক স্থানে শ্রীমদনমোহনের গাড়ী অচল হইয়া যায়। বহু চেষ্টার সত্ত্বেও গাড়ী অগ্রে চালাইতে অক্ষম হইয়া সকলেই শ্রীমদনমোহনের অভিপ্রায় অবগত হইলেন। সেইজন্য জয়পুরের রাজা করলীতে মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া, শ্রীমদনমোহনের সেবাকার্য্য গ্রহণ করাইয়াছিলেন।

শ্রীজগন্নাথদেবজীউ

শ্রীজগন্নাথদেবের উৎপত্তি সম্বন্ধে—

প্রথমকারণ

দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের ষোলহাজার মহিষী ছিলেন। সেইস্থানে তাহাদের সহিত অবস্থান কালে একদিন রাত্রে শ্রীকৃষ্ণ "হা রাধে হা রাধে" বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ক্রন্দনাবস্থা দেখিয়া রুক্মিণী সত্যভামা সকলেই বিস্মিত হইয়াছিলেন এবং তৎকারণ বুঝিবার জন্য রোহিণী মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারা জানিতেন যে রোহিণী মাতা পূর্ব্বে শ্রীবৃন্দাবনে ছিলেন অতএব মাতা ভিন্ন কেহই ইহার উত্তর দিতে পারিবেন না। মাতা রোহিণী তাহাদের বাক্যানুসারে বলিলেন যে—যদিও আমি শ্রীব্রজলীলার কথা অবগত আছি তথাপি জননী হইয়া পুত্রের গুপ্তলীলা প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। শ্রীরাম-কৃষ্ণের রাসাদি লীলাকথা বলিতে থাকিলে যদি তাহারা আসিয়া শুনিতে পায় তবে আমার আর লজ্জার সীমা থাকিবে না। মহিষীগণের উৎকণ্ঠা অনুসারে সুভদ্রাদেবীকে দ্বারের দ্বারী রাখিয়া দরজা বন্ধ করাইলেন এবং ভিতরে শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাকথা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

মাতা রোহিণী শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা আরম্ভ করিলে দুইভাই রাজসভা হইতে চঞ্চল হইয়া অন্তঃপুরের দিকে ছুটিয়া চলিলেন, কারণ যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণলীলাগুণের কথা আলেচনা হইবে সেই স্থানে সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বকর্ম ত্যাগ করিয়া অবস্থান করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ অন্তঃপুরের দিকে রওনা হইলে সুভদ্রাদেবী বাধা দিলেন। সুভদ্রাদেবীর বাধা অনুসারে উভয়ে দরজার বাহিরে দণ্ডায়মান হইয়া মাতা রোহিণীদেবীর কথোপকথন শুনিতে লাগিলেন।

প্রথমতঃ—শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা কথা আরম্ভ করিলে শুনিতে শুনিতে তিনজনের শ্রীঅঙ্গেই অদ্ভুত প্রেমাধিকার লক্ষণ সকল দৃষ্ট হইতে লাগিল।

দ্বিতীয়তঃ—শ্রীমতীরাধারাণীর প্রেমবৈচিত্রের বর্ণন আরম্ভ হইলে শ্রীবলরামের হস্তপদ ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইতে লাগিল।

তৃতীয়তঃ—শ্রীমতীরাধারাণীর বিলাস বর্ণন আরম্ভ হইলে শ্রীকৃষ্ণের হস্তপদ ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইতে লাগিল। এইভাবে শ্রীমতীসুভদ্রাদেবীরও হস্তপদ সঙ্কুচিত হইয়া একেবারে নিশ্চল হইয়া পড়িল।

লীলা কথা শ্রবণ করিয়া সুদর্শন চক্র গলিয়া লম্বিত ভাবে শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বে অবস্থান করিতে লাগিল। এমন সময় দেবর্ষি নারদ সেই স্থানে আগমন করিয়া দূর হইতে তাহাদের এইরূপ অবস্থা অবলোকন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

চতুর্থত ঃ—রোহিণীমাতা শ্রীমতীরাধারাণীর বিরহ দশা বর্ণন আরম্ভ করিলে সকলের পূর্ব্ববৎ দেহ ফিরিয়া আসিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ দেবর্ষি নারদকে দেখিতে পাইলেন। নারদ ঋষি শ্রীকৃষ্ণকে করজোরে বলিতে লাগিলেন যে—আপনাদের পূর্ব্ব মূহূর্তে যে অপূর্ব্ব ভাববিকারাবস্থা দেখিতে পাইয়াছি, তাহার কৃপাপূর্ব্বক প্রকাশ করুন। তখন শ্রীকৃষ্ণ নারদ ঋষিকে বলিতে লাগিলেন যে - মাতা রোহিণী অন্তঃপুরে মহিষীগণের নিকট ব্রজলীলা কথা আলোচনা করিতেছিলেন। সেই সকল রাসাদি লীলাকথা শ্রবণ করিয়া আমাদের ঐরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। নারদ ঋষি বলিলেন যে—প্রভু আমাকে এইরূপ একটি বরদান করুন যাহাতে আপনাদের চারিজনের ঐ অপরূপ রূপটি জগতে প্রকাশিত হয়। নারদ ঋষির বাক্যানুসারে শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলরাম, শ্রীমতীসুভদ্রাদেবী ও সুদর্শনচক্র জগতে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীমতীসুভদ্রাদেবীর বামপার্শ্বে শ্রীজগন্নাথদেবজী, দক্ষিণপার্শ্বে শ্রীবলরামজী অবস্থান পূর্ব্বক লীলাকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন৷ সেইজন্য শ্রীমতীসুভদ্রাদেবীর বামপার্শ্বে শ্রীজগন্নাথদেবজী, দক্ষিণপার্শ্বে শ্রীবলরাম-দেবজী ও নীচে সুদর্শনচক্র জগতে বিগলিত মূর্ত্তিরূপে প্রকাশিত।

দ্বিতীয়কারণ

শ্রীব্রহ্মার প্রথম পরার্ধে শ্রীচতুর্ব্যূহ ভগবান্ শ্রীনীলমাধব মূর্ত্তিরূপে শঙ্খক্ষেত্র নীলাচলে পতিত নীচকে কৃপাবিতরণার্থ অবতীর্ণ হ’ন! দ্বিতীয়পরার্ধে মনু-সন্ধি একযুগ গত হইলে সত্যযুগ আরম্ভ হয়। সেই সময় শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন নামে সূর্যবংশীয় এক পরম বিষ্ণুভক্ত রাজা মালবদেশের অবন্তীনগরীতে রাজত্ব করিতেন। তিনি শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন। ভগবৎ প্রেরিত কোন এক বৈষ্ণব তখন শ্রীইন্দ্রদ্যুম্নের রাজসভায় উপস্থিত হইয়া কথা প্রসঙ্গে শ্রীনীলমাধবের কথা জ্ঞাপন করিলেন। রাজা এইসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন ব্রাহ্মণকে শ্রীনীলমাধবের অনুসন্ধানে প্রেরণ করিলেন। সকলেই বিফল মনোরথ হইয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। একমাত্র রাজপুরোহিত শ্রীবিদ্যাপতি বহুস্থান ভ্রমণ করিতে করিতে ‘শবর’ নামক একটি অনার্য জাতীর দেশে উপস্থিত হইলেন! সেই শবর-পল্লীতে উপনীত হইয়া তিনি ‘বিশ্বাবসু’ নামক এক শবরের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং তথায় গৃহস্বামীর ‘ললিতা’ নাম্নী একটি কুমারী কন্যাকে একাকিনী দেখিতে পাইলেন। কিছুক্ষণ পরে গৃহস্বামী শবর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক সেই ব্রাহ্মণ অতিথির সেবা করিবার জন্য কন্যাকে আদেশ করিলেন। তৎপরে শবরের বিশেষ অনুরোধে বিদ্যাপতি তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ করেন।

বিদ্যাপতি দেখিতে পাইতেন, উক্ত শবর প্রত্যহ রাত্রিতে বাহিরে চলিয়া যান এবং তৎপরদিবস

মধ্যাহ্নে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন শবরের শরীরে কর্পূর,কস্তুরী, চন্দনাদিরগন্ধ পাওয়া যায়। বিদ্যাপতি তাঁহার পত্নী ললিতাসুন্দরীকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ললিতা জানাইলেন যে, তাঁহার পিতা প্রত্যহ শ্রীনীলমাধবের পূজার্থে অন্যত্র গমন করেন।

এতদিন পরে শ্রীনীলমাধবের সন্ধান পাইয়া বিদ্যাপতির আনন্দের সীমা থাকিল না। শবরের আদেশ লঙ্ঘন করিয়াই ললিতা পতিকে শ্রীনীলমাধবের কথা জানাইয়াছিলেন। বিদ্যাপতি শ্রীনীলমাধবের দর্শন প্রাপ্তির জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। অবশেষে একদিন কন্যার বিশেষ প্রার্থনায় বিশ্বাবসু বিদ্যাপতির চক্ষুবন্ধন করিয়া তাঁহাকে শ্রীনীলমাধবের দর্শনার্থ লইয়া গেলেন। বিশ্বাবসুর কন্যা স্বামীর বস্ত্রাঞ্চলে কতকগুলি সর্ষপ বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। বিদ্যাপতি পথে ঐগুলি নিক্ষেপ করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন। যখন বিদ্যাপতি শ্রীনীলমাধবের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তখন শবর বিদ্যাপতির চক্ষুর বন্ধন উন্মোচন করিয়া দিলেন। বিদ্যাপতি শ্রীনীলমাধবের অপূর্ব শ্রীমূর্ত্তি দর্শন পূর্বক আনন্দে নৃত্য ও স্তব করিতে লাগিলেন। শবর বিদ্যাপতিকে শ্রীনীলমাধবের নিকটে রাখিয়া কন্দ-মূল ও বনপুষ্পাদি পূজোপকরণ আহরণার্থ অন্যত্র গমন করিলেন। ইত্যবসরে ব্রাহ্মণ দেখিলেন, একটি ঘুমন্ত কাক নিকটস্থ একটি কুণ্ডে পতিত হইবামাত্র প্রাণ ত্যাগ করিল এবং চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক (সারূপ্য লাভ করিয়া) বৈকুণ্ঠে গমন করিল। ইহা দেখিতে পাইয়া সেই ব্রাহ্মণও সেই বৃক্ষে আরোহণ পুর্ব্বক উক্ত কুণ্ডে পতিত হইয়া প্রাণ-বিসর্জনের চেষ্টা করিলেন। এমন সময় এইরূপ একটি আকাশবাণী হইল—"হে ব্রাহ্মণ! তুমি যে শ্রীনীলমাধবের দর্শন পাইয়াছ, তাহা সর্ব্ব প্রথমে শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজকে জ্ঞাপন কর।"

শবর বনফুল ও কন্দ-মূল আহরণ করিয়া শ্রীনীলমাধবের পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন শ্রীনীলমাধব শবরকে বলিলেন,—"আমি এতদিন তোমার প্রদত্ত বনফুল ও বনফল গ্রহণ করিয়াছি, এখন আমার ভক্ত শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজের প্রদত্ত রাজসেবা গ্রহণের অভিলাষ হইয়াছি।

শ্রীনীলমাধবের পূজা হইতে বঞ্চিত হইবেন—ভাবিয়া শবর নিজ জামাতা বিদ্যাপতিকে স্বগৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন, পরে দুহিতার পুনঃ পুনঃ প্রার্থনায় ব্রাহ্মণকে মুক্তি দিলেন। ব্রাহ্মণ তখন শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজের নিকটে উপস্থিত হইয়া শ্রীনীলমাধবের আবিষ্কারবার্তা জ্ঞাপণ করিলেন। রাজা মহানন্দে বহু লোকজন লইয়া শ্রীনীলমাধবকে আনয়ন করিবার জন্য অভিযান করিলেন। বিদ্যাপতির নিক্ষিপ্ত সর্ষপ হইতে উৎপন্ন উদ্ভিদগুলি তাঁহাদের পথপ্রদর্শক হইল কিন্তু শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন তথায় শ্রীনীলমাধব বিগ্রহ দেখিতে না পাইয়া সৈন্যসামন্তদ্বারা শবরপল্লী অবরোধ ও শবরকে বন্দী করিলেন। তখন রাজার প্রতি আকাশবাণী হইল—"শবরকে ছাড়িয়া দাও। নীলাদ্রির উপর একটি মন্দির নির্মাণ কর ; তথায় দারুব্রহ্মরূপে আমার দর্শন পাইবে, শ্রীনীলমাধব মূর্ত্তিতে তুমি দর্শন পাইবে না।"

শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন প্রস্তরের দ্বারা শ্রীমন্দির নির্মানার্থ 'বউলমালা' নামক স্থান হইতে প্রস্তর আনয়ন করিবার ব্যাবস্থা করিয়া তথা হইতে নীলকন্দর পর্যন্ত একটি পথ নির্মাণ করিলেন। ঐ পথে প্রস্তর

আনয়ন করাইয়া শঙ্খনাভিমণ্ডলে একটি মন্দির নির্মাণ করাইলেন এবং 'রামকৃষ্ণপুর' নামক একটি গ্রাম স্থাপন করিলেন। শ্রীমন্দির মাটির নীচে ৬০ হাত ও মাটির উপরে ১২০ হাত উচ্চ করা হইল। মন্দিরের উপর একটি কলস ও তাহার উপর একটি চক্র স্থাপিত হইল এবং মন্দিরটিকে সুবর্ণমণ্ডিত করা হইল। শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ শ্রীব্রহ্মার দ্বারা শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা করিবার অভিলাষ করিয়া ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মার অপেক্ষায় বহুকাল যাপন করিলেন। এই সময়ের মধ্যে শ্রীইন্দ্রদ্যুম্নের নির্মিত মন্দির সমুদ্রের বালুকাদ্বারা আবৃত হইয়া গেল। ইতিমধ্যে 'সুরদেব' তৎপরে 'গালমাধব' প্রভৃতি কয়েকজন রাজা তথায় রাজত্ব করিলেন। গালমাধব বালুকাভ্যন্তর হইতে মন্দিরটি উদ্ধার করিলেন। এদিকে শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মার নিকট হইতে স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিয়া উক্ত মন্দিরটি তাঁহার রচিত বলিয়া দাবী করায় গাল-মাধব ঐ মন্দির নিজকৃত বলিয়া জানাইলেন, কিন্তু মন্দিরের নিকটবর্তী কল্পবটস্থিত 'ভূষণ্ডি' কাক—যিনি যুগযুগান্তর ধরিয়া শ্রীরামনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে তথায় সমস্ত ব্যাপার দর্শন করিতেছিলেন, তিনি জানাইলেন যে, ঐ মন্দিরটি শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ নির্মাণ করাইয়াছেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে উহা বলুকায় প্রোথিত হইয়া পড়িয়াছিল। গালমাধব রাজা তাহা উদ্ধার করিয়াছেন। গালমাধব সত্যের অপলাপ করায় শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরের পশ্চিমে, শ্রীমন্দিরের বহির্দেশে ব্রহ্মার নির্দেশানুসারে অবস্থান করিলেন। শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন শ্রীব্রহ্মাকে এই পরম মুক্তিদায়ক ক্ষেত্র ও শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলে শ্রীব্রহ্মা বলিলেন - "শ্রীভগবানের স্বরূপ শক্তি দ্বারা প্রকাশিত এই শ্রীক্ষেত্র ও স্বপ্রকাশ শ্রীভগবানকে প্রতিষ্ঠা করিবার ক্ষমতা আমার নাই। শ্রীজগন্নাথ ও তাঁহার শ্রীধাম এই প্রপঞ্চে তদীয় কৃপায় নিত্য বিরাজিত; তবে আমি এই মন্দিরের চূড়ায় একটি ধ্বজা বন্ধন করিয়া দিতেছি; যাঁহারা দূর হইতে এই ধ্বজা দর্শন করিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিবেন তাঁহারা অনায়াসে মুক্তিলাভ হইবে।

শ্রীদারুব্রহ্ম ঃ— শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ শ্রীনীলমাধবের দর্শন না পাইয়া অনশণ ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক প্রাণত্যাগের শঙ্কল্প করিয়া কুশ-শয্যায় শয়ন করিলেন। তখন শ্রীজগন্নাথদেব স্বপ্নে তাঁহাকে বলিলেন— "তুমি চিন্তা করিও না, সমুদ্রের বাঙ্কিমাহান' নামক স্থানে দারুব্রহ্মরূপে ভাসিতে ভাসিতে আমি উপস্থিত হইব।" রাজা সৈন্য সামন্ত-সহ ঐস্থানে উপস্থিত হইলেন এবং শঙ্খ চক্র গদা-পদ্মাঙ্কিত শ্রীদারুব্রহ্মকে দর্শন করিলেন। রাজা বহু বলবান্ লোক হস্তী, প্রভৃতি নিযুক্ত করিয়াও সেই দারুব্রহ্মকে বিচলিত করিতে পারিলেন না। তখন শ্রীজগন্নাথদেব রাজাকে স্বপ্নে জানাইলেন—"আমার পূর্ব্বসেবক বিশ্বাবসু—যিনি আমার শ্রীনীলমাধব স্বরূপের পূজা করিতেন, তাঁহাকে এখানে আনয়ন কর এবং একটি সুবর্ণ রথ দারু-ব্রহ্মের সম্মুখে স্থাপন কর।

রাজা সেই স্বপ্নাদেশানুসারে কার্য্য আরম্ভ করিলেন। বসু, শবর আসিয়া শ্রীদারুব্রহ্মের এক-পার্শ্বে ও বিদ্যাপতি ব্রাহ্মণ অপর পার্শ্বে ধারণ করিলেন। তখন চতুর্দিকে সকলে হরিসংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। রাজা শ্রীদারুব্রহ্মের শ্রীচরণ ধারণ পূর্ব্বক রথে আরোহণ করিবার জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। শ্রীদারুব্রহ্ম রথে আরোহণ করিলে রাজা তাঁহাকে নির্দিষ্ট স্থানে লইয়া আসিলেন। তথায়

শ্রীব্রহ্মা যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন ; শ্রীনৃসিংহদেব যজ্ঞ বেদীতে অবস্থান করিয়াছিলেন । কথিত হয় যে, যে-স্থানে শ্রীমন্দির বর্তমান, সেই স্থানে ঐযজ্ঞ অনুষ্ঠীত হইয়াছিল। মুক্তি মণ্ডপের সংলগ্ন পশ্চিম দিকে যে নৃসিংহদেব বিরাজমান আছেন, তিনিই উক্ত "আদি নৃসিংহদেব"।

শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ শ্রীদারুব্রহ্মকে শ্রীমূর্তিরূপে প্রকট করিবার জন্য বহুদক্ষ শিল্পীকে আহ্বান করিলেন ; কিন্তু তাহারা কেহই দারুব্রহ্ম স্পর্শই করিতে পারিল না, তাহাদের অস্ত্র-শস্ত্র সমস্তই খণ্ডিত —বিখণ্ডিত হইয়াগেল। অবশেষে স্বয়ং ভগবান্ 'অনন্ত মহারাণা' নামে আত্মপরিচয় প্রদান পূর্ব্বক একটি বৃদ্ধশিল্পীর ছদ্মবেশে তথায় উপস্থিত হইয়া ২১ দিনের মধ্যে দ্বার রুদ্ধ করিয়া শ্রীবিগ্রহ প্রকটিত করিবেন, —এইরূপ প্রতিশ্রুতি দান করিলেন। এদিকে যে-সকল কারিগর রাজার আহ্বানে আগমন করিয়াছিলেন, উক্ত বৃদ্ধ সূত্রধরের উপদেশানুসারে রাজা তাঁহাদের দ্বারা তিনটি রথ প্রস্তুত করাইলেন। সেই বৃদ্ধ কারিগর দারুব্রহ্মকে শ্রীমন্দিরের ভিতরে লইয়া গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া একাকী অবস্থান করিবেন এবং ২১ দিনের পুর্ব্বে কিছুতেই রাজা দ্বার উন্মোচন করিতে পারিবেন না —এইরূপ প্রতিজ্ঞা করাইলেন ; কিন্তু দুই সপ্তাহ অতিবাহিত হইবার পর কারিগরের অস্ত্র শাস্ত্রাদির কোন প্রকার শব্দ না পাইয়া রাজা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। মন্ত্রীর পুণঃ পুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও রাজা রাজ্ঞীর পরামর্শানুসারে বলপূর্ব্বক স্বহস্তে শ্রীমন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত করিলেন ; তথায় বৃদ্ধ কারিগরকে দেখিতে পাইলেন না, কেবল দেখিলেন—দারুব্রহ্ম তিনটি শ্রীমূর্তিরূপে প্রকটিত রহিয়াছেন। আরও সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, শ্রীমূর্তির শ্রীহস্তের অঙ্গুলিসমূহ ও শ্রীপাদ পদ্ম প্রকাশিত হ'ন নাই। বিচক্ষণ মন্ত্রী জ্ঞাপন করিলেন— উক্তবৃদ্ধ কারিগর আর কেহই নহেন, তিনি স্বয়ং শ্রীজগন্নাথ ; রাজা নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া এক সপ্তাহকাল পূর্ব্বে শ্রীমন্দিরের দ্বার উন্মোচন করায় শ্রীজগন্নাথ আপনাকে ঐ ভাবে প্রকটিত করিয়াছেন। রাজা তখন নিজেকে অত্যন্ত অপরাধি জ্ঞানে প্রাণত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিয়া কুশশয্যায় শয়ন করিলে অর্ধরাত্রে শ্রীজগন্নাথদেব রাজাকে স্বপ্নে দর্শন দান করিয়া বলিলেন —"আমি এইরূপ দারুব্রহ্ম আকারেই 'শ্রীপুরুষোত্তম' নামে শ্রীনীলাচলে নিত্য অধিষ্ঠিত আছি। এই প্রপঞ্চে আমি আমার শ্রীধামের সহিত চব্বিশটি অর্চাবতাররূপে অবতীর্ণ হই। আমি প্রাকৃত হস্ত-পদাদিরহিত হইয়া ও অপ্রাকৃত হস্ত-পদাদির দ্বারা ভক্তের প্রদত্ত সেবোপকরণ গ্রহণ করি এবং ভুবন মঙ্গলার্থ বিচরণ করি"-বেদের এই নিত্য প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার জন্য তুমি যে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছ,তৎপ্রসঙ্গে একটি লীলামাধুরী প্রকট করিবার জন্য আমি এই মূর্তিতে প্রকটিত হইয়াছি। "প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তি বিলোচনে"আমার মাধুর্যরসলুব্ধ ভক্তগণ আমাকে"শ্রীশ্যামসুন্দর মুরলীবদন"রূপেদর্শন করেন। আমার ঐশ্বর্যময়ী সেবায় যদিও তোমার অভিলাষ হয়,তাহা হইলে তুমি স্বর্ণ বা রৌপ্য নির্মিত হস্তপদাদির দ্বারা আমাকে কখন কখন ভূষিত করিতে পার, কিন্তু জানিও—আমার শ্রীঅঙ্গ যাবতীয় ভূষণের ভূষণ স্বরূপ। রাজা স্বপ্নযোগে শ্রীজগন্নাথদেবের এই বাণী শ্রবণ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইলেন এবং প্রার্থনা জানাইলেন —"যে বৃদ্ধ কারিগর এই শ্রীমূর্তি প্রকট করিয়াছেন তাহার বংশধরগণ যেন যুগে যুগে জীবিত থাকিয়া তিনটি রথ নির্মাণকার্যে ব্যাপৃত থাকেন।" শ্রীজগন্নাথদেব ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,

"তাহাই হইবে" তৎপরে শ্রীজগন্নাথদেব রাজাকে আরও বলিলেন—যে বিশ্বাবসু নীলমাধবরূপী আমার সেবা করিতেন, তাহার বংশধরগণ যুগে যুগে আমার 'দয়িতা' সেবক নামে পরিচিত থাকিয়া সেবা করিবেন। বিদ্যাপতির ব্রাহ্মণপত্নী গর্ভজাত বংশধরগণ আমার অর্চক হইবেন; আর বিদ্যাপতির শবরীর গর্ভজাত সন্তানগণ আমার ভোগ রন্ধনকার্য করিবেন। তাঁহারা "সূয়ার" (সূপকার) নামে খ্যাত হইবেন।

শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ শ্রীজগন্নাথদেবকে বলিলেন—"আমাকে একটি বরদান করিতে হইবে। প্রত্যহ এক প্রহর অর্থাৎ তিনঘণ্টা মাত্র আপনার শ্রীমন্দিরের দ্বাররুদ্ধ থাকিবে; আর জগদ্‌বাসী সকলের দর্শ-নের জন্য অবশিষ্ট সময় আপনার শ্রীমন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত থাকিবে। সারাদিন আপনার ভোজন চলিবে, আপনার হস্তপল্লব কখনও শুষ্ক থাকিবে না।" শ্রীজগন্নাথদেব "তথাস্তু" বলিয়া সম্মত হইলেন এবং বলি-লেন—এখন তোমার নিজের জন্য কিছু বর প্রার্থনা কর।" রাজা বলিলেন—"যাহাতে কোনও ব্যাক্তি আপনার শ্রীমন্দিরকে নিজ সম্পত্তি বলিয়া দাবী করিতে না পারে, তজ্জন্য আমি নির্বংশ হইতে চাই, আমাকে সেই বর দান করুন। শ্রীজগন্নাথদেব 'তথাস্তু' বলিয়া রাজাকে এই বরও প্রদান করিলেন।

শ্রীরাধাশ্যামসুন্দরজীউ

শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু নীলগিরি পর্ব্বত হইতে শ্রীশ্যামসুন্দরজীউকে প্রকট করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি শ্রীশ্যামসুন্দরজীউকে শ্রীবৃন্দাবনে আনয়ন করিয়া শ্রীসেবাকুঞ্জের পার্শ্বে স্থাপন করিয়াছেন। মন্দিরে ঠাকুর অত্যন্ত সুন্দর দর্শনীয়।

শ্রীরাধামদনগোপালজীউ

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিয়া যে বটবৃক্ষের নীচে বসিয়া বিশ্রাম করিয়াছেন তাহার নাম শ্রীঅদ্বৈত বট। এই বটবৃক্ষটি অদ্যাবধি দর্শনীয়। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর প্রেমে প্রসন্ন হইয়া এই বটবৃক্ষের মূল হইতে শ্রীরাধামদনগোপালজীউ প্রকটিত হইয়াছেন।

শ্রীবঙ্কবিহারীজীউ

শ্রীপাদ হরিদাসস্বামী শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিয়া নিধুবনে অবস্থান করতঃ ভজন করিতেছিলেন। সেই সময় শ্রীবঙ্কবিহারী স্বামীহরিদাসের প্রতি প্রসন্ন হইয়া আদেশ করিলেন যে—আমি এই স্থানের মৃত্তিকা গর্ভে আবরিত আছি। তুমি আমাকে উত্তোলন করিয়া সেবা কর। শ্রীহরিদাসস্বামী মৃর্ত্তিকা খনন করিতে করিতে মণিময় অপরূপ শ্রীবঙ্কবিহারীজীউকে প্রাপ্ত হইয়া পরম আনন্দের সহিত তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। শ্রীবঙ্কবিহারী প্রকট হইতে অদ্যাবধি শ্রীবৃন্দাবনে বিরাজিত আছেন। মন্দিরে শ্রী-বিগ্রহের ঝাঁকি দর্শন হইয়া থাকে। ঝাঁকি কথাটির অর্থ—শ্রীবিহারীজীউর সম্মুখের কাপড়ের পর্দ্দা বারংবার খুলিতে ও বন্ধ করিতে থাকে। ইহাছাড়া বৈশাখ মাসের শুক্লা তৃতীয়ায় যুগলচরণ সর্ব্বসাধারণ দর্শন করিয়া থাকেন।

দ্বিতীয়ত

শ্রীহরিদাসস্বামী নিধুবনে অবস্থান কালে সদা-সর্ব্বদা শ্রীভগবানের লীলা কীর্ত্তনে মগ্ন থাকিতেন। ভগবান্ স্বয়ং শ্রীবঙ্কবিহারীরূপ ধারণ করিয়া স্বামী হরিদাসের কীর্ত্তনাদি শ্রবণ করিতেন। তিনি প্রহরে-প্রহরে লীলা অনুসারে গান করিতেন। সেই গানে প্রসন্ন হইয়া ঠাকুর তাঁহার দ্বারা প্রকটিত হইয়াছেন।

শ্রীরাধাবিনোদজীউ

শ্রীপাদ লোকনাথ গোস্বামীপাদের প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীরাধাবিনোদদেবজীউ উমরায়ের শ্রীকিশোরীকুণ্ড হইতে প্রকট হইয়াছেন। তৎপরে শ্রীবিগ্রহ শ্রীবৃন্দাবনে স্থানান্তরীত হইয়াছিল কিন্তু কালাপাহাড়ের ভয় আশঙ্কায় শ্রীরাধাবিনোদদেবজীউ জয়পুরে ত্রিপেলিয়া বাজারের সম্মুখে স্থানান্তরীত হইয়াছে। বর্তমানে শ্রীপাদ লোকনাথ গোস্বামী কর্ত্তৃক প্রকটিত ঠাকুর জয়পুরে বিরাজিত।

শ্রীরাধাবল্লভজীউ

শ্রীপাদ হরিবংশ গোস্বামী কর্ত্তৃক নিকুঞ্জবন হইতে প্রকটিত শ্রীরাধাবল্লভজীউ। শ্রীরাধাবল্লভের সেবাইতবৃন্দকে রাধাবল্লভী গোঁসাই বলিয়া উল্লেখ করা হয়। সেই অনুসারে তাহারাই প্রীতি পূর্ব্বক অদ্যাবধি সেবা চালাইতেছেন। শ্রীবৃন্দাবনস্থ অন্যান্য মন্দিরের ঠাকুর কালাপাহাড়ের ভয়ে স্থানান্তরীত হইলেও সেবাইতবৃন্দের বলবতী অনিচ্ছায় শ্রীরাধাবল্লভজীউ শ্রীবৃন্দাবনেই অদ্যাবধি বিরাজিত আছেন।

শ্রীরাধারমণজীউ

দাক্ষিণাত্য দেশে ভট্টমারী গ্রামের বেঙ্কটভট্টের পুত্র শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী। তিনি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপায় শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিয়া শ্রীশালগ্রামকে শ্রীকৃষ্ণরূপে সেবাপূজা করিতে লাগিলেন। সেই সময় ধনী পরিবারের কোন এক ভক্ত তাঁহাকে অপূর্ব্ব কিছু অলঙ্কারাদি দিয়াছিলেন। তিনি অলঙ্কারাদি দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, যেহেতু ঐ সমস্ত অলঙ্কার হস্ত-পদহীন শ্রীশালগ্রামের অঙ্গে কি-ভাবে ভূষিত করিবেন। বিস্ময়ের বিষয় সেইদিন রাত্রেই শ্রীশালগ্রাম ত্রিভঙ্গ মুরলীধারী মূর্ত্তি প্রকট করিয়া বিরাজমান হইলেন। মনানন্দে শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী অন্যান্য গোস্বামী (শ্রীসনাতন, শ্রীজীব ইত্যাদি) দিগকে আনয়ন করিয়া ঠাকুরের উৎপত্তি বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন। ঠাকুরের উৎপত্তি বৃত্তান্ত শ্রবণকরিয়া তাহারা ঠাকুরকে অভিষেকাদি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং নাম রাখিলেন শ্রীরাধারমণজীউ। সেই দিনটি ছিল বৈশাখের পূর্ণিমা তিথি। অদ্যাবধি শ্রীরাধারমণের পৃষ্ঠদেশে সেই শালগ্রামের বিলক্ষণ চিহ্ন বিরাজ করিতেছে! শ্রীবিগ্রহের বামপার্শ্বে শ্রীমতীরাধারাণী নাই, তৎপরিবর্ত্তে সিংহাসনের বামদিকে একটি রৌপ্য মুকুট শ্রীমতীর প্রতিভূরূপে অর্চিত হইতেছে। আনন্দের বিষয়ঃ—কালাপাহাড়ের ভয়ে অন্যান্য ঠাকুর স্থানান্তরীত হইলেও শ্রীরাধারমণজীউ স্থানান্তরীত হয় নাই। অদ্যাবধি ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনস্থ শ্রীরাধারমণ মন্দিরে বিরাজিত।

শ্রীরাধামাধবজীউ

শ্রীজয়দেব গোস্বামী কর্ত্তৃক সেবিত বিগ্রহ। একদা শ্রীজয়দেব গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু স্থূল বিগ্রহ কি প্রকারে লইয়া যাইবেন এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিতে থাকিলে— শ্রীরাধামাধবজীউ তাঁহাকে বলিলেন যে—'আমি ছোট্ট হইয়া যাইব এবং ভার ও হালকা হইয়া যাইবে অতএব আমাকে তোমার সহিত শ্রীবৃন্দাবনেল ইয়া চল।' আদেশ পাইয়া শ্রীজয়দেব গোস্বামী ঝুলির মধ্যে শ্রীবিগ্রহ রাখিয়া চলিতে চলিতে শ্রীবৃন্দাবনস্থ কেশীঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কোন এক ভক্ত মহাজন বিগ্রহ আকর্ষণে মন্দির নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। তৎপরে কালাপাহাড়ের অত্যাচার আশঙ্কায় শ্রীবিগ্রহ জয়পুরে স্থানান্তরিত হইয়াছেন। বর্তমানে শ্রীজয়দেব গোস্বামীর সেবিত বিগ্রহ জয়-পুরে বিরাজিত।

শ্রীরাধাদামোদরজীউ

শ্রীরাধাদামোদরজীউর প্রকট সম্বন্ধে—

—: তথাহি সাধনদীপিকায়াম্ :—

রাধাদামোদরো দেবঃ শ্রীরূপেণ প্রতিষ্ঠিতঃ। জীবগোস্বামিনে দত্তঃ শ্রীরূপেণ কৃপাব্ধিনা॥

অনুবাদ :—শ্রীরাধাদামোদরদেব শ্রীরূপগোস্বামিকর্ত্তৃক প্রকটিত হন। কৃপার সাগর শ্রীরূপ শ্রীজীব গোস্বামীকে সেই শ্রীরাধাদামোদর বিগ্রহ সেবার্থে প্রদান করেন।

শ্রীজীবের শ্রীরাধা-দামোদর-বিলাস-দর্শন

—: তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থ হইতেঃ—

জানাইনু সংক্ষেপে প্রকট-বিবরণ। রাধা-দামোদর এক জীবের জীবন॥
নিরন্তর শ্রীজীবের পরম উল্লাস। দেখিয়া শ্রীরাধাদামোদরের বিলাস॥
মধ্যে মধ্যে ভক্ষ্যদ্রব্য মাগে শ্রীজীবেরে। শ্রীজীব দেখয়ে প্রভু ভুঞ্জে যে প্রকারে॥
একদিন বাজায় বাঁশী হাসিয়া হাসিয়া। শ্রীজীবে কহয়ে-'মোরে দেখহ আসিয়া'॥
কৈশোর বয়স, বেশ ভুবনমোহন। দেখিতেই শ্রীজীব হইল অচেতন॥
চেতন পাইয়া হিয়া আনন্দে উথলে। ভাসয়ে দীঘল দু'টী নয়নের জলে॥
প্রসঙ্গে কহিনু কিছু—ঐছে বহু হয়। রাধাদামোদর সর্ব্বচিত্ত আকর্ষয়॥

কালাপাহাড়ের অত্যাচার আশঙ্কায় সেই বিগ্রহ জয়পুরে স্থানান্তরিত হইয়াছেন।

শ্রীগিরিরাজশীলা

শ্রীশঙ্করানন্দ সরস্বতী শ্রীবৃন্দাবন হইতে একখণ্ড চেপটা চতুষ্কোণ ঈষৎ হরিদ্রাভ শ্রীগিরিরাজের শিলা আনয়ন করিয়া পুরীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে উপহার দিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই শিলাখণ্ডখানিকে শ্রীকৃষ্ণকলেবর মনে করিয়া তিন বৎসর সেবাপূজা করিয়াছিলেন। ইহার পরে শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীকে

শ্রীমন্‌মহাপ্রভু সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীগিরিরাজ শিলাখণ্ডখানি সেবাপূজা করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। আরও বলিয়াছিলেন যে এইশিলাখণ্ডের সেবা করিলে অচিরাতে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্তি হইবে। সেই আজ্ঞানুসারে তিনি আজীবন শ্রীগিরিধারীর সেবা-পূজা করিয়াছেন। শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী অপ্রকটের পরে শ্রীগঙ্গা-নারায়ণ চক্রবর্তীর কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী এই শিলার বহুদিন সেবা-পূজা করিয়াছিলেন। তাহার অপ্রকটের পরে শিলাখণ্ড খানি শ্রীবৃন্দাবনস্থ গোকুলানন্দের মন্দিরে স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৩৫৬ বাংলায় শিলাখণ্ডখানি শ্রীবৃন্দাবনস্থ বনবিহার ভাগবত নিবাসে স্থানান্তরীত হইয়াছে।

সেইজন্য শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞানুসারে শ্রীগিরিরাজ শিলাকে বৈষ্ণবগণ প্রতি মন্দিরে-মন্দিরে ও ঘরে-ঘরে স্থাপন করিয়া সেবাপূজা করিতেছেন। এই শ্রীগিরিরাজজীকে পূজা করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পূজা করিয়া নন্দাদি গোপ-গোপীগণকে উপদেশ করিয়াছিলেন। তৎপরে গোপ-গোপীগণ এবং অন্যান্য বৈষ্ণবগণ পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন।

শ্রীশ্রীনাথজী

শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীগোবর্দ্ধনে অবস্থিত আনোর গ্রামে উপস্থিত হইলেন। তত্রস্থ শ্রীগোবিন্দকুণ্ডে স্নান করিয়া একটি বৃক্ষের তলায় ভজন করিতে করিতে সন্ধ্যা হইয়া গেলে, শ্রীনাথজী গোপবালকরূপে একটি দুগ্ধভাণ্ডে কিছুপরিমান দুগ্ধ আনয়ন করিলেন এবং গোস্বামীপাদকে বলিলেন যে—এই দুগ্ধটুকু তুমি পান কর। পরে আমি দুগ্ধ ভাণ্ডটি লইয়া যাইব। আরও বলিলেন যে—তুমি কেন মাগিয়া ভোজনাদি কর না। কুণ্ডে জল নিতে গ্রামের স্ত্রীগণ আসিয়াছিলেন, এবং তোমাকে অনাহার অবস্থায় দেখিয়া দুগ্ধদ্বারা আমাকে প্রেরণ করিলেন। পুরী-গোস্বামী বলিলেন যে- তুমি কেমন করিয়া বুঝিতে পারিলে, আমি উপবাসি। তদুত্তরে শ্রীনাথজী বলিলেন যে—এই গ্রামের আমি গোপ, এইস্থানে কেহ উপবাস থাকিতে পারে না। এই কথা বলিয়া গোপবালক অন্তর্হিত হইলেন। পুরীগোস্বামী সেই দুগ্ধ পান করিয়া অষ্টসাত্ত্বিক ভাবে বিভোর হইয়া-ছিলেন।

রাত্রে তাহার একটু তন্দ্রা আসিলে পুনরায় সেই বালক সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং গোস্বামীপাদকে একটি কুঞ্জে লইয়া গেলেন। বালকটি বলিলেন—'আমার নাম শ্রীনাথ, কেহ কেহ শ্রী-গোবর্দ্ধননাথ, শ্রীগোপাল ইত্যাদি বলিয়া থাকেন। মুসলমানের ভয়ে পূজারী আমাকে এই কুঞ্জে স্থাপন করিয়া পলায়ণ করিয়াছেন, আমি অতি কষ্টে এখানে অবস্থান করিতেছি, শীত-বৃষ্টি-দাবাগ্নিতে অনেক দুঃখ পাইতেছি, তুমি আমাকে পর্ব্বতের উপর লইয়া স্থাপন কর।' এই কথা বলিয়া বালক অন্তর্দ্ধান হইলেন। মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামী রজনী প্রভাতে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং গ্রামবাসীগণের সম্মুখে তাহা প্রকাশ করিলেন।

গ্রামবাসীগণ মনানন্দে কুঠার কোদালি সঙ্গে করিয়া পুরীগোস্বামীর সঙ্গে সেই স্থানে আগমন

করিলেন এবং বহু কষ্টে ঠাকুর বাহির করিয়া শ্রীগিরিরাজের উপর সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। নব শত ঘটের জল, দধি দুগ্ধ ঘৃত ইত্যাদি দ্বারা শ্রীনাথজীকে অভিষেক ও বিভিন্ন ভোগসামগ্রি দ্বারা পূজা করিয়া মহানন্দে শ্রীনাথজীকে প্রকটিত করিলেন। কালাপাহাড়ের অত্যাচার আশঙ্কায় উদয়পুরের রাণা বীরকেশরী রাজসিংহ ঠাকুরকে মেবারে আনয়ন করিবার চেষ্টা করিলে, সিহাড় নামক গ্রামে আসিতেই রথচক্র বসিয়া যায়, বহুচেষ্টা করিয়াও রথচক্রকে সম্মুখে চালনা করিতে না পারিয়া সেই স্থানেই শ্রীনাথজীকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। শ্রীনাথজীউর নামানুসারে সেই স্থানের বর্তমান নাম শ্রীনাথদ্বার।

শ্রীবামনদেবজীউ

গুরু শুক্রাচার্য্যের আজ্ঞানুসারে বলিমহারাজ দান প্রদান করিতে বসিলে, শ্রীভগবান্ দান গর্বিত বলিমহারাজের যজ্ঞে বামনরূপ ধারণ করিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং ত্রিপাদভূমি গ্রহণের ছলে ত্রিবিক্রমমূর্ত্তি ধারণ করতঃ সুতলে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই শ্রীবামনদেবজী পরব্যোমের দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহের অন্তঃপাতী প্রদ্যুম্নের প্রকাশবিগ্রহ।

শ্রীক্ষীরচোরা গোপীনাথজী

শ্রীক্ষীরচোরা গোপীনাথের পূর্ব্বনাম শ্রীগোপীনাথজীউ। মন্দিরটি দক্ষিণ ভারতের রেমুণাতে বিরাজিত। শ্রীপাদমাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামী যখন গোবর্দ্ধনে শ্রীগোপালজীউকে প্রকট করিয়াছিলেন। তখন শ্রীগোপালজীউ স্বপ্নে আদেশ করিয়াছিলেন যে—'হে পুরীগোস্বামী আমার তাপ নিবারন হইতেছে না। তুমি নীলাচল হইতে মলয়চন্দন আনয়ন করিয়া আমার শ্রীঅঙ্গে লেপন কর, তাহাতে আমার তাপ নিবারিত হইবে।' স্বপ্নানুসারে পুরীগোস্বামী নিজ শিষ্যকে শ্রীগোপালজীউর সেবার দায়ীত্ব নিরূপণ করিয়া নীলাচলের পথে রওনা হইলেন। চলিতে চলিতে রাস্তায় রেমুনাতে শ্রীগোপীনাথের মন্দির দর্শন করিয়া সেইস্থানে সেইদিন অবস্থান করিলেন। মন্দিরে সন্ধ্যায় যে দ্বাদশ মৃৎপাত্রে ক্ষীরভোগ লাগিয়া থাকে তাহার খুব প্রসিদ্ধি, এই কথা শ্রবণ করিয়া গোস্বামীপাদ একটু প্রসাদ আস্বাদনের চিন্তা করিলেন কিন্তু তিনি অযাচিত অবস্থায় দিন অতিবাহিত করেন সেইজন্য ক্ষীর প্রসাদ আস্বাদন করিবার ইচ্ছা থাকিলেও কিছুই বলিতে পারিলেন না। অন্তর্যামী শ্রীগোপীনাথজীউ সেই ভোগ হইতে একখানি মৃৎপাত্র চুরি করিয়া ধড়ার অঞ্চলে ঢাকিয়া রাখিলেন। রাত্রে পূজারীকে শ্রীগোপীনাথজীউ স্বপ্নে ডাকিয়া বলিলেন যে—'ওহে পূজারী মন্দিরে আমার ধড়ার অঞ্চল দ্বারা ঢাকা একখানি ক্ষীর পাত্র রহিয়াছে, তাহা আনয়ন করিয়া গ্রামের শূন্য হাটে অবস্থিত পুরীগোস্বামীকে প্রদান কর'। পূজারী স্বপ্নানুসারে মন্দির হইতে ক্ষীর পাত্রখানি আনয়ন করিয়া পুরীগোস্বামীকে অর্পণ করিয়াছিলেন। সেই জন্য এই ঠাকুরের নাম 'শ্রীক্ষীরচোরা গোপীনাথজীউ'।

ব্রজে শ্রীযমুনার আবির্ভাব

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত মন্বন্তরের সময় শ্রীকৃষ্ণ কোন একদিন গোলোকে গুপ্ত বৃন্দাবন সাজিয়ে বিরজার সহিত

বিহার করিতেছিলেন। তাহাতে দ্বার প্রহরি ছিলেন শ্রীদাম। এইদিকে শ্রীমতীরাধারাণী শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে না পাইয়া অন্বেষণ করিতে করিতে গুপ্ত বৃন্দাবনে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিলে শ্রীদাম দ্বাররুদ্ধ করিয়া রাখেন। সেই জন্য রাধারাণী তাহাকে অভিষাপ দিলেন যে—'তোমার মর্তধামে বৈশ্যকুলে জন্ম হইবে।' তখন শ্রীদামও অভিষাপ দিলেন যে—'তোমাকে সহস্র বৎসর শ্রীগোবিন্দ হারা হইয়া থাকিতে হইবে।' সাপাসাপির পর শ্রীমতীরাধারাণী ভিতরে প্রবেশ করিলেন। এইদিকে রাধারাণীর ভয়ে বিরজাকে শ্রীকৃষ্ণ দ্রব করিয়া রাখিলেন। রাধারাণী শ্রীকৃষ্ণকে একা একা সুন্দর কাননে বিচরণ করিতে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন—'আপনি এই সুন্দর কাননে কেন একা একা বিচরণ করিতেছেন, সঙ্গে অন্যকোন প্রেয়সী আছে কি? আমি কিছুই দেখিতে পাইতেছিনা।' শ্রীকৃষ্ণ তখন বলিলেন—'না প্রেয়সী, এই গুপ্তবৃন্দাবন তোমার জন্য প্রতিষ্ঠা করিয়া অপেক্ষা করিতেছি মাত্র!' শ্রীমতীরাধারাণী তখন ধ্যান করিয়া জানিতে পারিলেন যে—বিরজা ভয়ে এখানে দ্রব হইয়া রহিয়াছে। সেইজন্য বিরজা-কেও অভিষাপ দিলেন যে—'তুমি চিরকাল এই ভাবে থাকিবে।' এইদিকে শ্রীকৃষ্ণ বিরজাকে বলিলেন যে—তুমি এই কারণ অর্ণবে অংশের দ্বারা বিরাজমান থাকিবে। এবং তোমার মনস্কামনা শ্রীমতীরাধা-রাণীর সতিণী হইয়া পুরণ করাব।

সেইজন্য দ্বাপরযুগে শ্রীমতীরাধারাণীর সতিণী শ্রীমতীচন্দ্রাবলী (সেই বিরজা) এবং তাহার অংশ হইতেই শ্রীযমুনার সৃষ্টি। শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরাতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তখন কংসের ভয়ে শ্রীবসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে গোকুলে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। স্থানান্তর কালে রাস্তায় ছিল সেই যমুনা। শ্রীযমুনার মনস্কামনা পুরণের জন্য শ্রীবসুদেবের কোল হইতে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীযমুনার জলে পড়িয়া যায় এবং শ্রীমতী-যমুনার মনস্কামনা পূরণ করিয়া পুনরায় বসুদেবের কোলে অবস্থান করেন।

শ্রীযমুনার প্রবাহ

গোলক হইতে শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিতে শ্রীযমুনা বিরজাবেগ ভেদ করিয়া (অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড সমূহ অতিক্রম করিয়া) সমস্ত ব্রহ্মলোক প্লাবিত করেন এবং শত শত দেবলোকের এক লোক হইতে অপর লোকে উপনীত হন। অনন্তর অত্যন্ত বেগে সুমেরু পর্ব্বতের মস্তকে পতিত হন এবং গিরিশৃঙ্গসমূহ অতি-ক্রম করিয়া গণ্ডগিরি সকল ভেদ করতঃ সুমেরুর দক্ষিণদিক্ হইতে গমনে উদ্যতা হন। তারপর যমুনা ও গঙ্গা পরস্পর পৃথক্ হইয়া গঙ্গা হিমালয় পর্ব্বতে এবং মহানদী যমুনা কালিন্দ পর্ব্বতে গমন করেন। যমুনা যখন কালিন্দ হইতে বিনির্গত হন, তখন তিনি কালিন্দী নামে আখ্যায়ীতা হইয়া থাকেন। বেগবতী যমুনা কালিন্দ শৈলের সানুস্থিত সুদৃঢ় গণ্ড-গিরির তট সকল ভেদ করিয়া ভূতলে পতিত হন এবং তত্রত্য দেশ সকল পবিত্র করিয়া খাণ্ডব কাননে উপস্থিত হইয়া থাকেন। কালিন্দনন্দিনী যমুনা পরিপূর্ণতম সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার জন্য পরম দিব্য দেহ ধারণ করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। তিনি অনেক দিন পিতৃগৃহে কলিন্দপর্ব্বতের কন্যা রূপে মানুষদেহে বিরাজিত থাকিয়া বেগময় জলরূপে ব্রজমণ্ডলে উপস্থিত হইয়াছেন।

বান্দরপুঁছ পর্ব্বতশ্রেণীর (কালিন্দ পর্ব্বত) চম্পাসার হিমবাহ হইতে শ্রীযমুনা সৃষ্টি হইয়া যমুনোত্রী শিবালিক ইত্যাদি পর্ব্বতের উপর দিয়া পঁচানব্বই মাইল প্রবাহিত হইয়া খাড়া নামক সমতল স্থানে নামিয়া আসিয়াছেন। ফৈজাবাদ, দিল্লী, শ্রীবৃন্দাবন, মথুরা, আগ্রা ইত্যাদি স্থানের উপর দিয়া শ্রীযমুনা প্রয়াগে শ্রীগঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছেন। চম্পাসার হিমবাহ হইতে প্রয়াগ পর্যন্ত শ্রীযমুনার দূরত্ব আটশত ষাট মাইল।

শ্রীযমুনা মাহাত্ম্য

—ঃ তথাহি শ্রীআদিবরাহে :—

গঙ্গাশতগুণা প্রোক্তা মাথুরে মম মণ্ডলে। যমুনা বিশ্রুতা দেবি নাত্র কার্যা বিচারণা॥
তত্র তীর্থানি গুহ্যানি ভবিষ্যন্তি মমানঘে। যেষু স্নাতো নরো দেবি মম লোকে মহীয়তে॥

অনুবাদ ঃ—আমার মথুরামণ্ডলে প্রসিদ্ধ যমুনা গঙ্গা অপেক্ষা শতগুণে অধিক বলিয়া কথিত। এই বিষয়ে তর্ক কর্তব্য নহে। হে অনঘে দেবী! সেই যমুনায় আমার গুহ্য তীর্থ সকল থাকিবে। তাহাতে স্নাত ব্যাক্তি আমার ধামে পূজিত হয়।

—ঃ তথাহি শ্রীপদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে ঃ—

—ঃ মরীচিসর্গে :—

রসো যঃ পরমাধারঃ সচ্চিদানন্দলক্ষণঃ। ব্রহ্মেত্যুপনিষদ্‌গীতঃ স এব যমুনা স্বয়ম্॥

অনুবাদ ঃ—তিনি সকল আধারের আধার অর্থাৎ সর্ব্বকারণের কারণ, সচ্চিদানন্দস্বরূপ, রসময়-পুরুষ, উপনিষদে ব্রহ্ম বলিয়া কীর্তিত, সেই স্বয়ং ভগবান্ রসময়স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যমুনারূপে বিরাজিত।

—ঃ তথাহি স্কান্ধে ঃ—

যথা স্পর্শমণিস্পর্শাৎ লৌহং যাতি সুবর্ণতাম্। তথা কৃষ্ণাজলস্পর্শাৎ পাপং গচ্ছতি পুণ্যতাম্॥

অনুবাদ ঃ—লৌহ যেরূপ স্পর্শমণির স্পর্শ পাইয়া স্বর্ণে পরিণত হয়, তদ্রূপ পাপও শ্রীযমুনার জল স্পর্শে পুণ্যে পরিণত হয়।

কিছু শ্রীব্রজমণ্ডলে পরিক্রমা নির্ণয়

১। শ্রীবৃন্দাবন (পঞ্চক্রোশ) পরিক্রমা, ২। শ্রীমথুরা পরিক্রমা, ৩। শ্রীযুগল (শ্রীবৃন্দাবন এবং শ্রীমথুরা একত্রে) পরিক্রমা, ৪। শ্রীগিরিরাজ (সপ্তক্রোশ) পরিক্রমা, ৫। শ্রীবর্ষাণা পরিক্রমা, ৬। শ্রীকোকীলাবন পরিক্রমা, ৭। সীমান্তর্গত (ব্রজের চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রামাদি) পরিক্রমা, ৮। শ্রীব্রজমণ্ডল (ভাদ্রমাসে মথুরায় শ্রীভূতেশ্বর মহাদেব মন্দির হইতে যে পরিক্রমা বাহির হয়) পরিক্রমা, ৯। শ্রীগহ্বর-বন (পেশাই গ্রামে তাহাকে কেহ কেহ ঝাড়ী বলিয়া থাকেন) পরিক্রমা, ১০। শ্রীকাম্যবন পরিক্রমা। ১১। শ্রীরাধাকুণ্ড পরিক্রমা, ১২। শ্রীমানসীগঙ্গা (শ্রীগোবর্দ্ধনে অবস্থিত) পরিক্রমা।

যাত্রীদিগের সুবিধা

কলিকাতা, দিল্লী, হরিদ্বার, বোম্বাই, পুরী, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ ইত্যাদি স্থান হইতে সরাসরী শ্রীমথুরাধামে পৌছাইবার রেললাইন ব্যাবস্থা আছে। শ্রীমথুরা হইতে—শ্রীবৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন, ছাতা, নন্দগ্রাম, বর্ষাণা, কোশী, নোহঝীল, রায়া বলদেব ইত্যাদি স্থানে বাসগাড়ী যাতায়াতের সু-ব্যাবস্থা আছে। ইহা ছাড়া গোবর্দ্ধন হইতে কামাবন, হোডেল হইতে হাসনপুর, রায়পুর হইতে বাজনা ইত্যাদি ভাবে ব্রজে বহু গাড়ী যাতায়াত হইতেছে। বাস, টেম্পো ইত্যাদি গাড়ী রিজার্ভ করিলে তাহারা সুন্দর ভাবে ৮৪ ক্রোশ ব্রজধামের মুখ্য মুখ্য স্থান দর্শন দানে সাহায্য করিয়া থাকেন। শ্রীবৃন্দাবনে ভারতসেবা আশ্রম সংঘ বিরাজিত, ইহা ছাড়া বহু ধর্ম্মশালায় থাকিয়া ব্রজধাম দর্শনের সু-ব্যাবস্থা আছে। ব্রজে বহু পাণ্ডা আছে যাহারা শুধু যাত্রীদিগকে মন্দিরাদি দর্শন করানোই তাহাদের একমাত্র কাজ।

সংক্ষেপে কিছু গ্রামের দূরত্ব নির্ণয়

মথুরা	হইতে	নৈঝীল—৪৬	কিঃমিঃ
”	”	ছাতা — ৩৯	”
”	”	সেঁাক — ২১	”
”	”	কুমুদবন—১০॥	”
”	”	বলদেব — ২৪	”
”	”	মধুবন—৭	”
”	”	রায়া—৮	”
”	”	দিবানা—৮	”
শেরগড়	হইতে	আকবরপুর—১৭	কিঃমিঃ
”	”	ছাতা —১৩	”
”	”	দলোতা —১২	”
”	”	নোহঝীল —১০	”
”	”	তরলী —১০	”
”	”	কোশী —১৮	”
ছাতা	হইতে	গোবর্দ্ধন—২৭	কিঃমিঃ
”	”	সাহার —১৬	”
”	”	বর্ষাণা —১৬	”
নৈঝীল	হইতে	বৃন্দাবন—৩৬	কিঃমিঃ
”	”	রায়পুর—১২ ২০	”
”	”	মাঠ —২৯	”
নন্দগ্রাম	হইতে	কামা — ১৪	কিঃমিঃ
”	”	কোশী — ১০	”
”	”	মেহেরাণা—১২	”
”	”	বর্ষাণা —৮	”
হাসনপুর	হইতে	বিডোকি—৭	কিঃমিঃ
”	”	হোডেল—১৬	”
”	”	খিরবি —১০	”
”	”	মারব — ৭	”
গোবর্দ্ধন	হইতে	ডীগ —১৪	কিঃমিঃ
”	”	কোশী —৩৮	”
”	”	সাহার —১১	”
”	”	বর্ষাণা —২০	”
”	”	সেঁাক —১২	”
কারব	হইতে	বলদেব —৮	কিঃমিঃ
”	”	রায়া —৮	”

ডীগ	হইতে	কামা	—২২ কিঃমিঃ
”	”	পশোপা	—১৫ ”
বৃন্দাবন	হইতে	মথুরা	—১০ ”
বৃন্দাবন	হইতে	মাঠ	—৭ ”
লোহেসার	হইতে	কামা	—৬ ”
মানঘড়ি	হইতে	বাজনা	—৯ ”
বড়বৈঠান	হইতে	কোশী	—৫ ”
”	”	কোকিলাবন	৪ ”
বর্ষাণা	হইতে	সী	—৮ ”
কারব	হইতে	রায়া	—৮ ”
”	”	বলদেব	—৮ ”
সাহার	”	পেকু	—৮ ”
খোঁ	হইতে	পশোপা	৬ কিঃমিঃ
ছটিঘরা	”	চৌমুহা	—৫ ”
”	”	বৃন্দাবন	—৮ ”
”	”	মথুরা	—১০ ”
”	”	আকবরপুর	৮ ”
হোডেল	”	কোটবন	—৯ ”
বলদেব	”	রায়া	—১৬ ”
মাঠ	”	রায়া	—১২ ”
মাঠ	”	জাবরা	—৫ ”
আড়িং	”	বরিয়া	—৬ ”
কামা	”	কোশী	—২৪ ”
ছটিঘরা	”	কোশী	—৩০ ”

শ্রীশ্রী ৮৪ ক্রোশ ব্রজমণ্ডল
গ্রামের মানচিত্র
উত্তর
ঈশান
পূর্ব
জিলা ফরিদাবাদ
রাজ্য হরিয়াণা
রাজ্য উত্তরপ্রদেশ
জিলা অলীগড়
জিলা মথুরা
হসনপুর
মারব
রায়পুর
সহোলী
রামগড়
ভেণ্ডোলী
মহোলী
ভমরোলা
মানাগড়ী
চাঁদপুর খুর্দ
কানেকা
নবীপুর
ভিলকাগড়ী
মনিগট্টা
নানকপুর
ফসিদপুর
বুদনানা
মদ্দারামগড়ী
কোলানা
বিডোলী
মুড়ালীয়া
বাজনা
সদীকপুর
পারসৌলী
সলাকা
মুসমনা
মেরই বাঙ্গর
মেরই খাদর
লানাকাসবা
নোসেরপুর
মুখারিকপুর
সেদপুর
বয়োটবাঙ্গর
বাকুলপুর
চৌকী
বরকা
হতানা
ধানোতা
মাঝোই
শহজাদপুর
ফিরোজপুর
রামপুর
বুদগড়ী বড়া
বরচাবলী
ফালেন
বিশম্ভরা
উদ্ধানী
বসই
খেলনবন
গোহড়া
পেগ্রাম
জটবারী
খড়বড়ী
আজমপুর
কাজরোট
চন্দোরী
করাহরী
খুরলী
শেরগড়
বিধোলী
বহরাবলী
রণেশ্বরা
রাজাগাড়ী
বেহটা
বহাননা
ছাতা
লাড়পুর
রাজবাড়া
সেনবা
গোপীঘাট
চীরঘাট
জাবলী
অজনোটী
নোগ্রাম
তরোলী
বরোলী
বিলোডী
ভেগ্রাম
নন্দঘাট
ছটিগ্রাম
হরনোল
বিলেন্দপুর
মীরতানা
ভদ্রবন
নগীটী
জাবরা
মাঁট
মাঠবন
রাজা
সকরায়া
চৌমুহাঁ
পারসোলী
নগরিয়া
পিসবা
অলবাই
উমরায়া
রণবাড়ী
সাঁখী
জমালপুর
পড়েই
সিহানা
আঝই
বড়োতা
পেলখু
শিবাল
সূর্য্যকুণ্ড
নগরিয়া
পালী
কোসাই
ভদাল
মঘেরা
গোপালগড়
ছটীকরা
বৃন্দাবন
শুনরস
নারায়ণপুর
জানাই
ভীম
বেলবন
মানসরোবর
পিপরোলী
কসেরা
লোহগড়
ছীকরা
সরদারগড়
পানীগ্রাম
মাবলী
ডরহোলী
নন্দনমুরিয়া
জিলা মথুরা

প্রণীত
বাবা শ্রীখ্নকপদাস মহারাজ
বী. কম, সংগীত বিশারদ।
রাধাকুণ্ড, মথুরা, ইউ. পি.
সম্পাদক কর্তৃক সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত
সাঙ্কেতিক চিহ্ন
১. যমুনা নদী
২. জী·টী·রোড
৩. রেললাইন
৪. সড়ক
৫. নালা
৬. রাজ্য সীমা
৭. ব্রজের সীমা
৮. প্রথম সংস্করণ — ১-১-১৯৯০.
৯. গ্রাম -
১০. এক ইঞ্চি = আড়াই কি: মি:
১১. ন° = নগলা
কাঁমা
কাম্যবন
গোবর্দ্ধন
ডীগ
ছাতা
রাজ্য রাজস্থান
রাজ্য উত্তরপ্রদেশ
জিলা ভরতপুর
জিলা মথুরা
সড়ক

পূর্ব
দক্ষিণ
জিলা মথুরা
রাজ্য উত্তরপ্রদেশ
উত্তরপূর্ব রেললাইন
পশ্চিম রেললাইন
সড়ক
নালা
ছাতা
বৃন্দাবন
গোবর্দ্ধন
চৌমুহাঁ
মাট
রায়া
বাজনা
শেরগড়
টেটিগ্রাম
রাধাকুণ্ড
সূর্যকুণ্ড
পেগ্রাম
জটবারী
খরোট
বরহানা
তুমোরা
ধনসিংহ
জমালপুর
নগরিয়া
খায়রা
রণবাড়ী
উমরায়া
পিসবা
অজনোটী
তরোলী
বরোলী
বিলোঠী
পেলহোরা
জমুনী
পারসোলী
নরী
সাঁখী
জমালপুর
সিহানা
আঝই
বড়োতা
পেলখু
শিবাল
পালী
পাড়ল
কুঞ্জেরা
সকরায়া
জৈত
নারায়ণপুর
সুনরস
গোপালগড়
ছটীকরা
পানীগ্রাম
মাঠবন
জাবরা
মীরতানা
ভদ্রবন
হরনোল
বিলন্দপুর
ডভীসরা
রাজাগাঢী
বিজাউ
বিঘোলী
বেহটা
পীরপুর
উঁচাবা
বসই
খেলনবন
সেনবা
রাজবাড়া
লাড়পুর
মোরা
নোগ্রাম
অহুরী
বরহরা
পরখম
জোনাই
আটাস
নংকোক
ইশাপুর
যমুনাপার
নবীপুর
বহাদুরপুর
ইটোলী
কটেলা
লোহগড়
ছীকরা
সরদারগড়
দিবানা
ভূতিয়া
জাচরগড়
মাবলী
সাতোহা
গিরধরপুর
খামনী
জুনসুটী
নোগ্রাম
রামপুর
জমুনামাতা
আড়ীং
মাধুরী কুণ্ড
মথুরা
নগরী
উসপার
মরামনগর
ডোমপুরা
নংশেরা
বহুগ্রাম
নংমুরীয়া
পালীখেড়া
পালীব্রাহ্মণ
দতীয়া
জিজনগ্রাম
মুখরাই
বহুলাবন
জুলহেদী
কমলগ্রাম
নীমগ্রাম
সকরবা
নংমোরা
কোরকা
অলীপুর
বকুরীলাডপুর
জুলতানপুর
নবীপুর
হাভোড়া
সুরপুর
নরহৌলী
রায়পুরমই
লোহবন
গোসানা
শাহপুর
সিহোরা
ভারাপুর
মদনপুর
বান্দী
ছোলী
নংপোলা
কারব
পিপরোলী
মানসরোবর
নংঅলিয়া
কসেরা
কুকরারী
নন্দনমুরিয়া
অঙ্কয়া
ভবরণ্ট
পটায়ালীকপুর
জিলা মথুরা

শ্রীশ্রী ৮৪ ক্রোশ ব্রজমণ্ডল এবং
সীমান্তর্গত পরিক্রমার মানচিত্র
উত্তর
জী·আই·পী·রেললাইন
সড়ক
নালা
জিলা ফরিদাবাদ
রাজ্য হরিয়াণা
হসনপুর
জিলা গুড়গাঁও
পুস্থানা
শিঙ্গার
ইন্দানা
নীমকা
হোডল
বনচারী
পালড়ী
খাম্বী
লিখি
কোন্ডলা
গোরতা
খিরবী
বদতোলী
হতানা
বংসানা
বরকা
ধনোতা
রূপনগর
উমরালা
চরণপাহাড়ী
কোটবন
দইগ্রাম
নবীপুর
কামর
কোশী
ছোট বৈঠান
বড়বৈঠান
কোকিলাবন
হথানগ্রাম
ডবোখর
গাঁবড়ী
পাইগ্রাম
পরেহী
উচেরা
ভট্টকী
সতবাস
এচবাড়া
সাঁচোলী
বদনগর
নন্দেরা
মহরানা
ভাড়াখর
ভোজনথালি
খিলাবটী
লোহরবাড়ী
পাবনসরোবর
নন্দগাঁব
খদিরবন
কুলবানা
বাদিপুর
অকাতা
রীঠোরা
সঙ্কেত
খায়রা
উমরায়া
কামাবন
উচাগ্রাম
বরসানা
প্রেমসরোবর
আজনোঠ
পিসবা
কাঁমা
বিমলাকুণ্ড
ইন্দ্রোলী
সুন্দেরা
মানপুর
করহলা
রহেড়া
জমালপুর
কদম্বখণ্ডী
কনবারা
ডমালা
চিকসৌলী
কমই
নরী
বিড়াবল
ছাতা
শ্রীশ্রী ৮৪ ক্রোশ পরিক্রমা শ্রীবৃন্দাবন-শ্রীমদনমোহন মন্দির, মথুরা
শ্রীভূতেশ্বর মহাদেব মন্দির, মধুবন, তালবন, কুমুদবন, উচাগ্রাম,
সান্তনুকুণ্ড, দতীয়া, বহুলাবন, রাল, জনতী, বসতী, রাধাকুণ্ড,
শ্রীগোবর্দ্ধন-পরিক্রমা — সাঁচোলী - বেহজ, ডীগ,
দিদাবলী, টাঁকোলা, খোঁ, কায়রীকা, আলীপুর, আদিবদ্রী,
পসোপা, বরোলী, বিলোন্দ, কেদারনাথ, বদলী, চরণ পাহাড়ী
কাম্যবন, ইন্দ্রোলী, কনবারা, কদম্বখণ্ডী, সুন্দেরা, উচাগ্রাম
বর্ষাণা, প্রেমসরোবর, সঙ্কেত, নন্দগ্রাম, খায়রা, যাবট,
কোকিলাবন, বড়বৈঠান, কামর, দইগ্রাম, কোটবন, কোশী,
খরোট, বংসানা, শেষশায়ী, ধনোতা, রূপনগর, মঝোই, উঝানী,
খেলনবন, শেরগর, কাজরোট, অক্ষয়বট, তপোবন, স্যারহ,
দলোতা, গাংরোলী, নন্দঘাট, ভেগ্রাম, ইরোলী, ভদ্রবন,
বিজৌলী, ভাণ্ডিরবন, মাঠবন, বেলবন, বেগমপুর, ভীম,
মানসরোবর, পানীগ্রাম, মাবলী, লোহবন, সিহোরা,
কারব, আনন্দীবিনন্দী, বলদেব, হাতৌড়া, ব্রহ্মাণ্ডঘাট,
মহাবন, গোকুল, রাবেল, লক্ষ্মীনগর, মথুরা-শ্রীভূতেশ্বর মহাদেব।
শ্রীশ্রী ৮৪ ক্রোশ ব্রজমণ্ডল
সীমান্তর্গত পরিক্রমা
শ্রীগোবর্দ্ধন, পুছরী, শ্যামডাক, সামই, নং দাহু, বহজ
দিদাবলী, টাঁকোলা, খোঁ, কায়রীকা, আলীপুর, আ
পসোপা, বরোলী, বিলোন্দ, কেদারনাথ, বদলী, চ
কলাবটা, ভোজনথালি, নন্দেরা, সতবাস, ভট্টকী,
পরেহী, পাইগ্রাম, জুরহেরা, ভুডোলী, পুস্থানা,
ইন্দানা, অন্ধোপ, সোন্ধ, লোহিনা, বনচারী, ডগে
পালড়ী, খাম্বী, লিখি, হাসনপুর, মারব, জেদপুর
ভমরোলা, কটোলীয়া, বাজনা, সদীকপুর, পর
বরোঠ, পিতোরা, মীরপুর, সুরীর, টেটীগ্রাম,
জাবরা, নন্দনমুরীয়া, কসেরা, নর্বে, থানা, রা
হবেলী, কারব, আনন্দীবিনন্দী, বলদেব, ছবর
শাহপুর, বলরই, সুলতানপুর, নগলা গ্যাসী,
উসফার, কুমুদবন, শাহপুর, নং মুরীয়া, সে
কোথরা, সামই
শ্রীল সনাতন গোস্বামী শ্রীরাঘবপণ্ডিত শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু এবং শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচার্য্যবর্য্য
ভাদ্র মাসে কৃষ্ণপক্ষের শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীর পরে যে দ্বাদশী সেই দিন হইতে শ্রীশ্রী ৮৪ ক্রোশ ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা যাত্রা করিয়াছিলেন।
গোস্বামীগণের পদাঙ্কানুসরণে আজও বৈষ্ণববৃন্দ সেই তিথি হইতে শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করিতেছেন। শ্রীবৃন্দাবনস্থ পুরাতন শ্রীমদনমোহন
মন্দির হইতে দ্বাদশী দিনে মথুরায় শ্রীভূতেশ্বর মন্দিরে যাত্রা। ত্রয়োদশী দিন এই স্থান হইতে শ্রীব্রজমণ্ডল যাত্রা শুভারম্ভ এবং পুনরায়
সমাপ্ত করিতে হয়। এই নক্সা অনুসারে পরিক্রমা করিলে ব্রজের দ্বাদশবন এবং

৪ ক্রোশ ব্রজমণ্ডল এবং
ত পরিক্রমার মানচিত্র

খেলনবন, শেরগর, কাজরোট, অক্ষয়বট, তপোবন,
দলোতা, গাংরোলী, নন্দঘাট, ভেগ্রাম, ইরোলী, ভদ্রবন,
বিজৌলী, ভাণ্ডিরবন, মাঠবন, বেলবন, বেগমপুর, ভীম,
মানসরোবর, পানীগ্রাম, মাবলী, লৌহবন, সিহোরা,
কারব, আনন্দীবিনন্দী, বলদেব, হাতৌড়া, ব্রহ্মাণ্ডঘাট,
মহাবন, গোকুল, রাবেল, লক্ষ্মীনগর, মথুরা—শ্রীভূতেশ্বর মহাদেব
শ্রীল সনাতন গোস্বামী শ্রীরাঘবপণ্ডিত শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু এবং শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচার্য্যবর্য্য ভাদ্র মাসে কৃষ্ণপক্ষের শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীর পরে যে দ্বাদশী সেই দিন হইতে শ্রীশ্রী ৮৪ ক্রোশ ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা যাত্রা করিয়াছিলেন। গোস্বামীগণের পদাঙ্কানুসরণে আজও বৈষ্ণববৃন্দ সেই তিথি হইতে শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করিতেছেন। শ্রীবৃন্দাবনস্থ পুরাতন শ্রীমদনমোহন মন্দির হইতে দ্বাদশী দিনে মথুরায় শ্রীভূতেশ্বর মন্দিরে যাত্রা। ত্রয়োদশী দিন এই স্থান হইতে শ্রীব্রজমণ্ডল যাত্রা শুভারম্ভ এবং পুনরায় শ্রীভূতেশ্বর মন্দিরে আগমন করিয়া শ্রীব্রজমণ্ডল যাত্রা সমাপ্ত করিতে হয়। এই নক্সা অনুসারে পরিক্রমা করিলে ব্রজের দ্বাদশবন এবং উপবন সমস্তই পূর্ণ হইবে।
শ্রীব্রজমণ্ডলে দ্বাদশ বন ১·ভদ্রবন ২·লৌহবন ৩·ভাণ্ডীরবন ৪·তালবন. ৫·খদিরবন. ৬·বহুলাবন. ৭·কুমুদবন. ৮·কাম্যবন. ৯·মধুবন. ১০·বৃন্দাবন. ১১·বেলবন. ১২·মহাবন.
শ্রীব্রজমণ্ডলে দ্বাদশ উপবন ১·মাঠবন. ২·দাউজী (বিক্রমবন). ৩·রাধাকুণ্ড. ৪·বদ্রীনারায়ণ. ৫·রাল. ৬·বর্ষাণ. ৭·সঙ্কেত. ৮·নন্দগ্রাম. ৯·যাবট. ১০·কোকিলাবন. ১১·কোটবন. ১২·খেলনবন.
সাঙ্কেতিক চিহ্ন
১. শ্রীযমুনা নদী
২. জী০টী০রোড
৩. রেললাইন
৪. সড়ক
৫ নালা
৬. ব্রজের সীমা
৭. প্রথম সংস্করণ —১-১-১৯৯০.
৮. এক ইঞ্চি = আড়াই কি: মি.
৯. ৮৪ক্রোশ পরিক্রমা সড়ক
১০. ৮৪ ক্রোশ সীমান্তর্গত পরিক্রমা সড়ক
১১. ন০ = নগলা
প্রণীত
বাবা শ্রীস্বরূপদাস মহারাজ
বী. কম, সংগীত বিশারদ।
রাধাকুণ্ড, মথুরা, ইউ. পি.
সম্পাদক কর্তৃক সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত
কাঁমা
নন্দগাঁব
বরসানা
ডীগ
গোবর্দ্ধন
সংকেত
কোকিলাবন
জাবট
খদিরবন
মহরানা
সাঁচোলী
বদনগর
ভাঁডোখর
লোহরবাড়ী
বিলাবটা
কুলবানা
বাদিপুর
অকাতা
রীঠোরা
উঁচাগ্রাম
কাম্যবন
বিমলাকুণ্ড
ইন্দ্রোলী
কদম্বখণ্ডী
কনবারা
ডমালা
চিকসৌলী
কমই
মানপুর
করহলা
পিসবা
আজনৌঠ
উমরায়া
সাঁখী
জমালপুর
রহেড়া
মহরোলী
পলসো
ডিরাবলী
পালী
সূর্য্যকুণ্ড
পেলখু
কুঞ্জেরা
কোন্‌হাই
রাধাকুণ্ড
মুখরাই
দোসেরস
সকরবা
মাধুপুর
বহজ
জিলা ভরতপুর
রাজ্য রাজস্থান
রাজ্য উত্তরপ্রদেশ
জিলা মথুরা
সড়ক
নালা
নন্দেরা
ভোজনথালি
সতবাস
এচবাড়া
ভট্টকী
বদলী
বাসরা
বিলোন্দ
বিরার
পুঁটপুরী
বরোলীধাউ
মোরোলী
পসোপা
চুলহেরা
বদ্রী
গুহানা
ঘাটা
সেউ
আদিবদ্রী
শ্রীনারায়ণ
জতীপুরা
আনোর
পুঁছরী
গাঁঠোলী
নৈমগ্রাম
আড়ীং
জমুনাবতা
নৈস্কপটী
অহমল
ছাতা
বিড়াবল

পালড়ী, খাম্বী, লিখি, হাসনপুর, মারব, জেদপুরা, অভয়পুরা,
ভমরোলা, কটোলীয়া, বাজনা, সদীকপুর, পরসোসী, সলাকা,
বরোঠ, পিতোরা, মীরপুর, সুরীর, টেটীগ্রাম, হরনৌল, নসিটি,
জাবরা, নন্দনমুরীয়া, কসেরা, নরে, খানা, রায়া, সীয়রাপনা,
হবেলী, কারব, আনন্দীবিনন্দী, বলদেব, ছবরউ, গড়ী আলিফপুর,
শাহপুর, বলরই, সুলতানপুর, নগলা গ্যাসী, বাঁধ, ধনগ্রাম,
উসফার, কুমুদবন, শাহপুর, নং মুরীয়া, সেঁখ, বছগ্রাম,
কোখরা, সামই
নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচার্য্যবর্য্য
দিন হইতে শ্রীশ্রী ৮৪ ক্রোশ ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা যাত্রা করিয়াছিলেন।
ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করিতেছেন। শ্রীবৃন্দাবনস্থ পুরাতন শ্রীমদনমোহন
য়োদশী দিন এই স্থান হইতে শ্রীব্রজমণ্ডল যাত্রা শুভারম্ভ এবং পুনরায়
হইতে হয়। এই নক্সা অনুসারে পরিক্রমা করিলে ব্রজের দ্বাদশবন এবং
শেরগড়
ছাতা
চৌমুহাঁ
বৃন্দাবন
শ্রীমদনমোহন মন্দির
মাট
টেটীগ্রাম
রায়া
গোবর্দ্ধন
সোঙ্খ
দক্ষিণ
বাঁধ
বলদেব
পূর্ব
গোকুল
মহাবন
ব্রহ্মাণ্ডঘাট
চিন্তাহরণঘাট
দাউজী (বিদ্রুমবন)
জিলা মথুরা
রাজ্য উত্তরপ্রদেশ
উত্তরপূর্ব রেললাইন
বেষ্টর্ণ রেললাইন
রাধাকুণ্ড
কুসুমসরোবর
সূর্য্যকুণ্ড
জনতী
মঘেরা
ছটীকরা
গোপালগড়
তেহরা
ছরোরা
বাটী
জখনগ্রাম
ভোব
সকনা
ফেচরী
দতীয়া
মোরা
গণেশরা
সান্তনুকুণ্ড
সাতোহা
জচোদা
খামনী
জুনসুটী
মাধুরী কুণ্ড
বোরপা
নং ছিঙ্গা
নং মুরীয়া
উচাগ্রাম
কুমুদবন
ধনগ্রাম
সুলতানপুর
বলরই
শাহপুর
গড়ী আলিফপুর
জিলা মথুরা
লোহবন
সিহোরা
কারব
হাতোড়া
পানীগ্রাম
মাবলী
দিবানা
বেলবন
বেগমপুর
মাঠবন
নন্দনমুরীয়া
কসেরা
বিজোলী
ভদ্রবন
নসিটি
জাবরা
হরনোল
ইরোলী
নন্দঘাট
গাংরোলী
ভেগ্রাম
দলোতা
বসই
সেই
বাজনা
বরহরা
সকরায়া
পরখম
ভণ্ডিয়া
আটাস
কাজরোট
অক্ষয়বট
পীরপুর
উহাবা
অন্তৌলী
অগররালা
সেনবা
অজনোটী
বিড়াবল
নোগ্রাম
শ্যামরী
বরোলী
জসুখী
পারসোলী
পেলখু
বড়োতা
ভদাল
কুঞ্জেরা
কোন্সাই
বসতী
খায়রা
উমরায়া
রহেড়া
জমালপুর
পিসবা
করহলা
তুমোরা
ধনসিংহ
খদিরবন
পালী
জুনুনামাত্তা
আড়ীং
নং জজলী
নৈঙ্গপটী
অহমল
মলু

শ্রীব্রজমণ্ডলের দক্ষিণাংশ লীলা

দ্বিতীয় অধ্যায়

ধোরৈরা

শ্রীমথুরা হইতে পাঁচ কিঃ মিঃ উত্তরে ধোরৈরা গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দির এবং প্রাচীন গোশালা দর্শনীয়।

তেহরা

ধোরৈরা হইতে দুই কিঃ মিঃ পশ্চিমে তেহরা গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীমহাদেব, শ্রীহনুমান মন্দির বিরাজিত। গ্রামের পার্শ্বে অহতাগঞ্জ বিদ্যমান। এবং শ্রীমথুরার উত্তরভাগে গোবিন্দপুর বিরাজিত।

ছেড়রা

তেহরা হইতে এক কিঃমিঃ এবং জি,টি, রোড হইতে ০˙৩৫০ কিঃমিঃ দূরে ছেড়রা গ্রাম বিদ্যমান। গ্রামে শ্রীমহাদেব মন্দির বিরাজিত।

আল্লহপুর

ছটীকরা হইতে এক কিঃমিঃ দক্ষিণে আল্লাহপুর গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামের অপরনাম অন্দেরপুর।

গোপালগড়

ছটীকরা হইতে তিন কিঃ মিঃ পূর্ব্বভাগে গোপালগড় গ্রাম অবস্থিত। রাস্তার পার্শ্বে শ্রীগিরিধারী গোপাল মন্দির বিদ্যমান।

গঢ়ীয়ালীফপুর গ্রাম

শাহপুর হইতে দুই কিঃ মিঃ পূর্ব্বভাগে গঢ়ীয়ালীফপুর অবস্থিত। এইস্থান শ্রীযমুনার দক্ষিণ ভাগের শেষ সীমানা।

শাহপুর

ঝড়ীপুর হইতে দেড় কিঃ মিঃ দক্ষিণে শাহপুর গ্রাম অবস্থিত।

ঝড়ীপুর

বলরই হইতে এক কিঃ মিঃ দক্ষিণে ঝড়ীপুর গ্রাম অবস্থিত।

বলরই

সুলতানপুর হইতে অর্দ্ধ কিঃ মিঃ দক্ষিণে বলরই গ্রাম বিদ্যমান।

সুলতানপুর

বলরই হইতে অর্দ্ধ কিঃ মিঃ উত্তরে সুলতানপুর গ্রাম বিরাজিত।

ববুরীলাডপুর

করনাবল হইতে দেড় কিঃ মিঃ দক্ষিণে ববুরীলাডপুর গ্রাম বিদ্যমান।

করনাবল

ববুরীলাডপুর হইতে দেড় কিঃ মিঃ উত্তরে করণাবল গ্রাম বিরাজিত।

নগলা গ্যাসী

ববুরীলাডপুর হইতে এক কিঃ মিঃ পশ্চিমে নগলা গ্যাসী অবস্থিত।

আলীপুর

করনাবল হইতে দেড় কিঃ মিঃ পশ্চিমে আলীপুর গ্রাম অবস্থিত।

বাঁদ

আঁজনপুর হইতে আড়াই কিঃ মিঃ দূরে বাঁদ গ্রাম বিদ্যমান। এই গ্রামে শ্রীপাদ হরিবংশের জন্মস্থান। গ্রামে শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দির, শ্রীদাউজী মন্দির, কুণ্ড ইত্যাদি দর্শনীয়।

কোরকা / কয়লো গ্রাম

আলীপুর হইতে এক কিঃ মিঃ দূরে কোরকা গ্রাম বিদ্যমান। কোরকা গ্রামের পার্শ্বে রামপুর অবস্থিত। কোরকা গ্রামের প্রাচীন নাম কয়লো গ্রাম। এইস্থান হইতে শ্রীবসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে মাথায় লইয়া শ্রীযমুনা পার হইয়াছিলেন। মথুরায় কংসের কারাগার হইতে যখন শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীবসুদেব যমুনা পার করাইতেছিলেন তখন যমুনায় শ্রীকৃষ্ণ পড়িয়া যায়। শ্রীবসুদেব অনেক খোজা-খুজি করিয়াও শ্রী-কৃষ্ণকে পাইতেছেন না। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীযমুনার মনস্কামনা পূর্ণ করিয়া পুনরায় শ্রীবসুদেবের কোলে অবস্থান করেন। সেইজন্য এই স্থানের নাম কয়লো গ্রাম। এবং ঘাটের নাম শ্রীকয়লোঘাট। ঘাটের দুই দিকে উথলেশ্বর ও পাড়েশ্বর মহাদেব বিরাজিত। কয়লো গ্রামে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবসুদেবের মন্দির দর্শণীয়।

নারাঙ্গাবাদ / ঔরঙ্গাবাদ

কয়লো গ্রামের দেড় মাইল দূরে নারাঙ্গাবাদ অবস্থিত। এই গ্রাম রূপক হইতে এক কিঃ মিঃ এবং শ্রীমথুরা হইতে চার কিঃ মিঃ। গ্রামে শ্রীকয়লাদেবী এবং শ্রীনারায়ণ মন্দির বিরাজিত।

নবাদা

বাঁদ হইতে তিন কিঃ মিঃ এবং নারাঙ্গাবাদ হইতে দুই কিঃ মিঃ দুরে নবাদা গ্রাম বিদ্যমান। নবাদার পার্শ্বে তেতরা স্থান অবস্থিত।

বির্জাপুর

নবাদা হইতে দুই কিঃ মিঃ উত্তরে বির্জাপুর গ্রাম বিদ্যমান।

আজনপুর

নবাদার পার্শ্বে আজনপুর বিরাজিত।

অডকী

বাঁদ গ্রামের পার্শ্বে অডকী অবস্থিত।

ধনগ্রাম

বাঁদ হইতে তিন কিঃ মিঃ পশ্চিম-উত্তরাংশে ধনগ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীদাউজী, শ্রীমহাদেব, শ্রীহনুমান মন্দির এবং কুণ্ড দর্শনীয়। শ্রীনন্দমহারাজের সম্পত্তি এইস্থান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, সেইজন্য এই স্থানের নাম শ্রীধনগ্রাম বলিয়া পরিচিত।

নরহোলী

মথুরা হইতে পাঁচ কিঃ মিঃ দক্ষিণে এবং বির্জাপুর হইতে এক কিঃ মিঃ দূরে নরহোলী গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীরাধাকৃষ্ণ এবং শ্রীহনুমান মন্দির বিরাজিত।

মহোলী / শ্রীমধুবন

শ্রীমথুরা হইতে সাত কিঃ মিঃ দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে এবং নরহোলী হইতে চার কিঃ মিঃ পশ্চিমে মহোলী গ্রাম বিরাজিত। এই গ্রামের প্রাচীন নাম শ্রীমধুবন। এই বন দ্বাদশবনের অন্যতম এবং প্রথম। গ্রামের পূর্ব্বে ধ্রুবটীলা বিরাজিত। এখানে ধ্রুবের প্রতিমূর্ত্তি দর্শনীয়, এই টীলার উপরে বসিয়া শ্রীধ্রুব-মহারাজ কঠোর তপস্যায় মগ্ন থাকিতেন। গ্রামের নৈঋত কোণে শ্রীমধুকুণ্ড বিদ্যমান। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই বনে শ্রীমধুদৈত্যকে বিনাস করিয়াছেন, সেই জন্য এই বনের নাম শ্রীমধুবন।

—: তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে :—

মথুরাবনান্তর্গত মথুরাপুরী—যার। মাহাত্ম্য কহিতে কেহ নাহি পায় পার॥
মধুদৈত্যবধ এথা কৈল ভগবান্। এই হেতু 'মধুবন' মথুরা আখ্যান॥

—: তথাহি স্কান্দে মথুরাখণ্ডে :—

মধোর্বনং প্রথমতো যত্র বৈ মথুরাপুরী। মধুদৈত্যো হতো যত্র হরিণা বিশ্বমূর্ত্তিনা॥

অনুবাদ :—প্রথমে মধুদৈত্যের বন—যেখানে মথুরাপুরী বিরাজিত এবং যথায় বিশ্বরূপী শ্রীহরি মধু দৈত্যকে বধ করিয়াছিলেন। এইবন যাহারা দর্শন করিাছেন এবং নাম শ্রবণ করিয়াছেন কিম্বা সেবা করিয়াছেন অথবা মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন পৃথিবীতে তাহারাই ধন্য। শ্রীহরির প্রিয় এই মধুবনে কিছুই দুর্লভ নহে। যাহারা এই বনে আগমন করিয়াছে তাহাদের সকল অভীষ্ট অচিরেই লাভ হইয়া থাকেন।

—ঃ তথাহি শ্রীমথুরা মাহাত্ম্যে ঃ—

রম্যং মধুবনং নাম বিষ্ণুস্থানমনুত্তমম্। যদ্ দৃষ্ট্বা মনুজো দেবী ! সর্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥

অনুবাদ ঃ—'মধুবন' নামে রমণীয় বিষ্ণুস্থান অত্যুত্তম। এই বন দর্শন করিলে লোকের সমস্ত অভীষ্ট লাভ হয়।

তাড়সি ও শ্রীতালবন

শ্রীমধুবন হইতে তিন কিঃমিঃ দক্ষিণে তাড়সি গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামের প্রাচীন নাম তাল-বন। গ্রামের পশ্চিমে তালবন কুণ্ড বিগ্যমান। কুণ্ডের পূর্ব্বতীরে শ্রীবলদেকজীউর মন্দির বিরাজিত। ইহা ছাড়া এইস্থানে বহু তালবৃক্ষ, শ্রীমহাদেবজী ইত্যাদি দর্শনীয়। শ্রীবলরাম এইস্থানে ধেনুকাসুরকে বধ করিয়াছেন।

ধেনুকাসুরের মুক্তি

গন্ধমাদন পর্ব্বতের এক গুহায় ঋষি দুর্ব্বাসা ধ্যান করিতেন। বিরোচননন্দন বলির সাহসিক নামে এক পুত্রছিল। তিনি সেই পর্ব্বতে অযুত কামিনীর সহিত ক্রীড়া করিতে থাকিলে ঋষির ধ্যান ভঙ্গ হইয়া যায়। তাহাতে ঋষি অভিশাপ দিলেন যে-রে গর্দ্দভাকার দুর্ম্মতে ! তুই গর্দ্দভ হইয়া ভূতলে অবস্থান কর। অভিশাপ শুনিয়া সাহসিক ঋষির চরণে মুক্তির জন্য প্রার্থনা জানাইলে, ঋষি প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন যে—দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম অবতীর্ণ হইবেন। সেই সময় তোমার মুক্তিপদ লাভ হইবে।

সেই সাহসিক নামক অসুর শ্রীবৃন্দাবনস্থ তালবনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। একদিন সখাগণ শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন যে—গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের অনতিদূরে বহুতর তালতরুতে সমাকীর্ণ একটি সুমহৎ কানন আছে। সেই কাননে স্বপক্ক প্রচুরতর তালফল পতিত হইতেছে ও পতিত হইয়া রহিয়াছে কিন্তু দুরাত্মা ধেনুকাসুর কর্ত্তৃক সে সমস্ত তালফল অবরুদ্ধ হইয়া আছে। সেই অসুর নরমাংস ভোজী এবং অত্যন্ত বলশালী, অতএব হে সখা আমাদিগকে সেই সকল ফল প্রদান করুণ। এইপ্রকার কথা শুনিয়া সুহৃদগণের প্রিয়-কার্য্য করিবার জন্য শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ সেখানে গমন করিলেন, বলরাম তালবনে প্রবিষ্ট হইয়া মহাবলে বাহুদ্বয় দ্বারা তালবৃক্ষ সকলকে কম্পিত করিয়া তালফল সকলকে পাতিত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাল-পতনের শব্দ শ্রবণ করিয়া গর্দ্দভাকার ধেনুকাসুর তথায় আগমন করিলেন এবং পশ্চাদ্ভাগের পদদ্বয় দ্বারা বলদেবের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। পুনরায় আঘাত করিতে উদ্ধত হইলে, শ্রীবলরাম ধেনুকাসুরের পদদ্বয় একহস্ত দ্বারা তুলিয়া লইয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে তালবৃক্ষের উপরে নিংক্ষেপ করিলেন। সেই ধেনুকাসুরের আঘাতে তালবৃক্ষ ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং অসুরের প্রাণ বহির্গত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। ধেনুকাসুরের নিধন সংবাদ শ্রবণ করিয়া জ্ঞাতিবর্গ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষণ শব্দ করিতে করিতে রাম ও কৃষ্ণের প্রতি ধাবিত হইলে, শ্রীবলরাম সেই সকল গর্দ্দভরূপী অসুরগণকে পেছনের পদদ্বয়

গ্রহণ করিয়া তালবৃক্ষের উপর নিক্ষেপ করিতে করিতে বিনাশ প্রাপ্ত করিয়াছিলেন। এইভাবে সেই স্থানের অসুরগণকে বিনাশ প্রাপ্ত করিয়া সমস্ত ব্রজবাসীগণকে নিরাপদে তালফল ভক্ষণ করাইয়াছিলেন।

এই লীলাটি শ্রীকৃষ্ণের ছয়বৎসর বয়ঃক্রম কালে ভাদ্রমাসে হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বে প্রহ্লাদকে বর প্রদান করিয়াছেন যে—তোমার বংশ আমার হস্তে বধ হইবে না। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে শ্রীবলরামের দ্বারা বধ করাইয়াছিলেন।

নগরী

রামপুর হইতে দেড় কিঃমিঃ দূরে নগরী গ্রাম অবস্থিত।

বেরুকা

উঁচাগ্রাম হইতে দুই কিঃমিঃ দূরে বেরুকা গ্রাম বিদ্যমান :

নবীপুর

উসফার হইতে দুই কিঃ মিঃ দূরে নবীপুর গ্রাম অবস্থিত

কদরবন ও শ্রীকুমুদবন

নাগরী হইতে দুই কিঃমিঃ পশ্চিমে এবং শ্রীতালবন হইতে দুই মাইল দূরে শ্রীকদরবন বিদ্যমান এই বনের প্রাচীন নাম শ্রীকুমুদবন। এই বনে শ্রীকুমুদকুণ্ড শোভা বর্দ্ধন করিতেছেন। প্রস্ফুটিত কুমুদে তাহা সতত সুশোভিত। ভ্রমর ভ্রমরী সেই কুমুদের মধুপানে নিয়ত নিরত। নানাবর্ণের বৃক্ষ কুণ্ডটির চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত। সখাগণের সমভিব্যাহারে শ্রীকৃষ্ণ এইস্থানে সতত বিহার করিয়াথাকেন। সেইজন্য এই বনের নাম শ্রীকুমুদবন। মানবগণ এই বনে আগমন করিলে বিষ্ণুলোকে পূজিত হয়। এইস্থানে শ্রীকপিলদেব, শ্রীবল্লভাচার্য্যের উপবেশন স্থান ইত্যাদি দর্শনীয়।

—ঃ তথাহি আদিবরাহে ঃ—

কুমুদবনমেতচ্চ তৃতীয়বনমুত্তমম্। যত্র গত্বা নরো দেবি মম লোকে মহীয়তে॥

অনুবাদ ঃ—হে দেবি! এই কুমুদবন তৃতীয়বন ও উত্তম, যথায় গমন করিয়া লোক আমার ধামে পূজ্য হইয়া থাকে।

—ঃ তথাহি শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থে ঃ—

দেখহ কুমুদবনে কৃষ্ণের চরিত। এই খানে খেলা খেলে বালক সহিত॥
শ্রীদাম সুবল গোষ্ঠে মুখ্য দুই জন। বালকে বালকে খেলা কন্দল তখন॥
কন্দলিয়া নাম স্থান তেঞিত ইহার। কহিল কুমুদ নাম বনের বিহার॥

উসফার

তালবন হইতে তিন কিঃ মিঃ দূরে উসফার গ্রাম অবস্থিত।

উচাঁগ্রাম

কুমুদবন হইতে দেড় কিঃ মিঃ উত্তরে উচাঁগ্রাম অবস্থিত।

হকীমপুর

উচঁাগ্রাম হইতে এক কিঃ মিঃ উত্তরে হকীমপুর বিদ্যমান।

নগলা গুজর

হকীমপুর হইতে এক কিঃ মিঃ উত্তরে নগলা গুজর অবস্থিত।

চেনপুর

বসই হইতে এক কিঃ মিঃ দূরে চেনপুর অবস্থিত।

সাইপুরা গ্রাম

সঁসা গ্রাম হইতে দুই কিঃ মিঃ পূর্ব্ব দক্ষিণাংশে সাইপুরা গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামে শ্রীরাধা-কৃষ্ণ মন্দির বিদ্যমান।

সখাসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ করিয়া। এইস্থানে খেলা করে মহা হরসিয়া॥
সখীগণ খেলাকরে সই সই ভাবে। রাধিকা সবার শ্রেষ্ঠ সাইপুরা গ্রামে॥

বসা নগলা

সাইপুরা গ্রাম হইতে এক কিঃমিঃ বায়ুকোণে বসা নগলা অবস্থিত। অল্পকিছু পরিবার নিয়ে তাহারা সুন্দর ভাবে কালাতিপাত করিতেছেন।

বসাই

সঁসা গ্রামের পূর্ব্বভাগে বসাই গ্রাম অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত গোপী আছে এবং শ্রীকৃষ্ণ সকলকে ভালবাসেন। কিন্তু এক এক গোপী মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে—যদি কোন প্রকারে শ্রীকৃষ্ণকে বস করিতে পারি তবে আমাকেই বেশী ভাল বাসিবেন। এই প্রকার গোপীগণ চিন্তা করিতে থাকিলে স্থানের নাম বসাই গ্রাম বলিয়া বিখ্যাতলাভ করিতেছেন। গ্রামে শ্রীমহাদেব মন্দির দর্শণীয়।

সঁসা গ্রাম

মাধুরীকুণ্ড হইতে আড়াই কিঃ মিঃ দক্ষিণ পার্শ্বে সঁসা গ্রাম অবস্থিত। গ্রামের দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রীমহাদেব মন্দির বিরাজিত।

মাধুরীকুণ্ডের দক্ষিণ পার্শ্বে সঁসা গ্রাম হয়। তাহার মধ্যে রাধাকৃষ্ণ সুখে বিলসয়॥

নগলা ছাঙ্গা

বাদাই হইতে দুই কিঃমিঃ উত্তরে ছাঙ্গানগলা অবস্থিত। গ্রামের পার্শ্বে শ্রীমহাদেব মন্দির বিরাজিত। স্থায়ী ব্রজবাসীগণ বিদেশী বৈষ্ণব ও ভক্তগণকে অনেক আদর-যত্ন করিয়া থাকেন।

বাদার গ্রাম

মুরীয়া নগলা হইতে তিন কিঃমিঃ উত্তর পশ্চিমাংশে বাদার গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামে শ্রীমহা-দেব ও শ্রীহনুমান মন্দির বিরাজিত।

মুরিয়া নগলা

সাইপুরা হইতে তিন কি মিঃ পশ্চিমে মুরিয়া নগলা অবস্থিত। অল্পকিছু পরিবার নিয়ে গ্রামটি সুন্দরভাবে সুশোভিত।

আড়িং গ্রাম

শ্রীগোবর্দ্ধন হইতে চার মাইল পুর্ব্বে এবং দতিহা হইতে পাঁচ মাইল পশ্চিমে আড়িং গ্রাম অবস্থিত। গ্রামের পার্শ্বে যে অরিষ্টাসুরের টীলা বিদ্যমান সেই টীলা হইতে অরিষ্টাসুর উৎপন্ন হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করিবার জন্য শ্রীরাধাকুণ্ডে গমন করিয়াছিলেন। গ্রামের উত্তর পার্শ্বে কেলিকুণ্ড বিদ্যমান। কেলিকুণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীরাধারাণীর সহিত অদ্যাপিও জলকেলি করিতেছেন। কুণ্ডের তীরে শ্রীগঙ্গাজী মন্দির, রাসবেদী, বংশীবট এবং শ্রীবিহারীজী মন্দির দর্শনীয়। গ্রামের উত্তর পার্শ্বে কমলকুণ্ড বিরাজিত। এইকুণ্ডে অদ্যাপিও কমলপুষ্প দর্শনের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ যে বিরাজ করিতেছেন তাহার প্রমাণ হিসাবে সাক্ষী প্রদান করিতেছেন। ইহা ছাড়াও গ্রামে শ্রীগোপালজী মন্দির, শ্রীরাধারমণ মন্দির, শ্রীসত্যনারায়ণ মন্দির, শ্রীদাউজী (বড়) মন্দির, শ্রীদাউজী (ছোট) মন্দির ইত্যাদি বিরাজিত।

বরিফা গ্রাম

আড্ডাপালি হইতে তিন কিঃমিঃ এবং আড়িং গ্রাম হইতে ছয় কিঃ মিঃ দক্ষিণাংশে বরিফা গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দির দর্শনীয়। এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণ সখাগণ সঙ্গে বিভিন্ন প্রকার মিষ্টিদ্রব্য ভোজন করিয়াছেন।

নগলা রামপুর

আড়িং গ্রামের দক্ষিণ ভাগে নগলা রামপুর অবস্থিত।

মাধুরীকুণ্ড গ্রাম

আড়িং হইতে চার কিঃ মিঃ পূর্ব্ব দক্ষিণাংশে মাধুরীকুণ্ড গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামে রাধারাণীর প্রিয়সখী মাধুরী বসবাস করিয়াছিলেন তাঁহার নামানুসারে গ্রামের নাম মাধুরীকুণ্ড গ্রাম। মাধুরী সখী শ্রীরাধাকৃষ্ণকে বিভিন্ন প্রকার ফুলের দ্বারা নিত্য শৃঙ্গারাদি করিয়া থাকেন। গ্রামের পার্শ্বে শ্রীমাধুরীকুণ্ড বিদ্যমান। এই কুণ্ডে স্নান করিলে বহুজন্মের সঞ্চিত পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। কুণ্ডের তীরে শ্রীমাধুরীমোহন মন্দির বিরাজিত।

জচোদা

আড়িং হইতে আড়াই কিঃ মিঃ পূর্ব্বাংশে জচোদা গ্রাম অবস্থিত।

মোরা

সাকনা হইতে দুই কিঃমিঃ উত্তরে এবং খামনী হইতে ২.৭ কিঃমিঃ দক্ষিণে মোরা গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীরাম-সীতা মন্দির বিরাজিত। একদা শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার সহিত মিলিত হইলে তাঁহাদের চারি-

দিক বেষ্টন করিয়া ময়ূরগণ আনন্দে পুচ্ছ বিস্তার করিয়া নৃত্য করিতেছিলেন। সেই অবধি এই গ্রামের নাম ময়ূর। বর্তমানে এই গ্রাম মোরা নামে পরিচিত। মোরাগ্রাম হইতে দেড় কি:মি: দূরে নগলা মোরা অবস্থিত।

—: তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকরে :—

ঐ যে ময়ূর গ্রাম—কৃষ্ণ ঐ খানে। দেখে ময়ূরের নৃত্য প্রিয়াগণ-সনে॥
কি অপূর্ব্ব! লক্ষ লক্ষ ময়ূর-মণ্ডলী। রাই-কানু-পানে চায় উর্দ্ধে পুচ্ছ তুলি॥
ময়ূরের মধ্যে রাই-কানু বিলসয়। নাচয়ে নাচায়—কি অদ্ভুত হর্ষোদয়॥
চতুর্দ্দিকে করতালি দিয়া সখীগণ। দেখয়ে অদ্ভুত শোভা ভুবনমোহন॥

জখীনগাঁও

আড়িং হইতে আড়াই কি:মি: উত্তর পূর্ব্বাংশে এবং বসতি হইতে আড়াই কি:মি: দক্ষিণ পূর্ব্বাংশে জখীনগাঁও অবস্থিত। এই গ্রামের দ্বিতীয নাম দক্ষিণ গ্রাম। এইস্থানে রাধারাণী দক্ষিণ্য ভাব প্রকাশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিলাসাদি লীলা করিয়াছিলেন। গ্রামে রেণুকা কুণ্ড, রেবতী কুণ্ড, বলভদ্র কুণ্ড, জমদগ্নি কুণ্ড, কছরবন কুণ্ড অত্যন্ত সুন্দর দর্শনীয়। কুণ্ডগুলিতে অদ্যাপিও বিভিন্ন প্রকারের পক্ষি (বক, হংস ইত্যাদি) বিচরণ করিয়া শোভা বিস্তার করিতেছেন। এই গ্রামে শ্রীবলদেবজীউর মন্দির, শ্রীদাউজী মন্দির বিরাজিত।

—: তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকর হইতে :—

ঐ দেখ দক্ষিণ-গ্রামাদি কথোদূরে। ও-সব স্থানেতে কৃষ্ণ আনন্দে বিহরে॥
দক্ষিণ গ্রামেতে কৃষ্ণ রঙ্গে বিলসয়। দক্ষিণ নায়িকা-ভাব ব্যক্ত অতিশয়॥

তোষ গ্রাম

জখীনগাঁও হইতে দুই মাইল ঈশান কোণে এবং রাল হইতে তিন কি: মি: দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে তোষ গ্রাম অবস্থিত। জনশ্রুতি :—শ্রীকৃষ্ণের এক প্রিয়নর্ম সখার নাম তোষ তিনি শ্রীকৃষ্ণকে এইস্থানে নানাপ্রকার নৃত্য-কলা শিক্ষা প্রদান করাইয়াছিলেন, সেইজন্য এই গ্রামের নাম তোষগ্রাম। গ্রামের পূর্ব্বভাগে শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দির এবং তোষকুণ্ড, কুণ্ডের তীরে শ্রীরাধারমণ মন্দির বিরাজিত।

—: তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকর হইতে :—

বসতি নিকট রাম-কৃষ্ণ-তোষ-স্থানে। মহাতোষে বিলসে সকল সখাগণে॥

হরিপোরা নগলা

জখীনগাঁও হইতে দেড় কি: মি: পূর্ব্বে হরিপোরা নগলা অবস্থিত। অল্পকিছু পারবার নিয়ে গ্রামটি সুসজ্জিত। শ্রীহরি এইস্থানে নিত্যলীলা করিতেছেন।

এই দেখ হরিপোরা গ্রাম মহারঙ্গে। নিত্য বিহরয়ে হরি সখীগণ সঙ্গে॥

ভূতপুরা নগলা

হরিপোরা নগলা হইতে এক কিঃ মিঃ উত্তরে ভূতপুরা নগলা অবস্থিত। এইস্থানে ভগবান্ কোন এক ভূতকে মুক্তিপদ লাভ করাইয়াছিলেন, সেইজন্য এই গ্রামের নাম ভূতপুরা। গ্রামের পার্শ্বে ভূতকুণ্ড এবং কুণ্ডেশ্বর মহাদেব বিরাজিত।

বিহারবন

তোষ গ্রাম হইতে দেড় কিঃ মিঃ পশ্চিমে বিহারবন অবস্থিত। অল্পকিছু পরিবার নিয়ে গ্রামটি পরিশোভিত। শ্রীকৃষ্ণ কোন একদিন এই গ্রামে এক এক গোপীকাগণের সহিত এক এক কৃষ্ণ হইয়া একই সময়ে বিহার করিয়াছিলেন, সেইজন্য এই গ্রামের নাম বিহারবন। গ্রামে শ্রীবনবিহারী মন্দির বিরাজিত।

নির্দিষ্ট সময়ে কৃষ্ণ এই বন মধ্যে। বিহার করিয়াছিল্ সখীগণ সঙ্গে ॥
সেইজন্য এই গ্রামের নাম বিহার বন। বর্তমানে দৃষ্টিগোচর হয় অনুক্ষণ ॥

পেষাই নগলা

বিহারবন হইতে এক কিঃ মিঃ পশ্চিমে পেষাই নগলা অবস্থিত। অল্পকিছু পরিবার নিয়ে একটি বস্তি গঠিত হইলে তাহাকে ব্রজবাসীগণ নগলা বলিয়া থাকেন।

অসগরপুর

দতীয়া হইতে এক কিঃ মিঃ পূর্ব্বভাগে অসগরপুর অবস্থিত। গ্রামে শ্রীহনুমানজী এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দির বিরাজিত।

অরহস

বাটী হইতে দেড় কিঃ মিঃ পূর্ব্ব-দক্ষিণাংশে অরহস গ্রাম অবস্থিত।

ফেচরী

সাকনা হইতে আড়াই কিঃ মিঃ পূর্ব্ব-দক্ষিণাংশে ফেচরী গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীহনুমানজী মন্দির বিরাজিত।

সকনা

বাটীগ্রাম হইতে দুই কিঃ মিঃ পশ্চিম-দক্ষিণাংশে সকনা গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীদাউজী মন্দির বিরাজিত।

সাতোহা

খামনী হইতে তিন কিঃ মিঃ পূর্ব্বভাগে সাতোহা গ্রাম অবস্থিত। শ্রীশান্তনু মহারাজ পুত্র কামনায় এইস্থানে শ্রীসূর্য্যদেবের আরাধনা করিয়াছিলেন। সেই শান্তনু মহারাজের নামানুসারে এই গ্রামের নাম সাতোহা বলিয়া পরিচিত। এইস্থানে শ্রীশান্তনু কুণ্ড, শ্রীবিহারীজী মন্দির, শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দির ও শ্রীরামসীতা মন্দির বিরাজিত।

—ঃ তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থ হইতেঃ—

দেখহ 'সাতোঞা'-গ্রাম-কুণ্ড সুনির্মল। শান্তনু মুণির এই তপস্যার স্থল॥

নগলা বোহরা

সাতোহা হইতে দুই কিঃমিঃ দক্ষিণাংশে নগলা বোহরা অবস্থিত।

বাকলপুর

সাতোহা হইতে এক কিঃ মিঃ উত্তরে বাকলপুর গ্রাম বিদ্যমান। গ্রামে শ্রীহনুমান মন্দির বিরাজিত।

পালীখড়া

মহোলী হইতে দুই কিঃ মিঃ উত্তরে পালীখড়া গ্রাম অবস্থিত।

গিরধরপুর

পালীসেরার পার্শ্বে গিরধরপুর অবস্থিত।

নো-গ্রাম

সালেমপুর হইতে এক কিঃ মিঃ উত্তরে নো-গ্রাম অবস্থিত।

সালেমপুর

বেরুকা হইতে অর্দ্ধ কিঃ মিঃ পূর্ব্বভাগে সালেমপুর গ্রাম অবস্থিত।

মারাম নগর

মহোলী হইতে দেড় কিঃ মিঃ দূরে মারাম নগর অবস্থিত।

খামনী

মোরা হইতে দুই কিঃমিঃ দক্ষিণে খামনী গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীগোপালজী উ মন্দির, খামনী কুণ্ড এবং কুণ্ডেশ্বর মহাদেব বিরাজিত।

জুনসুটী

খামনী হইতে দুই কিঃ মিঃ দক্ষিণে জুনসুটী গ্রাম বিদ্যমান।

নগলা কাশী

খামনী হইতে দেড় কিঃ মিঃ দূরে নগলা কাশী অবস্থিত।

দতীয়া

মোর গ্রামের সওয়া মাইল অগ্নিকোণে এবং খামনী হইতে এক কিঃমিঃ পূর্ব্বভাগে দতীয়া গ্রাম অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ এইস্থানে দন্তবক্রকে বধ করিয়া যমুনার পরপারে গরুই নামক স্থানে পিতা শ্রীনন্দ-মহারাজের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। গ্রামে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি অত্যন্ত সুন্দর দর্শনীয়। দতীয়ার পার্শ্বে অসগরপুর অবস্থিত।

গণেশরা

সাতোহা হইতে দুই মাইল ঈশান কোণে গণেশরা গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামের বায়ুকোণে গন্ধেশ্বরা কুণ্ড, শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দির, শ্রীগিরিরাজ মন্দির বিরাজিত। এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণ গন্ধদ্রব্য ব্যবহার করিয়াছিলেন সেইজন্য এইস্থানের নাম গণেশরা বলিয়া পরিচিত। গণেশরার পার্শ্বে বাজনা স্থান অবস্থিত।

—ঃ তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থেঃ —

দূর হইতে কহে-দেখ 'গন্ধেশ্বর স্থান'। কৃষ্ণ গন্ধদ্রব্য পরে—তেঁই এ আখ্যান॥

কোঁটা

ছেড়রা গ্রাম হইতে এক কিঃ মিঃ পশ্চিমে এবং জি, টি, রোড হইতে ০.৫০০ কিঃ মিঃ দূরে কোঁটা গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে সিদ্ধ শ্রীহনুমান মন্দির বিরাজিত।

বাটী / বহুলাবন

ছটীকরা হইতে চার কিঃ মিঃ পশ্চিম-দক্ষিণাংশে এবং সাকনা হইতে দুই কিঃ মিঃ উত্তরে বাটী গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামের প্রাচীন নাম বহুলাবন। এই বনই সর্ব্বোত্তম পঞ্চমবন। বহুলাবন নাম হইবার কারণ—কোন কৃষ্ণভক্ত ব্রাহ্মণের একটি গাভী চরিতে চরিতে বহুলাবনে আসিলে একটি ব্যাঘ্র তাহাকে আক্রমন করে। গাভী তাহার ক্ষুধার্ত্ত বৎসকে দুগ্ধপান করাইয়া অতিশীঘ্রই প্রত্যাবর্ত্তন করিবে বলিয়া ব্যাঘ্রের নিকট প্রতিশ্রুতি হয়। গাভী বৎসের নিকট গিয়া বলিল—বৎস তোমার যত ইচ্ছা দুগ্ধ পান কর এই তোমার শেষ দুগ্ধ পান, কারণ গামি ব্যাঘ্রের নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়াছি। তাহা শুনিয়া বৎস বলিল—তুমি যেরূপ ব্যাঘ্রের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছ আমিও সেইরূপ প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে—তোমাকে না বাঁচাতে পারিলে আমিও একবিন্দু দুগ্ধ খাইব না। ব্রাহ্মণ গাভী ও বৎসের সঙ্কল্প জানিতে পারিয়া গাভী ও বৎসকে লইয়া ব্যাঘ্রের নিকট গমন করিলে ব্যাঘ্র গাভী বৎস ও ব্রাহ্মণকে উপস্থিত দেখিয়া ব্যাঘ্র বলিল আমি একজনকেই খাইব বলিয়াছি, তিনজনকে খাইব বলি নাই, বৎস ও ব্রাহ্মণ বলিল বহুলা গাভীকে আমাদের নিকট হইতে বিদায় দিলে আমরাও তোমার নিকট আত্মোৎসর্গ করিব। এদিকে ব্রাহ্মণের শ্রীকৃষ্ণ সেবার গাভীর এই প্রকার সঙ্কটাপন্ন অবস্থার কথা জানিতে পারিয়া শ্রীকৃষ্ণ তথায় শ্রীনারদকে পাঠাইলেন। নারদ শ্রীকৃষ্ণের নিকট গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলে শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ সেইস্থানে গমন করত ব্যাঘ্রকে নিধন করিয়া গাভী প্রভৃতিকে রক্ষা করিয়াছিলেন। গ্রামের উত্তরে শ্রীবহুলাকুণ্ড, এই কুণ্ডের উত্তরাংশে শ্রীকৃষ্ণকুণ্ড ইহাছাড়া শ্রীবল্লভাচার্য্যের উপবেশন স্থান, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির, শ্রীবহুলানামক গাভীর স্থান, শ্রীকুণ্ডেশ্বর মহাদেব ইত্যাদি দর্শনীয়।

ছটীকরা

বাটীগ্রাম হইতে চার কিঃ মিঃ পূর্ব্বভাগে কিঞ্চিৎ উত্তর দিশায় এবং জৈত গ্রাম হইতে আড়াই কিঃ মিঃ দক্ষিণভাগে ছটীকরা গ্রাম অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণের যমলার্জ্জুন ভঞ্জনের পর শ্রীব্রজরাজনন্দ মহাবন

পরিত্যাগ করিয়া এইস্থানে কয়েক বৎসর যাবৎ বসবাস করিয়াছিলেন। এইস্থানে অবস্থান কালে শ্রীকৃষ্ণ একদিন সখাগণ সঙ্গে গোচারণ করিতে বনে গমন করিলেন। সেই সময় কংস প্রেরিত বকাসুর শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করিতে চেষ্টা করিলে, নিজেই নিহত হইয়াছিলেন।

শ্রীগরুড় গোবিন্দ

ছটীকরা গ্রামের এক কিঃ মিঃ উত্তর-পূর্ব্বাংশে গরুড় গোবিন্দ অবস্থিত। এইস্থানে শ্রীগরুড় গোবিন্দ মন্দির বিরাজিত। এইস্থানে এই নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে—

প্রথমতঃ

শ্রীরাম অবতারে ইন্দ্রজিৎ কর্ত্তৃক শ্রীরামচন্দ্র নাগ পাশে বদ্ধ হইলে শ্রীগরুড় শ্রীরামের বন্ধন মোচন করিয়াছিলেন। তদবধি শ্রীরামচন্দ্রের ভগবত্বা সম্বন্ধে গরুড়ের কিছু সন্দেহ হয়। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ অবতারে গরুড় শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে আসিয়া ব্রজময় শ্রীকৃষ্ণের বিভূতি দর্শন করিতে লাগিলেন, ইহাতে গরুড় নিতান্ত বিস্মিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের মায়া জানিতে পারিয়া অতি আর্ত্তনাদে তাঁহার শরণ গ্রহণ করেন এবং বিবিধ স্তুতিতে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভ করেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ গরুড়কে আশ্বাস প্রদান করতঃ তাহার স্কন্ধে আরোহন করিয়া বলিলেন আজ হইতে তোমার নাম আমার নামের অগ্রে উচ্চারিত হইবে এবং আমাদের এই বিগ্রহের নাম শ্রীগরুড় গোবিন্দ বলিয়া সর্ব্বসাধারণের বিদিত হইবে।

দ্বিতীয়তঃ

কোন একদিন শ্রীদাম শ্রীগরুড়ে রূপ ধারণ করিয়া খেলা করিতেছিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভূজ নারায়ন রূপ প্রকাশ করিয়া তাঁহার স্কন্ধে আরোহন করিয়াছিলেন, এইহেতু শ্রীগরুড় গোবিন্দ নাম প্রকাশ হইল।

—ঃ তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকরে ঃ—

গরুড় গোবিন্দ' এই-দেখ শ্রীনিবাস। এথা করিলেন কৃষ্ণ অদ্ভুত বিলাস ॥
শ্রীদাম গরুড় হৈয়া খেলয়ে আনন্দে। চতুর্ভূজ গোবিন্দ চড়য়ে তা'র স্কন্ধে ॥
গরুড় গোবিন্দ দুঁহু শোভা অতিশয়। এই হেতু 'গরুড় গোবিন্দ' নাম কয় ॥

—ঃ তথাহি শ্রীলঘুভাগবতামৃতে ঃ—

শ্রীদাম্নি তার্ক্ষ'ত্বং প্রাপ্তে সোঽপি চতুর্ভূজ ইত্যাদি—

অনুবাদ ঃ—শ্রীদাম গরুড়রূপ ধারণ করিলে শ্রীকৃষ্ণও চতুর্ভূজ নারায়ণরূপ প্রকাশ করিলেন ইত্যাদি।

সুনরস

ছটীকরা হইতে তিন কিঃ মিঃ উত্তর-পূর্ব্বাংশে সুনরস গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামের পুর্ব্বভাগে শ্রীযমুনার তটে নগলাকোক অবস্থিত। সুনরস গ্রামে শ্রীসৌভরী মুণির তপস্যা স্থল বলিয়া পরিচিত।

নারায়ণপুর

সুনরস হইতে এক কিঃমিঃ দূরে নারায়ণপুর অবস্থিত। একদিন এইস্থানে সখীগণের সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনারায়ণরূপ প্রকাশ করিলেন। কারণ তাহাদের অভিলাস ছিল যে—তুমি শ্রীগরুড়জীউর মনস্কামনা কি ভাবে পূরণ করিলে তাহা আমাদের সম্মুখে শ্রীনারায়ণরূপ প্রকাশ না করিলে কিছুই বিশ্বাস করিব না।

আঠাস

সকরায়া হইতে দেড় মাইল দক্ষিণে আঠাস গ্রাম অবস্থিত। এইস্থানে শ্রীঅষ্টাবক্র মুনির তপস্যা স্থল বলিয়া সর্ব্বসাধারণের পরিচিত।

জোনাই

পরখম হইতে এক কিঃ মিঃ পূর্ব্বভাগে জোনাই গ্রাম অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ অঘাসুরকে বধ করিয়া এইস্থানে সখাগণ সঙ্গে ভোজন করিয়াছিলেন।

দেবী আঠাস

এইগ্রাম আঠাস গ্রামের এক মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণের ভগ্নী এবং শ্রীযশোদার কন্যা শ্রীএকোনংশা দেবীর গ্রাম। দেবী এইস্থানে অষ্টভূজারূপে বিরাজ করিতেছেন। একোনংশা দেবীর অপর নাম শ্রীবিন্ধ্যবাসিনী। শ্রীবিন্ধ্যাচলে পর্ব্বতোপরি অষ্টভূজারূপে বিরাজিত।

জৈত

ছটীকরা হইতে আড়াই কিঃ মিঃ উত্তরে জৈত গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীহনুমানজীউর মন্দির দর্শনীয়। শ্রীকৃষ্ণ অঘাসুরকে বধ করিলে স্বর্গ হইতে দেবগণ "জয় জয়" ধ্বনি করিয়া শ্রীকৃষ্ণের উপরে পুষ্পবর্ষণ করিয়াছিলেন। সেইজন্য এই গ্রামের নাম জৈত বলিয়া পরিচিত।

—ঃ তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকরে ঃ—

এথা পুষ্প বর্ষে দেব, জয়ধ্বনি করে। এ হেতু 'জয়েত'—গ্রাম কহয়ে ইহারে॥

সকরায়া

রামতাল হইতে তিন কিঃ মিঃ এবং দেবী আঠাস হইতে দুই কিঃ মিঃ উত্তরে সকরায়া গ্রাম অবস্থিত।

মঘেরা

বাটীগ্রাম হইতে চার কিঃ মিঃ উত্তরে মঘেরা গ্রাম অবস্থিত। অক্রূর মহাশয় যখন শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে ব্রজ হইতে মথুরায় লইয়া যায় তখন এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণ বিরহে ব্রজবাস রমণীগণ মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন। সেইজন্য এই স্থানের নাম মঘেরা বলিয়া পরিচিত। গ্রামে শ্রীদাউজী মন্দির বিরাজিত।

—ঃ তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকরে ঃ—

এই দেখ 'মঘহেরা'—গ্রাম— ওইখানে। কৃষ্ণের গমন পথ হেরে সর্বজনে॥
যেরূপ ব্যাকুল সবে—কহিলে না হয়। এবে লোকে 'মঘেরা' ইহার নাম কয়॥

রাল গ্রাম

জনতি হইতে চার কিঃ মিঃ পূর্ব্বে রালগ্রাম অবস্থিত। শ্রীনন্দমহারাজ যখন কংসের অত্যাচারে সটিঘরায় অবস্থান করিতেছিলেন, তখন সটিঘরা হইতে রাল পর্য্যন্ত তাঁহার বাসস্থানের সীমানা ছিল। গ্রামের পূর্ব্বাংশে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির। পশ্চিমাংশে শ্রীবলরাম কুণ্ড, কুণ্ডতটে শ্রীকুণ্ডেশ্বর মহাদেব বিরাজিত। তৎপশ্চিমে শ্রীবলরাম মন্দির। উত্তরাংশে শ্রীরাবরী কুণ্ড, কুণ্ডতীরে শ্রীবিহারীজী মন্দির।

—ঃ তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকরে ঃ—

ষষ্ঠীকরা, রাওল পর্য্যন্ত নন্দ রহে। 'রাওল' গ্রামের নাম এবে 'রাল' কহে ॥

জনতি / জুহ্লেদি গ্রাম

বসতি গ্রাম হইতে দেড় কিঃ মিঃ পূর্ব্বে জনতি গ্রাম অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়নর্ম্ম সখী জন্মমতী এই গ্রামে অবস্থান করিয়াছিলেন তাঁহারই নামানুসারে এই গ্রামের নাম জনতি গ্রাম হইয়াছে। গ্রামের পূর্ব্বভাগে সূর্য্যকুণ্ড অবস্থিত। কুণ্ডের তীরে শ্রীকিশোরী রমণ মন্দির এবং শ্রীরাধাবিহারী মন্দির দর্শনীয়।

মটালি নগলা

রাল হইতে দুই কিঃ মিঃ পশ্চিমে মটালি নগলা অবস্থিত। অল্পকিছু পরিবার নিয়ে এই বস্তিটি সুসজ্জিত।

ভদাল

বড়োতা হইতে দুই কিঃ মিঃ উত্তরে ভদাল গ্রাম অবস্থিত। এইগ্রাম শ্রীভদ্রা যূথেশ্বরীর স্থান. গ্রামে শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দির এবং শ্রীহনুমান মন্দির বিরাজিত। এইগ্রামের অপর নাম ভাদার।

—ঃ তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকরে ঃ—

হের দেখ 'ভদায়র'—নাম গ্রাম হয়। এইখানে ভদ্রা যূথেশ্বরী বিলসয় ॥

নগলা নেতা

ভাদাল হইতে এক কিঃ মিঃ উত্তরে নগলা নেতা অবস্থিত।

বড়োতা

শিবাল হইতে আড়াই কিঃ মিঃ পূর্ব্ব—দক্ষিণাংশে বড়োতা গ্রাম অবস্থিত।

কোহ্নাই গ্রাম

শ্রীরাধাকুণ্ড হইতে উত্তর-পূর্ব্বকোণে সাড়েতিন কিঃ মিঃ এবং ভাদার হইতে দেড় মাইল পশ্চিমে কোহ্নাই গ্রাম বিদ্যমান। এই গ্রামের পূর্ব্বনাম কেঙনাই গ্রাম। একদিন শ্রীকৃষ্ণ বনে গোচারণ করিতে করিতে এইস্থানে উপস্থিত হইলেন. এবং হঠাৎ শ্রীমতি রাধারাণীর কথা মনে পড়িলে ঘুরিতে ঘুরিতে দূতীকে দর্শন লাভ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ রাধারাণীকে উদ্দেশ্য করিয়া দূতীকে বলিতে লাগিলেন যে— 'এই স্থানে কেও নাই ?' সেই অনুসারে এইস্থানের নাম কোহ্নাই গ্রাম।

—ঃ তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে ঃ—

এই আগে দেখহ 'কেঙনাই'—নামে গ্রাম। এথা রাই-বিহনে ব্যাকুল ঘনশ্যাম ॥
কেঙনা আই দূতীরে শ্রীকৃষ্ণ পুছয়। এ হেতু কেঙনাই—এবে কোনাই কহয় ॥

গ্রামে শ্রীশ্যামসুন্দর মন্দির, শ্রীগোপালজী মন্দির, শ্রীগিরিরাজ ও হনুমান মন্দির (কেমারী মন্দির), এবং কোন্থাই কুণ্ড বিরাজিত।

বসতি গ্রাম

শ্রীরাধাকুণ্ড হইতে সাড়ে তিন মাইল পূর্ব্বে এবং জনতি গ্রামের দেড় মাইল পশ্চিমে বসতি গ্রাম অবস্থিত। শ্রীবৃষভানু মহারাজা রাভেল গ্রাম হইতে এই গ্রামে কিছুদিন অবস্থান (বসতি স্থাপন) করিয়া বর্ষাণা গ্রামে চলিয়াগিয়া ছলেন, সেইজন্য এই গ্রামের নাম বসতি গ্রাম হইয়াছে। এই গ্রামে দুইখানি শ্রীগোপালজী মন্দির, রাজকদম্ব এবং বসন্ত কুণ্ড দর্শনীয়। বসন্ত কুণ্ডের তীরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বসন্ত কালীন লীলা করিয়া থাকেন। কুণ্ডটি সংস্কার বিহীন হইলেও অত্যন্ত সুন্দর দর্শনীয়।

—ঃ তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকরে দৃষ্ট হয় ঃ—

আগে এ 'বসতি' গ্রাম দেখ শ্রীনিবাস। এথা বৃষভানুরাজা করিলেন বাস ॥

পালীব্রাহ্মণ

মুখরাই হইতে দেড় কিঃ মিঃ দক্ষিণে এবং শ্রীযমুনামাতা গ্রাম হইতে দেড় কিঃ মিঃ উত্তরে পালী-ব্রাহ্মণ গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীপাড়লেশ্বর মহাদেব এবং শ্রীগিরিধারী বিরাজিত। মন্দিরের পার্শ্বে শ্রী-পালীকুণ্ড দর্শনীয়।

শ্রীমুখরাই গ্রাম

শ্রীরাধাকুণ্ড গ্রামের দুই কিঃ মিঃ পূর্ব্ব দক্ষিণাংশে মুখরাই গ্রাম অবস্থিত। শ্রীমতীরাধারাণীর মাতামহী শ্রীমুখরাদেবী এইস্থানে বসবাস করিয়াছিলেন সেইজন্য এই গ্রামের নাম শ্রীমুখরাই গ্রাম। এই গ্রামে শ্রীমুখরাকুণ্ড, শ্রীমুখরাদেবী মন্দির, শ্রীবিহারীজী মন্দির, শ্রীগিরিধারী মন্দির, শ্রীমদনমোহন মন্দির ইত্যাদি বিরাজিত।

—ঃ তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকর হইতে ঃ—

শ্রীকুণ্ডদক্ষিণে 'মুখরাই' গ্রাম হয়। তথা গিয়া পণ্ডিত শ্রীনিবাস—প্রতি কয় ॥
রাধিকার মাতামহী মুখরা প্রাচীনা। তাঁ'র এই বাসস্থান—জানে সর্ব্বজনা ॥
এথা মহা-কৌতুক মুখরা অলক্ষিত। রাধাকৃষ্ণে মিলায় হইয়া উল্লসিত ॥

পাঞ্জাবী নগলা

রাধাকুণ্ড হইতে এক কিঃমিঃ উত্তরে পাঞ্জাবী নগলা অবস্থিত।

শ্রীযমুনামাতা গ্রাম

শ্রীগোবর্দ্ধন হইতে আড়াই কিঃ মিঃ পূর্ব্বাংশে শ্রীযমুনামাতা গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীযমুনা-মাতার মন্দির দর্শনীয়। কথিত আছে যে—শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীগিরিগোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছিলেন সেই সময় শ্রীযমুনানদী এইস্থান দিয়া প্রবাহিত হইতেছিল। সেইজন্য এই স্থানের নাম শ্রীযমুনামাতা গ্রাম।

শ্রীরাধাকুণ্ড গ্রাম

মুখরাই গ্রামের সওয়া মাইল উত্তরে এবং শ্রীগোবর্দ্ধন হইতে চার কিঃমিঃ ঈশানকোণে শ্রীরাধাকুণ্ড গ্রাম অবস্থিত।

শ্রীকুণ্ডদ্বয় উৎপত্তির কারণ

শ্রীকৃষ্ণ বৃষরূপধারী অরিষ্টাসুরকে নিধন করিয়া সেই দিন রাত্রে ব্রজরমাগণের সমভিব্যাহারে রাসস্থলীতে রাসলীলায় প্রার্থনা করিলে গোপীগণ মৃদুমন্দ হাস্য সহকারে বলিতে লাগিলেন যে—হে বৃষাসুর মর্দ্দন! আজ আমাদিগকে তুমি স্পর্শ করিও না কারণ বৃষহত্যা করাতে তোমার শরীরে পাপ লিপ্ত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে সুন্দরীগণ, তবে কিপ্রকারে এই পাপ হইতে মুক্তিপদ লাভ করিতে পারিব! তদুত্তরে—তুমি যদি ত্রিভুবনের সমস্ত তীর্থে অবগাহণ করিতে পার তবে এই পাপ হইতে মুক্তিপদ লাভ করিবে। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে—আমি এই ব্রজধাম পরিত্যাগ করিয়া কোথাও যাইতে পারিতেছি না, যদি ত্রিভুবনের সমস্ত তীর্থ আহ্বান করিয়া এইস্থানে আনয়ন করিয়া স্নান করি তবে তোমাদেরও বিশ্বাস এবং আমারও এই স্থানেই স্নান হইবে। সেই অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ সজোরে চরণের পার্ষ্ণি আঘাত করিলে সঙ্গে সঙ্গে পাতাল হইতে স্ব স্ব রূপ ধারণ পূর্ব্বক (যেমন—লবন সমুদ্র, ক্ষীর সমুদ্র, গোদাবরী, প্রয়াগ ইত্যাদি) বিভিন্ন তীর্থ আগমন করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই সমস্ত তীর্থে স্নান করিলেন। এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণের চরণাঘাতে উৎপন্ন কুণ্ডের নাম শ্রীশ্যামকুণ্ড। তখন শ্রীমতীরাধারাণী সখীগণকে বলিতে লাগিলেন যে—হে সখীগণ, চল—আমরাও শ্রীশ্যামকুণ্ডের পার্শ্বে সুন্দরভাবে আর একটি কুণ্ড সৃষ্টি করিব। শ্রীমতীরাধারাণী দ্বারা নির্মিত কুণ্ডের নাম শ্রীরাধাকুণ্ড। এই কুণ্ডদ্বয়ের চতুপার্শ্বে সমস্ত সখা, সখী ও মঞ্জরীগণের কুঞ্জ কুণ্ডাদি বিরাজিত।

অরিষ্টাসুরের মুক্তি

অরিষ্টাসুরের পূর্ব্বনাম দ্বিজসত্তম বরতন্তু। তিনি গুরু বৃহস্পতির নিকট বিদ্যাভ্যাস করিতেন। কোন একদিন পড়িতে গিয়া গুরুর সমীপে পাদ-প্রসারিত করিলে, গুরু তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন যে—হে দুর্ম্মতে তুমি বৃষের ন্যায় আমার সম্মুখে অবস্থান করিতেছ অতএব বৃষ হও। সেই অভিশাপে বরতন্তু বৃষ হইয়া অসুরগণের সংসর্গে অসুরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কোন এক সময় বৃষরূপধারী অরিষ্টাসুর সখা ও গো-গণের মধ্যে গোচারণ লীলায় প্রবেশ করিলেন। তাহার নিষ্ঠুর নিনাদে গোপ গোপীগণ ভয়েত্রস্ত হইয়াছিলেন এবং "হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ রক্ষা কর" বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ "তোমাদের ভয় নাই" বলিয়া আশ্বস্ত প্রদান করিয়াছিলেন। সেই অসুর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মহাক্রোধে ধাবিত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ তাহার শৃঙ্গের অগ্রভাগ ধারণ পূর্ব্বক মুহুর্ম্মুহু ভ্রামিত করিয়া ভূমিতে পাতিত করিলেন এবং বিষাণ উৎপাটন করিয়া তদ্দ্বারাই তাহাকে নিহত করিলেন। অসুর শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহত হইয়া মুক্তিপদ লাভ করিয়াছিলেন।

কিছু মন্দিরের নাম

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে সেবিত ঠাকুর শ্রীরাধাকুণ্ডের চতুপার্শ্বে বিরাজিত। তন্মধ্যে কিছু বিগ্রহের নাম যেমন :—শ্রীরাধাগোবিন্দদেবজী, শ্রীরাধাগোপীনাথদেবজী, শ্রীরাধামদনমোহনদেবজী, শ্রীরাধাশ্যামসুন্দরদেবজী, শ্রীরাধারমণদেবজী, শ্রীরাধাবিনোদদেবজী, শ্রীরাধাকান্তদেবজী, শ্রীরাধাদামোদরদেবজী, শ্রীজগন্নাথদেবজী, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণদেবজী, শ্রীসীতারামজী, শ্রীমহাদেবজী, শ্রীদাসগোস্বামীপাদের সমাধী, শ্রীনিতাই-গৌর-সীতানাথজী, শ্রীমন্‌মহাপ্রভুজী, শ্রীরাধাবল্লভদেবজী, শ্রীভজহরিদাস বাবার সেবিত শ্রীনিতাই-গৌর-গিরিধারী মন্দির ইত্যাদি।

কুঞ্জ

কুণ্ডদ্বয়ের চতুপার্শ্বে সমস্ত সখা, সখী ও মঞ্জরীগণের কুঞ্জাদি বিরাজিত। যেমন :—ললিতানন্দদকুঞ্জ, বসন্তসুখদ কুঞ্জ, মাধবানন্দদ কুঞ্জ, চিত্রানন্দদ কুঞ্জ ইন্দুলেখানন্দদ কুঞ্জ, চম্পকলতানন্দদ কুঞ্জ, তুঙ্গবিদ্যানন্দদ কুঞ্জ, সুদেবীসুখদ কুঞ্জ, মদনসুখদ কুঞ্জ, সলিলকমল কুঞ্জ ইত্যাদি।

ঘাট :- (১) শ্রীঝুলনবটস্থ ঘাট

শ্রীরাধাকুণ্ডের অগ্নিকোণে শ্রীঝুলনবটস্থ ঘাট অবস্থিত। এই ঘাটের উপরিভাগে অতি প্রাচীন শ্রীরাধাকৃষ্ণের মন্দির এবং বটবৃক্ষ বিরাজিত। প্রতি বৎসর জলকেলি উৎসবের পরদিন এই বৃক্ষের ডালে

গ্রামস্থ ব্রজগোপীগণ মহাসমারোহে ঝুলন লীলার অভিনয় করিয়া থাকেন। এই ঘাটের অপর নাম শ্রী-রাধাকৃষ্ণের ঘাট।

(২) মা·জাহ্নবা ঘাট

ইহা শ্রীরাধাকুণ্ডের উত্তর তীরে অবস্থিত। শ্রীনিত্যানন্দেশ্বরী শ্রীজাহ্নবামাতা শ্রীকুণ্ড দর্শন করিতে আসিয়া এইস্থানে উপবেশন করিয়াছিলেন এবং এইঘাটে স্নান করিয়াছিলেন সেইজন্য এই ঘাটের নাম মা·জাহ্নবা ঘাট।

(৩) শ্রীগোবিন্দ ঘাট

শ্রীরাধাকুণ্ডের পূর্ব্বতীরে শ্রীগোবিন্দঘাট অবস্থিত। শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী এই ঘাটে স্নান করিবার সময় শ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনলীলা দর্শন করিয়া শ্রীরূপগোস্বামীকৃত চাটুপুষ্পাঞ্জলীর "বেণীব্যালাঙ্গনা ফণা" এই শ্লোকের রহস্য হৃদয়াঙ্গম করিয়াছিলেন। এইঘাট শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর ভজন কুটীর ও শ্রীবঙ্কবিহারী মন্দিরের মধ্যভাগের পশ্চিম দিশায় অবস্থিত। শ্রীকুণ্ড সংস্কার করাইবার কালে লালাবাবু এইঘাটের সীমা নিরুপণ করিয়া তিনদিক কিঞ্চিৎ উচুঁ করিয়া রাখিয়াছেন।

(৪) শ্রীরাসবাড়ী ঘাট

শ্রীরাসবাড়ী ঘাট শ্রীরাধাকুণ্ডের দক্ষিণ তীরে প্রায় মধ্যভাগে অবস্থিত।

(৫) শ্রীযুগল সঙ্গম ঘাট

শ্রীরাধা ও শ্রীশ্যামকুণ্ডের সন্ধিস্থলে অবস্থিত। বৈষ্ণবগণ এইস্থানে আগমন করিয়া প্রথমে শ্রী-রাধাকুণ্ডে স্নান করিয়া তদনন্তর শ্রীশ্যামকুণ্ডে স্নান করিয়া থাকেন। এই সঙ্গমঘাটের উপরে শ্রীগিরিরাজ মহারাজ ও শ্রীচরণচিহ্ন দর্শনীয়।

(৬) শ্রীদাসগোস্বামী ঘাট

শ্রীরাধাকুণ্ডের উত্তর তীরে এবং মা জাহ্নবা ঘাটের পুর্ব্বভাগে এই ঘাট বিরাজিত। শ্রীপাদ রঘুনাথ দাসগোস্বামী এইঘাটে নিত্য স্নান করিয়া থাকেন সেইজন্য এই ঘাটের নাম শ্রীদাসগোস্বামী ঘাট।

(৭) শ্রীমানস পাবন ঘাট

শ্রীশ্যামকুণ্ডের অগ্নিকোণে শ্রীমানস পাবন ঘাট অবস্থিত। এইঘাট শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর অতিশয় প্রিয় বলিয়া প্রসিদ্ধ।

(৮) শ্রীপঞ্চপাণ্ডব ঘাট

ইহা শ্রীমানস পাবন ঘাটের পুর্ব্ব সংলগ্ন। এই ঘাটের পার্শ্বেই শ্রীপঞ্চপাণ্ডবের বৃক্ষ বর্তমানেও দর্শনীয়।

(৯) শ্রীরাধাবল্লভ ঘাট

ইহা শ্রীপঞ্চপাণ্ডব ঘাটের পূর্ব্বে ও শ্রীশ্যামকুণ্ডের উত্তর তীরে অবস্থিত।

(১০) শ্রীনন্দিনী মাতা ঘাট

শ্রীশ্যামকুণ্ডের উত্তর তীরে অবস্থিত।

(১১) শ্রীজীবগোস্বামী ঘাট

শ্রীনন্দিনীমাতা ঘাটের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত।

(১২) শ্রীঘনমাধব ঘাট

শ্রীজীবগোস্বামী ঘাটের পূর্ব্বকোণে এবং গয়াঘাটের পূর্ব্বসীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

(১৩) শ্রীরাধাবিনোদ ঘাট

শ্রীশ্যামকুণ্ডের ঈশাণকোণে শ্রীরাধাবিনোদ ঘাট বিরাজিত।

(১৪) শ্রীগয়া ঘাট

শ্রীশ্যামকুণ্ডের পূর্ব্বভাগে শ্রীগয়াঘাট অবস্থিত। গোপকূয়া হইতে কুণ্ডে যাইবার সময় এইঘাট দেখিতে পাওয়া যায়।

(১৫) শ্রীঅষ্টসখী ঘাট

শ্রীগয়াঘাট ও শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর উপবেশন ঘাটের মধ্যভাগে অবস্থিত।

(১৬) শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর উপবেশন ঘাট

শ্রীশ্যামকুণ্ডের বায়ুকোণে অবস্থিত। এই ঘাটের উপরিস্থিত তমালবৃক্ষের নীচে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু উপবেশন করিয়া আরিট গ্রাম সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন :

(১৭) শ্রীপাশাখেলা ঘাট

শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর উপবেশন ঘাটের পশ্চিমে এবং শ্রীশ্যামকুণ্ডের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত।

(১৮) শ্রীমদনমোহন ঘাট

শ্রীশ্যামকুণ্ডের নৈঋত কোণে শ্রীমদনমোহন ঘাট অবস্থিত।

মহাদেব

শ্রীরাধাকুণ্ডে দুইটি প্রাচীন এবং প্রসিদ্ধ মহাদেব। যথা :—(ক) শ্রীকুণ্ডেশ্বর মহাদেব :—ইহা শ্রীরাধাকুণ্ডের নৈঋত কোণে অবস্থিত। (খ) শ্রীবনখণ্ডী মহাদেব :—ইহা শ্রীশ্যামকুণ্ডের পূর্ব্বাংশে অবস্থিত। ইহা ছাড়া শ্রীরাধারমণ মন্দিরে, শ্রীরাজবাড়ী মন্দিরে, শ্রীসীতারাম মন্দিরে, শ্রীরাধাবল্লভ আচার্য্যের বৈঠকে শ্রীমহাদেবেরলিঙ্গ মন্দির বিরাজিত।

শ্রীশিবোখর

শ্রীরাধাকুণ্ডের পশ্চিমে শ্রীশিবোখর কুণ্ড অবস্থিত। কুণ্ডের উত্তর তীরে শ্রীকুণ্ডেশ্বর মহাদেব এবং দক্ষিণতীরে সমস্ত বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবীদিগকে দেহান্তে সৎকার করিয়া থাকেন। কারণ :-একদা এক শৃগালী এইস্থানে দেহ রক্ষা করিয়া শ্রীমতীরাধারাণীর নিত্য পরিকর হইয়াছিলেন।

শ্রীমাল্যহারীকুণ্ড

এইকুণ্ড শিবোখরের উত্তরে অবস্থিত। এইস্থানে শ্রীমতীরাধারাণী সখীগণ সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত মুক্তাহার রচনা করিয়া থাকেন।

শ্রীললিতাকুণ্ড

শ্রীশ্যামকুণ্ডের উত্তর ভাগে শ্রীললিতাকুণ্ড অবস্থিত। কুণ্ডের পূর্ব্ব তীরে শ্রীললিত বিহারী মন্দির। পশ্চিম তীরে শ্রীসীতারাম মন্দির এবং দক্ষিণ তীরে শ্রীজীবগোস্বামীর ভজন কুটীর।

শ্রীবলরামকুণ্ড

শ্রীভানুখোরের ঈশানকোণে শ্রীবলরাম কুণ্ড অবস্থিত।

শ্রীভানুখোর

শ্রীললিতাকুণ্ডের পশ্চিমে শ্রীভানুখোর কুণ্ড অবস্থিত।

শ্রীকঙ্কণকুণ্ড

শ্রীরাধাকুণ্ডের মধ্যভাগে শ্রীকঙ্কণকুণ্ড অবস্থিত। এই কুণ্ডটি শ্রীরাধাকুণ্ড সংস্কার বিহীন দর্শনের অগোচর। শ্রীমতীরাধারাণী ষোল হাজার গোপীগণ সঙ্গে, নিজ নিজ হস্তের কঙ্কণ দ্বারা এই কুণ্ডটি নির্মিত করিয়াছিলেন, সেইজন্য এই কুণ্ডের নাম শ্রীকঙ্কণ কুণ্ড।

শ্রীবজ্রনাভকুণ্ড

শ্রীশ্যামকুণ্ডের মধ্যভাগে শ্রীবজ্রনাভ কুণ্ড অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র শ্রীবজ্রনাভ এই কুণ্ডটি নির্মাণ করিয়াছিলেন, সেইজন্য এই কুণ্ডের নাম শ্রীবজ্রনাভ কুণ্ড।

শ্রীগোপকুঁয়া

শ্রীশ্যামকুণ্ডের পূর্ব্বতীরে শ্রীগোপকুঁয়া অবস্থিত। এই কুঁয়া হইতে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে জল-পান করাইয়াছিলেন।

শ্রীকুসুমসরোবর

শ্রীরাধাকুণ্ড হইতে দেড় মাইল দক্ষিণে এবং কিঞ্চিৎ পশ্চিমাংশে শ্রীকুসুমসরোবর অবস্থিত। এই সরোবরের ঈশাণ কোণে শ্রীহনুমানজী মন্দির, অগ্নি কোণে শ্রীউদ্ধবজী মন্দির, নৈঋত কোণে শ্রীবনবিহারী মন্দির এবং পশ্চিম তীরে রাজা সুরজমলের (ভরতপুর রাজার) সমাধি অবস্থিত। এই সরোবরে শ্রীমতী-রাধারাণী নিত্য সখীগণ সঙ্গে পুষ্পচয়ন করিয়া থাকেন। শ্রীনারদ ঋষি এই সরোবরে স্নান করিয়া গোপী স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্ধান হইলে দ্বারকার মহিষীগণ শ্রীকৃষ্ণ বিরহে শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিয়াছিলেন এবং এই সরোবরের তীরে শ্রীউদ্ধব মহাশয়ের শ্রীমুখে একমাস যাবৎ শ্রীমদ্ভাগবত কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীউদ্ধবকুণ্ড

শ্রীগোবর্দ্ধন গ্রাম হইতে শ্রীরাধাকুণ্ড গ্রামে পরিক্রমা করিয়া আসিবার কালে রাস্তার দক্ষিণ

পার্শ্বে শ্রীউদ্ধবকুণ্ড অবস্থিত। কুণ্ডতটে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল বিগ্রহ দর্শনীয়। এইকুণ্ডের জলে আচমন করিলে সকল প্রকার পাপ তাপ এবং সমস্ত অমঙ্গল দূরীভূত হয়।

ভূতকুণ্ড

শ্রীনারদ কুণ্ডের দক্ষিণ পার্শ্বে এবং যেই স্থানে শ্রীগোবর্দ্ধনে বাসষ্টেণ্ড চলার ও পরিক্রমার রাস্তা মিলিত হইয়াছে সেইস্থানে শ্রীভূতকুণ্ড অবস্থিত। এক জনশ্রুতি ঃ—শ্রীরাধাকুণ্ড হইতে এক মহাত্মা নিত্য শ্রীগিরিরাজ পরিক্রমা করিতেন। একদিন রাত্রে পরিক্রমা করিতে করিতে এইস্থানে আগমন করিয়া কিছু সাধু-মহাত্মার সমাবেশ দেখিতে পাইলেন। তাহাদের মধ্যে ভাণ্ডারা চলিতেছে। মহাত্মাকে বলিলেন—বাবা বস,ভোজন কর। মহাত্মা বলিলেন যে-আমি পরিক্রমা পূর্ণ না করিয়া কিছুই ভোজন করিব না অতএব আপনারা যদি কিছু প্রসাদ দিয়ে দেন তবে আমি লইয়া যাইব এবং পরিক্রমান্তে ভোজন করিব। মহাত্মার বাক্যানুসারে কিছু রুটি, সব্জি ইত্যাদি দিয়া দিলেন। মহাত্মা ঝোলার মধ্যে প্রসাদ রাখিয়া চলিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে দেখিতে পাইলেন যে—ঝোলা হইতে লাল রক্তেরমত কিছু রস পড়িতেছে। তিনি পরিক্রমা পূর্ণ করিয়া প্রভাতে দেখিতে পাইলেন যে—ভূতেরা যাহা আহার করে সেইরূপ কিছু খাদ্যদ্রব্য ঝোলার মধ্যে রহিয়াছে। কথাটি গোপন রাখিতে চেষ্টা করিলেও প্রকাশিত হইয়া যায়। অদ্যাবধি এই কুণ্ডের পার্শ্বে আগমন করিয়া সেই লীলার কথা শ্রবণ করিলে মনের গতি পরিবর্তন হইয়া যায়। এই কুণ্ডের পার্শ্বে বর্তমানেও কোন জনবসতি নাই। এই কুণ্ডে স্নান করিলে পাপ এবং ভূতে পাওয়া রোগী পর্য্যন্ত মুক্তিপদ লাভ করিয়া থাকেন।

শ্রীগোয়াল পোখরা

শ্রীকুসুম সরোবর হইতে অর্দ্ধ কিঃ মিঃ দক্ষিণে শ্রীগোয়াল পোখরা অবস্থিত। এইস্থানে শ্রীমধুমঙ্গলের নিকট হইতে সখাগণ সূর্য্য পূজার নৈবেদ্য লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। শ্রীগোয়াল পোখরা শ্রীগিরিরাজের কর্ণ স্বরূপ। এই কুণ্ডের উত্তর ভাগে শ্রীশ্যামকুটী শোভা বিস্তার করিতেছেন। সেইস্থানে শ্রীরত্নকুণ্ড নামক একটি কুণ্ড বিরাজিত রহিয়াছে।

শ্রীনারদকুণ্ড

শ্রীকুসুম সরোবরের পূর্ব্বাংশে শ্রীনারদকুণ্ড অবস্থিত। এই কুণ্ডের পশ্চিম তীরে শ্রীনারদজীউর মন্দির বিরাজিত। এই কুণ্ডে সোমবতী অমাবস্যা দিবসে স্নান করিলে মনস্কামনা পূর্ণ হইয়া থাকে। সেইজন্য সেইদিন এই কুণ্ডে বহুলোকের সমাগম দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীগোবর্দ্ধন গ্রাম

শ্রীরাধাকুণ্ড হইতে চার কিঃ মিঃ দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে শ্রীগোবর্দ্ধন গ্রাম অবস্থিত।

শ্রীগোবর্দ্ধনোৎপত্তিকথা

গোলকে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীরাধারাণীর সঙ্গে রাসক্রীড়ায় সন্তুষ্ট হইয়া বরদান অনুসারে কমল নয়ন হইতে

ফল, ফুল, বৃক্ষাদিতে পরিপূর্ণ সুন্দর শ্রীগিরিরাজের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরের অন্তে মর্তধামে অবতীর্ণ হইয়া লীলা করিবেন সেইজন্য শ্রীগিরিরাজকে ভারতবর্ষের শাল্মলী দ্বীপ মধ্যে দ্রোণ পর্ব্বতের পত্নি দ্বারা জন্মগ্রহণ রূপে অবতীর্ণ করাইলেন। এইদিকে কাশীধাম হইতে শ্রীপুলস্থ ঋষি ভ্রমণ করিতে করিতে সেই পর্ব্বতকে অবলোকন করিলেন এবং তাহাকে কাশীধামে লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন। শ্রীগিরিরাজ ঋষিকে শপথ করিয়া লইলেন যে—"আপনি আমাকে রাস্তায় কোথাও স্থাপন করিলে আমি কিন্তু আর সেইস্থান হইতে কোথাও স্থানান্তরিত হইব না।" সেই অনুসারে ঋষি শ্রীগিরিরাজ পর্ব্বতকে হস্তে উত্তোলন পূর্ব্বক শ্রীবৃন্দাবনের উপর দিয়া কাশীধামে লইয়া যাইতেছিলেন। তখন শ্রী-গিরিরাজ চিন্তা করিলেন যে ; শ্রীকৃষ্ণ এইস্থানে অবতীর্ণ হইয়া লীলা করিবেন অতএব আমাকে এইস্থানেই থাকিতে হইবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া শ্রীগিরিরাজ স্বশক্তি দ্বারা খুব ভারী হইতে লাগিলেন। এইদিকে ঋষি পরিশ্রান্ত হইয়া সেই প্রতিজ্ঞার কথা ভুলিয়া গেলেন এবং শ্রীগিরিরাজ পর্ব্বতকে ব্রজে স্থাপন করিয়া বিশ্রামান্তে শ্রীগিরিরাজকে পুনরায় হস্তে উত্তোলন করিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহাকে কাশীধামে লইয়া যাইতে পারিলেন না। সেইজন্য ঋষি ক্ষুব্ধ হইয়া শ্রীগিরিরাজকে অভিসম্পাদ করিলেন যে—"তুমি প্রতি বৎসর তিল পরিমানে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া যাইবে।" এই ব লয়া ঋষি ব্যর্থ মনে কাশীধামে চলিয়া গেলেন।

ব্রজধামে শ্রীনন্দমহারাজ এবং ব্রজবাসী সকলে বৃষ্টির জন্য শ্রীইন্দ্রপূজা করিতেছিলেন। শ্রীগিরি-রাজ মহারাজ যে ইন্দ্রের মহিমার চেয়েও অধিক সেই ধারণা তাহাদের ছিল না। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রের পূজাকে বন্ধ করাইয়া শ্রীগিরিরাজের পূজা করিতে আদেশ করিলেন। এইদিকে ইন্দ্রের পূজা বন্ধ হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া দেবরাজ ইন্দ্র ক্রোধে প্রবল বেগে বৃষ্টিধারা আরম্ভ করিলেন। সকলে বৃষ্টির হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের শরনাপন্ন হইলেন। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ সপ্তম বৎসর বয়সে আটযোজন দৈর্ঘ্য, পাঁচ যোজন প্রস্থ এবং দুই যোজন উচ্চতা শ্রীগিরিরাজকে হস্তে উত্তোলন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন যে-"তোমরা সকলে নির্ভয়ে এই শ্রীগিরিরাজের নীচে প্রবেশ কর।" সকলে শ্রীগিরিরাজের নীচে প্রবেশ করিলেন। এইদিকে দেবরাজ ইন্দ্র একসঙ্গে সাতদিন যাবৎ প্রবল বেগে বৃষ্টিধারা করিয়াও যখন তাহাদের কোন প্রকারে ক্ষতি করিতে পারিলেন না তখন ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের চরনে ক্ষমা প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগিরিরাজকে পূর্ব্বের স্থানে স্থাপন করিয়াছিলেন এবং সেইদিন হইতে সকলে শ্রীগিরিরাজের পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন।

শ্রীমানসীগঙ্গা

শ্রীগোবর্দ্ধন গ্রামের মধ্যস্থলে শ্রীমানসীগঙ্গা অবস্থিত। শ্রীমানসীগঙ্গা উৎপত্তি সম্বন্ধে যেমন :— কোন এক সময় শ্রীমদ্‌নন্দাদি গোপগণ শ্রীমতীযশোদা প্রভৃতি গোপাঙ্গণাদিগকে সঙ্গে করিয়া ভাগীরথী গঙ্গায় স্নান করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। চলিতে চলিতে পথিমধ্যে রাত্র উপস্থিত হইলে শ্রীগোবর্দ্ধন

সমীপে সকলে রাত্রিযাপন করিতে লাগিলেন। সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে বিচার করিলেন যে শ্রীব্রজ ভূমির মহামহিমায় আকৃষ্টচিত্ত হইয়া এই ব্রজে নিখিল তীর্থ বিরাজিত। কিন্তু ব্রজবাসীগণ এই ভূমির মহিমা আদৌ অবগত নহে, সুতরাং আমাকে ইহার সমাধান করিতে হইবে। শ্রীভগবানের মনে এই প্রকার বিচার উদয় হওয়া মাত্র শ্রীগঙ্গাজী মকরবাহিনী রূপে তৎক্ষণাৎ সর্ব্বসমক্ষে প্রকটিত হইলেন। সহসা শ্রীগঙ্গাদেবীর আবির্ভাবে ব্রজবাসীগণ অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া পরস্পরে নানাপ্রকার তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসীগণকে বলিতে লাগিলেন যে – ব্রজভূমিকে সেবা করিবার জন্য ত্রিভুবনের সমস্ত তীর্থই আসিয়া বিরাজ করিতেছেন। আপনারা গঙ্গাস্নানের নিমিত্ত ব্রজের বাহিরে যাইতে উদ্যত হইয়াছেন. ইহা জানিতে পারিয়া পতিত পাবনী 'মা গঙ্গা' আজ আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। অতএব আপনারা অতি সত্বর শ্রীগঙ্গাজীর পবিত্র জলে স্নানাদি কার্য্য সুসম্পন্ন করুন। আজ হইতে এই তীর্থ 'শ্রীমানসী গঙ্গা' নামে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করিবেন। কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে শ্রীকৃষ্ণের মন হইতে শ্রীমানসীগঙ্গা আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। শ্রীমানসীগঙ্গার পূর্ব্বতীরে শ্রীমুখারবিন্দ (শ্রীগিরিরাজ মন্দির) এবং শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির,দক্ষিণতীরে শ্রীহরিদেব মন্দির এবং ব্রহ্মকুণ্ড,উত্তরতীরে সিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণদাস বাবার আশ্রম, শ্রীচক্রতীর্থ (চাকলেশ্বর মন্দির), শ্রীসনাতন গোস্বামীপ্রভুর ভজন কুটীর ইত্যাদি বহু মন্দির বিরাজিত।

সিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণদাস বাবা

শ্রীকৃষ্ণদাস বাবা উৎকলবাসী করণ-বংশৎ ছিলেন। তাহার পিতার নাম শ্রীসনাতন কাননগো এবং মাতার নাম জরী মঙ্গরাজার কন্যা। সংসার ধর্ম ত্যাগ করিয়া ষোল বৎসর বয়সে তিনি শ্রীব্রজধামে আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে আগমনের পর যখন শুনিতে পাইলেন যে শ্রীপাদ রূপগোস্বামীপাদের সেবিত শ্রীগোবিন্দদেবজী জয়পুরে স্থানান্তরিত হইয়াছে তখন তিনি জয়পুরে চলিয়া গিয়াছিলেন। সেইস্থানে প্রায় ৮/১০ বৎসর অতিবাহিত করিয়া পুনরায় ব্রজে চলিয়া আসেন। কাম্যবনে সিদ্ধ শ্রীজয়কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজের নিকটে ভজন পদ্ধতি শিক্ষা লাভ করিয়া দোহন বনে গমন পূর্ব্বক আটা ভিক্ষা করিয়া কখনো গুলিয়া কখনো বা আঙ্গা রুটি করিয়া ঠাকুরকে ভোগ দিতে লাগিলেন এবং কঠোর ভাবে ভজনে প্রবৃত্ত হইলেন। এইভাবে ভজন করিতে করিতে শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। আস্তে আস্তে চক্ষু দৃষ্টিহীন হইল। তখন অনাহার অনিদ্রার মাধ্যমে ভজন করিতে লাগিলেন। এইভাবে দুই-তিন দিন অতিবাহিত হইলে শ্রীমতীরাধারাণী স্বয়ং আগমন করিয়া তাহার চক্ষু দুইটির পুনঃদৃষ্টি এবং শক্তি প্রদান করিয়া বলিলেন যে—'তুমি শ্রীগোবর্দ্ধনে গমন পূর্ব্বক মন্নিষ্ঠ বৈষ্ণবগণকে মৎ-পাদপদ্ম-লাভের সহজ সোপান জানাইয়া কৃতার্থ কর।'

শ্রীমতীরাধারাণীর আজ্ঞানুসারে বাবা শ্রীগোবর্দ্ধনে আগমন করিয়া বহু বৈষ্ণবগণকে ভজনপদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি প্রার্থনামৃত তরঙ্গিণী, ভাবনাসার সংগ্রহ, সাধনামৃত চন্দ্রিকা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সিদ্ধ বাবা কখনও শ্রীমানসীগঙ্গার তটে কখনও বা শ্রীমানসীগঙ্গার

জলে শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা দর্শন করিয়া প্রেমাবেশে মগ্ন থাকিতেন। আশ্বিণী শুক্লা চতুর্থীতে সিদ্ধবাবা অপ্রকট হইয়াছিলেন।

শ্রীকিল্লোল কুণ্ড

গোবর্দ্ধন গ্রামের ঈশানকোণে শ্রীকীল্লোল কুণ্ড অবস্থিত। এই কুণ্ডের পশ্চিম তীরে শ্রীকীল্লোল বিহারী মন্দির বিরাজিত।

শ্রীপাপমোচন কুণ্ড

শ্রীদানঘাটীর পূর্ব্বভাগে শ্রীপাপমোচন কুণ্ড অবস্থিত। এইকুণ্ডে স্নানমাত্র মানব সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্তিপদ লাভ করিয়া থাকেন। বর্ত্তমানে এইকুণ্ডের নাম 'নিবর্ত্তকুণ্ড'। এইকুণ্ডের পার্শ্বে শ্রীঋণমোচন কুণ্ড অবস্থিত ছিল। বর্তমানে কুণ্ডটি দর্শনের অগোচর।

দানঘাটী

শ্রীগোবর্দ্ধন গ্রামের মধ্যভাগে শ্রীদানঘাটী অবস্থিত। এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীরাধারাণীর সহিত দানলীলা অর্থাৎ শুল্ক আদায় লীলাছলে প্রেমকোন্দল করিয়াছিলেন। দানঘাটীর দক্ষিণপার্শ্বে শ্রীদানীরায়ের মন্দির বিরাজিত। তথায় ললিত ত্রিভঙ্গ বেশে শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ দানীরায় নামে বিরাজ করিতেছেন।

আনোর গ্রাম

শ্রীগোবর্দ্ধন গ্রামের আড়াই মাইল দক্ষিণে এবং পুছরী গ্রামের দেড়মাইল উত্তরে শ্রীআনোর গ্রাম অবস্থিত। এইস্থানে শ্রীনন্দাদি ব্রজবাসীগণের ভক্তি নিবেদিত চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় চতুর্বিধ ষড়রস সমূহ অন্নকূট ভোগ গ্রহণের নিমিত্ত শ্রীগিরিরাজ কৃপা করিয়া 'আনো আনো' এইরূপ বারম্বার উচ্চস্বরে বলিয়াছিলেন, সেইজন্য এই গ্রাম আনোর বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ।

প্রকট

শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী শ্রীবৃন্দাবনে ভ্রমণ কালে এইগ্রামে আগমন করিয়া শ্রীনাথজীকে প্রকট করিয়াছিলেন। এবং শ্রীনাথজীকে শ্রীগিরিরাজের উপর স্থাপন করিয়া অভিষেকান্তে বিভিন্ন প্রকার ভোগাদি দ্বারা পূজা করিয়াছিলেন।

শ্রীসঙ্কর্ষণকুণ্ড

শ্রীআনোর গ্রামের পূর্ব্বভাগে শ্রীসঙ্কর্ষণ কুণ্ড অবস্থিত। এই কুণ্ডের উত্তরতীরে শ্রীবিহারীজী মন্দির (শ্রীসঙ্কর্ষণ দেবজী) বিরাজিত। এইকুণ্ডে স্নান করিলে অতিশীঘ্র পূর্ব্বকৃত গো-হত্যাদি মহাপাপ পলায়ন করে।

শ্রী গৌরীকুণ্ড

সঙ্কর্ষণ কুণ্ডের পূর্ব্বভাগে শ্রীগৌরীকুণ্ড অবস্থিত। এই কুণ্ডে স্নানমাত্র সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। এখানে প্রত্যহ চন্দ্রাবলী শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিতা হইয়া গৌরী পূজারছলে আগমন করিয়া থাকেন।
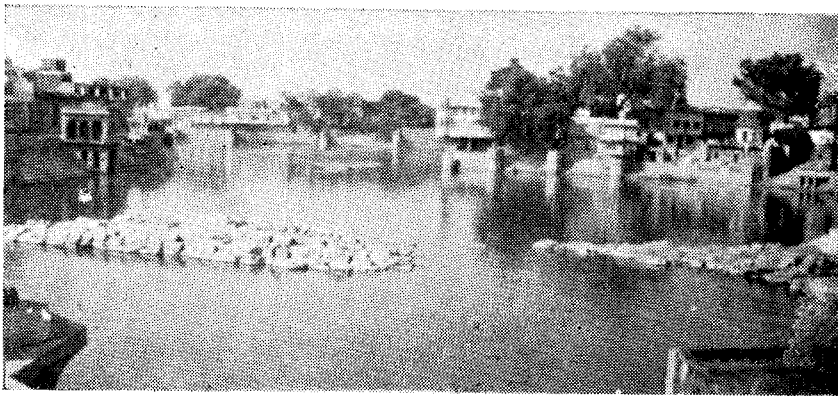
গোবর্দ্ধন গ্রামে শ্রীমানসীগঙ্গা

পুছরী গ্রামে শ্রীলোঠাজী মহারাজ

পেঠা গ্রামে শ্রীকৃষ্ণের লীলানুসারে
শ্রীকদম্ববৃক্ষ
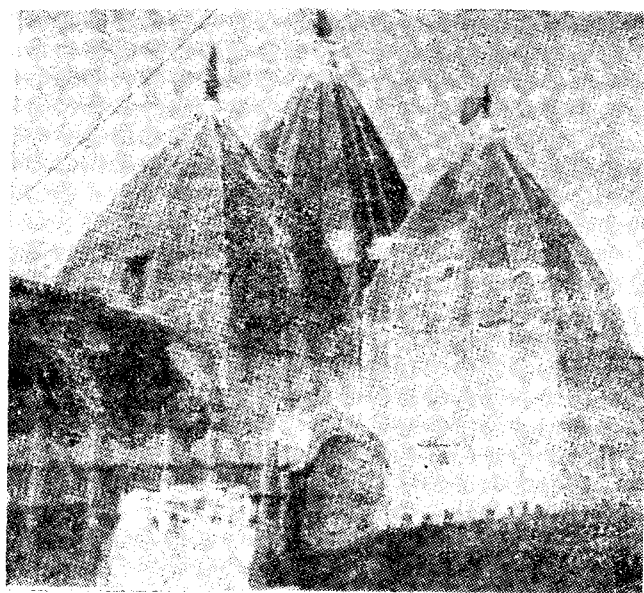
নন্দগ্রামে শ্রীনন্দমহারাজের মন্দির

শ্রীবসুদেব কর্ত্তৃক মথুরা হইতে শ্রীকৃষ্ণকে গোকুলে স্থানান্তর-কালে শ্রীযমুনানদী অতিক্রম।
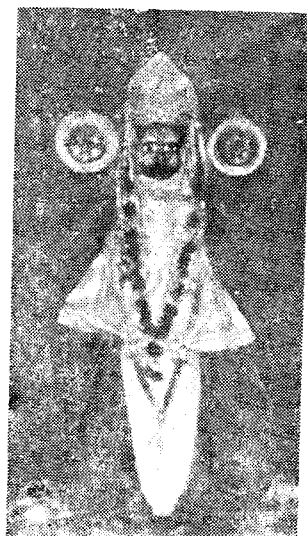
সূর্য্যকুণ্ড ছোটভরণা গ্রামে শ্রীসূর্য্যদেব ভগবান
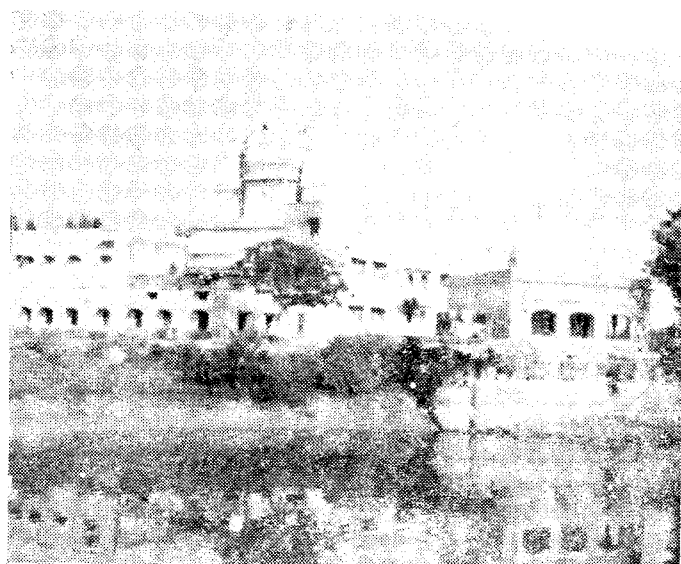
নীমগ্রামে নিম্বার্কী শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দির

শ্রীনীপকুণ্ড :—শ্রীগৌরীকুণ্ডের পশ্চিমে শ্রীনীপকুণ্ড অবস্থিত। এই শ্রীনীপকুণ্ডের অপর নাম 'শ্রীদ্রোণ ক্ষেত্র'। এইস্থানে সমস্ত সখা এবং সখীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত কদম্ব ও পলাশপত্রের দ্বারা দ্রোণী প্রস্তুত করিয়া দধি ভক্ষণ করিয়াছিলেন। সেইজন্য সেই সময় হইতে তত্রত্য তরুসমূহের পত্র দ্রোণাকার হইয়াগিয়াছে ; আর সেই মহাপুণ্যক্ষেত্র দ্রোণ নামে অভিহিত হইয়াছে।

শ্রীসখীতরা গ্রাম :—শ্রীগোবর্দ্ধন গ্রামের এক কিঃ মিঃ পশ্চিমে শ্রীসখীতরা গ্রাম অবস্থিত। শ্রীচন্দ্রাবলীর সখীস্থলী নামানুসারে এই গ্রামের নাম শ্রীসখীতরা গ্রাম। বর্তমানে এইস্থানের নাম সখী-তরা। এইস্থানে সখীতরা নামে একটি সুন্দর কুণ্ড দর্শনীয়।

ভীমনগর :—শ্রীআনোর গ্রামের এক কিঃ মিঃ উত্তরে শ্রীভীমনগর নামক একটি ছোট্ট গ্রাম অবস্থিত। গ্রামটি শ্রীগিরিরাজের তটে খুব সুন্দর দর্শনীয়।

শ্রীগোবিন্দ কুণ্ড :—শ্রীআনোর গ্রামের দক্ষিণে এবং শ্রীগিরিরাজের সন্নিকটে শ্রীগোবিন্দকুণ্ড অবস্থিত। এইস্থানে দেবরাজ ইন্দ্র স্বিয় অপরাধ ক্ষমাপ্রার্থনার নিমিত্ত শ্রীসুরভীগাভী এবং অন্যান্য তীর্থের জলে শ্রীকৃষ্ণকে অভিষেক করিয়া শ্রীগোবিন্দনাম প্রদান করিয়াছিলেন। এই কুণ্ডের পূর্ব্বতীরে শ্রী-গোবিন্দদেবজী মন্দির, নৈঋত কোণে শ্রীনাথজী মন্দির, উত্তর তীরে শ্রীমাধবদাস বাবার আশ্রম, দক্ষিণতীরে শ্রীমদনমোহন মন্দির, এবং পশ্চিমতীরে শ্রীগিরিরাজ মহারাজ বিরাজিত।

শ্রীগন্ধর্ব্ব কুণ্ড :— শ্রীগোবিন্দকুণ্ডের দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রীগন্ধর্ব্ব কুণ্ড অবস্থিত। দেবরাজ ইন্দ্র কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক কালে গন্ধর্ব্বগণ এইস্থানে গন্ধর্ব্ব লোক হইতে আগমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি করিয়াছিলেন।

পুছরী গ্রাম :—আনোর গ্রাম হইতে দেড়মাইল দক্ষিণে পুছরী গ্রাম অবস্থিত। এই পুছরী গ্রাম নাম হইবার কারণ—শ্রীগিরিরাজ দর্শনে অনেকটা ময়ূরাকৃতি ময়ূরের পেছনে পুচ্ছ থাকে, সেই অনু-সারে শ্রীগিরিরাজমহারাজের দক্ষিণ প্রান্ত পুছরী গ্রাম বলিয়া পরিচিত। গ্রামের উত্তর পার্শ্বে শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম মন্দির বিরাজিত।

শ্রীঅপ্সরা কুণ্ড এবং নবালকুণ্ড

পুছরী গ্রামের উত্তর পার্শ্বে এই কুণ্ড দুইটি অবস্থিত। শ্রীনবালকুণ্ডের প্রাচীন নাম 'শ্রীপুচ্ছকুণ্ড'। ভরতপুর নিবাসী শ্রীমতীনবালরাণী এই কুণ্ডের সংস্কার করিয়াছিলেন, সেইজন্য এইকুণ্ডের বর্তমান নাম শ্রীনবালকুণ্ড। এইকুণ্ডে স্নানমাত্র মানুষ মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। কুণ্ডের পূর্ব্বপার্শ্বে শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দির, পশ্চিম পার্শ্বে শ্রীঅপ্সরা কুণ্ড। শ্রীঅপ্সরা কুণ্ডে অপ্সরাদি দেবীগণ নিত্য স্নান করিয়া থাকেন। এই কুণ্ডে স্নানমাত্রে মানবগণ রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া থাকেন। কুণ্ডের পশ্চিম পার্শ্বে শ্রী-অপ্সরা বিহারী মন্দির এবং শ্রীলোঠাজী মন্দির অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখা শ্রীলোঠাজী এইস্থানে ভজনানন্দে নিমগ্ন হইয়াছেন। অপ্সরা কুণ্ডের উত্তর পার্শ্বে শ্রীরাঘবপণ্ডিতের গোফা। শ্রীরাঘব পণ্ডিত শ্রীবৃন্দাবন ভ্রমণ কালে এইস্থানে আসিয়া গোফা তৈরী করিয়া ভজন করিয়াছিলেন। শ্রীলোঠাজী মন্দিরের

পার্শ্বে অখণ্ড শ্রীহরিনাম মহাযজ্ঞ মহা আনন্দের সহিত হইতেছেন।

শ্রীদাউজী মন্দির :—শ্রীপুছরীগ্রাম হইতে এক কিঃ মিঃ উত্তরে শ্রীদাউজী মন্দির অবস্থিত। মন্দিরের ভিতরে শৃঙ্গার শিলা এবং শ্রীকৃষ্ণের সপ্তম বৎসরের চরণচিহ্ন বিরাজিত। মন্দিরটি শ্রীগিরিরাজের উপরে অবস্থিত হওয়ায় বৈষ্ণবগণ মন্দিরে গমন করেন না। শ্রীগিরিরাজের পার্শ্বে মন্দিরকে দর্শন করিয়া দণ্ডবৎ প্রণামাদি করিয়া থাকেন। প্রবাদ আছে যে এইস্থানে দাঁড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগিরিরাজকে ধারণ করিয়াছিলেন।

শ্রীইন্দ্রকুণ্ড :—শ্রীদাউজী মন্দিরের নিম্নদেশে শ্রীইন্দ্রকুণ্ড অবস্থিত। এই কুণ্ডের প্রাচীন নাম 'শ্রীশক্র কুণ্ড'। এই কুণ্ডের তীরে ইন্দ্র স্বীয় অপরাধ ক্ষমাপণের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের চরণে বহুত স্তুতি করিয়াছিলেন। কুণ্ডে স্নানমাত্রে শতযজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে।

শ্রীসুরভীকুণ্ড :—শ্রীদাউজী মন্দিরের নিম্নদেশে শ্রীসুরভীকুণ্ড অবস্থিত। ইন্দ্র কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে গোবিন্দ পদে অভিষিক্ত করিবার পরে এইস্থানে সুরভী আপন দুগ্ধ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে অভিষেক করিয়াছিলেন।

শ্রীকদম্বখণ্ডি :—শ্রীসুরভীকুণ্ডের উত্তর পার্শ্বে শ্রীকদম্বখণ্ডি অবস্থিত। এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণ সদাসর্ব্বদা শ্রীমতীরাধারাণীর সহিত রাসাদি লীলা করিয়া থাকেন। তাহার দর্শনমাত্র নর নারায়ণ হয়।

শ্রীঐরাবত কুণ্ড :—শ্রীকদম্বখণ্ডির মধ্যস্থলে শ্রীঐরাবত কুণ্ড অবস্থিত। ইন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণাভীষেক কালে ঐরাবত হস্তি স্বর্গ হইতে এইস্থানে আগমন করিয়াছিলেন। এইকুণ্ড দর্শনে মানবের ভক্তি এবং মুক্তি হইয়া থাকে।

যতীপুরা গ্রাম :—শ্রীগোবর্দ্ধন শহর হইতে দুই মাইল অগ্নিকোণে যতীপুরা গ্রাম অবস্থিত। শ্রীগিরিরাজের সমীপে যে স্থানে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীপাদ শ্রীনাথজীউর তৃপ্তি বিধানের নিমিত্ত ষড়রস যুক্ত নানাবিধ উপকরণে অন্নকূট মহোৎসব সম্পন্ন করিয়াছিলেন, সেই শ্রীমাধবেন্দ্র যতীর নাম হইতে যতীপুরা গ্রাম প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। অদ্যাপিও কার্ত্তিক শুক্লা প্রতিপদ দিবসে এইস্থানে মহাসমারোহে শ্রীঅন্নকূট মহোৎসব কার্য সম্পাদিত হইয়া আসিতেছেন। সন্নিকটে শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্যের উপবেশন স্থান। গ্রামে শ্রীমদনমোহন, শ্রীনবনীত প্রীয়াজী, শ্রীমথুরেশজীউ, শ্রীবাসুদেব দত্ত, শ্রীসারঙ্গ মুরারী ও শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের মা নারায়ণী দেবীর শ্রীপাট বিরাজিত। এই গ্রামের প্রাচীন নাম 'শ্রীগোপালপুরা গ্রাম'।

শ্রীমুখারবিন্দ অন্নকূট :—শ্রীযতীপুরা গ্রামের মধ্যভাগে এবং শ্রীগিরিরাজের তটে শ্রীমুখারবিন্দ অবস্থিত।

শ্রীমারকুণ্ড :—যতীপুরা গ্রামের মধ্যভাগে শ্রীমারকুণ্ড অবস্থিত। এইকুণ্ডের দ্বিতীয় নাম উদর কুণ্ড। কথিত আছে—শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামী শ্রীগোপালদেবজীউকে প্রকট করিয়া যখন মহা-

সমারোহে শ্রীঅন্নকূট মহোৎসব করিয়াছিলেন। তখন সমস্ত অন্নের মার আসিয়া এইস্থানে জমা হইতে থাকে এবং মারের দ্বারা একটি কুণ্ডাকার সৃষ্টি হয়। সেইজন্য এই কুণ্ডের নাম শ্রীমারকুণ্ড। এইকুণ্ড দর্শনমাত্র অনন্ত ফল লাভ হয়।

শ্রীসুরজকুণ্ড :—শ্রীযতীপুরা গ্রামের উত্তরভাগে শ্রীসুরজকুণ্ড অবস্থিত। কুণ্ডের দক্ষিণ তীরে শ্রীকুণ্ডেশ্বর মহাদেব মন্দির বিরাজিত।

শ্রীবিলছুকুণ্ড :—শ্রীযতীপুরা গ্রামের দেড় মাইল উত্তরে এবং শ্রীগোবর্দ্ধন গ্রামের অর্দ্ধমাইল দক্ষিণে শ্রীবিলছুকুণ্ড অবস্থিত। বর্ত্তমানে কুণ্ডটি বিবিধ বৃক্ষ ও মনোহর মণিরত্ন দ্বারা সুশোভিত। এই কুণ্ডে স্নান করিলে মানব মুক্তিপদ লাভ করিবে।

শ্রীচন্দ্রসরোবর / মহম্মদপুর / পরসৌলী গ্রাম

শ্রীগোবর্দ্ধন গ্রাম হইতে দুই কিলোমিটার দক্ষিণে এবং যমুনামাতা গ্রাম হইতে এক মাইল নৈঋত কোণে মহম্মদপুর গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামের পূর্ব্বনাম পরাসৌলী গ্রাম। গ্রামের পশ্চিমভাগে পাকা রাস্তার সঙ্গেই শ্রীচন্দ্রসরোবর। সরোবরের চতুর্দিকস্থ তীর মণিসমূহের দ্বারা বাঁধানো এবং উত্তম বৃক্ষ-লতায় পরিবেষ্টিত। সরোবরের তীরে শ্রীচন্দ্র বিহারীজী মন্দির, শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্যের বৈঠক, শ্রীপাদ বিট্‌ঠলনাথজীউর বৈঠক, শ্রীপাদ গোকুল নাথজীউর বৈঠক, শ্রীপাদ সুরদাসজীউর ভজন কুটির, শ্রীমন্-মহাপ্রভুজীউর বৈঠক, এবং গ্রামের সঙ্গে শ্রীসরস্বতী দেবীর মন্দির বিরাজিত।

—: তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে :—

এই পরাসৌলি গ্রাম—দেখ শ্রীনিবাস। বসন্ত সময়ে এথা করিলেন রাস ॥

এই দেখ 'চন্দ্রসরোবর' অনুপম। এথা রাসাবেশে কৃষ্ণচন্দ্রের বিশ্রাম ॥

ভবনপুরা :—আড়িং হইতে চার কিঃমিঃ এবং মহম্মদপুর হইতে দুই কিঃমিঃ পূর্ব্বভাগে ভবনপুরা গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীবিহারীজী এবং শ্রীগোপালজী মন্দির বিরাজিত।

পেঠা গ্রাম

শ্রীবৃন্দাবন মাহাত্ম হইতে :—ইহা পরাসৌলী গ্রামের দুই মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। রাসে অন্তর্দ্ধানের পর শ্রীকৃষ্ণ এখানে চতুর্ভুজ হইয়া গোপীকাগণকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু মাদনাখ্য মহাভাববতী শ্রীরাধিকা উপস্থিত হওয়া মাত্র সর্ব্ব সমর্থ শ্রীগোবিন্দ নানা যত্ন করা সত্ত্বেও তাঁহার দুই হস্ত রাখিতে সমর্থ হয় নাই। কথিত আছে—শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রের উপদ্রব হইতে ব্রজবাসীগণকে রক্ষা করিবার জন্য এখানে সখাগণ সঙ্গে পরামর্শ করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সখাগণের নিকট শ্রীগোবর্দ্ধন ধারণ করিবার কথা প্রকাশ করিলে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সুকোমল শরীর দ্বারা এই গুরুতর কার্য্য সম্পাদন হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব জ্ঞানে এই কার্য্য হইতে বিরত হইবার পরামর্শ দেন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে সম্মত হইলেন না। অনন্তর সম্মুখে একটি কদম্ববৃক্ষ দেখিয়া সখাগণ বলিলেন—যদি তুমি এই বৃক্ষকে ধরিয়া মুচড়াইতে

পার, তাহা হইলে আমাদের বিশ্বাস হইবে, তবেই আমরা গোবর্দ্ধন ধারণের অনুমতি দিতে পারি। ইহা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ পরমানন্দে সেই বৃক্ষকে ধরিয়া মুচড়াইয়া ফেলিলেন। তদ্দৃষ্টে সখাগণ সন্তুষ্ট চিত্তে শ্রীকৃষ্ণকে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া মল্লবেশ রচনা দ্বারা কোমরে পেটিবদ্ধ পরাইয়া দিলেন। যে বৃক্ষকে শ্রীকৃষ্ণ মুচড়াইয়া বক্র করিয়াছিলেন সেই প্রাচীন বৃক্ষই এঠাকদম্ব নামে সর্ব্বসাধারণে পরিচিত এবং তদবধি এইস্থানের নাম "পেটো" বলিয়া বিখ্যাত।

বর্তমানে সেই কদম্ব বৃক্ষটি প্রাপ্তি হইয়াগিয়াছে। যেইস্থানে কদম্ববৃক্ষটি ছিল সেইস্থানে বৃক্ষের বেদিটি দেখিতে পাওয়া যায় এবং গ্রাম বাসিগণ সেই বৃক্ষের কিছুটা আনয়ন করিয়া শ্রীজানকীবল্লভ মন্দিরে স্থাপন করিয়াছেন। গ্রামের বায়ুকোণে শ্রীনারায়ণ সরোবর অবস্থিত। সরোবরের পশ্চিমে শ্রীচতুর্ভুজ নারায়ণ মন্দির, কুণ্ডতীরে শ্রীমহাদেব মন্দির ও শ্রীরাধারমণ মন্দির ইহা ছাড়া ক্ষীরসাগর, বল্লভ কূপ, লক্ষ্মীকূপ ইত্যাদি দর্শনীয়।

আড্ডাপালী :—সোঁখ হইতে চার কিঃমিঃ পূর্ব্বাংশে আড্ডাপালী অবস্থিত। গ্রামে শ্রীদ্বারকাধীশ মন্দির বিরাজিত।

মলু :—সোঁখ হইতে দুই কিঃ মিঃ উত্তরে মলু অবস্থিত।

নৈনুপট্টী :—জাঙ্গলী হইতে অর্দ্ধ কিঃ মিঃ দূরে নৈনুপট্টী অবস্থিত।

নগলা জাঙ্গলী :—জালী হইতে এক কিঃ মিঃ দূরে নগলা জাঙ্গলী অবস্থিত।

ইমল গ্রাম :—সোঁক গ্রাম হইতে দেড় কিঃ মিঃ উত্তরাংশে ইমল গ্রাম অবস্থিত। গ্রামের পার্শ্বে শ্রীমহাদেব মন্দির বিরাজিত। অত্যন্ত সুন্দর পরিবেশ নিয়ে গ্রামটি সুসজ্জিত।

ননুগ্রাম :—তসিয়া গ্রাম হইতে দেড় কিঃমিঃ পূর্ব্বাংশে ননু গ্রাম অবস্থিত। গ্রামবাসীগণের প্রীতি খুবই প্রসংশনীয়।

তসিয়া গ্রাম :—বচগ্রাম হইতে দুই কিঃ মিঃ ঈশাণকোণে তসিয়া গ্রাম অবস্থিত। গ্রামের পূর্ব্বাংশে শ্রীমহাদেব মন্দির বিরাজিত।

সোঁক গ্রাম

তসিয়া গ্রাম হইতে দুই কিঃ মিঃ পূর্ব্বাংশে সোঁক গ্রাম অবস্থিত। এক জনশ্রুতি—কোন একদিন শ্রীমতীরাধারাণী সখীগণ সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতে করিতে এই বনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বনমধ্যে বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যদ্রব্য দেখিয়া সখীগণ শ্রীমতীরাধারাণীকে বলিতে লাগিলেন যে—হে সখী—চেয়ে দেখ, কি সুন্দর সুন্দর খাদ্যদ্রব্য। আমরা এইগুলি দ্বারা বনভোজন লীলা আরম্ভ করিব। রাধারাণী বলিলেন যে—তোমরা আর এক পাগল, বন মধ্যে কোথায় পাইব বর্তন, কোথায় জল, কোথায় মসল্লা? কি প্রকারে রসই হইবে। এইপ্রকার চিন্তা করিবার সঙ্গে সঙ্গে রসই করিবার সমস্ত বর্তনাদি নিজ সম্মুখে দেখিতে পাইলেন। সখীগণ মনানন্দে বন্য শাক—সব্জি আমানি করিতে লাগিলেন।

রাধারাণী তেল মসল্লা দ্বারা সব্জিকে সোঁক (সম্বার) দিলেন। এই সময় শ্রীকৃষ্ণ নন্দালয়ে শ্রীমধুমঙ্গলকে বলিতে লাগিলেন যে—হে সখা, আমাদের ভোজনের জন্য কোথায় যেন রসই কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, চল সেইস্থানে গমন করিব। শ্রীকৃষ্ণ মধুমঙ্গলকে সঙ্গে করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেইজন্য এই স্থানের নাম বর্তমানে সোঁক গ্রাম বলিয়া পরিচিত। গ্রামে সূরজ কুণ্ড, সোঁক কুণ্ড, শ্রীসীতারাম মন্দির, শ্রীহনুমানজী মন্দির, শ্রীগিরিরাজ মন্দির বিরাজিত।

বচ্‌গ্রাম

সোঁক গ্রাম হইতে তিন কিঃ মিঃ পশ্চিম-দক্ষিণাংশে বচ্‌গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামের প্রাচীন নাম বৎসবন। কোন একদিন শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম সখাগণ সঙ্গে গোচারণ করিতে করিতে এইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এমন সময় শ্রীদাম এবং মধুমঙ্গলাদি সখাগণ বলিতে লাগিলেন যে—"হে ভাইয়া হমারী বহুত্ ভুখ লাগ্‌গই, কিছু ভোজন করা দে।" এইকথা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত সখাগণকে সঙ্গে করিয়া একটি কদম্ব বৃক্ষের নীচে উপবেশন করিলেন এবং হস্তের বংশীটি সুমধুর স্বরে বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। এমতাবস্থায় কোথা হইতে দধি, ক্ষীর, রাবরী, ননী, মাখনাদির ভাণ্ড সারিবদ্ধ ভাবে আপনি আপনি আগমন করিতে লাগিলেন। বনমধ্যে খাদ্যদ্রব্য দেখিয়া সকলের মন অত্যন্ত আনন্দিত। তৎপরে আরম্ভ হয় ভোজন লীলা। গ্রামে রাবরী কুণ্ড, রামকুণ্ড, বিমলকুণ্ড সঙ্করকুণ্ড, আড়বার কুণ্ড, জ্ঞান কুণ্ড, সহস্র কুণ্ড ও কনক সাগর অবস্থিত। শঙ্কর কুণ্ডতটে প্রাচীন (বড়মন্দির) শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দির বিরাজিত। কুণ্ডাদিতে স্নান করিলে পূর্ব্ব জন্মের সঞ্চিত পাপ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

সাবলা গ্রাম :—পেঠা গ্রাম হইতে দুই কিঃ মিঃ দক্ষিণে সাবলা গ্রাম অবস্থিত। এইস্থানে শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দির, শ্রীমহাদেব মন্দির, শ্রীঝড়ীবালে বাবা, শ্রীউধোদাস বাবা, শ্রীগোপালদাস বাবা এবং শ্রীখুশ্যালদাস বাবার সমাধি দর্শনীয়।

জলাশয় শূন্যাবস্থায় সাবলা ফুটিল। ফুল দেখি সখাগণের আনন্দ বাড়িল॥
শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কে বুঝিতে পারে। এই যে ব্রজের লীলা কল্পবৃক্ষ মূলে॥

শেরা নগলা :—গুলাল নগলার দক্ষিণ পার্শ্বে এবং সাবলা গ্রামের এক কিঃ মিঃ ব্যবধানে অবস্থিত। গ্রামের পশ্চিম পার্শ্বে শ্রীহনুমানজী এবং শ্রীমহাদেবের মন্দির বিরাজিত।

রতুগ্রাম :– সাবলা গ্রাম হইতে দুই কিঃ মিঃ দক্ষিণে রতুগ্রাম অবস্থিত।

রতি ক্রিড়াস্থল সেইজন্য রতুগ্রাম। বিশুদ্ধ ভাবের মধ্যে নাহি কোন কাম॥

ডোমপুরা :—কোথরা গ্রাম হইতে দুই কিঃ মিঃ উত্তর পূর্ব্বাংশে ডোমপুরা গ্রাম অবস্থিত।

কোথরা :—পুছরী হইতে তিন কিঃ মিঃ দক্ষিণ ভাগে কোথরা গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রী-কোথরাকুণ্ড, শ্রীসত্যনারায়ণ মন্দির বিরাজিত। সীমা পরিক্রমা করিবার সময় বছগ্রাম হইতে কোথরা গ্রাম হইয়া সামই গ্রামে যাইতে হয়।

গাঁঠোলী

গোবর্দ্ধন গ্রাম হইতে আড়াই কিঃ মিঃ পশ্চিমে গাঁঠোলী গ্রাম অবস্থিত। গ্রামের পূর্ব্বভাগে শ্রীগুলালকুণ্ড, কুণ্ডতটে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর বৈঠক বিরাজিত। এইস্থানে বসন্তকালে হোলীর সময় সখীগণ শ্রী-রাধাকৃষ্ণের বস্ত্রে বস্ত্রে গ্রন্থি বন্ধন করিয়া আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন। সেইজন্য এই গ্রামের নাম গাঁঠোলী বলিয়া বিখ্যাত।

—ঃ তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকর হইতে ঃ—

ঐছে পরিক্রমা করি' গোবর্দ্ধন দিয়া। গেলেন 'গাঁঠোলী'—গ্রামে উল্লসিত হৈয়া॥
রাঘব পণ্ডিত শ্রীনিবাস-প্রতি কয়। "কহিয়ে গাঠুলি-গ্রাম নাম যৈছে হয় ॥
এথা হোলি খেলি' দোঁহে বৈসে সিংহাসনে। সখী দুহুঁ বস্ত্রে গাঁঠি দিলা সঙ্গোপনে ॥
সিংহাসন হৈতে দোঁহে উঠিলা যখন। দেখয়ে বসনে গাঁঠি, হাসে সখীগণ ॥
হইল কৌতুক অতি, দোঁহে লজ্জা পাইলা। ফাগুয়া লইয়া কেহ গাঁঠি খুলি' দিলা॥
এ-হেতু গাঁঠুলি,—এ গুলালকুণ্ড জলে। এবে ফাগু দেখে লোক বসন্তের কালে ॥

শ্রীমন্‌মহাপ্রভু গোবর্দ্ধন গ্রামে আগমন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন যে—শ্রীগিরিরাজের উপরও উঠা যাইবে না এবং শ্রীগোপালজীউ দর্শন হইবে না, সেইজন্য—

—ঃ তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ঃ—

অন্নকূট নাম গ্রামে গোপালের স্থিতি। রাজপুত লোকের সেই গ্রামেতে বসতি ॥
একদিন আসি রাত্রে গ্রামীকে বলিল। তোমার গ্রাম মারিতে তুড়ুক ধারী সাজিল॥
আজি রাত্রে পলাহ গ্রামে না রহ একজন। ঠাকুর লইয়া ভাগ; আসিবে কাল যবন॥
শুনিয়া গ্রামের লোক চিন্তিত হইল। প্রথমে গোপাল লঞা গাঁঠুলি গ্রামে থুইল॥
গোবিন্দ কুণ্ডাদি তীর্থে প্রভু কৈল স্নান। তাহাই শুনিল গোপাল গেল গাঁঠুলি গ্রাম॥
সেই গ্রামে গিয়া কৈল গোপাল দর্শন। প্রেমাবেশে প্রভু করে কীর্ত্তন নর্ত্তন॥

মলসরায় ঃ—গাঁঠোলী হইতে সাড়ে তিন কিঃ মিঃ উত্তরে মলসরায় গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীরামজানকী মন্দির বিরাজিত।

বীট/টৌরকাঘনা ঃ—মলসরায় গ্রামের এক কিঃমিঃ পশ্চিম-দক্ষিণাংশে টৌরকাঘনা অবস্থিত। এইস্থানের পূর্ব্বনাম বীট। এইস্থানে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর বৈঠক এবং কানুয়া বাবা আশ্রম দর্শনীয়। আশ্রমে শ্রীকানুয়াজী এবং শ্রীগিরিরাজ বিরাজিত।

সকরবা ঃ—শ্রীগোবর্দ্ধন হইতে দুই কিঃ মিঃ উত্তর-পশ্চিমাংশে সকরবা গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দির বিরাজিত। এইস্থানে সখীগণ শ্রীকৃষ্ণকে শপথ করাইয়াছিলেন। শপথে শ্রীকৃষ্ণ সখীগণকে বলিয়াছিলেন যে—"শ্রীরাধিকাবিনু কভু না জানিয়ে আর"। সেইজন্য এই গ্রামের নাম শক্রোয়া। বর্তমানে এই গ্রামের নাম সকরবা নামে পরিচিত।

নিমগাঁও

গোবর্দ্ধন হইতে নিমগাঁও চার কিঃ মিঃ উত্তর পশ্চিম দিকে অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন ধারণের পর এইস্থানে আসিয়া বিশ্রাম করিতে থাকিলে, সখীগণ চতুর্দিকে বেষ্টিতাবস্থায় নির্মঞ্ছন (ব্যাঞ্জনাদি সেবা) করিয়াছিলেন। এইগ্রাম নিম্বাদিত্যের বাসস্থান। গ্রামের উত্তরে শ্রীসুদর্শন কুণ্ড অবস্থিত। শ্রীসুদর্শন কুণ্ডের তীরে শ্রীকুণ্ডেশ্বর মহাদেব, প্রাচীন তপস্থলী এবং শ্রীনিম্বার্ক রাধাকৃষ্ণমন্দির। মন্দিরে বিগ্রহ সেবা যেমন— ক) শ্রীনিম্বার্ক রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ (খ) শ্রীহংস ভগবান্. মহর্ষি শ্রীসনকাদি, দেবর্ষি শ্রীনারদ, জগদ্ গুরু শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য, শ্রীনিবাসাচার্য্যের বিগ্রহ।

—ঃ তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকরে দৃষ্ট হয় ঃ—

শ্রীনিবাস-প্রতি কহে রাঘব পণ্ডিত। এই 'নিমগ্রাম-নাম-ঐছে এ বিদিত ॥
গোবর্ধন হৈতে সবে নির্গত হইয়া। প্রাণাধিক নির্ম্মঞ্ছিল কৃষ্ণমুখ চায়া ॥

—ঃ তথাহি শ্রীস্তবাবল্যাং ব্রজবিলসে ৪৩ তম-শ্লোক ঃ—

প্রাণোভ্যোঽপ্যধিক প্রিয়ৈরপি পরং পুত্রৈর্মুকুন্দস্য যাঃ
স্নেহাৎ পাদসরোজযুগ্মবিগলদ্‌ঘর্ম্মস্য বিন্দোঃ কর্ণম্ ।
নির্মঞ্ছ্যোরুশিখণ্ডসুন্দরশিরশ্চুম্বন্তি গোপ্যশ্চিরং
তাসাং পাদরজাংসি সন্ততমহং নির্ম্মঞ্ছয়ামি স্ফুটম্ ॥

অনুবাদ ঃ—যে গোপীকাগণ মুকুন্দের পাদপদ্ম-যুগল হইতে নির্গত ঘর্মবিন্দুর কণা প্রাণাপেক্ষাও অধিক প্রিয় পুত্রগণের দ্বারা নির্ম্মঞ্ছন করাইয়া সুচারুময়ূরপিচ্ছ শোভিত শির অনেকক্ষণ ধরিয়া চুম্বন করেন; সেই গোপীগণের চরণরেণু আমি সর্বদা নিশ্চিত নির্ম্মঞ্ছন করি।

কুঞ্জরাগ্রাম

পাড়ল গ্রাম হইতে দেড় মাইল পূর্ব্বে এবং রাধাকুণ্ড হইতে দেড় মাইল উত্তরে কিঞ্চিৎ পশ্চিম-দিকে কুঞ্জরা গ্রাম অবস্থিত। এইগ্রামের পূর্ব্ব নাম 'নবাগ্রাম। এইস্থানে শ্রীমতীরাধারাণী শ্রীকৃষ্ণের সহিত কুঞ্জবলীলা অভিনয় করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে কুঞ্জর রাজ বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন, সেইজন্য এই স্থানের নাম কুঞ্জররাজ অথবা কুঞ্জরা। এই গ্রামে শ্রীদাউজী মন্দির, শ্রীহনুমানজী মন্দির, শ্রীবলরামকুণ্ড বিরাজিত।

—ঃ তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকরে ঃ—

এই কুঞ্জে 'নবাগ্রাম' দেখহ অগ্রেতে। শ্রীকুণ্ডের কুণ্ডসীমা হয় এথা হৈতে ॥
এবে লোক কহয়ে 'কুঞ্জরা' — নামে গ্রাম। এথা রাধাকৃষ্ণের বিলাস অনুপম ॥

কাসট নগলা ঃ—কুঞ্জরা হইতে এক কিঃ মিঃ পূর্ব্বে কাসট নগলা অবস্থিত। নগলার পশ্চাতে শ্রীমহাদেব মন্দির বিরাজিত। অল্পকিছু পরিবার নিয়ে (একত্রিত হইয়া) সুন্দর ভাবে তাহারা বসবাস করিতেছেন ।

ভগোসা :—মড়োরা হইতে দুই কিঃমিঃ দক্ষিণাংশে ভগোসা গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীবাঁকে বিহারী এবং শ্রীরাধাগিরিধারী মন্দির বিরাজিত।

পাড়ল :—নীমগ্রাম হইতে দুই মাইল উত্তরে পাড়ল গ্রাম অবস্থিত। এইস্থানে শ্রীমতীরাধারাণী শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত সখীগণ সঙ্গে পাড়লপুষ্প চয়ন করিয়া মালা গ্রন্থন করিয়াছেন। সেইজন্য গ্রামের নাম পাড়ল বলিয়া পরিচিত।

—: তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকরে :—

দেখহ 'পাটল গ্রাম'—এথা সখীসঙ্গে। পাটল-পুষ্প চয়ন করেন রাই রঙ্গে॥

মড়োরা :—মহরোলী হইতে চার কিঃমিঃ দক্ষিণ পূর্ব্বাংশে মড়োরা গ্রাম অবস্থিত। গ্রামের পূর্ব্বভাগে শ্রীমড়োরা কুণ্ড এবং কুণ্ডতটে শ্রীকুণ্ডেশ্বর মহাদেব ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দির বিরাজিত।

পলসো

সীহ গ্রাম হইতে এক কিঃমিঃ দক্ষিণে পলসো গ্রাম অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ মথুরা যাত্রাকালে ব্রজগোপীকাগণ যখন রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন তখন তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিবার জন্য 'কালি পরশু আসিব' বলিয়া সান্ত্বনা করিয়াছিলেন। সেইজন্য এইস্থানের নাম পলসো বলিয়া বিখ্যাত।

—: তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকরে :—

'পরশো'-নাম গ্রাম এই দেখহ অগ্রেতে। পরশো-নাম হৈল যৈছে কহি সংক্ষেপেতে॥
রথে চড়ি' কৃষ্ণ মথুরায় যাত্রা কৈলা। গোপিকার দশা দেখি' ব্যাকুল হইলা॥
লোকদ্বারে কহিলেন শপথ খাইয়া। 'কালি পরশের মধ্যে মিলিব আসিয়া॥
এ হেতু পরশো-নাম হইল ইহার। কহিতে না জানি—যৈছে চেষ্টা গোপিকার॥

এইস্থানে পরশো কুণ্ড, সতীদেবীমন্দির, তলাপবালে মন্দির, বীচগ্রামকা মন্দির, ভবকরি মন্দির, সোনারকা মন্দির এবং কপইয়া মন্দির বিরাজিত।

কোন একদিন এইস্থানে এক গোপ দেহরক্ষা করিলে তাহার স্ত্রী, স্বশুর-স্বাশুরী-আত্মীয় স্বজন সকলের নিকট অনুমতি গ্রহণ করিয়া স্বামীকে সঙ্গে লইয়া চীতায় (আগুনে) প্রবেশ করিলেন কিন্তু সেই স্ত্রীর শরীরে কোন প্রকারে অগ্নি স্পর্শ না করিলে, সেই স্থানটি অদ্যাবধি সতীস্থান বলিয়া পরিচিত।

সীহ

ডাহোলী হইতে দুই কিঃ মিঃ দক্ষিণে সীহ গ্রাম অবস্থিত। মথুরা-প্রয়াণে শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের অবস্থা দর্শনান্তে অধীর হইয়া 'শীঘ্র' আসিব এইকথা বারম্বার বলিতে থাকিলে, এইস্থানের নাম সীহ বলিয়া পরিচিত।

—: তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকরে :—

পরশো-নিকট এই 'শ্রী-নামেতে' গ্রাম। সঙ্ক্ষেপে কহিয়ে যৈছে হইল-শ্রীনাম॥

এথা কৃষ্ণচন্দ্র ধৈর্য ধরিতে না পারে। গোপিকার দশা দেখি' কহে বারে বারে॥
মথুরা হইতে শীঘ্র করিব গমন। এই হেতু শীঘ্র শী, কহয়ে সর্ব্বজন॥
রথে চড়ি' কৃষ্ণচন্দ্র চলে মথুরায়। কৃষ্ণ বিনা গোপীগণ হৈলা মৃত্যু প্রায়॥
অসংখ্য গোপীর নেত্র অঞ্জন-সহিতে। নেত্র-অশ্রু বুক বাহি' পড়ে পৃথিবীতে॥
একত্র হইয়া জল চলে নদীপারা। সবে কহে—এই হয় যমুনার ধারা॥
এই গোপীকার প্রেম—অশ্রুময় স্থান। অহে শ্রীনিবাস, এ দেখয়ে ভাগ্যবান্॥

মহরোলী :—মুড়সেরস হইতে তিন কিঃ মিঃ এবং পলসো হইতে তিন কিঃ মিঃ পশ্চিমে মহরোলী গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীমেরলীকুণ্ড এবং কুণ্ডতটে শ্রীকুণ্ডেশ্বর মহাদেব বিরাজিত। ইহাছাড়া শ্রীহনুমানজী, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মন্দির দর্শনীয়।

জাঁনু :—মহরোলী হইতে আড়াই কিঃ মিঃ পশ্চিমে জাঁনু গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীজানু-কুণ্ড, শ্রীগোপালজীউ, শ্রীকুণ্ডেশ্বর মহাদেব এবং শ্রীলক্ষ্মণজী মন্দির বিরাজিত।

দোসেরস :—মলসরায় হইতে তিন কিঃ মিঃ পশ্চিমে কিঞ্চিৎ উত্তর দিশায় দোসেরস গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দির এবং বসকুণ্ড, কুণ্ডতটে শ্রীকুণ্ডেশ্বর মহাদেব এবং শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির বিরাজিত।

মুড়সেরস :—দোসেরস হইতে চার কিঃ মিঃ পশ্চিমে মুড়সেরস গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীপিরি-পুখর কুণ্ড অবস্থিত। এইকুণ্ডের অপরনাম মণিকুণ্ড। কুণ্ডতটে শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দির বিরাজিত।

দৌলতপুর :—দোসেরস এবং মুড়সেরস গ্রামের দক্ষিণাংশে দৌলতপুর গ্রাম অবস্থিত।

শ্রীব্রজমণ্ডলের মধ্যাংশ লীলা

তৃতীয় অধ্যায়

আঝই

চৌমুঁহা হইতে এক মাইল দক্ষিণ পশ্চিমাংশে এবং জৈত হইতে তিন কিঃ মিঃ বায়ুকোণে আঝই গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামে শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দির এবং শ্রীরামবাগ ও শ্রীশ্যামবাগ নামে তুইটি সুন্দর বাগান দর্শনীয়। ব্রহ্মমোহনের পরক্ষণে ব্রজশিশুরা এইস্থানে আগমন করতঃ বলিতে লাগিলেন যে—শ্রীকৃষ্ণ আজই অঘাসুরকে বধ করিয়াছে। এইভাবে কথোপকথন করিতে থাকিলে বর্তমানে এইস্থানের নাম আজই বলিয়া পরিচিত।

অকবরপুর :—ছটিকরা হইতে আট কিঃ মিঃ এবং চৌমুঁহা হইতে তিন কিঃ মিঃ উত্তরে অকবরপুর অবস্থিত। এই গ্রামের পূর্ব্বনাম 'সাপলিখের'। গ্রামের মধ্যভাগে বনবারী কুণ্ড এবং কুণ্ড তটে শ্রীগোপালজী মন্দির বিরাজিত।

বিলোড়ী :—অকবরপুরের উত্তরভাগে বিলোড়ী গ্রাম অবস্থিত।

পেহ্লোরা :—অকবরপুরের পূর্ব্বভাগে পহ্লোরা গ্রাম অবস্থিত।

সিহানা :—আকবরপুর হইতে দেড় কিঃ মিঃ পশ্চিমে সিহানা গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে বড় মন্দির এবং ছোট মন্দির নামে তুইটি মন্দির দর্শনীয়। শ্রীকৃষ্ণ অঘাসুরকে বধ করিলে ব্রজবাসীগণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট চিত্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে "সিহানা" অর্থাৎ চতুর বলিয়া প্রশংসা করিয়াছিলেন। সেইজন্য এইস্থানের নাম সিহানা গ্রাম। এইস্থানে শ্রীসনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার চতুঃসনের বিগ্রহ এবং ক্ষীরসাগর তীরে পুড়ানাথজী নামক শ্রীনারায়ণদেব দর্শনীয়।

শিবাল :—সিহানা হইতে তিন কিঃ মিঃ পশ্চিমে শিবাল গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীহনুমানজীউর মন্দির বিরাজিত।

বঝেরা :— শিবাল হইতে এক কিঃ মিঃ উত্তরে বঝেরা গ্রাম অবস্থিত।

জমালপুর :—বঝেরা হইতে অর্দ্ধ কিঃ মিঃ উত্তরে জমালপুর গ্রাম অবস্থিত।

কোকেরা :—নরী এবং সিহানা গ্রামদ্বয়ের মধ্যস্থানে কোকেরা গ্রাম অবস্থিত।

পেলখু :—ভদাল হইতে সাড়েতিন কিঃ মিঃ উত্তরে এবং সূর্য্যকুণ্ড (ছোটভরণা) হইতে দুই কিঃ মিঃ পূর্ব্বভাগে পেলখু গ্রাম অবস্থিত। এইগ্রামে শ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগোপালজী, শ্রীমহাদেবজী এবং শ্রীহনুমানজীউর মন্দির দর্শনীয়।

সূর্য্যকুণ্ড গ্রাম / ভরণা খুর্দ

শ্রীরাধাকুণ্ড হইতে চার মাইল উত্তরে এবং বড়ভন্না হইতে তিন মাইল পূর্ব্ব দক্ষিণাংশে সূর্য্যকুণ্ড গ্রাম অবস্থিত। বর্তমানে এই গ্রামের নাম ছোট ভন্না।

শ্রীবৃন্দাবন মাহাত্ম্য হইতে :—শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী প্রাণবল্লভের দর্শনোৎকণ্ঠায় মধ্যাহ্নলীলায় সূর্য্যপূজার ছলে সখীগণের সহিত এখানে আগমন করিয়া থাকেন। গোধন ও সম্পদ বৃদ্ধির নিমিত্ত দেবী পৌর্ণমাসীর আদেশে জটিলা শ্রীরাধিকাকে সূর্য্যপূজার নিমিত্ত কুন্দলতার হস্তে অর্পণ করিলে কুন্দলতা শ্রীরাধিকার সহিত বিবিধ রসপ্রসঙ্গে সূর্য্যপূজার ছলে চলিয়াছেন, সঙ্গে সখীগণও সূর্য্যপূজার সামগ্রী লইয়া তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে সূর্য্যকুণ্ডে চলিয়াছেন, সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ রঙ্গে সখাগণের সহিত গোবর্দ্ধনে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন, কুন্দলতা ইহা অবগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত তুলসীমঞ্জরীকে দিয়া শ্রীরাধিকার সংবাদ সহ মাল্যাদি পাঠাইয়া দিলেন। তুলসী মাল্যাদি লইয়া কৃষ্ণের নিকট আগমন করিলে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিবার নিমিত্ত সূর্য্যকে প্রণাম করিয়া সূর্য্য পূজার ছলে সখীসঙ্গে পথের দিকে বাহির হইয়া শ্রীকুণ্ডের নিকট কন্দর্প কুহলি নামে পুষ্পবাটীকায় পুষ্প চয়ন ছলে গমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণও তুলসীর মুখে শ্রীরাধার সংবাদ পাইয়া সানন্দে মধুমঙ্গলের সহিত সেই পুষ্পবাটিকায় প্রবেশ করিয়া স্বসখী শ্রীরাধিকার দর্শন পাইলেন। উভয়ে উভয়কে দর্শন করিয়া প্রেমসিন্ধু উচ্ছলিত হওয়ায় শ্রীঅঙ্গে বিবিধ ভাবাবলী প্রকাশ পাইল। মধ্যাহ্ন কালের মিলনে প্রথমে কন্দর্প যজ্ঞ আরম্ভ হইল, পরে কুন্দলতা যজ্ঞের আচার্য্যে সূর্য্যপূজা সম্পন্ন হইল।

—ঃ তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকরে ঃ—

এই 'সূর্য্যকুণ্ড গ্রাম'—মোরনাখ্যা হয়। দেখ সূর্য্যবিগ্রহ, বিপিনে সূর্য্যালয়॥
সখীসহ সূর্য্য পূজে রাই মহাসুখে। কৃষ্ণ পুরোহিত হৈয়া পূজায় কৌতুকে॥
কৃষ্ণ প্রীতিদাতা এই সূর্য্যদয়াময়। কহিতে কি মহিমা—কেবা না আরাধয়?

তথাহি—

যমুনাজনকং সূর্য্যং সর্ব্বরোগাপহারকম্। মঙ্গলালয়রূপং তং বন্দে কৃষ্ণরতিপ্রদম্॥

অনুবাদ ঃ—যমুনার পিতা সর্বরোগহারী, কৃষ্ণ পাদপদ্মে অনুরাগপ্রদানকারী ; অতএব মঙ্গলের আধার স্বরূপ সেই সূর্য্যদেবকে বন্দনা করি।

সিদ্ধ মধুসূদনদাস বাবাজী মহারাজের সংক্ষিপ্ত জীবনী

সিদ্ধ মধুসূদনদাস বাবাজী মহারাজ পূর্ব্বাশ্রমে কুলীন ব্রাহ্মণ সন্তান ছিলেন। নবীন বয়স, চক্ষুদ্বয়

রক্তবর্ণ ছিল। মাতা-পিতা তাহাকে অনিচ্ছা সত্বেও বিবাহ দিয়াছিলেন। বিবাহ দিন রাত্রে তিনি পলায়ণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনোদ্দেশ্যে গমন করিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিয়া বনে-বনে, শ্রীযমুনার তীরে তীরে ভজন করিতে লাগিলেন। একদিন শ্রীযমুনার তটে (গঙ্গামাতা বংশ্য) জনৈক মহাত্মা তাঁহাকে দীক্ষামন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। সিদ্ধবাবা শ্রীরাধাকুণ্ড হইতে শ্রীমতীরাধারাণীর কৃপায় সিদ্ধ প্রণালী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং শ্রীমতীরাধারাণী আদেশ করিয়াছিলেন যে—তুমি শ্রীসূর্য্যকুণ্ডে গমন করিয়া ভজন কর, সেইস্থানেই তোমার সেবালাভ হইবে এবং যে মন্ত্র তুমি প্রাপ্ত হইয়াছ, সেই মন্ত্রে কাহাকেও দীক্ষিত করিও না। শ্রীমতীরাধারাণীর আদেশানুসারে সিদ্ধবাবা সূর্য্যকুণ্ডে ভজন করিয়াছিলেন।

শ্রীমতীরাধারাণী যে পাথরের উপরে অলঙ্করাদি রাখিয়া স্নান করিতেন, সেই পাথরখানি সিদ্ধবাবা সূর্যাকুণ্ড হইতে প্রাপ্ত হইয়া তীরে উত্তোলন করিয়াছিলেন। বর্তমানেও সিদ্ধ বাবার আশ্রমে পাথরখানি দর্শন লাভ হইতেছেন। কোন একদিন পূর্ব্বাশ্রম হইতে নিজ স্ত্রী দর্শনের জন্য আগমন করিলে সিদ্ধবাবা তাহা শ্রবণ করিয়া পলায়ণ করিয়াছিলেন তৎপরে সিদ্ধবাবার স্ত্রী ঘুরে ঘুরে কোথাও দর্শন না পাইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। কোন একদিন সিদ্ধ বাবার পায়ে ক্ষতরোগ প্রকাশ পাইলে তাহার কোন প্রতিকারের উপায় না পাইয়া তিনি কোন এক বনে গমন করিয়া 'হা রাধে হা রাধে' বলিয়া কান্নাকাটি করিতে লাগিলেন। এইভাবে দুইদিন অতিবাহিত হইলে তৃতীয় দিনে কোন গ্রামের পরিচিত বালিকারূপে শ্রীমতীরাধারাণী রুটি ও জল লইয়া নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তৎপরে বালিকার প্রিয়বাক্যানুসারে সিদ্ধবাবা প্রসাদ ভোজন করিয়াছিলেন। বালিকা চলিয়া গেলে ক্ষত পা নিরাময় হইয়া যায়, সেইজন্য সন্দেহমনে সিদ্ধবাবা সেই বালিকার গৃহে আগমন করিয়া যখন শুনিতে পাইলেন যে—এই বালিকায় রুটি নিয়ে যায় নাই তখন মনের দুঃখে কান্নাকাটি করিতে লাগিলেন। এই ঘটনাটি সিদ্ধবাবা গোপন রাখিতে চেষ্টা করিলেও গোপন রাখিতে পারিলেন না। অগ্রহায়ণী শুক্লাষ্টমী তিথিতে সিদ্ধবাবা দেহ রক্ষা করিয়াছিলেন। গ্রামে শ্রীসূর্য্যদেবের মন্দির, শ্রীগোপালজী মন্দির, শ্রীসিদ্ধ বাবার আশ্রম এবং শ্রীসূর্য্যকুণ্ড বিরাজিত।

রহেড়া :—সাঁখী হইতে আড়াই কিঃ মিঃ পশ্চিমে রহেড়া গ্রাম অবস্থিত। এইগ্রাম শ্রীনন্দমহারাজের বিলাস-ভবন। গ্রামে শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দির বিরাজিত।

সাহার

শিবাল হইতে পাঁচ কিঃমিঃ এবং বড়ভরনা হইতে দুই মাইল উত্তরে সাহার গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে সাহার কুণ্ড এবং শ্রীরাধামোহন মন্দির বিরাজিত। শ্রীনন্দমহারাজের অগ্রজ শ্রীউপানন্দ এইস্থানে বসবাস করিয়াছেন।

—ঃ তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থেঃ —

এ 'সাহার'—গ্রামে উপনন্দের বসতি। অধিক বয়স মন্ত্রনাতে বিজ্ঞ অতি॥

—ঃ তথাহি শ্রীস্তবাবলী হইতে ঃ—

শ্বেতশ্মশ্রুভরেণ সুন্দরমুখঃ শ্যামঃকৃতী মন্ত্রণাভিজ্ঞঃ সংসদি সন্ততং ব্রজপতেঃ কুর্বন্ স্থিতিং যোঽর্চিতঃ।
স্বপ্রাণার্বুদখণ্ডনৈর্মুমুরভিদং ভ্রাতুঃ সুতং তোষয়েৎ সাহারে নিবসন্ স গোষ্ঠমবতান্নাম্নোপনন্দ সদা ॥

অনুবাদ ঃ—যিনি শুভ্র শ্মশ্রুরাজিতে সুন্দরমুখ শ্যামবর্ণ, কৃতী, মন্ত্রণাকুশল, ব্রজরাজ নন্দের সভায় সর্বদা অবস্থান পূর্ব্বক নিজ অর্বুদ প্রাণত্যাগে ভ্রাতুষ্পুত্র মুরারী কৃষ্ণের প্রীতি বিধান করিয়া থাকেন সাহার-গ্রাম-নিবাসী উপনন্দ-নামে খ্যাত তিনি গোষ্ঠকে সর্বদা রক্ষা করুণ।

পালীগ্রাম ঃ—কুঞ্জরা হইতে তিন কিঃ মিঃ বায়ুকোণে পালিগ্রাম অবস্থিত। শ্রীমতীরাধারাণীর এক যূথেশ্বরীর নাম ছিল পালি, তিনি এই গ্রামে বসবাস করিয়াছিলেন, সেইজন্য এই গ্রামের নাম পালি-গ্রাম। গ্রামে বড় মন্দির এবং ছোট মন্দির নামে দুইটি মন্দির ও পালিকুণ্ড বিরাজিত।

—ঃ তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে ঃ—

এই দেখ 'পালিগ্রাম অপূর্ব্ব উদ্যান। পালিতা নামেতে যূথেশ্বরী-বাসস্থান॥

বড়ভন্না গ্রাম ঃ—ডোরাবলী হইতে দেড় মাইল ঈশান কোণে বড়ভান্না গ্রাম অবস্থিত। জনশ্রুতি :—এই গ্রামের পার্শ্বে একটি জলপ্রবাহিত বাঁধ রহিয়াছে, সেইজন্য এই গ্রামের নাম বড়ভন্না। গ্রামের দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রীবড় মন্দির (শ্রীবিহারীজী মন্দির) উত্তর পার্শ্বে ছোট মন্দির (শ্রীগোপালজী মন্দির) এবং কৃষ্ণকুণ্ড বিরাজিত।

ডেরাবলী গ্রাম

পালি হইতে দেড় মাইল বায়ুকোণে ডেরাবলী গ্রাম অবস্থিত। শ্রীনন্দমহারাজ গোকুলে অবস্থান কালে, শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করিবার জন্য কংস মথুরা হইতে অসুরগণকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন, এই-দিকে অসুরগণ আগমন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিহত হইতে লাগিলেন। শ্রীনন্দমহারাজ বাৎসল্য প্রেমে বশীভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে রক্ষা করিবার জন্য সেইস্থান হইতে গমন পূর্ব্বক কিছুদিন সটীকরাতে অবস্থান করিয়াছিলেন, ইহার পর শ্রীনন্দগ্রামাভিমুখে গমন করিলে এইস্থানে আসিতেই সন্ধ্যা হইয়াগিয়াছিল। সেইজন্য শ্রীনন্দমহারাজ এইস্থানে ডেরা স্থাপন করিয়া রাত্রকে অতিবাহিত করিয়াছিলেন এবং পরদিন শ্রীনন্দগ্রামে গমন করিয়াছিলেন। শ্রীনন্দমহারাজ এইস্থানে ডেরা স্থাপন করিয়া রাত্র বাস করিয়াছিলেন, সেই হইতে এই গ্রাম ডেরাবলী বলিয়া প্রসিদ্ধ। গ্রামে শ্রীরামজানকী মন্দির, শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দির, এবং ডেরাবলী কুণ্ড বিরাজিত।

—ঃ তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থ হইতেঃ—

এই 'ডেরাবলি-গ্রাম'—ষষ্ঠীবরা হৈতে। এথা ডেরা কৈলা নন্দ নন্দীশ্বর যাইতে॥

ডাহোলী :—বর্ষাণা হইতে ছয় কিঃ মিঃ এবং সাহ হইতে দুই কিঃ মিঃ উত্তরে ডাহোলী গ্রাম অবস্থিত।

দেবপুর :—ডাহোলী হইতে এক কিঃ মিঃ পূর্ব্বভাগে দেবপুর গ্রাম অবস্থিত

সতারপুর :—দেবপুর হইতে এক কিঃ মিঃ উত্তর-পূর্ব্বাংশে সতারপুর গ্রাম অবস্থিত।

সাঁখী :—নরী হইতে দেড় কিঃ মিঃ পশ্চিমে এবং সাহার হইতে তিন কিঃ মিঃ উত্তরে সাঁখী গ্রাম অবস্থিত। এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খচূড়কে বধ করিয়াছিলেন সেইজন্য এই গ্রামের নাম সাঁখী গ্রাম। গ্রামে শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দির এবং ক্ষীরসাগর বিরাজিত।

শ্রীশঙ্খচুড়ের মুক্তি

শ্রীমতীরাধারাণী, বিরজা এবং ভূমি এই তিনজন শ্রীকৃষ্ণের পত্নী, তন্মধ্যে শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রীয়া। একদা শ্রীকৃষ্ণ বিরজার সহিত রমমাণ হইলে সখীমুখে শ্রীরাধা এইকথা শ্রবণ করিয়া বিরহাবস্থায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। শ্রীমতীরাধারাণীকে বিরহিণী জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামের সহিত তাহার নিকুঞ্জে উপনীত হইলেন। শ্রীরাধারাণী শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া মানের সহিত বলিতে লাগিলেন যে হে হরে, যেখানে বিরজা নদী হইয়া রহিয়াছে সেখানে তুমি নদ হইয়া অবস্থান কর, আমার আর প্রয়োজন কি? এই কথা শুনিয়া শ্রীদাম বলিলেন যে-হে রাধে, তোমার মত কোটি কোটি শক্তিসৃষ্টি করিতে সমর্থ যে শ্রীকৃষ্ণ, তিনি স্বয়ং বিরাজিত অতএব মান করিও না। তখন শ্রীমতীরাধারাণী শ্রীদামকে অভিশাপ পর্ব্বক বলিতে লাগিলেন যে—হে মূঢ়, তুমি আমার নিন্দা করিতেছ অতএব রাক্ষস হও। শ্রীদামও অভিশাপ পূর্ব্বক বলিলেন যে—হে রাধে, শ্রীকৃষ্ণ অনুকূল বলিয়া তোমার মান হইয়াছে অতএব শ্রীকৃষ্ণের সহিত তোমার বিয়োগ ঘটিবে। এইরূপে উভয়ে শাপাশাপি হইলে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীরাধারাণীকে সান্ত্বনা প্রদান পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন যে—হে রাধে শোক করিও না, বিয়োগ হইলেও মাসে মাসে আমার দর্শন লাভ হইবে এবং শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামকেও বলিলেন যে—তুমি নিজাংশে অসুর হইবে। বৈবস্বত মন্বন্তরে আমার হস্তে তোমার মৃত্যু হইয়া পুনরায় পূর্ব্ববৎ শরীর প্রাপ্ত হইবে। সেইজন্য শ্রীদাম যক্ষালয়ে সুধনের গৃহে, মহা তপস্বী কুবেরের অনুচর শঙ্খচূড় নামে জন্মগ্রহণ করিলেন।

কোন একদিন হোলীর সময় শ্রীকৃষ্ণও শ্রীবলরাম ব্রজরমনীগণের সহিত রাত্রিকালে বিহার করিতে-ছিলেন। সেই সময় শঙ্খচূড় সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া অবলাগণকে অপহরণ করিতে লাগিলেন, তাহারা ভয়ে রোদন করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের রোদন শব্দ শ্রবণ করিয়া শঙ্খচূড়ের এই ঘটনা বুঝিতে পারিলেন। শঙ্খচূড় শ্রীকৃষ্ণকে আসিতে দেখিয়া ব্রজরমণীগণকে ত্যাগ করিলেন এবং ভয়ে পলায়ণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাহার নিকটস্থ হইয়া মুষ্টি প্রহারে চূড়ামণি সহ মস্তক ছেদন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খচূড়ের উজ্জ্বল মণিটি শ্রীবলরামকে অর্পণ করিলেন। শ্রীবলরাম শ্রীমধুমঙ্গলের দ্বারা সেই মণিটি শ্রীমতী-রাধারাণীকে অর্পণ করিলেন। সখীগণ সেই মণিটি শ্রীমতীরাধারাণীর কণ্ঠে পরাইয়া শোভা দর্শন করিতে লাগিলেন।

অলবাই :— নরী হইতে তিন কিঃমিঃ, সাঁখী হইতে দুই কিঃমিঃ উত্তরে অলবাই গ্রাম অবস্থিত।

এই গ্রামের পূর্ব্বনাম আরবাড়ী। শ্রীকৃষ্ণের সহিত রঙ্গযুদ্ধ অর্থাৎ হোরী খেলা করিবার নিমিত্ত শ্রীরাধিকা সখীগণের সহিত অভিযান করিয়াছিলেন সেইজন্য এই গ্রামের নাম শ্রীআরবাড়ী বলিয়া পরিচিত। গ্রামে শ্রীদাউজী মন্দির এবং কুণ্ড বিরাজিত।

উমরায়া

বনবাড়ী হইতে দুই কিঃ মিঃ পশ্চিমে এবং খানপুর হইতে দুই কিঃ মিঃ দক্ষিণে উমরায়া গ্রাম অবস্থিত। ছত্রবনে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামের প্রচেষ্টায় রাজা হইলে সখীগণের চেষ্টায় পৌর্ণমাসীদেবী শ্রীরাধিকাকে এইস্থানে শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। গ্রামের উত্তরে শ্রীকিশোরী কুণ্ডের তীরে শ্রীপাদ লোকনাথ গোস্বামীর ভজন কুটীর অবস্থিত। শ্রীলোকনাথ প্রভুর প্রেমে বশীভূত হইয়া শ্রীরাধাবিনোদজীউ এই কিশোরীকুণ্ড হইতে প্রকট হইয়াছেন। শ্রীলোকনাথপ্রভুর হৃদয় শ্রীরাধাবিনোদজীউ বর্তমানে জয়পুর রাজধানীতে বিরাজিত।

রণবাড়ী

ছাত হইতে তিন কিঃ মিঃ দক্ষিণ-পশ্চিমাশে রণবাড়ী গ্রাম অবস্থিত। আরবাড়ী হইতে শ্রীমতী রাধারাণী সখীগণকে সঙ্গে করিয়া রঙ্গযুদ্ধ (হোলী খেলা) করিবার জন্য এই গ্রামে আগমন করিলেন। এইদিকে শ্রীকৃষ্ণ সখাগণকে সঙ্গে করিয়া এইস্থানে আগমন করিলেন। উভয়পক্ষে তুমূল রঙ্গযুদ্ধের অভিনয় হইলে এইস্থানের নাম রণবাড়ী বলিয়া পরিচিত। এই গ্রামে সিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণদাস বাবা দেহরক্ষা করিয়াছেন। কুণ্ডতটে শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দির এবং সিদ্ধ বাবার সমাধি বিদ্যমান।

সিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ

সিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণদাস বাবার পূর্ব্বাশ্রমের নাম শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। পিতা শ্রীগোকুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। গৃহে তাঁহাকে বিবাহ দিবার প্রস্তাব হইলে একদিন রাত্রে গৃহত্যাগ করিয়া পদব্রজে শ্রীবৃন্দাবনে চলিয়া আসেন। শ্রীবৃন্দাবনীয় শ্রীমদনমোহন মন্দিরে কিছুদিন সেবা-পূজা করিয়া রণবাড়ী গ্রামে চলিয়া আসেন। এইস্থানে মাধুকরি করিয়া জীবন নির্ব্বাহ করিতে করিতে ভজন করিতে লাগিলেন। একদা তিনি এইস্থান হইতে তীর্থদর্শনের জন্য বাহির হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন। সেইস্থানে তপ্তমুদ্রাদি ধারণ করিলে মনের গতি পরিবর্তন হয় তাহাতে তিনি পুনরায় শ্রীবৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিয়া গোবর্দ্ধন এবং কামাবনের সিদ্ধ বাবাদের নিকট তপ্তমুদ্রা ধারণ কথাটি প্রকাশ করিলেন। ইহাতে তাঁহারা বলিলেন—তুমি হইলে দ্বারকার মহারাজরাজেশ্বরী শ্রীরুক্মিনীর দাসী আর আমরা হইলাম এইস্থানের গোয়ালিনী শ্রীমতীরাধারাণীর দাসী অতএব আমাদের সহিত তোমার কোন সম্বন্ধ নাই। এইদিকে শ্রীমতীরাধারাণীও স্বপ্নে জানাইলেন যে—তুমি এখন রুক্মীনির দাসী। সেইজন্য মনের দুঃখে সিদ্ধবাবা রণবাড়ীতে নিজ ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া মনের দুঃখে বিরহানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। পৌষমাসের অমাবস্যা তিথিতে স্ব-ইচ্ছায় চরণ হইতে অগ্নির দ্বারা ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ শরীর দগ্ধ হইয়াছিল সেইজন্য আজ পর্য্যন্ত সেই তিথিটি ব্রজবাসীগণ চৌরাশী ক্রোশের ব্রজমণ্ডলস্থ বৈষ্ণবগণকে সেবা করাইয়া স্মরণ করাইতেছেন।

খানপুর :—উমরায়া হইতে আড়াই কিঃ মিঃ উত্তরে খানপুর গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীগিরিধারী মন্দির বিরাজিত। শ্রীকৃষ্ণ বকাসুরকে বধ করিয়া এইস্থানে বসিয়া সখাগণ সঙ্গে ভোজন করিয়াছিলেন। সেইজন্য এইস্থানের নাম খানপুর বলিয়া পরিচিত।

ভদাবল :—খানপুর হইতে আড়াই কিঃ মিঃ উত্তরে এবং ছাতা হইতে চার কিঃ মিঃ পশ্চিমে ভদাবল গ্রাম অবস্থিত। শ্রীনন্দমহারাজের এইস্থানে ভাণ্ডার গৃহ থাকার জন্য এইস্থানের নাম ভদাবল বলিয়া পরিচিত। গ্রামে শ্রীভদাবল কুণ্ড, শ্রীরাধাবনবিহারী, শ্রীনিতাইগৌর, শ্রীরাধাকৃষ্ণ এবং শ্রীবাঁকেবিহারী মন্দির বিরাজিত।

খায়রা / খাদিরবন

নগরিয়া হইতে দুই কিঃ মিঃ দক্ষিণে এবং আঁজনেঠ হইতে তিন কিঃ মিঃ পূর্ব্বভাগে খায়রা গ্রাম অবস্থিত। বকাসুর গোপবালকগণকে গ্রাস করিতে চেষ্টা করিলে ভয়ে গোপবালকগণ খায়রে খায়রে বলিয়া চিৎকার করিতে থাকেন তখন শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগের চিৎকার শুনিয়া সকলকে রক্ষা করিয়াছিলেন। খায়রে খায়রে বলিয়া চিৎকার করিলে এইস্থানের নাম খায়রে বলিয়া পরিচিত। গ্রামের উত্তরদিকে শ্রী-সঙ্গমকুণ্ড। এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণ গোপীকাগণ সমভিব্যহারে বিবিধ বিহার করিতেছেন। কুণ্ডের উত্তরতীরে শ্রীরাসমণ্ডল ও কদম্বখণ্ডী, শ্রীলোকনাথ ও শ্রীভূগর্ভ গোস্বামীর ভজন কুটী ; শ্রীদাউজী মন্দির ইহাছাড়া শ্রীকয়লাদেবী মন্দির এই গ্রামে বিরাজিত।

লোধৌলী :—পিসবা হইতে এক কিঃ মিঃ উত্তর পশ্চিমাংশে লোধৌলী গ্রাম অবস্থিত। এই স্থানে লোধৌলী কুণ্ড এবং শ্রীললিতবিহারী মন্দির বিরাজিত।

পিসবা / পেশাই গ্রাম

করহলা হইতে দুই কিঃ মিঃ পূর্ব্বাংশে পেশাই গ্রাম অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ জল পিপাসায় কাতর হইলে পর শ্রীবলরাম এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণকে জল পান করাইয়া পিপাসা দূর করিয়াছিলেন। সেইজন্য এই স্থানের নাম পেশাই বলিয়া পরিচিত। গ্রামের বায়ুকোণে অতি মনোরম কদম্বখণ্ডী বিরাজিত। বর্তমানে এই কদম্বখণ্ডিকে পেশাই গ্রামের ঝাড়ি বলিয়া থাকেন। এইস্থানে দ্রোণাচার্য্যের পুত্র অশ্বথমা ভজনানন্দে নিমগ্ন ছিলেন। শনিবার, সোমবতী অমাবস্যা এবং পূর্ণিমায় এইস্থানে মহা সমারোহের সহিত পরিক্রমা হইয়া থাকে।

—ঃ তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকরে :—

ওই যে 'পিয়াসো'—গ্রামে কৃষ্ণে পিয়াস হৈল। বলদেব আনি' জল কৃষ্ণে পিয়াইল॥

গ্রামে শ্রীনিতাই-গৌর, শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দির, কিশোরীকুণ্ড, শ্যামতলাই ইত্যাদি বিরাজিত।

আজনেঠ

বর্ষাণা হইতে চার কিঃমিঃ এবং লোধৌলী হইতে এক কিঃমিঃ পশ্চিমে আজনেঠ গ্রাম অবস্থিত।

এইগ্রামের পূর্ব্ব নাম আঁজনক। একদা শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় হস্তে এইস্থানে শ্রীরাধিকার নেত্রে অঞ্জন পরাইয়াছিলেন সেইজন্য এইস্থানের নাম আজনেট বলিয়া পরিচিত। গ্রামের দক্ষিণে শ্রীকিশোরী কুণ্ড, কুণ্ডের পশ্চিম তীরে অঞ্জনশীলা বিরাজমান। এইখানে শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দির দর্শনীয়। এইগ্রাম শ্রীইন্দুলেখাসখীর জন্মস্থান।

—: তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকর হইতে :—

অহে শ্রীনিবাস, দেখ 'আঁজনক'— গ্রাম। এথা রাধাকৃষ্ণের বিলাস অনুপম॥
শ্রীরাধিকা নিজবেশ করয়ে নির্জনে। হইলা ভূষিতা নানা রত্নাদি—ভূষণে॥
কেশবন্ধনাদি করি' অঞ্জন পরিতে। অকস্মাৎ বংশীধ্বনি প্রবেশে কর্ণেতে॥
সেইক্ষণে শ্রীরাধিকা সখীগণ-সঙ্গে। এথা আসি' কৃষ্ণে মিলিলেন মহারঙ্গে॥
আগুসরি' আনি কৃষ্ণ বিহ্বল হইলা। বৃন্দা—বিরচিত পুষ্পাসনে বসাইলা॥
দেখে অঙ্গশোভা-নেত্রে না দেখে অঞ্জন। জিজ্ঞাসিতে বৃত্তান্ত কহিলা সখীগণ॥
রসের আবেশে কৃষ্ণ অঞ্জন লইয়া। দিলেন রাধিকানেত্রে মহা-হর্ষ হৈয়া॥
অঞ্জনের ছলে নানা পরিহাস কৈল। এ হেতু এ স্থান-নাম 'আঁজনক' হৈল॥

শ্রীইন্দুলেখাসখীর পিতা—সাগর, মাতা—বেলা, পতি—দুর্ব্বল, গ্রাম—আঁজনক, স্বভাব—রামপ্রখরা, বর্ণ—চম্পক (হরিতাল), বস্ত্র—চাষপক্ষী (দারিম্বকুসুম), সেবা—চামর (নৃত্য), ভাব—বাসকসজ্জা, কুঞ্জ—তপ্তকাঞ্চন সুখদ কুঞ্জ, স্থিতি—অগ্নিদলে, বয়স ১৪।২।১২, শ্রীইন্দুলেখাসখীর নবদ্বীপ লীলায় নাম—শ্রীবসুরামানন্দ। তাঁহার যূথে—(১) তুঙ্গভদ্রা, (২) রসোতুঙ্গা, (৩) রঙ্গবাটী, (৪) সুমঙ্গলা, (৫)—চিত্রলেখা, (৬) বিচিত্রাঙ্গী, (৭) মোদনী, (৮) মদনালসা। জন্ম—ভাদ্র শুক্লা পঞ্চমীতে।

করহলা

রহেড়া হইতে তিন কিঃমিঃ পশ্চিমে করহলা গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দির দর্শনীয়। চন্দ্রাবলীর মাতামহী করালা এইগ্রামে বসবাস করিয়াছেন। তাহারই নামানুসারে এইগ্রাম করেলা বলিয়া পরিচিত। গ্রামের পূর্ব্বভাগে মনোরম কদম্বখণ্ডী, ভাদ্র পূর্ণিমায় এখানে মহা সমারোহে শ্রীরাসলীলার অভিনয় হইয়া থাকে।

—: তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকর হইতে :—

এই করালা-গ্রামেতে চন্দ্রাবলী-স্থিতি। করালার পুত্র গোবর্দ্ধন যা'র পতি॥
চন্দ্রভানু পিতা, ইন্দুমতী মাতা যা'র। চন্দ্রাবলী হন জেষ্ঠা ভগ্নী রাধিকার॥
শ্রীচন্দ্রাবলীর পিতা—পঞ্চ সহোদর। সকলের জ্যেষ্ঠ বৃষভানু নৃপবর॥
চন্দ্রভানু, রত্নভানু, সুভানু, শ্রীভানু। ক্রমে এ পঞ্চের সূর্য্য-সম তেজ তনু॥
গোবর্দ্ধন মল্ল চন্দ্রাবলীর সহিতে। সখীস্থলী-গ্রামে কভু রহে করালাতে॥
পদ্মা-আদি যূথেশ্বরী রহি' এই ঠাঁই। কৃষ্ণ যৈছে মিলে সে কৌতুক অন্ত নাই॥

করহলা গ্রামের দক্ষিণ ভাগে পড়েই স্থান অবস্থিত।

কমই

করহলা হইতে এক কিঃ মিঃ দক্ষিণে কমই গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দির বিরাজিত। এইগ্রাম শ্রীরাধিকার সখী বিশাখার জন্মস্থান।

—: তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকরে :—

দেখ এই 'কামাই' 'করালা'—গ্রামদ্বয়। কামাই গ্রামেতে বিশাখার জন্ম হয়॥

শ্রীবিশাখা সখীর পিতা—পাবন (পারল), মাতা—দক্ষিণা, পতি—বাহিক, গ্রাম—কামাই, স্বভাব—অধিকমধ্যা, বর্ণ—বিদ্যুৎ, বস্ত্র—তারাবলী, সেবা—কর্পূর (বস্ত্রালঙ্কার), ভাব—স্বাধীনভর্তৃকা, কুঞ্জ—মেঘবর্ণ মদন সুখদা, স্থিতি—ঈশানদলে, বয়স—১৪।২।১৫, নবদ্বীপ লীলায় তাহার নাম—শ্রীরায়রামান্দ, শ্রীবিশাখাসখীর যূথে—(১) মাধবী, (২) মালতী, (৩) চন্দ্রলেখা, (৪) কুঞ্জরী, (৫) হরিণী, (৬) চপলা (৭) সুরভি, (৮) শুভাননা। জন্ম—ভাদ্র শুক্লাষ্টমীতে।

হাথিয়া :— ডাহোলী হইতে তিন কিঃ মিঃ পশ্চিমে হাথিয়া গ্রাম অবস্থিত। শ্রীমতীরাধারাণী বর্ষানা গ্রাম লীলা করিবার সময় স্বর্গ হইতে ঐরাবত হস্তী এইস্থানে আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীমতী-রাধারাণীকে অভিষেক করিবার জন্য ঐরাবত হস্তীর দ্বারা সমুদ্র হইতে জল আনয়ন করিয়াছিলেন। সেই জন্য এইস্থানের নাম হাথিয়া বলিয়া বিখ্যাত।

রূপনগর :— হাথিয়া হইতে এক কিঃ মিঃ দূরে রূপনগর গ্রাম অবস্থিত।

নোহরা :—মুরার হইতে দেড় কিঃ মিঃ পূর্ব্বভাগে নোহরা গ্রাম অবস্থিত।

রকোলী :—নোহরা হইতে এক কিঃ মিঃ উত্তর ভাগে রকোলী গ্রাম অবস্থিত।

ডমালা / ডাভারো

মানপুরা হইতে দুই কিঃ মিঃ পশ্চিম-দক্ষিণাংশে ডমালা গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামের প্রাচীন নাম ডাভারো। কোন একদিন সুবলের মুখে শ্রীরাধিকার অপূর্ব্ব অতুলনীয় রূপ ও গুণের কথা শ্রবণ করিয়া এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণের দুইটি নয়ন অশ্রুজলে ডুবুডুবু হইয়াছিলেন। সেইজন্য এই গ্রামের নাম ডাভারো বলিয়া প্রসিদ্ধ।

—: তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকরে :—

'ডভরারো'—গ্রাম এই-কৃষ্ণের এখানে। ভরিল নয়নে অশ্রু রাধিকা দর্শনে॥

ডভরারো—অর্থ অশ্রুযুক্ত নেত্রে কয়। এবে লোকে প্রসিদ্ধ ডাভারো নাম হয়॥

এইস্থান শ্রীতুঙ্গবিদ্যাদেবীর জন্মস্থান। শ্রীমতীতুঙ্গবিদ্যাসখীর নবদ্বীপ লীলায় নাম শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত। পিতা—পৌষ্কর, মাতা—মেধা, পতি—বালিশ, গ্রাম—শ্রীডাভারো, স্বভাব—দক্ষিণাপ্রখরা, বর্ণ—চন্দ্রকুঙ্কুম, বস্ত্র—পাণ্ডুরবর্ণ, সেবা— গীতবাদ্য, ভাব— বিপ্রলব্ধা, কুঞ্জ— অরুণবর্ণ নন্দদকুঞ্জ, স্থিতি—

পশ্চিমদলে, বয়স—১৪।২।১৩, শ্রীমতীতুঙ্গবিদ্যাসখীর যূথে—(১) মঞ্জুমেধা, (২) সুমধুরা, (৩) সুমধ্যা, (৪) মধুরেক্ষণা, (৫) তনুমধ্যা, (৬) মধুস্যন্দা, (৭) গুণচূড়া, (৮) বরাঙ্গদা। জন্ম—ভাদ্র শুক্লা প্রতিপদ।

চিক্‌সৌলী

শ্রীবর্ষাণা হইতে দেড় কিঃ মিঃ দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে চিকসৌলী গ্রাম অবস্থিত। ইহা শ্রীরাধিকার বেশ রচনার স্থান বলিয়া পরিচিত। এই গ্রামে শ্রীচিত্রাসখীর জন্মস্থান। এই গ্রামের পশ্চাৎভাগে খোর অবস্থিত।

—ঃ তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকরে দৃষ্ট হয় ঃ—

'চিকসৌলী'-গ্রাম-পূর্ব্বে এই চিত্রশালী। এথা রাই বিচিত্র বেশেতে দক্ষ আলী ॥
পর্ব্বতগহ্বরে দেখ নিবিড় কানন। এবে লোকে কহে এই গহ্বর বন ॥
এ 'শীতলাকুণ্ড'—সুবেষ্টিত বৃক্ষগণ। দেখহ দোহনীকুণ্ড'—এথা গোদোহন ॥

শ্রীমতী চিত্রাসখীর পিতা—চতুর, মাতা—চর্ব্বিকা, পতি—পিঠর, গ্রাম—চিক্‌শৌলী স্বভাব—অধিকমৃদ্ধি, বর্ণ—কাশ্মির, বস্ত্র—কাচপ্রভা, সেবা—বস্ত্রালঙ্কার (মাল্য), ভাব—দিবাভি সারিকা, স্থিতি—পূর্ব্বদলে, বয়স—১৪।২।১৬, কুঞ্জ—কিঞ্জল্ক চিত্রানন্দদা। নবদ্বীপলীলায় নাম শ্রীগোবিন্দানন্দ ঘোষ। শ্রীমতী চিত্রাসখীর যূথে—(১) রসালিকা, (২) তিলকিনী, (৩) শৌরসেনী, (৪ সুগন্ধিকা, (৫) রমিলা (৬) কামনগরী, (৭) নাগরী, (৮) নাগবেলিকা। জন্ম—আশ্বিনী শুক্লা তৃতীয়াতে।

শ্রীবর্ষাণা গ্রাম

শ্রীগোবর্দ্ধন হইতে একুশ কিঃ মিঃ এবং উঁচাগ্রাম হইতে দুই কিঃ মিঃ অগ্নিকোণে শ্রীবর্ষাণা গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রাম শ্রীবৃষভানু মহারাজের নামানুসারে উৎপন্ন। গ্রামের মধ্যে সুউচ্চ পর্ব্বতের উপরে শ্রীমতীরাধারাণীর মন্দির অতিশয় শোভা বর্দ্ধন করিতেছেন। এই পর্ব্বতের নাম শ্রীব্রহ্মাগিরি পর্ব্বত। গ্রামে শ্রীপ্রিয়া কুণ্ড, শ্রীভানুকুণ্ড শ্রীজয়পুর রাজার মন্দির, শ্রীগহ্বরবন, শ্রীবিলাসগড়, শ্রীময়ূরকুটি, দানগড়, মানগড়, শ্রীপিরি পুকুর, শ্রীচতুর্মুখ ব্রহ্মাজী মন্দির, গ্রামের উত্তরাংশে শ্রীকীর্ত্তিদা মাতা এবং শ্রীবৃষভানু মহারাজ সহ শ্রীদাম ও অষ্টসখীর মন্দির বিরাজিত। গ্রামের পশ্চিমে মুক্তাকুণ্ড (রতনকুণ্ড)।

—ঃ তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকরে ঃ—

বৃষভানুপুর এ-বর্ষাণ নাম কয়। পর্ব্বত-সমীপে বৃষভানুর আলয় ॥
অপূর্ব্ব পর্ব্বত—এথা ব্রজেন্দ্রকুমার। করিলেন দানলীলা অন্য-অগোচর ॥
এইখানে রাধিকার মানভঙ্গ হৈল। এথা কৃষ্ণ বিবিধ বিলাসে মত্ত হৈল ॥
পর্ব্বতদ্বয়ের মধ্যে এ সঙ্কীর্ণ পথে। যে কৌতুক তাঁহা কেহ না পারে কহিতে ॥
এবে এ সাঁকরিখোর নাম সবে কয়। দান-মান-বিলাস পর্ব্বত গড়ত্রয় ॥
অহে শ্রীনিবাস, শ্রীরাধিকা সখীগণে। বাল্যাবেশে নানা খেলা খেলিলা এখানে ॥

রাধিকার অপূর্ব্ব বয়স-সন্ধিকালে। এথা মহা উল্লাসে বিলসে সখী মিলে॥
এ নীপ কাননে সুখে রাধা বিলসয়। ব্যক্ত যৌবনের শোভা সখী নিরীখয়॥

শ্রীবৃষভানুমহারাজের পরিচয়

শ্রীহরির অংশ হইতে নৃগনৃপের পুত্র সুচন্দ্র। তাহার স্ত্রীর নাম কলাবতী। উভয়ে গোমতী তীরস্থ অরণ্যে দ্বাদশ বৎসর কঠোর ভাবে ব্রহ্মার স্তব করেন। স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীব্রহ্মা সুচন্দ্রকে বলিলেন যে—বর গ্রহণ কর। তখন তিনি বলিলেন 'আমাকে মোক্ষ বর দান করুন।' ব্রহ্মা তাহাই হউক বলিবার সঙ্গে সঙ্গে কলাবতী বলিলেন যে—আমি তোমাকে অভিশাপ দিব কারণ—পতিই স্ত্রীর পরম গতি। পতির মোক্ষ দান করিলে, আমার কি গতি হইবে। ব্রহ্মা বলিলেন যে—'আমার বর অন্যথা হইবে না অতএব তোমরা এখন স্বর্গে বিবিধ সুখ উপভোগ কর। দ্বাপরযুগে ভারতবর্ষে (মর্তধামে) সুচন্দ্র শ্রীবৃষভানু নামে এবং কলাবতী শ্রীমতীকীর্ত্তিদা রূপে জন্মগ্রহণ করিবে। তোমাদের উভয় হইতে যখন শ্রীমতীরাধারাণী জন্মগ্রহণ করিবে তখন তোমরা উভয়েরই মোক্ষপদ লাভ হইবে। শ্রীবৃষভানুমহারাজের পিতা—শ্রীমহীভানু, স্ত্রী-শ্রীমতীকীর্ত্তিদাদেবী, ভ্রাতা—শ্রীরত্নভানু, শ্রীসুভানু ও শ্রীভানু। ভগিনী – শ্রীমতীভানুমুদ্রাদেবী, কন্যা—শ্রীমতীরাধারাণী ও শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী, পুত্র—শ্রীশ্রীদাম।

পিরিপুকুর / পিয়ল সরোবর

শ্রীবর্ষাণা গ্রামের উত্তরভাগে অবস্থিত। এই পিয়ল সরোবরের বর্তমান নাম পিরিপুকুর। পিলুফল চয়ন ছলে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন স্থান। সেইজন্য এইস্থানের নাম পিয়লসরোবর। বর্তমানেও এই স্থানে বহু পিলুফলের বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়।

—: তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকরে :—

দেখহ 'পিয়াল' সরোবর গ্রামোত্তরে। প্রিয়া-প্রিয় দোঁহে এথা নানাক্রীড়া করে॥
জিয়াল বৃক্ষের বন এথা অতিশয়। শোভা দেখি' সখীসহ দোঁহে হর্ষ হয়॥
এই 'পিলুখোর' এথা পিলুফল ছলে। সখীসহ রাইকানুক্রীড়া কুতূহলে॥

শ্রীভানুখোর (ভানুকুণ্ড)

এইকুণ্ড শ্রীবর্ষাণা গ্রামের পূর্ব্বে অবস্থিত। এইকুণ্ডের বায়ুকোণে শ্রীকীর্ত্তিদাকুণ্ড এবং নৈঋত কোণে শ্রীবিহারকুণ্ড অথবা তিলককুণ্ড অবস্থিত।

বৃষভানু মহারাজের নাম অনুসারে। ভানুখোর নাম দেখ সর্ব্বত্র প্রচারে॥
কুণ্ডের শোভায় গ্রাম হইল শোভিত। রাধারাণীর ক্রিড়াস্থান ইহাতে বিদিত॥
মন্দিরাদি আছে যত কুণ্ড চতুর্দিকে। দর্শন করিবা মাত্র প্রেমভক্তি স্ফুরিবে॥

শ্রীকীর্ত্তিদা কুণ্ড

এইকুণ্ডে শ্রীকীর্ত্তিদাদেবী সর্ব্বদা স্নান করিয়া থাকেন, সেইজন্য এই কুণ্ডের নাম শ্রীকীর্ত্তিদাকুণ্ড।

নমঃ কীর্তির্মহাভাগে সর্বেষাং গো ব্রজৌকসাং। সর্ব্ব সৌভাগ্যদে তীর্থেং সুকীর্তি সরসে নমঃ॥

অনুবাদ ঃ -হে কীর্তিদা মহাভাগে। শ্রীবৃষভানু বাবা এবং সমস্ত ব্রজবাসীদের সৌভাগ্যদাতা কীর্তি সরোবর! আপনাকে নমস্কার করি।

শ্রীমতী কীর্তিদা দেবী এই সরোবরে। স্নান করে নিতি নিতি প্রসন্ন অন্তরে॥
সেইজন্য কীর্তিদা সরোবর নাম হয়। কেবল জল পরশেতে সর্ব্বপাপ ক্ষয়॥
দৈব যোগে যদি কোন প্রাণী এথা আসে। দেহান্তে গোলক ধামে প্রেমানন্দে ভাসে॥

সাকরিখোর

সাখরিখোর কথাটার অর্থ হইল দুই পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী সঙ্কীর্ণ রাস্তা। দক্ষিণ ভাগে পর্ব্বতের নাম শ্রীব্রহ্ম পর্ব্বত এবং বামভাগে পর্ব্বতের নাম শ্রীবিষ্ণু পর্ব্বত। কথিত আছে—এই পথে শ্রীমতীরাধারাণী সখীগণ সঙ্গে দুধ-দই বিক্রি করিবার ছলে গমন করিতেছিলেন,এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ বংশীধ্বনি করিতে করিতে এইস্থানে আগমন করিয়া দুধ-দই লুণ্ঠন করিয়া ক্রিড়া করিয়াছিলেন।

বহু বৎসর পূর্ব্বে একজন গোয়ালিনী (বুড়ী) দুধ বিক্রি করিবার জন্য মটকি করিয়া দুধ লইয়া যাইতেছিলেন (এই পথে)। এমতাবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ তাহার হস্ত হইতে দুধের মটকি কাড়িয়া লইয়া দুধ খাইতে আরম্ভ করিলেন। তখন সেই গোয়ালিনী "ল গয়ে লে গয়ে" বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিলেন। সেই গোয়ালিনী ত্রিভঙ্গ মুরলীবদন শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুরী চিন্তা করিতে করিতে সেইস্থানে নিত্যলীলায় গমন করিলেন। চিৎকার শুনিয়া গ্রামবাসিগণ এইস্থানে আগমন করিলেন এবং কোন গোপবালককে না দেখিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই লীলা বলিয়া অনুমান করিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাহাই ঘটিয়াছিল। ভাদ্র শুক্লা ত্রয়োদশীতে এখানে দধিলুণ্ঠন লীলা ও বুড়ী লীলা কৌতুক মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

শ্রীব্রজেশ্বর মহাদেব

শ্রীভানুখোরের পার্শ্বে শ্রীব্রজেশ্বর মহাদেব বিদ্যমান। এই ব্রজেশ্বর মহাদেবজীকে ব্রজের মঙ্গলের জন্য শ্রীবৃষভানু বাবা এবং সমস্ত ব্রজবাসীগণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

এক জনশ্রুতি ঃ—পরবর্তীকালে শ্রীব্রজেশ্বর মহাদেবজীউকে বর্ত্তমান স্থান হইতে উঠাইয়া অন্য স্থানে স্থানান্তরিত করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু যাহারা অন্যস্থানে স্থানান্তরিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহারা শ্রীমহাদেবজীউর মাথায় এক বিরাট শ্রীমূর্তি (স্বরূপ) দর্শন করিয়া বিস্ময় হইয়াছিলেন। তখন তাহারা শ্রীব্রজেশ্বর মহাদেবজীউকে সেই স্থানেই স্থাপন করিয়া অপরাধ ক্ষমা করিবার জন্য চরণে লুটিয়ে পরিলেন।

ব্রজেশ্বরায় তে তুভ্যং মহারুদ্রায় তে নমঃ। ব্রজৌকসাং শিবার্থায় নমস্তে শিবরূপিণে॥

(গৌরীতন্ত্রে)

অনুবাদ ঃ—হে ব্রজেশ্বর! হে মহারুদ্র! আপনাকে নমস্কার। আপনি ব্রজবাসীদের মঙ্গলের জন্য এখানে বিরাজিত। শিব স্বরূপ আপনাকে নমস্কার করি।

শ্রীদানগড়

শ্রীব্রহ্মাচল পর্ব্বতের উপরে এবং সাকরিখোরের পশ্চিমে পর্ব্বতোপরি শ্রীদানগড় অবস্থিত। এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীরাধারাণীর সহিত দানলীলা করিয়াছিলেন।

দানবেষধরায়ৈব দধ্যুপাস্ত্যাভিলাষিণে। রাধানির্ভর্ৎস্তিতায়ৈব কৃষ্ণায় সততং নমঃ॥

অনুবাদ :—হে দানবেষধারী! হে দুগ্ধ, দই অভিলাষকরি! শ্রীরাধা দ্বারা ভর্ৎস্তিত শ্রীকৃষ্ণ! আপনাকে নমস্কার করি।

শ্রীমতীরাধারাণী শ্রীললিতা-বিশাখাদি সখীগণ সঙ্গে সূর্য্য পূজার ছলে এই বনপথে গমন করিলে শ্রীকৃষ্ণ তথায় আগমন করিয়া সখীগণকে বলিতে লাগিলেন যে—তোমরা কোথায় গমন করিতেছ। কন্দর্প রাজার আজ্ঞায় দান গ্রহণে আমি রাজাধিকারে নিযুক্ত হইয়াছি অতএব আমাকে দান প্রদান কর। শ্রী-ললিতা সখী বলিলেন যে—দেখ কানাই, তুমি অনেক রকম ছল-চাতুরী জান অতএব আমাদের রাস্তা ছাড়িয়া দাও। ইত্যাদি ভাবে কথোপ-কথন চলিতে থাকিলে সর্ব্বশেষে এইস্থানে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল মিলন ঘটিয়াথাকেন।

শ্রীমানগড়

শ্রীগহ্বর বনের নৈঋত কোণে পর্ব্বতের উপরিভাগে শ্রীমানগড় অবস্থিত। লীলামাধুর্য্য বৃদ্ধির জন্য শ্রীমতীরাধারাণী শ্রীকৃষ্ণের উপর মান করিয়াছিলেন, সেই মান অনুসারে স্থানের নাম মানগড় বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধ। এইস্থানে শ্রীমান মন্দির দর্শনীয়।

দেব গন্ধর্ব্বরম্যায় রাধা মান বিধায়িনে। মান মন্দির সংজ্ঞায় নমস্তে রত্নভূময়ে॥

অনুবাদ :—দেব গন্ধর্বাদির জন্য রমণীয়, শ্রীরাধার মান বিধানকারি মান-মন্দির নাম রত্নময় স্থল। হে মান মন্দির আপনাকে নমস্কার করি।

একদিন শ্রীমতীরাধারাণী এই কাননে একটি সুন্দর কুঞ্জ তৈরী করিয়া প্রাণপ্রীয় শ্রীকৃষ্ণের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন কিন্তু অধিক সময় অতিবাহিত হইলেও শ্রীকৃষ্ণ আর আগমন করিলেন না। তাহাতে শ্রীমতীরাধারাণী দুঃখিত মনে মান করিয়া কুঞ্জমধ্যে বসিয়া রহিলেন। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ আগমন করিয়া শ্রীমতীরাধারাণীকে কত কাকুতি মিনতি করিলেন কিন্তু শ্রীমতীরাধারাণী একটি কথাও বলিলেন না। তাহাতে দুঃখিত মনে শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জ হইতে প্রত্যাগমন করিতে থাকিলে শ্রীললিতা সখী শ্রীমতীরাধা-রাণীকে মান ভঙ্গ করিয়া পার্শ্বে বসাইতে অনুরোধ জানাইলেন। এইদিকে শ্রীকৃষ্ণ বিশাখাকে বলিলেন যে – হে সখী, তবে আমি এখন কি উপায় করি! আমার মন যে প্রাণপ্রীয়া বিহীন আর স্থির হইতেছে না। তখন শ্রীবিশাখা বলিলেন যে—এক কাজ করিলে আপনার সমস্ত কার্য্য সিদ্ধি হইবে। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—সখী, তুমি যাহা বলিবে আমি তাহাই করিব। সখী বলিলেন—আমি আপনাকে শ্যামাসখী সাজাইয়া হস্তে একখানি বীনা প্রদান করিব। আপনি শ্রীমতীরাধারাণীর সম্মুখে বীণা বাদন করিলে

অবশ্যই শ্রীমতী আপনাকে কৃপা করিবেন। সেই অনুসারে শ্রীকৃষ্ণকে শ্যামাসখী সাজাইয়া শ্রীমতীরাধারাণীর কুঞ্জে আনয়ন করিলেন। শ্যামাসখী মধুর ঝঙ্কারে বীণা বাদন আরম্ভ করিলে শ্রীমতী প্রসন্ন হইয়া শ্যামাসখীকে আলিঙ্গন করিলেন। তখন শ্যামাসখীও নিজরূপ ধারণ করিয়া শ্রীরাধিকার মুখচুম্বন পূর্ব্বক গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইলেন।

এইস্থানের নামানুসারে দক্ষিণদিকস্থ গ্রামের নাম মানপুরা বলিয়া পরিচিত। মানগড়ের উত্তরে জয়পুর পত্তনের রাজা বহু অর্থ ব্যায় করিয়া শ্রীরাধিকার নিমিত্ত একটি নূতন মন্দির প্রস্তুত করিয়াছেন। মন্দিরের মধ্যস্থলে শ্রীকুশল বিহারী, বামপার্শ্বে শ্রীগোপালজী এবং দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রীহংসগোপাল বিগ্রহ বিরাজিত। শ্রীমানগড়ের পার্শ্বে হিণ্ডোলা রাসমণ্ডল, এবং রত্নাকর সরোবর অবস্থিত।

শ্রীময়ূরকুটী

শ্রীগহ্বর বনের বায়ুকোণে এবং শ্রীব্রহ্মাচল পর্ব্বতের উপরে শ্রীময়ূরকুটী অবস্থিত।

শ্রীময়ূরকুটী সম্বন্ধে প্রথমত :—একবার শ্রীমতীরাধারাণী মান করিয়া কুঞ্জের একপার্শ্বে বসিয়া আছেন। এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ প্রীয়াজীর মান ভঙ্গ করিবার জন্য এক ময়ূররূপ প্রকাশ করিয়া সুন্দর ভাবে চতুর্দিক ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। শ্রীমতীরাধারাণী শ্রীকৃষ্ণের এই মহিমা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ময়ূরের নৃত্যে মান যে কোথায় চলিয়া গেল, তখন শ্রীকৃষ্ণ নিজ স্বরূপ প্রকাশ করিয়া যুগলরূপ ধারণ করিলেন।

দ্বিতীয়তঃ—কোন একদিন এইস্থানে শ্রীরাধাকৃষ্ণকে বেষ্টন করিয়া ময়ূর সকল পুচ্ছ সকল বিস্তারক্রমে নৃত্য করিয়াছিলেন, সেইজন্য এইস্থানের নাম শ্রীময়ূরকুটী বলিয়া বিখ্যাত।

একদিন সখাগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন যে—প্রভু আজ আমাদের খুব ক্ষুদা লাগিয়াছে। অবশ্যই এখন আমাদের ভোজন করাইতে হইবে। তখন শ্রীকৃষ্ণ বংশীধ্বনি করিবার সঙ্গে সঙ্গে ঝুড়ি ঝুড়ি লাড্ডু ভোগ আসিতে লাগিল। সখাগণ মনানন্দে তাহা ভোজন করিতে লাগিলেন কিন্তু সখাগণের ভোজনে তৃপ্তি হইলেও শ্রীকৃষ্ণ আরও ঝুড়ি ঝুড়ি লাড্ডু প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন সখাগণের মধ্যে একজন অন্য একজনকে 'নেউ খাও নেউ খাও' বলিয়া ছুড়া ছুড়ি করিতে লাগিলেন। সেইজন্য অদ্যাবধি এইস্থানে ভাদ্র শুক্লা নবমীতে লাড্ডুফেলা কৌতুক হইয়া থাকেন। মন্দিরে শ্রীবিগ্রহ অত্যন্ত সুন্দর দর্শনীয়।

গাজীপুর / প্রেমসরোবর

শ্রীবর্ষাণা হইতে দুই কিঃ মিঃ উত্তরে গাজীপুর গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামের মধ্যে শ্রীপ্রেমসরোবর বিরাজিত। একদা শ্রীরাধাকৃষ্ণ এই সুন্দর সরোবর তটে আগমন করিয়া উভয়ে উভয়কে দর্শনানন্দে নিমগ্ন আছেন এমন সময় এক ভ্রমর আসিয়া শ্রীরাধিকার কর্ণমূলে বসিবার চেষ্টা কারলে শ্রীমতীরাধারাণী তাহা দর্শন করিয়া ভীতা হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিতে মধুমঙ্গল ভ্রমরকে দূর করিয়া দিয়া বলিলেন যে—মধুসূদন! এখন এখানে আর নাই। এইকথা শ্রীরাধিকা শ্রবণ করিবামাত্র চিত্ত দুঃখ সাগরে

নিমজ্জিত হইল তখন শ্রীকৃষ্ণের ক্রোড়ে অবস্থান করিয়াও শ্রীকৃষ্ণকে আর দেখিতে পাইতেছেন না। এই দিকে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার প্রেমপারাবারে শ্রীরাধাকে আর দেখিতে পাইতেছেন না। তখন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধা বলিয়া এবং শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া ডাকিতে থাকেন এবং নয়ন জলে এই সরোবর পূর্ণ হয়। শুক-শারী শ্রীরাধাকৃষ্ণের এই ভাব দর্শন করিয়া উচ্চস্বরে শ্রীরাধাকৃষ্ণ বলিয়া গান করিতে থাকিলে তাহাদের উচ্চস্বর শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের বাহ্যদশা ফিরিয়া আসে এবং উভয়ে উভয়কে নিকটে দেখিতে পায়। তখন উভয়ে প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ হইলে এইস্থানের নাম প্রেমসরোবর বলিয়া পরিচিত হয়। এই সরোবরে একবার মাত্র স্নান করিলে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমলাভ হইয়া থাকে।

উচাঁগ্রাম/ললিতাগ্রাম

বর্ষাণা হইতে দুই কিঃ মিঃ এবং মুন্হেরা হইতে তিন কিঃ মিঃ পূর্ব্বপার্শ্বে উচাঁগ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামের প্রাচীন নাম শ্রীললিতা গ্রাম। শ্রীললিতা সখী এইগ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া অবস্থান করিতে-ছেন। সেইজন্য এইগ্রামের নাম শ্রীললিতা গ্রাম। গ্রামের পূর্ব্বদিকে শ্রীবলদেবজীউর মন্দির। তাহার নৈঋতে শ্রীনারায়ণ ভট্টের সমাধি, তদুত্তরে ত্রিবেণু কূপ। তাহার নৈঋতে আলতাপাহাড়ী নামান্তর বিহা-বলী, কেহ কেহ চিত্র বিচিত্র শিলাখণ্ড বলিয়া উল্লেখ করেন। ইহার উত্তরে দেহিকুণ্ড। এইকুণ্ডের নৈঋত কোণে শ্রীরাধার চরণচিহ্ন বিরাজমান। ভাদ্র শুক্লা দ্বাদশীতে এই গ্রামে মেলা বসিয়া থাকেন।

শ্রীমতীললিতাসখীর পিতা—বিশোক, মাতা—সারদা, পতি—ভৈরব, গ্রাম—ললিতা গ্রাম, স্বভাব—বামাপ্রখরা, বর্ণ—গো-রচনা, বস্ত্র—ময়ূরপুচ্ছ, সেবা—তাম্বুল, ভাব—খণ্ডিতা, কুঞ্জ—বিদ্যুৎবর্ণ ললিতানন্দদা কুঞ্জ, স্থিতি—উত্তরদলে, শ্রীললিতাসখীর নবদ্বীপ লীলার নাম শ্রীস্বরূপ দামোদর। বয়স—১৪।৩।১২, তাহার যূথে (১) রত্নপ্রভা, (২) রতিকলা, (৩) সুভদ্রা, (৪) ভদ্ররেখিকা, (৫) সুমুখী, (৬) ধনিষ্ঠা, (৭) কলহংসী, (৮) কলাপিনী। জন্ম—শ্রাবণ শুক্লা একাদশী।

সঙ্কেতগ্রাম

শ্রীবর্ষাণা গ্রাম হইতে চার কিঃমিঃ উত্তরে সঙ্কেত গ্রাম অবস্থিত। এইস্থানে শ্রীসুবলের প্রচেষ্টায় শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীললিতাসখীর প্রচেষ্টায় শ্রীরাধিকাকে আনয়ন করাইয়া প্রথম মিলন ঘটাইয়াছিলেন। সঙ্কেতের মাধ্যমে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন ঘটিলে এইস্থানের নাম সঙ্কেত গ্রাম বলিয়া পরিচিত। গ্রামের উত্তরে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর উপবেশন স্থান এবং শ্রীপাদ গোপালভট্ট গোস্বামীর ভজন কুটীর। গ্রামের মধ্যে শ্রীসঙ্কেত বিহারী বিরাজিত। গ্রামের অগ্নিকোণে বিহ্বলকুণ্ড ও কৃষ্ণকুণ্ড দর্শনীয়।

—ঃ তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থেঃ —

এ 'সংঙ্কতকুঞ্জে' সখীসঙ্কেত করিয়া। রাই-কানু দোঁহারে আনেন যত্ন পাইয়া॥
অলক্ষিত প্রথম গমন শুভক্ষণে। পূর্বরাগে সঙ্ক্ষেপ-মিলন এইখানে॥
দেখ 'কৃষ্ণকুণ্ডাদিক'—স্থান মনোহর। সঙ্কেতে অশেষ লীলা অন্য-অগোচর॥

শ্রীসঙ্কেত গ্রামের অগ্নিকোণে শ্রীবিহ্বল কুণ্ড অবস্থিত। একদা শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধানাম শ্রবণ করিয়া বিহ্বল হইয়াছিলেন সেইজন্য এইস্থানের নাম বিহ্বল এবং নয়ন ধারায় প্রবাহিত কুণ্ডের নাম শ্রীবিহ্বলকুণ্ড।

এই যে 'বিহ্বলকুণ্ড'—শ্রীকৃষ্ণ এখানে। হইলা বিহ্বল রাইনাম শ্রবণেতে॥

রীঠোরা :—লোহরবাড়ী হইতে দুই কিঃ মিঃ দক্ষিণে এবং উচাঁগ্রাম হইতে আড়াই কিঃ মিঃ উত্তরে রীঠোর গ্রাম অবস্থিত। এইগ্রামে শ্রীচন্দ্রাবলীর জন্মস্থান। গ্রামের অগ্নিকোণে শ্রীচন্দ্রাবলীকুণ্ড এবং তাহার উত্তরে শ্রীবল্লভাচার্য্যের বৈঠক এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দির বিরাজিত।

লোহরবাড়ী :—শ্রীনন্দগ্রাম হইতে চার কিঃ মিঃ পশ্চিমে লোহরবাড়ী অবস্থিত। গ্রামে লোহর-কুণ্ড এবং শ্রীকুণ্ডেশ্বর মহাদেব মন্দির বিরাজিত।

শ্রীনন্দগ্রাম

গিড়োহ হইতে দুই মাইল অগ্নিকোণে এবং লহরবারী হইতে চার কিঃ মিঃ পূর্ব্বভাগে নন্দগ্রাম অবস্থিত। শ্রীনন্দমহারাজ মহাবনে (গোকুলে) অবস্থান কালে কংস শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করিবার জন্য অনেক অসুরকে প্রেরণ করিয়াছিলেন কিন্তু কেহই শ্রীকৃষ্ণের কোন অনিষ্ট সাধন করিতে পারেন নাই। সেই ভয়ে বাৎসল্যভাবে শ্রীনন্দমহারাজ শ্রীকৃষ্ণকে রক্ষা করিবার জন্য, মহাবন হইতে এইস্থানে চলিয়া আসেন। শ্রীনন্দমহারাজ এইস্থানে বসবাস করিবার জন্য এইগ্রামের নাম শ্রীনন্দগ্রাম। শ্রীনন্দগ্রাম হইতে উদ্ধব কেয়ারী অর্দ্ধ কিঃমিঃ, পূর্ণমাসী মায়ের মন্দির দেড় কিঃ মিঃ, ময়ূরকূটী এবং চরণ পাহাড়ী অর্দ্ধ কিঃ মিঃ, কাম্যবনে চলিবার সময় রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত এই চরণ পাহাড়ী।

শ্রীবৃন্দাবন মাহাত্ম্য গ্রন্থ হইতে :—শ্রীনন্দীশ্বরের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। পর্ব্বতের উপরিভাগে শ্রীনন্দীশ্বর গ্রাম মণ্ডলীভাবে অবস্থিত। তন্মধ্যস্থ মন্দিরে শ্রীব্রজেশ্বর ও শ্রীব্রজেশ্বরী, তন্ম-মধ্যে সুললিত ত্রিভঙ্গবেশে দাঁড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবলরাম ভ্রাতৃযুগল ভক্তজনের অভীষ্টপূর্ণ করিতেছেন। মন্দিরের উত্তরদিকে শ্রীনন্দিশ্বর বিরাজ করিতেছেন। শ্রীমন্দিরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ব্রজের অতুলনীয় শোভা সন্দর্শনে এবং তৎসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব্ব লীলাবলী ভাবুকের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি হইলে যে কি এক অনির্ব-চনীয় আনন্দ তাহা সত্যই বর্ণনাতীত। শ্রীনন্দীশ্বর গ্রামের চতুর্দ্দিকে ছাপান্ন কুণ্ড বিরাজ করিতেছেন। ইহার নাম ও স্থিতি প্রথমে শ্রীনন্দভবনের উত্তর দরজার পার্শ্বে সিংহ পহরী দর্শন করিয়া শ্রীনন্দীশ্বর পরিক্রমায় বাহির হইতে হয়। শ্রীনন্দীশ্বরের ঈশানকোণে সাঁচকুণ্ড, নামান্তর ধোয়নীকুণ্ড, কুণ্ডের পশ্চিম তীরে শ্রীমানসীদেবী বিরাজমান। এই কুণ্ডের বায়ুকোণে ও শ্রীনন্দীশ্বরের উত্তরে শ্রীবিশাখার পিতা পাবন গোপ কৃত শ্রীপাবন সরোবর। সরোবরের দক্ষিণ তীরে শ্রীসনাতন গোস্বামীর ভজন কুটীর অবস্থিত। কথিত আছে—একদিন শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণ বিরহে অত্যন্ত কাতর হইয়া কুটীর নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে তিনদিন অনশনে পড়িয়াছিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ কোন গোপ শিশুররূপে দুগ্ধ লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—"তুমি এখানে তিনদিন উপবাসী আছ ইহা কেহই জানে

না, আমি গোচারণে আসিয়া তোমাকে দেখিতে পাইয়া এই দুগ্ধ লইয়া আসিয়াছি! তুমি ইহা পান কর, আমি পরে বাসন লইয়া যাইব। আর তুমি কুটীরে না থাকিয়া এইরূপ জঙ্গলে থাকিলে ব্রজবাসীগণ দুঃখ পাইবে।" এই বলিয়া শিশু চলিয়া গেলে শ্রীপাদ সনাতন দুগ্ধ পান করিতে করিতে প্রেমে অধৈর্য্য হইয়া উঠিলেন। তিনি নয়ন নীরে বক্ষঃপ্লাবিত করিয়া ভূমিতলকে ক্লিন্ন করিতে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ অলক্ষে থাকিয়া সান্ত্বনা করতঃ কোন ব্রজবাসী দ্বারা এই কুটীর নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। পাবন সরোবরের ঈশান কোণে শ্রীনন্দীশ্বর তড়াগ, নামান্তর ক্ষুণ্ণাহার কুণ্ড। এইস্থানে শ্রীনন্দমহারাজের পিতা শ্রীপর্জ্জন্য গোপের তপস্যা স্থল। তাহার উত্তরে কিঞ্চিৎ পশ্চিম দিশায় মতিকুণ্ড, এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণ মুক্তাক্ষেত্র করিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে ফুলয়ারী কুণ্ড, তাহার পূর্ব্বে বিলাসবট, তাহার পূর্ব্বে সাহলীকুণ্ড। শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম পরস্পর প্রায়ই সঙ্গছাড়া থাকিতেন না, তজ্জন্য একদিন শ্রীযশোদামাতা তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন সারসকি জুড়ী, সেই অবধি এইকুণ্ডের নাম সারসিক কুণ্ড। তাহার অগ্নিকোণে শ্যামপিপড়ী কুণ্ড, তাহার অগ্নিকোণে বটকদম্বকুণ্ড, তাহার অগ্নিকোণে কেওয়ারীবটকুণ্ড· তাহার দক্ষিণে কিঞ্চিৎ পূর্ব্বদিশা সপ্তবৃক্ষমণ্ডলী ও টেরিকদম্ব কুণ্ড, ইহা শ্রীনন্দীশ্বর ও যাবটের মধ্যস্থলে অবস্থিত। এই কুণ্ডের দক্ষিণতীরে শ্রীপাদ রূপ-গোস্বামীর ভজনকুটীর। কথিত আছে—একদিন শ্রীরূপ গোস্বামী মনে মনে চিন্তা করিতেছেন—"যদি দুগ্ধ পাওয়া যাইত, তাহাতে ক্ষীর তৈয়ার করিয়া শ্রীপাদ সনাতন প্রভুকে ভোজন করাইতাম" এমন সময়ে শ্রীভানুনন্দিনী শ্রীরাধিকা—ব্রজবালিকার রূপে কিছু দুগ্ধ, তণ্ডুল ও চিনি লইয়া শ্রীরূপগোস্বামীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং গোস্বামীকে শীঘ্র ক্ষীর তৈয়ার করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ভোগদিয়া প্রসাদ পাইবার কথা বলিয়া ছদ্ম বালিকা চলিয়া গেলেন। এদিকে শ্রীপাদ রূপগোস্বামী ক্ষীর তৈয়ার করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সমর্পণ করতঃ শ্রীসনাতন প্রভুকে পরিবেশন করিতেছিলেন, শ্রীপাদ দুই এক গ্রাস মুখে দিয়া প্রেমে অধৈর্য্য হইয়া উঠিলেন। জিজ্ঞাসাক্রমে শ্রীরাধিকার কার্য্য বুঝিতে পারিয়া শ্রীরূপকে রন্ধন করিতে নিষেধ করিলেন। এই কুণ্ডের পূর্ব্বভাগে শ্রীরাসমণ্ডলীবেদী এবং কুণ্ডের দক্ষিণে আশেশ্বর শ্রীমহাদেব কুণ্ড। তাহার পশ্চিমে জলবিহার কুণ্ড, তাহার পশ্চিমে চন্দ্রকুণ্ড, তাহার বায়ুকোণে কুয়াকি কুণ্ড, তদ্দক্ষিণে কুকেশ্বর কুণ্ড, তদ্দক্ষিণে শ্রীকৃষ্ণকুণ্ড, এইকুণ্ড শ্রীনন্দগ্রামের পূর্ব্বভাগে অবস্থিত তাহার পূর্ব্বে সেহেন কুণ্ড, তাহার দক্ষিণে বেহেক-কুণ্ড, তাহার পূর্ব্বে যোগীয়া কুণ্ড, তাহার পূর্ব্বে ঝগড়াকি কুণ্ড, তাহার অগ্নিকোণে ভাণ্ডীরবট, তাহার পূর্ব্বে লেওবট সখাগণ সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মাঠা অর্থাৎ তক্রপান করিবার স্থান। তদ্দক্ষিণে অক্রুরকুণ্ড, শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে মথুরায় লইয়া যাইবার জন্য আগমন করিলে অক্রুর এখানে শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন দর্শন করিয়া অশেষ বিশেষরূপে স্তুতি করিয়াছিলেন। এখানে অদ্যাপিও শিলাখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন বিরাজমান। অক্রুরের নৈঋতকোণে বস্ত্রবন কুণ্ড, তাহার দক্ষিণে দুমনবন ও কুণ্ড। এইবন নন্দগ্রামের অগ্নিকোণে বিদ্যমান, তাহার পশ্চিমে ঝিম্‌কি ও রিম্‌কি কুণ্ডদ্বয়। তাহার বায়ুকোণে শ্রীপৌর্ণমাসীদেবীর গোফা ও কুণ্ড। তাহার উত্তরে পারলখণ্ডী এখানে কোন মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ বিরহে জলন্ত চিতায় আরাহণ করিয়া-ছিলেন, অদ্যাপিও সেই চিতা বিরাজমান। তাহার পশ্চিমে মোহকুণ্ড, কেহ কেহ এইকুণ্ডকে বিশাখাকুণ্ড

বলিয়া উল্লেখ করেন। তাহার বায়ুকোণে শ্রীললিতা কুণ্ড। এই কুণ্ডের উত্তরাংশে হিন্দুলবেদী বিরাজমান। শ্রীললিতাকুণ্ডের পশ্চিমে শ্রীনারদকুণ্ড, তাহার পশ্চিমে শ্রীসূর্য্যকুণ্ড, তাহার অগ্নিকোণে এবং শ্রীললিতা-কুণ্ডের দক্ষিণে কিঞ্চিৎ পূর্ব্বদিশায় শ্রীউদ্ধব কেওয়ারী। শ্রীকৃষ্ণের আদেশে ব্রজবাসীগণকে প্রবোধ দিবার নিমিত্ত শ্রীউদ্ধব ব্রজে আগমন পূর্ব্বক এখানে দশমাস কাল নিবাস করিয়াছিলেন। এইস্থানে শ্রীউদ্ধবের উপবেশন স্থান বিরাজমান। তাহার পশ্চিমে শ্রীনন্দ বৈঠক, শ্রীব্রজরাজ গাভী দোহনের সময় এখানে উপবেশন করিতেন। তাহার পশ্চিমে শ্রীযশোদা কুণ্ড, কুণ্ডের উত্তরতীরে হাউ মূর্ত্তি বিরাজমান। শ্রীকৃষ্ণ-বলরামকে সঙ্গে লইয়া শ্রীব্রজেশ্বরী এইঘাটে স্নান করিবার সময় দুইভাই যাহাতে কোনরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ না করে, তজ্জন্য জননী হাউ আসিবে বলিয়া ভয় দেখাইতেন। এই কুণ্ড শ্রীনন্দীশ্বরের দক্ষিণে অবস্থিত। তাহার উত্তরে শ্রীমধুসূদন কুণ্ড ইহার ঈশান কোণে শ্রীনৃসিংহদেবজীর মন্দির। কুণ্ডের উত্তরে শ্রীযশোদা মাতার দধিমন্থনের প্রকাণ্ড মাঠ অর্থাৎ মৃত্তিকাভাণ্ড বিশেষ অবস্থিত। তাহার নৈঋতকোণে দধিকুণ্ড, তাহার নৈঋতকোণে কারেলা, তাহার অগ্নিকোণে এবং দধিকির দক্ষিণে রাবরিকুণ্ড, তাহার দক্ষিণে কিঞ্চিৎ পূর্ব্বদিশা কেম, তাহার নৈঋতে রেম, তাহার বায়ুকোণে মান্ধীর কুণ্ড, তাহার পশ্চিমে পুকুরিয়া, তাহার বায়ুকোণে বেলকুণ্ড, তাহার নৈঋতে কেবারীকুণ্ড, তাহার বায়ুকোণে পানিহারিকুণ্ড। মাতা যশোদা শ্রী-কৃষ্ণের পানীয়জল এইকুণ্ড হইতে ব্যবহার করিতেন। তাহার বায়ুকোণে চড়খোর তাহার বায়ুকোণে শ্রীবৃন্দাদেবীরস্থান ও কুণ্ড। এইকুণ্ডের বায়ুকোণে শ্রীবৃন্দাদেবীর দর্শনীয় মূর্ত্তি বিরাজমান, এইস্থান শ্রীনন্দীশ্ব-রের পশ্চিমে অবস্থিত। ইহার উত্তরে রঞ্জখোর তাহার উত্তরে রুহিনীকুণ্ড, তাহার উত্তরে পাতরাকীকুণ্ড, ইহার ঈশানে পিপরারকুণ্ড, এইকুণ্ড পাবনসরোবরের বায়ুকোণে অবস্থিত। সাকল্যে এই ছাপ্পান্নকুণ্ড দর্শন করিতে চারি দিবসের আবশ্যক। পাবন সরোবরের বায়ুকোণে ছাপ্পান্ন কুণ্ড ছাড়াও রামপুকুরিয়া নামে আর একটি কুণ্ড বিরাজমান। শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা পর্ব্বোপলক্ষ্যে ভাদ্রমাসের কৃষ্ণা নবমী পর্য্যন্ত ফাল্গুন মাসের হোরীলীলাপলক্ষে শুক্লাদশমী তিথিতে শ্রীনন্দগ্রামে বিশেষ কৌতুক ও মেলা বসিয়া থাকে। বর্তমানে এই ছাপ্পান্ন কুণ্ডের মধ্যে বহুকুণ্ড লুপ্ত ও দর্শনের অগোচর।

শ্রীনন্দমহারাজের জন্ম পরিচয়

শ্রীবসুদেবের পিতা শূর। একজন স্ত্রীর নাম মারিয়া এবং অপরজনের নাম বৈশ্য। এই বৈশ্যের সন্তান শ্রীনন্দমহারাজ। তাহার শরীরখানি-চন্দনকান্তি ও দীর্ঘ্যকার, উদরটি স্থূল। বসন—বন্ধুজীব (বাঁধুলী) পুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ। শ্রীনন্দমহারাজের স্ত্রীর নাম শ্রীযশোদা মহারাণী। বর্ণ—শ্যাম, বস্ত্র - ইন্দ্রধনুবৎ, দেহ--নাতিস্থূল, কিঞ্চিৎ দীর্ঘ্য।

বিজবারী :—খায়রা এবং নন্দগ্রামের প্রায় মধ্যভাগে বিজবারী গ্রাম অবস্থিত। এইগ্রাম খায়রা হইতে দুই কিঃ মিঃ এবং নন্দগ্রাম হইতে দুই কিঃ মিঃ। শ্রীঅক্রূর মহাশয় যখন শ্রীকৃষ্ণ-বলরামকে মথুরায় লইয়া যায় তখন সমস্ত গোপ-গোপী এবং শ্রীনন্দ যশোদা সকলের হৃদয় যেন মেঘাচ্ছন্ন অবস্থায়

মলিন এবং যখনই শ্রীকৃষ্ণের কথা মনে পড়ে তখনই যেন বিজলীচমকের ন্যায় হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠে। তাহাদের বিরহানুসারে এইস্থানের নাম বিজবারী।

জমালপুর :—বিজবারী হইতে এক কিঃ মিঃ পশ্চিমে জমালপুর গ্রাম অবস্থিত।

নগরিয়া :—ধনসিংহ হইতে দুই কিঃ মিঃ দক্ষিণে নগরিয়া গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দির এবং কুণ্ড বিরাজিত।

জমালপুর :—নগরিয়া হইতে এক কিঃ মিঃ পশ্চিমে জমালপুর গ্রাম অবস্থিত।

পিলোলী / চিললী :—জমালপুর হইতে অর্দ্ধ কিঃমিঃ পশ্চিমে পিলোলী অবস্থিত। খদিরবন এবং যাবটের মধ্যভাগে বকথরা নামান্তর চিললী গ্রাম অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ এইস্থানে বকাসুরকে বধ করিয়াছিলেন। বকাসুরের চঞ্চুযুগ ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ উহাকে চিরিয়া অর্থাৎ দু'ফার করিয়া ফেলিলেন সেই জন্য এইস্থানের নাম চিললী গ্রাম।

বকাসুরের মুক্তি

হয়গ্রীবের পুত্র উৎকল। মহাবল উৎকল দেবগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া, দেবরাজ ইন্দ্রের রাজচ্ছত্র অপহরণ করিয়া, মহাপ্রভাবে শতবর্ষ রাজত্ব করেন। উৎকল একদা সিন্ধুসাগর সঙ্গমে সিদ্ধমুনি জাজলির পর্ণশালাসমীপে বিচরণ করিতে করিতে জলে বড়িশ নিক্ষেপ করিয়া মৎসগণকে মুহুর্মুহু আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, মুনি তাহাকে মৎস হত্যা করিতে নিষেধ করিলেন। দুর্ম্মতি উৎকলমুণির বাক্য পালন করিলেন না। তাহাতে মুনি ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ দিলেন যে—'রে দুর্ম্মতে! তুমি বকের ন্যায় মৎস–গণকে আকর্ষণ করিতেছ, অতএব বক হও।' অভিশাপ শুনিয়া উৎকল মুনির চরণে মুক্তির জন্য প্রার্থনা জানাইলে, মুনি বলিলেন যে—আমার বাক্য কদাপি লঙ্ঘন হইবে না। তুমি বকরূপে ভূতলে অবস্থান করিবে এবং শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় মুক্তিপদ লাভ হইবে।

উৎকল মথুরায় অসুরযোনীতে জন্মগ্রহণ করিয়া কংসের অনুচর হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করিবার জন্য কংস তাহাকে শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরণ করিলেন। তিনি শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিয়া বিভিন্ন বন ও শ্রীযমুনার তটে তটে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

একদা শ্রীকৃষ্ণ সখা ও গো-বৎসগণকে সঙ্গে করিয়া বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাহারা বৎসগণকে জল পান করাইবার জন্য জলাশয় সমীপে গমণ করিয়া বৎস সকলকে জলপান করাইয়া নিজেরাও জলপান করিতেছিলেন, সেইসময় অসুরটি বকরূপ ধারণ করিয়া জলাশয়ের সমীপে অবস্থান করিলেন। বালকগণ বকরূপী মহাসুরকে অবলোকন করিয়া ভীত হইয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে রক্ষার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। বকাসুর দ্রুতবেগে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে গ্রাস করিলে শ্রীকৃষ্ণ অগ্নির ন্যায় বকের তালুমূল দগ্ধ করিতে লাগিলেন, তাহাতে বকাসুর বমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বাহির করিয়াদিলেন। পুনরায় বকাসুর শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিতে উদ্যত হইলে শ্রীকৃষ্ণ বাহুদ্বারা তাহার চঞ্চুদ্বয় ধারণ করিয়া অনস্থিতৃণ বেণার

ন্যায় বিদারণ করিয়া ফেলিলেন। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় বকাসুর মুক্তিপদ লাভ করিলেন।

জাব / যাবট

নন্দগ্রাম হইতে তিন কিঃ মিঃ ঈশান কোণে এবং কোশী হইতে ৭ কিঃ মিঃ দূরে জাব গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামের প্রাচীন নাম যাবট।

শ্রীব্রজধাম নামক গ্রন্থে দৃষ্ট হয়—নন্দীশ্বরের দুইমাইল ঈশানকোণে অবস্থিত। গ্রামের পশ্চিমে শ্রীরাধাকান্তের মন্দির। গ্রামের পূর্ব্বে শ্রীকিশোরীজীউর মন্দির ও (১) শ্রীকিশোরীকুণ্ড। ঐ কুণ্ড গ্রামের ঈশানকোণে অবস্থিত। তাহার দক্ষিণে এবং গ্রামের অগ্নিকোণে (২) সিদ্ধকুণ্ড। তাহার নৈঋতে এবং গ্রামের দক্ষিণে (৩) কুণ্ডলকুণ্ড, (নামান্তর নীপকুণ্ড,) তাহার উত্তরে (৪) কৃষ্ণকুণ্ড (নামান্তর বস্ত্রকুণ্ড,) তাহার পশ্চিমে (৫) মুক্তাকুণ্ড (নামান্তর গহেনা) তাহার নৈঋতে (৬) বৎসখোর। এখানে সুবলবেশে শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। তাহার উত্তরে (৭) ডহরবন। তাহার উত্তরে (৮) যুগল কুণ্ড। তাহার উত্তরে (৯) বিহ্বলকুণ্ড, তাহার পশ্চিমে (১০) বেরিয়া (অর্থাৎ কূলবৃক্ষের স্থল) এখানে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণ কোকিলের ন্যায় শব্দ করিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে (১১) কানিহারীকুণ্ড। কানিহারীকুণ্ডের অগ্নিকোণে এবং বিহ্বল কুণ্ডের ঈশানকোণে (১২) লাড়োলিকুণ্ড। তাহার ঈশানে (১৩) নারদকুণ্ড, তাহার পুর্ব্বে (১৪) ধর্ম্মকুণ্ড। তাহার দক্ষিণে (১৫) শ্রীপারলগঙ্গা (নামান্তর পিয়াল-কুণ্ড)। এইকুণ্ড যাবটের বায়ুকোণে অবস্থিত। এই কুণ্ডের পশ্চিমতীরে একটি প্রাচীন ফুলের বৃক্ষ আছে। কথিত আছে—শ্রীরাধিকা নিজ হস্তে এইবৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন এবং এই বৃক্ষের ফুল বহু যত্নে শ্রীকৃষ্ণের মালার জন্য ব্যবহৃত হইত। এই বৃক্ষের নাম পারিজাত বৃক্ষ। বৈশাখ মাসে অতি সুগন্ধি ফুল ফুটিয়া থাকে। বর্ণিত পনের কুণ্ড শ্রীযাবটের চতুর্দ্দিকে বিরাজমান। শ্রীআয়ান ঘোষ এবং জটিলা, কুটিলা স্থান দর্শনীয়।

অষ্টদল কমলাকৃতি যোগপীঠের কেশরস্থ প্রিয়নর্ম্ম মঞ্জরীগণ

(১) **শ্রীরূপমঞ্জরী :**—পিতা—বিভানু, মাতা—সুলবতী, পতি—গোবর্দ্ধন, বর্ণ—গোরচনা, বস্ত্র—শিখিপিচ্ছ, সেবা—তাম্বুল, ভাব—বামামধ্যা, গ্রাম—যাবট, স্থিতি—উত্তরে, কুঞ্জ—রূপোল্লাসকুঞ্জ, অলঙ্কার—দিব্যভূষণ, বয়স—১৩।৬।০, নবদ্বীপ লীলায় নাম শ্রীরূপগোস্বামী।

(২) **শ্রীমঞ্জুলালী মঞ্জরী :**—পিতা—কেতব, মাতা—সুচরিতা, পতি—গোভট্ট, বর্ণ—তপ্ত-কাঞ্চন, বস্ত্র—কিংশুক, সেবা—বস্ত্রসেবা, ভাব—বামামধ্যা, গ্রাম—যাবট, স্থিতি—ঈশান, কুঞ্জ—লীলানন্দদ কুঞ্জ, অলঙ্কার—নানামণি, বয়স—১৩।৬।১, নবদ্বীপ লীলায় নাম শ্রীলোকনাথ গোস্বামী।

(৩) **শ্রীরসমঞ্জরী :**—পিতা—মহাকীর্ত্তি, মাতা—সোনা, পতি—লবঙ্গ, বর্ণ—চম্পক, বস্ত্র—হংসপক্ষ, সেবা—চিত্র, ভাব—দক্ষিণামৃদ্ধি, স্থিতি—পূর্ব্ব, কুঞ্জ—রসানন্দদকুঞ্জ, অলঙ্কার—স্বর্ণমণি, বয়স—১৩।০।০, গ্রাম—যাবট, নবদ্বীপ লীলায় নাম শ্রীরঘুনাথভট্ট গোস্বামী।

(৪) **শ্রীরতীমঞ্জরী :**—পিতা—অঙ্গভদ্র, মাতা—সুমেধা, পতি—বানমাক্ষ, বর্ণ—বিদ্যুৎ, বস্ত্র—তারাবলী, সেবা—চরণ, স্থিতি—অগ্নি, কুঞ্জ—রত্যাম্বুজকুঞ্জ, গ্রাম—যাবট, বয়স—১৩৷২৷০ নবদ্বীপ লীলায় নাম শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী।

(৫ **শ্রীগুণমঞ্জরী :**—পিতা—ভদ্রকীর্ত্তি মাতা—মেনকা, পতি—মণ্ডলীভদ্র, বর্ণ—বিদ্যুৎ, বস্ত্র—জবাকুসুম, সেবা—জল, ভাব—দক্ষিণাপ্রখরা, স্থিতি—দক্ষিণ, কুঞ্জ—গুণানন্দদকুঞ্জ, বয়স—১৩৷১৷১২ গ্রাম—যাবট, নবদ্বীপ লীলায় নাম শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী।

(৬) **শ্রীবিলাসমঞ্জরী :**—পিতা—চন্দ্রকীর্ত্তি, মাতা—ষষ্ঠূ, পতি—বিলাস, বর্ণ—স্বর্ণকেতকী, বস্ত্র—চঞ্চরীক, সেবা—অঞ্জন, ভাব—বামামৃদ্ধি, গ্রাম—যাবট, স্থিতি—নৈঋত, কুঞ্জ—বিলাসনন্দদকুঞ্জ, বয়স—১৩৷০৷২, নবদ্বীপ লীলায় নাম শ্রীজীবগোস্বামী।

(৭) **শ্রীলবঙ্গমঞ্জরী :**—পিতা—চন্দ্রভানু, মাতা—যমুনা, পতি—সুমেধা, বর্ণ—উডিয়মান বিদ্যুৎ, বস্ত্র—তারাবলী, সেবা—লবঙ্গমালা, গ্রাম—যাবট, স্থিতি—পশ্চিম, কুঞ্জ—লবঙ্গসুখদকুঞ্জ, বয়স—১৩৷৬৷১, নবদ্বীপ লীলায় নাম শ্রীসনাতনগোস্বামী।

(৮) **শ্রীকস্তুরীমঞ্জরী :**—পিতা—সুভানু, মাতা—ঘোষণা, পতি—বিটক, বর্ণ—স্বর্ণবর্ণ, বস্ত্র—কাচতুল্য, সেবা—চন্দন, ভাব—বামামৃদ্ধি, স্থিতি—বায়ু, কুঞ্জ—লবঙ্গসুখদকুঞ্জ, গ্রাম—যাবট, বয়স—১৩৷০৷০, নবদ্বীপ লীলায় নাম শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী।

ধনসিংহ :—তুমোরা হইতে দেড় কিঃ মিঃ অগ্নিকোণে এবং ভদাবল হইতে এক কিঃ মিঃ বায়ুকোণে ধনসিংহ গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামের অপর নাম ধনসিঙ্গা। এই গ্রামে শ্রীধনিষ্ঠা সখীর জন্মস্থান। এইস্থানে ধনিষ্ঠাকুণ্ড এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দির ও শ্রীমহাদেব মন্দির বিরাজিত। শ্রীধনিষ্ঠাসখীর নামানুসারে এই গ্রামের নাম ধনসিঙ্গা।

তুমোরা :—ভদাবল হইতে দুই কিঃ মিঃ উত্তরে তুমোরা গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীরাধাকৃষ্ণ এবং শ্রীমহাদেব মন্দির বিরাজিত।

গোহারা :—তুমোরা হইতে দেড় কিঃমিঃ পূর্ব্বভাগে গোহারা গ্রাম অবস্থিত।

বরহানা :—কোশীকলা হইতে দুই কিঃ মিঃ দক্ষিণে অবস্থিত।

মুখারী :—বরহানা হইতে এক কিঃ মিঃ পশ্চিমে অবস্থিত মুখারী।

ধর্মনগর :—সুরবারী হইতে এক কিঃ মিঃ দূরে ধর্মনগর গ্রাম অবস্থিত।

ভদ্রবন :—ধর্মনগর হইতে আড়াই কিঃ মিঃ দক্ষিণাংশে ভদ্রবন অবস্থিত। এইস্থানে সখীগণ শ্রীকৃষ্ণকে ভদ্র অর্থাৎ সুন্দর সুন্দর অলঙ্কারাদি দ্বারা সাজাইয়া শ্রীমতীরাধারাণীর সহিত মিলন ঘটাইয়াছেন। সেইজন্য এইস্থানের নাম ভদ্রবন। এইস্থানে কোন জনবসতি না থাকিলেও সুন্দর সুন্দর বাগিচা দ্বারা স্থানখানি অত্যন্ত সু-সজ্জিত। বাগানের মধ্যভাগে শ্রীরাধাকৃষ্ণের অপরূপ মন্দির দর্শনীয়।

কোশীকলা

গোহেতা হইতে সাড়ে পাঁচ কিঃ মিঃ পশ্চিমে এবং নন্দগ্রাম হইতে দশ কিঃ মিঃ দূরে কোশীকলা অবস্থিত। এই গ্রামের পুর্ব্বনাম কুশস্থলী। এইস্থান শ্রীব্রজমণ্ডলের মধ্যে দ্বারকাপুরী নামে বিখ্যাত কারণ একদা শ্রীনন্দমহারাজ দ্বারকাপুরী দর্শনের জন্য গমন করিতে চেষ্টা করিলে শ্রীকৃষ্ণ কৌশলক্রমে এই স্থানে দ্বারকাপুরীর সমস্ত লীলা দর্শন করাইয়াছিলেন। এইস্থান শ্রীনন্দমহারাজের কুশস্থলী বলিয়াও পরিচিত। এই গ্রামের পশ্চিমে শ্রীগোমতী কুণ্ড ইহা ছাড়া বিশাখাকুণ্ড, মায়াকুণ্ড, শ্রীরাধামাধব মন্দির, শ্রীরাধাকান্ত মন্দির, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির, শ্রীরাধাবল্লভ মন্দির, শ্রীদাউজী মন্দির ইত্যাদি দর্শনীয়।

কোটবন ঃ হোডেল হইতে নয় কিঃ মিঃ এবং উমরালা হইতে দুই কিঃ মিঃ দক্ষিণে কোটবন অবস্থিত। সখাসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিলাস স্থল এবং হোলীখেলার স্থান। গ্রামে শীতলাকুণ্ড, সূর্য্যকুণ্ড, শ্রী-রাম-সীতা মন্দির, শ্রীমহাদেব এবং শ্রীহনুমান মন্দির বিরাজিত। এইস্থানে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু আগমন করিয়া উপবেশন করিয়াছিলেন সেইজন্য শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর বৈঠক দর্শনীয়।

—ঃ তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকর হইতে ঃ—

এ 'কোটবন', কোটবন সবে কয়। এথা সখাসহ কৃষ্ণ সুখে বিলসয় ॥

নবীপুর ঃ—কোটবন হইতে দুই কিঃ মিঃ দক্ষিণে নবীপুর গ্রাম অবস্থিত। এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণ এক নূতন লীলার অভিনয় করিলে স্থানখানি নবীপুর নামে বিখ্যাত লাভ করেন।

দইগ্রাম ঃ—বঠেন খুর্দ হইতে চার কিঃ মিঃ উত্তরে এবং লালপুর হইতে দুই কিঃ মিঃ পুর্ব্বভাগে দইগ্রাম অবস্থিত। একদা শ্রীকৃষ্ণ কৌতুক করিবার নিমিত্ত গোপীকাগণের নিকট হইতে এইস্থানে দধি লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। সেইজন্য এইস্থানের নাম দইগ্রাম বলিয়া পরিচিত। গ্রামে দধিকুণ্ড, মধুসূদনকুণ্ড, শৃঙ্গার মন্দির, শীতলকুণ্ড, সপ্তবৃক্ষ মণ্ডলী, ব্রজভূষণজীকা মন্দির, এবং শীতলাকুণ্ড, তীরে কদম্বতলে শ্রীবল্লভাচার্য্যের উপবেশন স্থান দর্শনীয়।

—ঃ তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকরে দৃষ্ট হয় ঃ—

এই 'দধি-গ্রামে' কৃষ্ণ দধি লুট কৈল। গোপাঙ্গনা সহ মহা কৌতুক বাড়িল ॥

উমরালা ঃ—দইগ্রাম হইতে দুই কিঃ মিঃ উত্তর-পুর্ব্বাংশে উমরালা গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীমহাদেবজীউর মন্দির বিরাজিত।

লালপুর ঃ—বিছোর হইতে সাড়েতিন কিঃ মিঃ পুর্ব্ব-দক্ষিণাংশে লালপুর গ্রাম অবস্থিত। গ্রামের উত্তরে শ্রীদুর্ব্বাসামুনির আশ্রম। এইস্থানে শ্রীদুর্ব্বাসামুনির বিগ্রহ ও দুর্ব্বাসা কুণ্ড দর্শনীয়।

গঢ়ীবুখারী ঃ—লেটরী হইতে এক কিঃ মিঃ উত্তরে গঢ়ীবুখারী অবস্থিত।

মড়োরা ঃ—গঢ়ীবুখারী হইতে এক কিঃ মিঃ উত্তরে মড়োরা গ্রাম অবস্থিত।

কমার :—লালপুর হইতে দেড় কিঃ মিঃ দক্ষিণে কমার গ্রাম অবস্থিত। এইস্থানের প্রাচীন নাম কামের। গ্রামের উত্তরপার্শ্বে শ্রীকামরীকুণ্ড, মোহনজীউর মন্দির, বৈঠক, শ্রীদুর্ব্বাসা ঋষির আশ্রম বিরাজিত। গ্রামের পার্শ্বে রজবহা স্থান অবস্থিত।

শ্রীচরণপাহাড়ী

ছোট বৈঠান হইতে দেড় কিঃ মিঃ উত্তরে শ্রীচরণ পাহাড়ী অবস্থিত। এখানে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির, পাথরের উপরে গোপগণের বহু পদচিহ্ন, গাভী, সুরভীগাভী, ঘোড়া, ঐরাবত হস্তী, মুকুট, লাঠি ইত্যাদির পদচিহ্ন, এবং চরণগঙ্গা দর্শনীয়। একদা শ্রীকৃষ্ণ কোন অপূর্ব্ব লীলার অনুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত অগ্রজ শ্রীবলরামের সঙ্গে পরামর্শ করেন। তদনুসারে সমস্ত বয়োজ্যেষ্ঠ গোপগণ যানবাহন, অশ্ব হস্তীকে শিলাখণ্ডের উপরে উপস্থাপিত করেন। এই সময় একটি হরিণও ভিন্ন স্থান হইতে দৌড়াইয়া পাহাড়ের উপর দিয়া যাইতেছিল। ঠিক ঐ সময়েই শ্রীকৃষ্ণ সুললিত বংশীধ্বনি করেন, সঙ্গে সঙ্গে পাষাণ দ্রব হওয়ায় গোপ ও গাভীগণের চরণচিহ্ন শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া যায়। পাষাণ যে কিরূপ কর্দ্দম সদৃশ নরম হইয়াছে তাহার গুরুত্ব প্রমাণের জন্য যেন ঐ গতিশীল হরিণের পদখুর পাষাণের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল। সেই অবধি এইস্থানের নাম চরণপাহাড়ী।

ব্রজধামে শ্রীকৃষ্ণ বলরাম এবং সখাদির চরণচিহ্ন চার স্থানে বর্তমানে পরিলক্ষিত হয়। যেমন—

(১) কাম্যবনে, পাহাড়ের উপরে।
(২) নন্দগ্রামে „ „
(৩) ছোট বৈঠানে „ „
(৪) ভোজনথালির নিকটে ব্যোমাসুরের গুফায় যাইবার কালে।

বঠেন খুর্দ/ছোট বৈঠান :—বঠেন কলা হইতে অর্দ্ধ কিঃ মিঃ উত্তরে এবং চরণপাহাড়ী হইতে দেড় কিঃ মিঃ দক্ষিণে বঠেন খুর্দ অবস্থিত। গ্রামের পূর্ব্ব নাম ছোট বৈঠান। গ্রামে শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দির এবং কুন্তলকুণ্ড বিরাজিত। শ্রীকৃষ্ণ নন্দভবন হইতে গোচারণে আগমন করিয়া খেলা ধূলার পরে এইস্থানে কেশ বিন্যাস এবং সখীগণ পুষ্পচয়ন করিয়া শ্রীমতীর বেণীতে পুষ্প রোপন করিয়াছিলেন। সেইজন্য এই কুণ্ডের নাম কুন্তলকুণ্ড।

বঠেন কলা / বড় বৈঠান

কোকিলাবন হইতে চার কিঃ মিঃ উত্তর-পূর্ব্বাংশে এবং কোশীকলা হইতে পাঁচ কিঃ মিঃ পশ্চিমে বঠেন কলা অবস্থিত। এই গ্রামের প্রাচীন নাম বড় বৈঠান। ইহা শ্রীকৃষ্ণের উপবেশন স্থান। গ্রামে শ্রীদাউজীমন্দির, শ্রীরাধাকৃষ্ণমন্দির, বলভদ্রকুণ্ড ইত্যাদি দর্শনীয়। বলভদ্র কুণ্ডতটে দোলপূর্ণিমার পরের দিন বিরাট মেলা বসিয়া থাকে। এখানে গ্রামবাসীগণ হুরঙ্গা খেলা খেলিয়া থাকেন। 'হুরঙ্গা' কথাটার অর্থ হইল গ্রামের যুবতীগণ লাঠি হাতে নিয়ে যুবকদের তাড়া করিবেন যুবকগণ গাছের ডালদ্বারা তাহা রক্ষা করিবেন ইত্যাদি। শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী এইস্থানে কিছুদিন ভজনানন্দে অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

—: তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকর হইতে :—

শ্রীপণ্ডিত শ্রীনিবাস—নরোত্তমে কয়। আগে এই দেখহ 'বৈঠান'—গ্রাম হয়॥
যবে যে করয়ে পরামর্শ গোপগণ। এই খানে আসিয়া বৈসয়ে সর্ব্বজন॥
গোপগণ বৈসে—এই হেতু এ বৈঠান। এবে লোকে কহে 'ছোট' 'বড়' দুই নাম॥
ব্রজবাসিস্নেহে বদ্ধ হৈয়া হর্ষমনে। সনাতন গোস্বামী ছিলেন এই খানে॥

হুলবানা :— বঠেন খুর্দ হইতে দেড় কি: মিঃ পশ্চিমে হুলবানা গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামের প্রাচীন নাম হারোয়ান গ্রাম। এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার সহিত পাশাখেলায় হারিয়াছিলেন সেইজন্য এইগ্রামের নাম হারোয়ান।

— : তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকরে :—

দেখ কৃষ্ণকুণ্ড এই হারোয়াল' গ্রাম। এথা বিলসয়ে রঙ্গে রাই ঘনশ্যাম॥
পাশা খেলাইতে রাই কৃষ্ণে হারাইলা। খেলায় হারিয়া কৃষ্ণ মহালজ্জা পাইলা॥
ললিতা কহয়ে—'রাই পাশক-ক্রীড়াতে। অনায়াসে তুমি হারাইলা প্রাণনাথে॥
হইল তোমার জিত অনেক প্রকারে। দেখিব—কন্দর্পযুদ্ধে কেবা জিতে হারে॥
এত কহি' নিকুঞ্জ মন্দিরে দোঁহে থুইয়া। সখীগণ দেখে রঙ্গ অলক্ষিত হৈয়া॥
হইল পরমানন্দ—কহিতে কি আর। এই হারোয়ালে হয় অদ্ভুত বিহার॥

পথরপুর :—কাদোনা হইতে দুই কি:মিঃ পশ্চিমে পথরপুর গ্রাম অবস্থিত। এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণ লীলা করিতে আসিয়া গোপবালকগণ জল তৃষ্ণায় কাতর হইতে স্বইচ্ছায় বংশীধ্বনী করতঃ এক পুষ্করণী সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই পুষ্করণী হইতে বালকগণ জলপান করিয়া জলতৃষ্ণা নিবারণ করিয়াছেন। সেইজন্য এইস্থানের নাম পথরপুর বলিয়া পরিচিত। অদ্যাবধি সেই পুষ্করণী দর্শন লাভ হইয়া থাকেন।

লেটরী :— পথরপুর হইতে অর্দ্ধ কিঃ মিঃ উত্তরে লেটরী স্থান অবস্থিত। এইস্থানে সখাগণ বসিয়া বিশ্রাম করিয়াছিলেন সেইজন্য এইস্থানের নাম লেটরী।

সিরথরা :—কামের হইতে দুই কিঃ মিঃ দক্ষিণে সিরথরা গ্রাম অবস্থিত।

খিটাবিটা :— সাঁচোলী হইতে আড়াই কিঃ মিঃ পূর্ব্বাংশে খিটাবিটা গ্রাম অবস্থিত। একদিন শ্রীকৃষ্ণ সখাগণের সঙ্গে এইস্থানে বিভিন্ন ভাবে খেলায় মত্ত হইলেন। খেলিতে খেলিতে সখাগণের মধ্যে হার-জিত নিয়ে কিছু খটমট সৃষ্টি হইতে পারে সেইরূপ আশঙ্কা মনে জাগরিত হইলে এইস্থানের নাম খিটা-বিটা বলিয়া পরিচিত।

কদোনা :—হুলবানা হইতে আড়াই কিঃ মিঃ পশ্চিম-দক্ষিণাংশে কদোনা গ্রাম অবস্থিত। এই-স্থানে শ্রীকৃষ্ণ সখাগণ সঙ্গে দোনায় করিয়া দই ভক্ষণ করিয়াছিলেন সেইজন্য এইস্থানের নাম কাদোনা বলিয়া পরিচিত। গ্রামে শ্রীমহাদেব মন্দির এবং কুণ্ড বিরাজিত।

পুটরী :—পখরপুর হইতে অর্দ্ধ কিঃ মিঃ দক্ষিণাংশে পুটরী গ্রাম অবস্থিত।

রুটরী :—পুটরী হইতে অর্দ্ধ কিঃ মিঃ পশ্চিমে রুটরী গ্রাম অবস্থিত।

সাঁচোলী :—পখরপুর হইতে দুই কিঃ মিঃ দক্ষিণে সাঁচোলী গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের মন্দির বিরাজিত। গ্রামের দক্ষিণভাগে সূর্য্যকুণ্ড এবং অগ্নিকোণে চন্দ্রকুণ্ড অবস্থিত। এখানে চৈত্র শুক্লা পঞ্চমী হইতে তিন দিন ব্যাপী বহু সমারোহে মেলা বসিয়া থাকেন।

বদনগর :—ভড়োখর হইতে দুই কিঃ মিঃ উত্তরে বদনগর গ্রাম অবস্থিত।

গিড়োহ

খিটাবিটা হইতে আড়াই কিঃ মিঃ পূর্ব্বভাগে গিড়োহ গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীনিতাই-গৌর এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দির বিরাজিত। ইহা শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের গেঁন্দখেলার স্থান। গ্রামের চারিদিকে সাতখানি কুণ্ড বিরাজিত। যেমন—(১) উত্তরে গেঁন্দখোর এইস্থান শ্রীবলরামের দাঁড়াইবার স্থল। এখানে শ্রীরামকৃষ্ণের মুকুটচিহ্ন বিরাজমান। গ্রামের ঈশানকোণে দ্বিতীয় (২)—গেঁন্দখোর, ইহা শ্রীকৃষ্ণের দাঁড়াইবার স্থল। এই দুই কুণ্ড পরস্পর অর্দ্ধ মাইল ব্যাবধানে অবস্থিত। গ্রামের পূর্ব্বে (৩) গৈধরবন-কুণ্ড, দক্ষিণে (৪) বেলবন কুণ্ড, নৈঋতে (৫) গোপীকুণ্ড, পশ্চিমে (৬) জলভরকুণ্ড এবং বায়ুকোণে (৭)—বেহার কুণ্ড বিরাজিত।

কোকিলা বন:—গিড়োহ হইতে দুই কিঃমিঃ, শ্রীনন্দগ্রাম হইতে তিন মাইল উত্তরে কোকিলাবন অবস্থিত। বর্তমানেও এই বনখানি জনশুন্যাবস্থায় অত্যন্ত সুন্দর দর্শনীয়। এখানে শ্রীকোকীলবিহারীজীউ রত্নকুণ্ড, শ্রীমহাদেবজীউ বিরাজিত। এই নির্জ্জন অরণ্যে শ্রীকৃষ্ণ কোকিলের ন্যায় সুললিত বংশীধ্বনি করিয়া কৌশলক্রমে শ্রীরাধিকার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, সেইজন্য এইস্থানের নাম শ্রীকোকিলাবন।

একদিন কৃষ্ণ এই বনেতে আসিয়া। কোকিল-সদৃশ শব্দ করে হর্ষ হৈয়া॥
শব্দ শুনিয়া রাই চমকি উঠিল। সখীগণ সঙ্গে তাই গমন করিল॥
কোকিলের শব্দে কৃষ্ণ মিলে রাধিকারে। এ হেতু 'কোকিলাবন' কহয়ে ইহারে॥

ভড়োখর :—লহরবাড়ী হইতে তিন কিঃ মিঃ উত্তরে ভড়োখর গ্রাম অবস্থিত। গ্রামের অগ্নিকোণে ভ্রমরাকুণ্ড এবং পশ্চিমে ক্ষীরকুণ্ড এবং শ্রীনন্দমহারাজের পশ্চিমে গোশালা বিরাজিত।

মহরানা :—লেবড়া হইতে এক কিঃ মিঃ উত্তরে এবং ভড়োখর হইতে দুই মাইল পশ্চিমে মহ-রানা গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রাম শ্রীযশোদার পিত্রালয় বলিয়া বিখ্যাত। গ্রামের পূর্ব্বদিকে ক্ষীরসরোবর, গ্রামের মধ্যভাগে শ্রীরামজানকী মন্দির, মন্দিরে মাতা যশোদার মূর্ত্তি, শ্রীরাম-লক্ষ্মণ এবং সীতাদেবীর মূর্ত্তি, শ্রীমহাদেব ও শ্রীহনুমানজীউর মূর্ত্তি দর্শনীয়। ইহা ছাড়া গ্রামে শ্রীকৃষ্ণের জেষ্ঠতাত শ্রীঅভিনন্দের গোশালা বিরাজিত। শ্রীযশোদাদেবী এই গ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

ভর্তিয়া :—জৈত গ্রামের এক কিঃ মিঃ উত্তর-পূর্ব্বাংশে ভর্তিয়া গ্রাম অবস্থিত।

চৌমুঁহা

আঝই হইতে দেড় কিঃ মিঃ উত্তর-পূর্ব্বাংশে চৌমুঁহা গ্রাম অবস্থিত। এইখানে চতুর্মুখ ব্রহ্মা গোবৎস হরণ করিয়া পরাজিত হইলে, শ্রীকৃষ্ণচরণে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য স্তুতি করিয়াছিলেন। সেইজন্য এই গ্রামের নাম চৌমুঁহা। গ্রামে শ্রীগোপালজীউর মন্দির এবং শ্রীচতুর্ভুজ ব্রহ্মাজীউর মন্দির বিরাজিত।

—ঃ তথাহি শ্রীভাগবতে ১০।১৩।৬৪ ঃ—

শনৈরথোত্থায় বিমৃজ্য লোচনে মুকুন্দমুদ্বীক্ষ্য বিনম্রকন্ধরঃ।
কৃতাঞ্জলিঃ প্রশ্রয়বান্ সমাহিতঃ সবেপথুর্গদ্গদয়ৈলতেলয়া॥

অনুবাদ ঃ—তারপর ব্রহ্মা ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া নয়নদ্বয় মার্জ্জনা করিতে করিতে নতকন্ধর হইয়া ভগবানের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং বিনীত ও বদ্ধাঞ্জলী হইয়া সমাহিতচিত্তে কম্পান্বিত কলেবরে গদ্গদ্বচনে স্তব করিয়াছিলেন।

পরখম

ছটীকরা হইতে দশ কিঃমিঃ এবং দেবী আঠাস হইতে চার কিঃমিঃ উত্তরে পরখম গ্রাম অবস্থিত। জেওলাই অর্থাৎ জনাই এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণকে সখাসঙ্গে উচ্ছিষ্ট ফল ভোজন করিতে দেখিয়া ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধমনা হইয়াছিলেন। এইহেতু তিনি এখানে দাঁড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণকে পরিক্ষা করিবার সঙ্কল্প করিরাছেন যে—সকলে শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান জ্ঞানে স্বীকার করে অথচ সখাগণ ভগবানকে উচ্ছিষ্ট ফল ভোজন করায় অতএব আমিও গো-বৎস হরণ করিব এবং তাহার পরিণতি দেখিব। সেই সঙ্কল্প অনুসারে গ্রামের নাম পরখম বলিয়া পরিচিত। গ্রামে গুজর এবং ব্রাহ্মণ দুই জাতীর দুইখানি মন্দির দর্শনীয়।

—ঃ তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকরে ঃ—

'পরিখম'—নাম স্থান দেখহ এথাতে। চতুর্মুখ ছিলা কৃষ্ণে পরীক্ষা করিতে॥

নগলামোজী ঃ—পরখম গ্রামের উত্তর ভাগে নগলামোজী অবস্থিত।

পারসৌলী ঃ—পরখম হইতে ৪.৫০ কিঃ মিঃ উত্তরে, কিঞ্চিৎ পশ্চিম দিশায় পারসৌলী গ্রাম অবস্থিত। এইগ্রামে শ্রীকৃষ্ণ বসন্তকালে রাসলীলা করিতেছেন।

—ঃ তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকরে ঃ—

এই পরাসৌলী গ্রাম—দেখ শ্রীনিবাস। বসন্ত সময়ে এথা করিলেন রাস॥

একদিন শ্রীকৃষ্ণ সখাগণ সঙ্গে বনে গোচারণ করিতে করিতে এই স্থানে আগমন করিলে কংস প্রেরিত অঘাসুর সর্পদেহ ধারণ করিয়া সমস্তকে গ্রাস করিলেন সেইজন্য এইস্থানের নাম সর্পস্থলী বা সাপৌলী বলিয়া পরিচিত।

অঘাসুরের মুক্তি

অঘাসুর শঙ্খাসুরের তনয়। এক সময় মলয়াচলে কদাকার অষ্টাবক্রকে দেখিয়া অঘাসুর তাহাকে

কুরূপ বলিয়া উপহাস করিলেন। তাহাতে মুনি অভিশাপ দিলেন যে—রে দুর্মতে! ভূমণ্ডলে সর্পজাতি কুরূপ ও বক্রগতি ; অতএব তুমি সর্প হও। দৈত্য তখন গর্ব্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুনির পাদদ্বয়ে পতিত হইয়া মুক্তির জন্য প্রার্থনা জানাইলে মুনি প্রসন্ন হইয়া পুনরায় বরদান করিলেন যে—দ্বাপরযুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবেন, সেই সময় শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তোমার মুক্তিপদ লাভ হইবে।

সেই অঘাসুর মথুরাতে জন্মগ্রহণ করিয়া কংসের অনুচর হইয়াছিলেন। কংস শ্রীকৃষ্ণকে নিহত করিবার জন্য অসুরটিকে শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরণ করিলেন। অঘাসুর শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিয়া বনে বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। একদা শ্রীকৃষ্ণ সখাগণ সঙ্গে গোচারণ করিবার জন্য বনে গমন করিলে, অঘাসুর যোজন প্রমাণ দীর্ঘ্য এবং পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ এক বিশাল অজগর দেহ ধারণ করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ ও সখাগণকে গ্রাস করিবার জন্য বদন প্রসারিত করিয়া পথিমধ্যে শয়ন করিয়া রহিলেন। সখা ও গো-বৎসগণ তাহার বদন মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য অঘাসুরের বদন মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অঘাসুর তাহাদিগকে ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা করিলে শ্রীকৃষ্ণের শরীর অতি দ্রুত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। তাহাতে অঘাসুরের মুখাদির সকল পথ নিরুদ্ধ এবং ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া দেহের প্রাণ বহির্গত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ বালক ও বৎসগন সহ তাহার মুখ হইতে বহির্গত হইয়া আসিলেন এবং বৎসও শিশুদিগকে মৃতাবস্থা দেখিয়া দিব্যদৃষ্টি দ্বারা জীবিত করিয়াছিলেন। এইলীলা শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চম বৎসর বয়ঃক্রম কালীন কিন্তু সখাগণ এক বৎসর পরে এই লীলাখানি ব্রজে প্রকাশ করিয়াছেন। সেইদিন শ্রীবলদেবজীউ জন্মতিথি উপলক্ষ্যে গৃহে ছিলেন।

জনুবী :—পারসৌলী হইতে দেড় কিঃ মিঃ উত্তরে জনুবীগ্রাম অবস্থিত।

মাগরোলী :—জনুবী হইতে অর্দ্ধ কিঃ মিঃ পূর্ব্বভাগে মাগরোলী অবস্থিত।

অছুরী :—মাগরোলী হইতে অর্দ্ধ কিঃ মিঃ উত্তরে অছুরী গ্রাম অবস্থিত।

বাজনা :—সেই হইতে দুই কিঃ মিঃ এবং পরখম হইতে দেড় কিঃ মিঃ উত্তরে বাজনা গ্রাম অবস্থিত। পারসৌলী গ্রামে শ্রীকৃষ্ণ অঘাসুরকে বধ করিলে স্বর্গ হইতে দেবগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া এইখানে আগমন পূর্ব্বক বাজনা অর্থাৎ বাদ্যধ্বনি করিয়াছিলেন। সেইজন্য এইস্থানের নাম বাজনা বলিয়া পরিচিত। বাজনা গ্রামের পূর্ব্বভাগে শ্রীযমুনার তটে জারা নামক স্থান বিরাজিত।

বরহরা :—সকরায়া হইতে দুই কিঃ মিঃ উত্তরে বরহরা গ্রাম অবস্থিত।

সেই

বাজনা হইতে দুই কিঃমিঃ উত্তরে সেই গ্রাম অবস্থিত। এইখানে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় মোহিত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে পরীক্ষা করিবার জন্য একদিন ব্রহ্মা গোবৎস এবং সখাগণকে হরণ করিয়াছেন।

—ঃ তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।১৩।১৫ ঃ—

অম্ভোজন্মজনিস্তদন্তরগতো মায়ার্ভকস্যেশিতুর্দ্রষ্টুং মঞ্জু মহিত্বমন্যদপি তদ্বৎসানিতো বৎসপান্।

নীত্বান্যত্র কুরূদ্বহান্তরদধাৎ খেঽ বস্থিতো যঃ পুরা দৃষ্ট্বাঘাসুরমোক্ষণং প্রভবতঃ প্রাপ্তঃ পরং বিস্ময়ম্ ॥

অনুবাদ ঃ -হে রাজন্ ! পূর্ব্বে যে ব্রহ্মা আকাশে অবস্থিত থাকিয়া অঘাসুরের মোক্ষ দর্শনে বিস্ময় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই পদ্মযোনি সেই অবসরে অথবা এই ছিদ্র পাইয়া মায়াবালকরূপী হরির অন্য প্রকার মনোহর মহিমা দর্শন করিবার নিমিত্ত তদীয় বৎস এবং ভোজন স্থান হইতে বৎসপালগণকে হরণ করিয়া লইয়া গেলেন এবং উহাদিগকে অন্যত্র রাখিয়া নিজে অন্তর্হিত হইলেন।

এইদিকে শ্রীকৃষ্ণ মায়াবলে গোবৎস এবং গোপবালক সৃষ্টি করিয়া স্ব-গৃহে গমন করিলেন। তাহাতে ব্রজবাসীগণ এই মহিমার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। এই লীলা সম্বৎসর পর্যন্ত চলিতে থাকেন। তৎপরে ব্রহ্মা সেইস্থানে আসিয়া পূর্ব্ববৎ গোবৎস এবং শিশুপালসহ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইয়া নিজেই মোহিত হইয়াছেন।

—ঃ তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।১৩।৪২, ৪৩ ঃ—

ইত এতেঽত্র কুত্রত্যা মন্মায়ামোহিতেতরে। তাবন্ত এব তত্রাব্দং ক্রীড়ন্তো বিষ্ণুনা সমম্ ॥
এবমেতেষু ভেদেষু চিরং ধ্যাত্বা স আত্মভূঃ। সত্যাঃ কে কতরে নেতি জ্ঞাতুং নেষ্টে কথঞ্চন ॥

অনুবাদ ঃ-আমার মায়ায় মোহিত বালকগণ হইতে ভিন্ন এইসকল বৎস ও বালকগণ কোথা হইতে হইল? ইহারা এখানেই বা কি প্রকারে আসিল? সেই পরিমাণই বাবলগণ এইখানে বিষ্ণুর সহিত এক বৎসর কাল পর্য্যন্ত ক্রীড়া করিতেছে দেখিতেছি।

অনেকক্ষন পর্য্যন্ত ব্রহ্মা চিন্তা করিয়া ঐ দ্বিবিধ বালক ও বৎসগণমধ্যে কাহারা সত্য, কাহারা অসত্য ইহার কিছুমাত্রও নির্ণয় করিতে পারিলেন না।

অতঃপর ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের চরণে লুটিয়ে নিজ অপরাধ ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। "এই সেই, সেই এই" এইরূপ ব্রহ্মাজী চিন্তা করিতে থাকিলে বর্ত্তমানে এইস্থানের নাম সেই গ্রাম নামে পরিচিত হয়। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু এইস্থান দর্শনের জন্য আগমন করিয়া যে স্থানে উপবেশন করিয়াছেন বর্তমান সেই স্থানে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর বৈঠক, শ্রীরাসবিহারীজীউ, সেইকুণ্ড, ইত্যাদি দর্শনীয়।

জৈতপুর ঃ—বসই হইতে এক কিঃ মিঃ এবং শ্রীনন্দঘাটের দুই মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ বরুণ আলয় হইতে ব্রজরাজকে লইয়া উপস্থিত হইলে এখানে দেবতাগণ পুষ্পবৃষ্টিসহ জয়ধ্বনি করিয়াছিলেন, সেইজন্য এই গ্রামের নাম জৈতপুর।

মই ঃ—সেই গ্রাম হইতে চার কিঃমিঃ উত্তর-পূর্ব্বাশে মই গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীগোপালজী মন্দির বিরাজিত।

বসই ঃ—মই গ্রামের অর্দ্ধ কিঃ মিঃ ঈশানকোণে বসই গ্রাম অবস্থিত। এইখানে প্রথমে শ্রীব্রহ্মাজী শ্রীকৃষ্ণকে গো-বৎস সমেত দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন।

বৎসবন ঃ—মই অর্থাৎ এই ও সেই গ্রামের মধ্যদেশে বৎসবন অবস্থিত। মহাবনে অবস্থান

কালে শ্রীকৃষ্ণ যখন যমলার্জুন বৃক্ষদ্বয় ভঞ্জন করিয়াছিলেন তৎপরে শ্রীব্রজরাজনন্দন কংসের অত্যাচারে ভয়ে মহাবন হইতে শ্রীনন্দগ্রামে গমন কালে ছটীকরায় কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। সেই সময় শ্রী-কৃষ্ণ গোপবালক গণকে সঙ্গে করিয়া বনে গোচারণ করিতে করিতে এইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। এইদিকে কংস শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিবার জন্য বৎসাসুরকে প্রেরণ করিলে উল্টা শ্রীকৃষ্ণের হস্তে বৎসাসুর বধ হইয়া যায়।

বৎসাসুরের মুক্তি

মরুপুত্র সুরজয়ী প্রমীল নামক মহাদৈত্য একদা বশিষ্ঠাশ্রমে গমন করিয়া তদীয় সুরূপা নন্দিনী-গাভী দর্শনে প্রলুব্ধ হয় এবং ব্রাহ্মণ-বেশ ধারণ পূর্ব্বক বশিষ্ঠ নিকটে সেই নন্দিনী গাভী প্রদান করিতে প্রার্থনা জানায়, তখন বশিষ্ঠমুনি ধ্যানযোগে মরুত্তনয় সুরজয়ী প্রমীলের এই ছলনা বুঝিতে পারিয়া অভি-শাপ দিলেন যে—'রে দুর্ম্মতি, তুই দৈত্য হইয়া বিপ্রবেশে মুনিজনের গো হরণ করিতে উদ্যত হইয়াছিস্, অতএব গোবৎস হ।' সেই মহাদৈত্য অভিশাপ শুনিয়া মুক্তির জন্য মুনির চরণে প্রার্থনা জানাইলে, মুনি প্রসন্ন হইয়া বলিলেন যে—দ্বাপরান্তে শ্রীকৃষ্ণ সখাগণ সঙ্গে বনে গোবৎস সমেত বিচরণ করিবেন, সেই সময় শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তোমার মুক্তিপদ লাভ হইবে।

মুনির অভিশাপে অসুর মথুরায় জন্মগ্রহণ করিয়া কংসের অনুচর হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করিবার জন্য কংস তাহাকে শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরণ করিলেন। অসুর শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন যে—শ্রীকৃষ্ণ যখন সখা ও গোবৎস সমেত বনে বিচরণ করিতে থাকিবেন তখন আমি গোবৎস রূপ ধারণ করিয়া সেই যূথমধ্যে প্রবেশ করিব এবং শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করিয়া মনস্কামনা পূর্ণ করিব।

একদা শ্রীকৃষ্ণ সখাগণের সহিত বৎসচারণ করিতে থাকিলে সেই অসুর বৎসরূপ ধারণ করিয়া যূথ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অন্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ তাহা বুঝিতে পারিয়া ধীরে ধীরে তাহার নিকটে আগমন করিলেন এবং অসুরের পাদদ্বয় ধারণ করিয়া ঘুরাইতে আরম্ভ করিলেন। তাহাতে অসুরের প্রাণ বহির্গত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ একখানি কপিত্থ বৃক্ষের উপরে অসুরটিকে নিক্ষেপ করিলেন। অসুরের প্রহারে বৃক্ষখানি ভগ্ন হইয়াছিল এবং অসুর সমেত ভূমিতে পতিত হইয়াছিল এবং দেহান্তে অসুর মুক্তিপদ লাভ করিয়াছেন।

উঘনা :—সেই হইতে এক কিঃ মিঃ দূরে অবস্থিত।

হেলারী :—মই হইতে দেড় কিঃ মিঃ পশ্চিমে অবস্থিত।

বরাইবজ :—হেলারী হইতে এক কিঃ মিঃ দূরে অবস্থিত।

গাঁগরোলী :— ভেগ্রাম হইতে আড়াই কিঃ মিঃ উত্তরে গাঁগরোলী গ্রাম অবস্থিত। ভেগ্রাম হইতে গাঁগরোলী যাইতে হইলে রাস্তার দুই পার্শ্বে দুইটী নগলা দেখিতে পাওয়া যায়।

লহরবাড়ী :—গাংরোলী গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে লহরবাড়ী অবস্থিত।

দলোতা :— গাঁরোলী হইতে এক কিঃ মিঃ পশ্চিমে দলোতা গ্রাম অবস্থিত।

ভেগ্রাম

জৈতপুর হইতে দুই কিঃ মিঃ উত্তরে ভেগ্রাম অবস্থিত। এইস্থান হইতে শ্রীবরুণদেব শ্রীনন্দ-মহারাজকে বরুণালয়ে লইয়া যায়। তৎদর্শনে গ্রামবাসীগণ অত্যন্ত ভয় পাইয়াছিলেন। সেইজন্য এই স্থানের নাম ভয় গ্রাম। বর্তমানে ভেগ্রাম নামে পরিচিত। একদা শ্রীব্রজরাজনন্দন একাদশীর দিনে ব্রত ধারণ করিয়া রাত্রি জাগরণ করতঃ নিশান্তে শ্রীযমুনায় স্নান করিয়া নিজ ইষ্টধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। এমন সময় শ্রীবরুণদেবের চর তাঁহাকে হরণ করিয়া বরুণ পুরীতে লইয়া যায়। এদিকে শ্রীব্রজরাজের সঙ্গীয় লোক তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া অবিলম্বে শ্রীকৃষ্ণ—শ্রীবলরামের নিকটে দৌড়াইয়া গিয়া বিষয়টি জ্ঞাপন করিলেন। শুনিবামাত্র ভ্রাতৃযুগল সমস্ত ব্রজবাসীসহ নন্দঘাটে উপস্থিত হইলেন। এইসময় মাতা ব্রজেশ্বরী ও উপানন্দ প্রভৃতি যে কিরূপ বিষাদ সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন তাহা বর্ণনার অতীত। এইদিকে অগ্রজের উপর ব্রজবাসীগণের রক্ষার ভার সমর্পণ পূর্ব্বক পিতার উদ্ধার কামনায় প্রবেশ করিলেন। শ্রীবলরামের আশ্বাসে ব্রজবাসীগণ শ্রীকৃষ্ণের আগমন পথ নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বরুণালয়ে উপস্থিত হইলে পর বরুণদেব স্বীয় প্রভুকে নানা প্রকার স্তব স্তুতি ও পূজা করিয়া শ্রীব্রজরাজকে মহাসম্মানের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত করিলেন এবং নানাবিধ মণি ও রত্নদানে পরিতুষ্ট করিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ পিতাকে অগ্রে করিয়া অবিলম্বে তীরে আগমন করিলেন। তদ্দর্শনে সমস্ত ব্রজবাসী যাবতীয় দুঃখ পরিতাপ ভুলিয়া অতুল আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইলেন। বর্তমানে ঘাটের উপরে শ্রীনন্দবাবার মন্দির, মন্দিরে শ্রীনন্দ বাবা, মাত যশোদা এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ দর্শনীয়।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী একদা শাস্ত্র বিচারে কোন দিগ্বিজয়ীকে পরাস্ত করিলে শ্রীরূপ গোস্বামী তাহা শুনিতে পাইয়া শ্রীজীব গোস্বামীকে বলিতে লাগিলেন যে—এখনও তোমার প্রতিষ্ঠা বুদ্ধি যায় নাই, অতএব আমার নিকট হইতে তুমি চলিয়া যাও। এই কথা শুনিয়া শ্রীজীবগোস্বামী মনের দুঃখে শ্রীনন্দঘাটের নিকটস্থ জঙ্গলে কাল কাটাইতে লাগিলেন এবং যৎ-কিঞ্চিৎ গোধুম চূর্ণ জলের সঙ্গে মিশাইয়া তদ্দ্বারা দেহ নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী ব্রজ পরিক্রমা কালে শ্রীনন্দঘাটে উপস্থিত হইয়া ব্রজবাসীগণের মুখে শ্রীজীবের কথা শুনিতে পাইলেন এবং তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া সান্ত্বনা দান পূর্ব্বক বন যাত্রায় গমন করিলেন।

শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিয়া শ্রীরূপগোস্বামী পাঠের মাধ্যমে জীবমাত্রে দয়া সম্বন্ধে আলোচনা শুনিতে পাইলেন। তখন তিনি শ্রীরূপ গোস্বামীকে বলিলেন যে—"জীবমাত্রে দয়া কর" এই কথা অন্যজনকে শিক্ষা দিতেছ অথচ নিজে আচরণ করিতেছ না। শ্রীসনাতন গোস্বামীর কথার মর্ম্ম অবগত হইয়া শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীজীব গোস্বামীকে শীঘ্র নন্দঘাটে আনয়ন করিয়া উভয়ে আলিঙ্গন দানে মিলিত হইয়াছিলেন। এই নন্দঘাটে বসিয়া শ্রীজীব গোস্বামী ষড়সন্দর্ভ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

স্যারহ / শ্রীচীরঘাট

দলোতা হইতে চার কিঃমিঃ এবং গাঁগরোলী হইতে আড়াই কিঃমিঃ উত্তরে স্যারহ গ্রাম অবস্থিত।

গ্রামের পার্শ্বে শ্রীযমুনাতটে ঘাটের নাম শ্রীচীর ঘাট। ঘাটের উপরে অতি প্রাচীন কদম্ববৃক্ষ বিরাজমান। কাত্যায়ণী ব্রতের উদ্‌যাপন দিবসে গোপীগণ এখানকার যমুনাতীরে বস্ত্র রাখিয়া স্নান করিবার সময় শ্রীকৃষ্ণ অলক্ষিত ভাবে তাঁহাদের বস্ত্র হরণ করিয়া কদম্ববৃক্ষে উঠাইয়া ছিলেন। অবশেষে গোপীগণকে বাঞ্ছিত বর প্রদানে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। নিকটে শ্রীকাত্যায়নী দেবী মন্দির বিরাজমান।

জাবলী :—দলোতা হইতে দুই কিঃ মিঃ উত্তরে এবং সেদপুর হইতে দেড় কিঃ মিঃ দূরে জাবলী গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দির এবং শ্রীমহাদেব মন্দির বিরাজিত।

সেদপুর :—অগরয়ালা হইতে দেড় কিঃ মিঃ দক্ষিণে সেদপুর অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম সখা-গণ সঙ্গে একদিন এমন ভাবে খেলায় মত্ত হইলেন যে—শরীর হইতে অনর্গল সেদ অর্থাৎ ঘর্ম বহির্গত হইতে থাকেন। তথাপিও খেলায় মত্ত থাকার জন্য এইস্থানের নাম সেদপুর বলিয়া পরিচিত। গ্রামে শ্রীমহাদেব মন্দির বিরাজিত।

বিলোড়া :—সেদপুরের পশ্চাৎ ভাগে বিলোড়া গ্রাম অবস্থিত।

অগরয়ালা :—আস্তৌলী হইতে এক কিঃ মিঃ পূর্ব্বভাগে অগরয়ালা গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীরাধাকৃষ্ণ এবং শ্রীমহাদেবজীউ অত্যন্ত সুন্দর দর্শনীয়। গ্রামের পার্শ্বে নগলা লক্ষ্মণবীর অবস্থিত।

বেহটা :—শেরগড় হইতে পাঁচ কিঃ মিঃ এবং কাজরোঠ হইতে দুই কিঃ মিঃ উত্তরে বেহটা গ্রাম অবস্থিত।

কাজরোঠ / শ্রীঅক্ষয়বট

গাঁগরোলী হইতে আড়াই কিঃ মিঃ উত্তরে কাজরোঠ গ্রাম অবস্থিত। গ্রামের পূর্ব্বভাগে শ্রীরাম-সীতা মন্দির বিরাজিত। এই শ্রীরামসীতা মন্দিরের পার্শ্বে শ্রীঅক্ষয়বট অবস্থিত। এই গ্রামের পশ্চাৎ ভাগে গড়ীভীমা অবস্থিত। এইস্থানে শ্রীবলরাম প্রলম্বাসুরকে নিহত করিয়াছেন।

শ্রীতপোবন :—অক্ষয়বট হইতে অর্দ্ধ কিঃমিঃ পূর্ব্বপার্শ্বে শ্রীযমুনার তটে শ্রীতপোবন অবস্থিত। এইস্থানে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলবিগ্রহ দর্শনীয়।

শ্রীগোপী ঘাট :—শ্রীযমুনার এইঘাটে গোপীগণ নিত্য রাত্র তিনটার সময় স্নান করিয়া শ্রী-কৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার জন্য তপস্যায় মগ্ন থাকিতেন সেইজন্য ঘাটের নাম গোপীঘাট এবং যে স্থানে বসিয়া তপস্যা করিতেন সেইস্থানের নাম তপোবন বলিয়া পরিচিত। অদ্যাবধি এইস্থানে নিত্য নিময় অনুসারে তপস্যা করিলে শ্রীরাধাকৃষ্ণের দর্শনাদি লাভ হইয়া থাকে।

প্রলম্বাসুরের মুক্তি

যক্ষরাজ কুবের শিবপূজার জন্য একখানি সুন্দর পুষ্পোদ্যান করিয়াছিলেন। নিত্য সেই উদ্যানের পুষ্প অপহরণ হইতে থাকিলে, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন যে—দেব মানব কিম্বা অন্য যে—কেহ এই কাননের পুষ্প অপহরণ করিলে, ক্ষিতিতলে অসুর হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন। হূহূ—তনয়

বিজয় নামক গন্ধর্ব্ব বীণা হস্তে লইয়া পথে পথে শ্রীগোবিন্দ লীলা কীর্ত্তন করিতে করিতে বহু তীর্থ ক্ষেত্র বিচরণ করিয়া সেই চিত্ররথ কাননে উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি বিনা অনুমতীতে পুষ্প চয়ণ করিয়াছিলেন এবং তৎপরে অভিশাপের কথা শ্রবণ করিয়া মুক্তির জন্য যক্ষরাজ কুবেরের শরণাপন্ন হইলে, তাহার প্রার্থনায় প্রসন্ন হইয়া রাজা বলিলেন যে—তুমি শান্তাত্মা বিষ্ণুভক্ত অতএব শোক করিও না। দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণ বলরাম অবতীর্ণ হইবেন. সেই সময় শ্রীবলরামের কৃপায় তোমার মুক্তিপদ লাভ হইবে।

সেই বিজয় ভূতলে অসুর যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং প্রলম্বাসুর নাম নিয়ে মথুরায় কংসের অনুচর হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ-বলরামকে বধ করিবার জন্য কংস তাহাকে শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরণ করিয়াছিলেন। একদা শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম সখাগণ সঙ্গে ভাণ্ডীর বনে বাল্যলীলা করিতেছিলেন, সেই সময় অসুরটি সখা সাজিয়া তাঁহাদের হরণ করিবার জন্য খেলায় যোগদান করিলেন। সর্ব্বান্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণ ঐ অসুরের অভিপ্রায় জানিয়াও তাহাকে বধ করিবার ইচ্ছায় খেলাতে অনুমোদন করিলেন। দুইপক্ষে খেলা করিবেন সেইজন্য কতকগুলি শ্রীকৃষ্ণের পক্ষও কতকগুলি শ্রীবলরামের পক্ষ হইলেন। ক্রীড়াতে নিয়ম হইল, জেতাগণ পরাজিতের স্কন্ধে আরোহণ করিবেন এবং পরাজিতগণ জেতৃগণকে বহন করিবেন। এই প্রকারে বাহ্য এবং বাহক হইয়া ক্রীড়া আরম্ভ করিলে শ্রীবলরামের পক্ষীয় শ্রীদাম, বৃষভ প্রভৃতি জয়লাভ করিয়াছিলেন। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামকে, ভদ্রসেন বৃষভকে এবং প্রলম্বাসুর শ্রীবলরামকে পৃষ্ঠে বহন করিয়াছিলেন। প্রলম্বাসুর শ্রীবলরামকে পৃষ্ঠে বহন করিয়া অতিদ্রুতবেগে ভাণ্ডীর বন অতিক্রম করিলেন এবং অসুর মূর্ত্তি (নিজমূর্তি) ধারণ পূর্ব্বক শ্রীবলরামকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন। শ্রীবলরাম অসুরের মস্তকে দৃঢ় ভাবে মুষ্ট্যাঘাত করিতে থাকিলে মুখদিয়া রক্ত বমন করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিয়া মুক্তিপদ লাভ করিলেন।

শ্রীবিহারবন

শেরগড় হইতে চার কিঃ মিঃ পূর্ব্বভাগে শ্রীবিহারবন অবস্থিত। এই বনখানি বিভিন্ন প্রকার ফুল এবং গুল্মলতায় সু-শোভিত। একদা শ্রীকৃষ্ণকুণ্ডতটে কদম্ববৃক্ষের মূলে বসিয়া বংশীধ্বনী করিতে থাকিলে শ্রীমতীরাধারাণী সখীগণ সঙ্গে এইস্থানে আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণ এইস্থানে বিহারাদি লীলায় মগ্ন থাকিলে বিহার বন নামে অদ্যাবধি পরিচিত হইতেছেন। বনে শ্রীবাঁকে বিহারীজীউর মন্দির এবং বিহার কুণ্ড বিরাজিত। শ্রীকৃষ্ণ এইস্থানে অদ্যাবধি গোচারণলীলা করিতেছেন, সেইজন্য অসংখ্য গাভী অদ্যাবধি দর্শনীয়।

উহবা / শ্রীরামঘাট

বিহারবন হইতে আড়াই কিঃমিঃ এবং ধীমরী হইতে দুই কিঃমিঃ পশ্চিমে উহবা গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীযমুনার তটে শ্রীখেচাদাউজী বিরাজিত। শ্রীবলরামজীউ শ্রীযমুনাজীকে এইস্থানে খেচে অর্থাৎ টেনে বাঁকা ভাবে প্রবাহিত করিয়াছেন সেইজন্য এইস্থানের নাম উবে এবং মন্দিরের নাম শ্রীখেচাদাউজী।

গ্রামের পশ্চাৎভাগে শ্রীযমুনার তটে শ্রীরামঘাট বিরাজিত। ঘাট এবং মন্দিরের পার্শ্বে একখানি অশ্বত্থ বৃক্ষ আছে, এই বৃক্ষখানি শ্রীবলরামের সখা বলিয়া পরিচিত।

চমারগড় :—ধীমরী হইতে অর্দ্ধ কিঃ মিঃ পূর্ব্বভাগে চমারগড় অবস্থিত।

গুলালপুর :—বেহটা হইতে দুই কিঃ মিঃ এবং ধীমরী হইতে অর্দ্ধ কিঃ মিঃ দক্ষিণাংশে গুলাল-পুর গ্রাম অবস্থিত।

বাজেদপুর :—ধীমরী হইতে অর্দ্ধ কিঃ মিঃ দূরে বাজেদপুর অবস্থিত। এইস্থানকে বর্তমানে বাইটপুর বলিয়া থাকে। বাইটপুরের সঙ্গে ভূষণ বন অবস্থিত। এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণকে গোপবালকগণ বিভিন্ন প্রকার বন্য ফুল ও লতার দ্বারা ভূষীত করিয়াছিলেন। সেইজন্য এইস্থানের নাম ভূষণবন নামে পরিচিত।

ধীমরী / শ্রীনিবারণঘাট :—গুলালপুর হইতে অর্দ্ধ কিঃ মিঃ উত্তরে ধীমরী গ্রাম অবস্থিত। ধীমরীর সঙ্গেই নিবারপুর। নিবারপুর শ্রীযমুনার তটে অবস্থিত। গ্রামের পার্শ্বে শ্রীযমুনার তটে শ্রী-নিবারণ ঘাট বিরাজিত।

শেরগড় / খেলনবন

পীরপুর হইতে এক কিঃ মিঃ পশ্চিমে এবং আস্তৌলী হইতে তিন কিঃ মিঃ উত্তরে শেরগড় অবস্থিত। গ্রামে শ্রীদাউজী, শ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীমহাদেব এবং শ্রীহনুমান মন্দির বিরাজিত। সখাগণ সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম বিভিন্ন ভাবে খেলা করিতেছেন। এখানে শ্রীবলরাম কুণ্ড দর্শনীয়।

—: তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকর হইতে :—

দেখহ 'খেলন বন'—এথা দুই ভাই। সখাসহ খেলে—ভক্ষণের চেষ্টা নাই ॥
মায়ের যত্নেতে ভুঞ্জে কৃষ্ণ—বলরাম। এ খেলনবনের 'শ্রীখেলাতীর্থ' নাম ॥

শেরগড়ের পার্শ্বে শ্রীযমুনা তটে খেলনবন অবস্থিত। এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণ সখাগণ সঙ্গে কখনো ময়ূর নৃত্য কখনো লাঠি খেলা, কখনো বা স্কন্ধে চড়া ইত্যাদি ভাবে খেলা করিতে থাকিলে খেলনবন নামে পরিচিত হয়। অদ্যাবধি এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ মাঠ দর্শন হইয়া থাকেন।

পীরপুর :—শেরগড় হইতে এক কিঃ মিঃ উত্তর-পূর্ব্বাংশে এবং উহবা হইতে এক কিঃ মিঃ পশ্চিম দক্ষিণাংশে পীরপুর অবস্থিত।

বসই :—খেলন বনের এক কিঃ মিঃ পশ্চিমে বসই গ্রাম অবস্থিত।

সেনবা :—নোগ্রাম হইতে দেড় কিঃ মিঃ উত্তরে সেনবা গ্রাম অবস্থিত।

শেরগড় নগলা :—সেনবার পশ্চাত ভাগে শেরগড় নামে এক ছোট্ট গ্রাম অবস্থিত।

রাজবাড়া :—সেনবার পার্শ্বে রাজবাড়া অবস্থিত।

রন্ধেরা :—শেরগড় হইতে পাঁচ কিঃ মিঃ এবং লাড়পুর হইতে চার কিঃ মিঃ পূর্ব্বভাগে রন্ধেরা গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দির, শ্রীরাধাকুণ্ড এবং মহাদেব মন্দির বিরাজিত। একদিন ব্রজগোপী-গণ শ্রীরাধারাণীনামক কুণ্ড হইতে জল ভরিয়া স্ব-গৃহে প্রত্যাগমন করিলে, শ্রীকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন—হে রাধেরা, আমি খুব জল পিপাসায় কাতর, একটু জল পিয়াও। তখন ব্রজগোপীগণ প্রেমের সহিত শ্রী-কৃষ্ণকে জল পান করাইয়াছিলেন। সেই অবধি এই স্থানের নাম রান্ধেরা বলিয়া পরিচিত।

অস্তৌলী :—শেরগড় হইতে তিন কিঃ মিঃ দক্ষিণে অস্তৌলী গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীরাধা-রমণজীউ, শ্রীবিহারীজীউ এবং শ্রীমহাদেব মন্দির বিরাজিত।

নোগ্রাম

বরোরা হইতে এক কিঃ মিঃ এবং তরোলী হইতে সাড়ে তিন কিঃ মিঃ উত্তরে নোগ্রাম অবস্থিত। একদিন সখীগন শ্রীকৃষ্ণ বিরহে কাতর হইয়া অন্বেষন করিতে করিতে এইস্থান পর্য্যন্ত আগমন করিয়াছিলেন এবং পরস্পর দুঃখের মাধ্যমে বলিতে লাগিলেন যে—না সখী, এইস্থান পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের কোন অনুসন্ধান পাওয়া গেল না। অতএব আর পাওয়া যাইবে না। আমাদের প্রাণকৃষ্ণ হারা হইয়াছে। নাই, নাই বলিয়া রোদন করিতে করিতে স্থানের নাম নোগ্রাম নামে পরিচিত হয়।

বরোলী :—ছাতা হইতে তিন কিঃ মিঃ এবং শ্যামরী হইতে এক কিঃ মিঃ পূর্ব্ব ভাগে বরোলী গ্রাম অবস্থিত।

—ঃ তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকরে দৃষ্ট হয় ঃ—

এই দেখ 'তরোলী', 'বরোলী—গ্রামদ্বয়। পূর্ব্বে গোপকৃত নাম—সকলে কহয়॥

তরোলী :—নোগ্রাম হইতে সাড়ে তিন কিঃ মিঃ দক্ষিণে কিঞ্চিৎ পশ্চিম দিশায় তরোলী গ্রাম অবস্থিত। এইগ্রামে স্বামীবাবার মন্দির, তরোলীকুণ্ড এবং কুণ্ডেশ্বর মহাদেব মন্দির দর্শনীয়।

নরী :—শ্যামরী গ্রাম হইতে এক মাইল পশ্চিমে নরী গ্রাম অবস্থিত। ইহা শ্রীবলদেব স্থান। গ্রামে শ্রীবলরাম কুণ্ড দর্শনীয়।

শ্যামরী

ছাতা হইতে চার কিঃ মিঃ দক্ষিণে এবং বরোলী হইতে এক কিঃ মিঃ দূরে শ্যামরী গ্রাম অবস্থিত। এক সময় শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের উপর দুর্জ্জয়মান করিলে পর নানা চেষ্টা করিয়াও মান ভঙ্গ করিতে সক্ষম হইলেন না, তখন কোন সখীর মন্ত্রনায় এখানে শ্রীকৃষ্ণ শ্যামলা সখীর বেশ ধারণ করিয়া কৌশলক্রমে শ্রীরাধিকার মান উপশম করিয়াছিলেন। এইগ্রামে যূথেশ্বরী শ্যামলার গৃহ। এখানে চৈত্র শুক্লাষ্টমীতে বিশেষ মেলা বসিয়া থাকেন। গ্রামে দেবী মন্দির দর্শনীয়।

—ঃ তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকরে ঃ—

পণ্ডিত কহয়ে,—'নরী সেমরী' এ গ্রাম। 'শ্যামরী-কিন্নরী'— এ গ্রামের পূর্ব্ব-নাম॥

রাধিকার মানভঙ্গ—উপায় না দেখি। এই খানে শ্রীকৃষ্ণ হইলা শ্যামাসখী॥
বীণাযন্ত্র বাজাইয়া আইলা এথায়। শ্রীরাধিকা কহে—' এ কিন্নরী সর্ব্বথায়॥
শুনি' বীণাবাদ্য রাই বিহ্বল হইলা। নিজ-রত্নমালা তা'র গলে পরাইলা॥
কিন্নরী কহে,—'মানরত্ন মোরে দেহ'। অনুগ্রহ করিয়া আপন করি' লেহ'॥
এ বাক্য শুনিয়া রাই মন্দ মন্দ হাসে। দূরে গেল মান—মগ্ন হইলা উল্লাসে॥
এইরূপে এই দুই গ্রামের নাম হয়। এথা এই দেবীর প্রভাব অতিশয়॥

বিড়াবল :—ছাতা হইতে পাঁচ কিঃ মিঃ দক্ষিণ-পূর্ব্বভাগে এবং তরোলী হইতে পাঁচ কিঃ মিঃ *উত্তর-পশ্চিমাংশে বিড়াবল গ্রাম অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ যখন ছত্রবনে রাজা হইয়াছিলেন তখন এইস্থানে সমস্ত* সৈন্যসামন্তগণকে বিশ্রামের ব্যাবস্থা করিয়াছেন, সেইজন্য এইস্থানের নাম বিশ্রামাগার অথবা বিড়াবল নামে পরিচিত।

উন্দী :—বিড়াবল হইতে এক কিঃ মিঃ পূর্ব্ব-দক্ষিণাংশে উন্দী গ্রাম অবস্থিত। উন্দী হইতে এক কিঃ মিঃ দূরে গোরা গ্রাম অবস্থিত।

লাড়পুর :—ছাতা হইতে পাঁচ কিঃ মিঃ পূর্ব্বভাগে এবং উন্দী হইতে তিন কিঃ মিঃ উত্তরে লাড়পুর গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীহনুমানজীউর মন্দিব বিরাজিত।

আজনোটী :—ছাতা হইতে তিন কিঃ মিঃ পূর্ব্ব-দক্ষিণাংশে আজনোটী গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীহনুমান মন্দির বিরাজিত।

গোরা :—আজনোটী হইতে অর্দ্ধ কিঃ মিঃ পূর্ব্বভাগে মোরা গ্রাম অবস্থিত।

ছাতা/শ্রীছত্রবন

বিরাবলী হইতে পাঁচ কিঃ মিঃ উত্তরে ছাতা গ্রাম অবস্থিত। এইগ্রামের পূর্ব্ব নাম শ্রীছত্রবন। এইস্থানে শ্রীদামের চেষ্টায় শ্রীকৃষ্ণ সিংহাসনে বসিয়া রাজ্য শাসন লীলার অভিনয় কৌতুক করিয়াছিলেন। তখন শ্রীবলরাম শ্রীকৃষ্ণের বামপার্শ্বে উপবেশন করিয়া মন্ত্রীর কার্য্য করিতে লাগিলেন। শ্রীদাম শিরোপরি বিচিত্র ছত্র ধারণ করিলেন। অর্জ্জুন চামর ঢুলাইতে লাগিলেন। মধুমঙ্গল সম্মুখে থাকিয়া বিদূষকের কার্য্য করিতে লাগিলেন। সুবল নিকটে বসিয়া তাম্বুল যোগাইতে লাগিলেন। সেই বিচিত্র লীলার পরাবধি এই গ্রামের নাম ছত্রবন বলিয়া পরিচিত। গ্রামে শ্রীসূর্য্যকুণ্ড এবং চন্দ্র কুণ্ড, শ্রীগোপালজী মন্দির, চারভূজা মন্দির, শ্রীরাধারাণী মন্দির, শ্রীদাউজী মন্দির, শ্রীগঙ্গাজী মন্দির শ্রীবিহারীজী মন্দির, শ্রীগিরিরাজ মন্দির, শ্রীহনুমানজী মন্দির, শ্রীরামজানকী মন্দির, শ্রীমহাদেব মন্দির ইতাাদি বিরাজিত।

—ঃ তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকরে ঃ—

অহে শ্রীনিবাস আগে দেখ ছত্রবন। এইখানে হৈলা রাজা ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
কৃষ্ণ রাজা হইলে কিছুদিনে পৌর্ণমাসী। রাধিকার অভিষেক কৈলা সুখে ভাসি'॥

বৃন্দারণ্য-রাণী রাধাস্থলী-স্থানে। অভিষেকে যে রঙ্গ তা' কহিতে কে জানে॥

—ঃ তথাহি শ্রীস্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৬১ তম শ্লোকে ঃ—

সার্দ্ধং মানসজাহ্নবীমুখনদীবর্গৈঃ সরঙ্গোৎকরৈঃ সাবিত্র্যাদিসুরীকুলৈশ্চ নিতরামাকাশবাণ্যা বিধোঃ।
বৃন্দারণ্যবরেণ্যরাজ্যবিষয়ে শ্রীপৌর্ণমাসী মুদা রাধাং যত্র সিষেচ সিঞ্চতু সুখং সোঽয়ন্তুরাধাস্থলী॥

অনুবাদ :—ব্রহ্মার আকাশবাণীক্রমে শ্রীপৌর্ণমাসী নানাবর্ণযুক্ত মানসগঙ্গাপ্রমুখ নদীবর্গ ও সাবিত্রী প্রভৃতি দেবীগণ সহিত যথায় বৃন্দারণ্যরূপ শ্রেষ্ঠরাজ্যাধিকারে শ্রীরাধাকে সানন্দে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, সেই রাধাস্থলী আমাদিগকে সুখ প্রদান করুন।

পিঙ্গরী :—রান্ধেরা হইতে তিন কিঃ মিঃ উত্তর-পশ্চিমাংশে পিঙ্গরী গ্রাম অবস্থিত।

করাহরী :—রান্ধেরা হইতে দুই কিঃ মিঃ উত্তরে করাহরী গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মন্দির বিরাজিত।

জটবাড়ী :—শেরগড় হইতে ছয় কিঃ মিঃ পশ্চিমে এবং করাহরী হইতে তিন কিঃ মিঃ উত্তরে জটবাড়ী গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীমহাদেব মন্দির বিরাজিত।

ধুরসী :—জটবাড়ীর অর্দ্ধ কিঃ মিঃ পূর্ব্বভাগে ধুরসী গ্রাম অবস্থিত।

খড়বাড়ী :—ধুরসীর পার্শ্বে খড়বাড়ী অবস্থিত।

আজমপুর :—শেরগড়ের পশ্চাৎ ভাগে আজমপুর অবস্থিত।

গোহেতা :—কোশীকলা হইতে সাড়েপাঁচ কিঃমিঃ পূর্ব্বভাগে গোহেতা গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীগোপালজী মন্দির, শ্রীমহাদেবজী মন্দির বিরাজিত।

অজয়পুর :—কোশী হইতে দেড় কিঃ মিঃ পূর্ব্বভাগে অজয়পুর অবস্থিত।

দোতানা :—গোহেতা হইতে এক কিঃ মিঃ পূর্ব্বভাগে দোতানা এবং তাহার পার্শ্বে চন্দোরী অবস্থিত।

বহরাবলী :—ছাতা হইতে দুই কিঃ মিঃ উত্তর-পূর্ব্বাংশে বহরাবলী অবস্থিত।

হুসেনী :—পেগ্রাম হইতে তিন কিঃ মিঃ পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ উত্তর দিশায় হুসেনী গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীমহাদেব মন্দির বিরাজিত।

বিশ্বম্ভরা :—হুসেনী হইতে অর্দ্ধ কিঃ মিঃ পশ্চিমে বিশ্বম্ভরা গ্রাম অবস্থিত।

পেগ্রাম

করাহরী হইতে তিন কিঃ মিঃ পশ্চিমে পেগ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীচতুর্ভুজ (বড়) মন্দির, শ্রীরাধারাণী মন্দির, শ্রীদাউজী মন্দির বিরাজিত। একদিন বনে গোচারণ করিতে আসিয়া গোপবালকগণ জল তৃষ্ণায় কাতর হইলে, কোথাও পানীয়জল পাইতেছেন না। এমতাবস্থায় এক ব্রজগোপীকে দধির

ভাণ্ড মাথায় লইয়া যাইতে দেখিলে, গোপবালকগণ জলের ভাণ্ড মনে করিয়া তাহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। ব্রজগোপী একখানি কলসী হইতে সমস্ত গোপবালকগণকে দধি ভক্ষণ করাইয়াও দধি শেষ করিতে পারিলেন না। তখন গোপবালকগণ বলিতে লাগিলেন যে—এই কি কাণ্ড, যে ছোট্ট কলসিতে দধি ধরা আছে তাহা চার/পাঁচ জন গোপবালক ভক্ষণ করিলেই ফুরিয়ে যাইবে অথচ সমস্তে ভক্ষণ করিয়াও শেষ করিতে পারিতেছি না। তাহার কারণ মনে হয় আমাদের সঙ্গে যে "সখা শ্রীকৃষ্ণ" আছেন তাঁহার এই চাতুরী হইবে। এইদিকে ব্রজগোপী বলিতেছেন—ঔর পীয়, ঔর পীয়, এই লীলার জন্য এই গ্রামের নাম পেগ্রাম বলিয়া পরিচিত।

শহজাদপুর :—গড়ীবড়া হইতে দেড় কিঃমিঃ উত্তরে শহজাদপুর গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দির এবং শ্রীমহাদেব মন্দির বিরাজিত।

গড়ীবড়া :—রামপুর হইতে এক কিঃ মিঃ পশ্চিমে গড়ীবড়া অবস্থিত।

রামপুর :—উঝানী হইতে দেড় কিঃ মিঃ উত্তরে শ্রীরামপুর গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীহনুমান মন্দির বিরাজিত।

উঝানী :—হুসেনী হইতে অর্দ্ধ কিঃ মিঃ উত্তরে শ্রীযমুনার তটে উঝানী গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দির বিরাজিত। এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবন করিয়া শ্রীযমুনা উজান বহিয়াছিল। সেইজন্য এইস্থানের নাম উঝানী। অদ্যাপিও এইস্থানে শ্রীযমুনা স্রোতের এক অপূর্ব্ব পরিপাটী দৃশ্য হইয়া থাকে।

ধনোতা :—রূপনগরের উত্তরভাগে ধনোতা গ্রাম অবস্থিত।

রূপনগর :—বুধঘট়ীর সঙ্গে অবস্থিত। গ্রামে শ্রীমহাদেব মন্দির বিরাজিত।

খেরাল :—মাঝই হইতে দুই কিঃ মিঃ উত্তরে খেরাল গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দির বিরাজিত। এইগ্রাম শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ স্থান।

শেরনগর :—খেরালের পার্শ্বে শেরনগর অবস্থিত।

মঝোই / মাঝই :—শহজাদপুর হইতে দেড় কিঃ মিঃ উত্তরে মাঝই গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীদেবী মন্দির বিরাজিত।

এচ্ :—শাহপুর হইতে চার কিঃ মিঃ উত্তরে এচ্ গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দির এবং শ্রীমহাদেবজীউর মন্দির বিরাজিত।

সুকসান :—শাহপুর হইতে দেড় কিঃ মিঃ উত্তরে সুকসান গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামকে বর্ত্তমানে সনরস বলিয়া থাকেন।

শাহপুর :—ধনোতা হইতে আড়াই কিঃ মিঃ উত্তরে শাহপুর গ্রাম অবস্থিত গ্রামে শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দির বিরাজিত।

চৌকী :—শাহপুরের পার্শ্বে চৌকী স্থান বিরাজিত। শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ কালে এইস্থানে বসিয়া বিশ্রাম করিয়াছিলেন সেইজন্য স্থানখানি স্মরণ করিবার জন্য চৌকী নামে অদ্যাবধি পরিচিত।

শেষশায়ী

বংসানা হইতে সাড়ে তিন কিঃ মিঃ দূরে শেষশায়ী গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীক্ষীরসাগর এবং তীরে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণদেবজীউর মন্দির বিরাজিত। মন্দিরে শ্রীনারায়ণদেবজীউ অনন্ত শয়নে সায়িত আছেন এবং শ্রীলক্ষ্মীদেবী চরণসেবা করিতেছেন এইরূপ মূর্তি দর্শনীয়।

এই ক্ষীরসাগর নামক সরোবরে বহু পদ্মফুল প্রস্ফুটিত দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের মনে সেই ক্ষীরসাগরে অনন্ত নাগের উপরে সায়িত শ্রীনারায়ণদেবের কথা মনে পরে। সেইস্থানে শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীনারায়ণের চরণ প্রান্তে বসিয়া শ্রীনারায়ণের চরণ সবা করিতেছেন। এইস্থানে শ্রীমতীরাধারাণীর ইঙ্গিতে সেইলীলা প্রকাশ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ এক পদ্মফুলের উপরে শয়ন করেন এবং শ্রীমতীরাধারাণী শ্রীকৃষ্ণের চরণ প্রান্তে বসিয়া পদসেবা করিতে থাকেন। এই লীলা অনুসারে এইস্থানের নাম শেষশায়ী বলিয়া পরিচিত।

—ঃ তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকর হইতে ঃ—

এ 'শেষশায়ী' 'ক্ষীরসমুদ্র'—এথাতে। কৌতুকে শুইলা কৃষ্ণ অনন্ত শয্যাতে॥
শ্রীরাধিকা পাদপদ্ম করয়ে সেবন। যে আনন্দ হৈল—তাহা না হয় বর্ণন॥
এই শেষশায়ী মূর্তি দর্শন করিতে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র আইলা এথাতে॥
করিয়া দর্শন মহা কৌতুক বাড়িলা। সে প্রেম—আবেশে প্রভু অধৈর্য হইলা॥
প্রভুতেজ দেখি' ভগ্যবন্ত লোকগণ। আনন্দে উন্মত্ত—নেত্রে ধারা অনুক্ষণ॥
পরস্পর কহে—এ মনুষ্য কভু নয়। সন্ন্যাসীর বেশ—এ ঈশ্বর সত্য হয়॥
কেহ কহে—অহে ভাই, ইথে নাহি আন। এ সন্ন্যাসী—এই শেষশায়ী ভগবান্॥
ঐছে কত কহে—কেহ স্থির হৈতে নারে। প্রভুমুখচন্দ্র নিরীখয়ে বারে বারে॥

শ্রীনন্দনবন :—শেষশায়ী হইতে দেড় 'কঃ মিঃ দুরে শ্রীনন্দন বন অবস্থিত। এইস্থানে শ্রীনন্দ মহারাজ ভজনানন্দে মগ্ন থাকিতেন। শ্রীনন্দমহারাজের নামানুসারে স্থানের নাম শ্রীনন্দনবন বলিয়া পরিচিত। স্থানখানি দর্শন করিবার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয় সু-শীতল হইয়া যায়।

সুজাবলী :—বরচাবলী হইতে এক কিঃ মিঃ পূর্ব্ব-উত্তরাংশে সুজাবলী অবস্থিত।

বুখরারী :—বরচাবলী হইতে তিন কিঃ মিঃ উত্তরে বুখরারী গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীসীতা-রাম, শ্রীমহাদেব এবং শ্রীহনুমানজীউর মন্দির বিরাজিত।

বরকা :—বুখরারী হইতে দেড় কিঃ মিঃ উত্তরে বরকা গ্রাম অবস্থিত।

সূর্য্যকুণ্ড :—কোটবন হইতে দুই কিঃ মিঃ পূর্ব্বভাগে সূর্য্যকুণ্ড গ্রাম অবস্থিত।

নগলা হসনপুর :—নবীপুর হইতে দেড় কিঃ মিঃ পূর্ব্ব পার্শ্বে নগলা হসনপুর অবস্থিত।

খরোট :—কোশীকলা হইতে ছয় কিঃ মিঃ উত্তর-পূর্ব্বাংশে এবং বুখরারী হইতে আড়াই কিঃ মিঃ পশ্চিমে খরোট গ্রাম অবস্থিত গ্রামে শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দির বিরাজিত। ইহা শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ স্থান।

হতানা :—খরোট হইতে তিন কিঃ মিঃ উত্তরে হতানা গ্রাম অবস্থিত।

ফলেনগ্রাম

কোশী হইতে সাত কিঃ মিঃ পূর্ব্বে এবং গোহেত্তা হইতে দুই কিঃ মিঃ উত্তরে ফলেন গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দির, শ্রীমহাদেব মন্দির এবং শ্রীকুণ্ড অবস্থিত। একদা শ্রীরাধাকৃষ্ণকে সিংহাসনে বসাইয়া সখাগণ বিভিন্ন প্রকার বাদ্য বাজাইতে থাকিলে, সখীগণ মনানন্দে গানের তালে তালে লাল-নীল ইত্যাদি রংগের ফাগ শ্রীরাধাকৃষ্ণের অঙ্গে চরাইতে থাকেন। কখনো কখনো সখাগণ আবির উড়াইতে থাকেন। সেই লীলার জন্য এইস্থানের নাম ফালেন বলিয়া পরিচিত।

রাজাগঢ়ী

বরচাবলী হইতে এক কিঃ মিঃ পূর্ব্বভাগে রাজাগঢ়ী অবস্থিত। রাজাগঢ়ীর পার্শ্বে সুজাবলী অবস্থিত।

বরচাবলী

ফালেন হইতে দুই কিঃ মিঃ উত্তরে বরচাবলী গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীমহাদেব মন্দির বিরাজিত।

শ্রীব্রজমণ্ডলের পশ্চিম এবং উত্তরাংশ লীলা

চতুর্থ অধ্যায়

শ্যামডাক

পুছরী গ্রাম হইতে দেড় কিঃ মিঃ উত্তর-পশ্চিমাংশে শ্যামডাক গ্রাম অবস্থিত। কোন একদিন শ্রীকৃষ্ণ সখাগণের সহিত বৃক্ষের পত্র চয়ণ করিয়া তাহার দ্বারা দোনা প্রস্তুত করতঃ বনভোজন করিয়াছিলেন এবং এই গ্রামে বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষাবলী শ্যামবর্ণে ভূষিত হওয়ায় শ্যামডাক নামে পরিচিত। এই স্থানে শ্রীবিঠ্‌ঠলনাথজীউর বৈঠক, গোপসাগর, জলঘরা, শ্রীমন্দির এবং গোপতলাই কুণ্ড বিরাজিত।

—ঃ তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকরে ঃ—

এই দেখ পলাশের বৃক্ষ পুরাতন। 'শ্যামঢাক' কহে লোকে—এ অতি নির্জন॥

সামই ঃ—শ্যামডাক হইতে দুই কিঃ মিঃ দক্ষিণে সামই গ্রাম অবস্থিত। এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণ শ্যামসখী সাজিয়ে শ্রীমতীরাধারাণীর মান ভঙ্গ করিয়াছেন। ইহা শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের গোচারণ স্থান।

বরোলী চৌথ ঃ—শ্যামডাক গ্রামের পশ্চিম ভাগে বরোলী চৌথ গ্রাম অবস্থিত, শ্যামডাকের বিভিন্ন তীর্থ দর্শন করিতে করিতে গ্রামবাসীগণ বিরাজ করিতেছেন।

দাহু নগলা ঃ—শ্যামডাক হইতে দুই কিঃ মিঃ উত্তর-পশ্চিম ভাগে দাহু নগলা অবস্থিত। এই স্থানে শ্রীতুলসীকুণ্ড এবং শ্রীরাধামাধব মন্দির দর্শনীয়।

বেহেজ ঃ—গাঁঠুলী হইতে ছয় কিঃমিঃ পশ্চিমে বেহেজ গ্রাম অবস্থিত। দেবরাজ ইন্দ্র প্রচুর পরিমানে বারি বর্ষণ করিয়াও যখন শ্রীকৃষ্ণকে কোন প্রকার অনিষ্ঠ সাধন করিতে পারিলেন না তখন শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ ভগবান্ মনে করিয়া স্বীয় অপরাধ ক্ষমা ভিক্ষার জন্য দৈন্যভরে এইস্থানে আগমন করিয়াছিলেন। গ্রামে শ্রীবলদেবকুণ্ড, শ্রীরাধাকান্ত মন্দির এবং শ্রীদাউজী মন্দির বিরাজিত।

নগলা মোতী :—বেহেজ হইতে চার কিঃমিঃ পূর্ব্ব উত্তরাংশে নগলামোতী অবস্থিত। এই গ্রামের নাম বর্তমানে পটপরাগঞ্জ নামে পরিচিত। গ্রামে শ্রীরাধাকান্ত মন্দির বিরাজিত।

মোতীর মালা রাধার গলে কৃষ্ণ পরাইল। সেইজন্য মোতী নগলা জগতে বিদিল॥

নগলা খপান ঃ—নগলা মোতী হইতে অর্দ্ধ কিঃমিঃ উত্তরে নগলা খপান অবস্থিত। এইস্থানে শ্রীমহাদেবজীউর মন্দির বিরাজিত।

মতীর মালা পরাইয়া কৃষ্ণ পলাইল। সেইজন্য রাধারাণী সখীরে পুছিল॥
খপর পাইলে সখী কৃষ্ণ কোথায় গেল। খপরের নাম এবে খপান হইল॥
(খপর—সংবাদ)

চৌমেদা ঃ—নগলা খপান হইতে দুই কিঃ মিঃ পশ্চিমে চৌমেদা বিরাজিত। এইস্থানে কোন জন বসতি নাই তবে অসংখ্য সুন্দর সুন্দর বৃক্ষে স্থানটিকে সু শোভিত করিতেছেন। চৌমেদাজী মহারাজ মন্দিরে অবস্থান করিয়া সর্ব্বজীবকে সর্ব্বদার জন্য দর্শন প্রদান করাইতেছেন।

মালীপুর ঃ—নগলা মোতী হইতে দুই কিঃমিঃ উত্তরে মালীপুর গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে অসংখ্য পুষ্পবৃক্ষে সু-শোভিত এবং কুণ্ড বিরাজিত। ফুলমালীগণ এই গ্রামে বসবাস করিয়া নিত্য বিভিন্ন প্রকারের ফুলদ্বারা ফুলমালা গ্রন্থন করতঃ শ্রীকৃষ্ণকে ভূষিত করিতেছেন।

মালপুর

ডীগ হইতে দুই কিঃ মিঃ উত্তরে মালপুর গ্রাম অবস্থিত। কোন একদিন শ্রীকৃষ্ণ সখাগণের সহিত গোচারণ করিতে করিতে এইস্থানে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন যে—আমি ইচ্ছা করিলে যে কোন কার্য্য যেকোন সময়ে সমাধান করিতে পারি। তখন সখাগণ শ্রীকৃষ্ণকে পরীক্ষা করিবার জন্য বলিতে লাগিলেন যে—এই গহণ অরণ্যে বিভিন্ন প্রকারের মাল (লাড্ডু, মন্থাল, রাবরী, ক্ষীর ইত্যাদি) আনয়ন করুন। আমরা সেই সমস্ত ভোগ্য বস্তু ভক্ষণ করিবার পরেও যদি তদ্রূপাবস্থা থাকিয়া যায়, তবে আপনার কথাকে আমরা বিশ্বাস করিব। শ্রীকৃষ্ণ এইকথা শ্রবণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে সখাগণের সম্মুখে বিভিন্ন প্রকারের মাল (ভোগ্যবস্তু) উপস্থিত করাইতে লাগিলেন। সখাগণ মনানন্দে সেই সমস্ত দ্রব্য ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। ভক্ষণের পরেও সেই সমস্ত মাল তদ্রুপাবস্থা দেখিতে পাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে অনাদির আদি গোবিন্দ জ্ঞানে স্তুতি করিতে লাগিলেন। সেই লীলার জন্য স্থানখানি অদ্যাপিও মালপুরা নাম নিয়ে জগতে পরিচিত হইতেছেন।

ডীগ / লাঠাবন

শ্রীগোবর্দ্ধন হইতে চৌদ্দ কিঃমিঃ পশ্চিমে ডীগগ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণমন্দির শ্রীসাক্ষী-গোপাল মন্দির, শ্রীগোবর্দ্ধননাথ মন্দির,শ্রীলক্ষ্মন মন্দির, লালাকুণ্ড, কৃষ্ণকুণ্ড, সুরজ ভবন,কৃষ্ণভবন, নন্দভবন, জনতা মহল, হরদেব ভবন ইত্যাদি দর্শনীয়। গ্রামে ভাদ্রমাসের অমাবস্যায় বড় মেলা বসিয়া থাকে।

ডীগের আংশিক স্থান ব্রজে অবস্থিত। সেইজন্য চৌরাশীক্রোশ পরিক্রমার সময় যাত্রীগণ ডীগ হইয়া পরিক্রমা করিতেন না কিন্তু ভরতপুরের রাজা তাহাদিগকে অনুনয় বিনয় করিয়া বলিতে লাগিলেন যে—তোমরা যদি এইস্থান হইয়া পরিক্রমা না কর তবে আমি লাঠালাঠি করিয়া তোমাদিগকে আনয়ণ করিব। রাজার প্রেমে বৈষ্ণবগণ প্রসন্ন হইয়া তদবধি ডীগ গ্রামের উপর দিয়া পরিক্রমা চালু করিতেছেন। সেই জন্য ডীগ গ্রামের অপর নাম লাঠাবন।

দিদাবলী :—ডীগ হইতে পাঁচ কিঃ মিঃ উত্তরে দিদাবলী গ্রাম অবস্থিত। গ্রামের পূর্ব্বভাগে শ্রীদিদাবলী কুণ্ড এবং কুণ্ডতটে শ্রীনৃসিংহদেবজী, শ্রীমহাদেবজী এবং শ্রীহনুমানজী বিরাজিত। শ্রীকৃষ্ণের পিতামহী এইগ্রামে বসবাস করিয়াছিলেন সেইজন্য দিদাবলী নামে গ্রামখানি জগতে পরিচিত।

কিশনপুর :—ডীগ হইতে দুই কিঃ মিঃ উত্তর-পশ্চিমাংশে কিশনপুর অবস্থিত। দিদাবলী গ্রামে গমন করিতে এই গ্রামখানি বামপার্শ্বে থাকিয়া যায়। গ্রামে শ্রীগোপালজী মন্দির বিরাজিত।

নগলা শ্রীপুর :—দিদাবলী হইতে দুই কিঃ মিঃ পূর্ব্বভাগে নগলা শ্রীপুর অবস্থিত। এইস্থানে শ্রীমহাদেব এবং শ্রীহনুমান মন্দির বিরাজিত। এইস্থানের প্রাচীন নাম মুনিশীর্ষকুণ্ড।

—ঃ তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকরে ঃ—

দেখ মুনিশীর্ষস্থান-কুণ্ড সুমাধরী। এথা কৃষ্ণে পাইলা মুনিগণ তপ করি'॥
এই দেখ—রামকৃষ্ণ এ সকল স্থানে। সখাসহ নানাক্রীড়া কৈলা গোচারণে॥

নগলা বদ্রীপুর :—ইকলহরা হইতে আড়াই কিঃ মিঃ উত্তরে নগলা বদ্রীপুর অবস্থিত। এইস্থানে সখাগণ সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া মুনিগণ মহা আনন্দের সহিত স্তুতি করিয়াছিলেন।

—ঃ তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকরে ঃ—

আর এই লীলাস্থলী অতি তেজোময়। দেখ 'দেবশীর্ষস্থান কুণ্ড' সুশোভয়॥
সখা-সহ দেখিয়া কৃষ্ণের গোচারণ। এথা মহাহর্ষে স্তুতি কৈলা দেবগণ॥

নগলা কোকলা :—নগলা বদ্রীপুর হইতে দেড় কিঃমিঃ উত্তরে নগলা কোকলা অবস্থিত।

ভিলসানা :—নগলা কোকলা হইতে সিকি কিঃ মিঃ পূর্ব্বভাগে ভিলসানা অবস্থিত।

ইকলহরা :—ডীগ হইতে চার কিঃ মিঃ উত্তর-পূর্ব্ব ভাগে ইকলহরা গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দির, কুণ্ড এবং শ্রীরামসীতা মন্দির বিরাজিত।

পাস্তা :—পরমদরা হইতে চার কিঃ মিঃ উত্তর-পূর্ব্বাংশে পাস্তা গ্রাম অবস্থিত।

রন্ধ নরৈনা :—নগলা হরসুখা হইতে এক কিঃ মিঃ পূর্ব্বে রন্ধ নরৈনা অবস্থিত।

নগলা হরসুখা :—রন্ধ নরৈনা হইতে এক কিঃ মিঃ পশ্চিমে নগলা হরসুখা অবস্থিত।

নরৈনাচৌথ :—রন্ধ নরৈনা হইতে দেড় কিঃ মিঃ দক্ষিণে নরৈনাচৌথ অবস্থিত।

নাহরা চৌথ :—নগলা হরসুখা হইতে তিন কিঃ মিঃ উত্তরে নাহরাচৌথ অবস্থিত।

ধমারী :— নাহরা চৌথ হইতে দুই কিঃ মিঃ পশ্চিমে ধমারী অবস্থিত।

ঘাটা :—ইন্দ্রোলী হইতে তিন কিঃ মিঃ দক্ষিণে ঘাটা গ্রাম অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম সখাগণ সঙ্গে গোচারণ করিতে আগমন করিয়া শ্রীমতীরাধারাণীর কথা মনে পড়িলে, হৃদয়ে এত প্রবল বেগে ঘাঁটা (আলোড়িত) হইতে লাগিল যে—শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে বলিতে লাগিলেন—হে সখা আমার প্রাণপ্রীয়াকে আনয়ণ করিয়া দাও। শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে এইরূপ প্রেমের ঘাঁটাকে স্মরণ রাখিবার জন্য স্থানখানি 'ঘাটা' নামে অদ্যাপিও দর্শনীয়।

সুহেরা :—সেউ হইতে দুই কিঃ মিঃ পূর্ব্বভাগে সুহেরা স্থান অবস্থিত।

সেউ :—বদ্রী হইতে দুই কিঃ মিঃ উত্তরে সেউ অবস্থিত। গ্রামের অপর নাম সেউকন্দরা। এইস্থানে সুগন্ধি শিলা এবং পাহাড়ের তটে গ্রামখানি অত্যন্ত সুন্দর দর্শনীয়।

রন্ধ পরমদরা :—বদ্রী হইতে এক কিঃ মিঃ পূর্ব্বভাগে অবস্থিত।

পরমদরা

দীদাবলী হইতে চার কিঃমিঃ উত্তরে পরমদরা গ্রাম অবস্থিত। সখীগণ কোন একদিন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার জন্য বন ভ্রমন করিতে করিতে এইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন না পাইয়া কেহ রোদন কেহ উন্মাদাবস্থা, কেহ বা শ্যামল বর্ণ বৃক্ষকে শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলেন। এমতাবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া বিভিন্ন সখীর ভাবানুসারে প্রমোদ অর্থাৎ আনন্দ প্রদান করাইয়াছিলেন। আর একদিন সখীগণ জল আনিবার জন্য কুণ্ডে রওনা হইলেন। কুণ্ডের জল শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গাবরণ মনে করিয়া কুণ্ডতটে মূর্ছিত হইয়া পড়িলে শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের মূর্ছাভঙ্গ করাইয়া পরম আদরনীয় হইয়াছিলেন ইত্যাদি কারণে এইস্থান পরমদরা নামে পরিচিত। গ্রামের পূর্ব্বভাগে চরণ কুণ্ড এবং উত্তরভাগে শ্রীকৃষ্ণকুণ্ড অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণকুণ্ডের তীরে শ্রীসুদামা সখার মন্দির। মন্দিরে শ্রী-রাধাকৃষ্ণের যুগল বিগ্রহ বিরাজিত।

—ঃ তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকরে ঃ—

এই 'প্রেমোদনা'—গ্রামে কৃষ্ণ কুতূহলে। দিলেন প্রমোদ ব্রজসুন্দরী সকলে॥
এই হেতু প্রমোদনা-নাম-গ্রাম হয়। এবে 'পরমাদনা' সকল লোকে কয়॥

বদ্রী :—পরমাদরা হইতে তিন কিঃ মিঃ উত্তরে বদ্রী গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামের অপরনাম শ্রীবুদেবদ্রী। গ্রামের মধ্যে শ্রীবুদেবদ্রীনাথজী, শ্রীহনুমানজী এবং শ্রীমহাদেবজী বিরাজিত। মন্দিরের পূর্ব্বভাগে অলকানন্দকুণ্ড দর্শনীয়।

গুহানা

বদ্রী হইতে দেড় কিঃ মিঃ দক্ষিণে গুহানা গ্রাম অবস্থিত। অদ্যাবধি এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণ সখাগণের সহিত গোচারণলীলা করিতেছেন। এইস্থানে শ্রীশ্যামকুণ্ড,শ্রীগোপালকুণ্ড দর্শনীয়। এই গ্রামে শ্রীসুদামাজীর

জন্ম হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম যখন সখাগণ সঙ্গে বাল্যকালে গোচারণ লীলা করিতেছিলেন তখন তিনিও সেই লীলায় যোগদান করিয়া তাহাদিগকে আনন্দ প্রদান করিয়াছিলেন।

নগলা মহারাণীয়া

টাঁকোলী হইতে দুই কিঃমিঃ উত্তর-পশ্চিমাংশে নগলা মহারানীয়া অবস্থিত। সখীগণ এইস্থানে বিভিন্ন প্রকার বনফুলের দ্বারা শ্রীমতীরাধারাণীকে শৃঙ্গার করাইয়া মহারাণী উপাধিতে আক্ষায়ীতা করিয়াছিলেন এবং স্বর্ণ-সিংহাসনোপরে উপবেশন করাইয়া চতুর্দিকে ঘুরে ঘুরে নৃত্য-গীতাদি করিয়াছিলেন। সেই জন্য এইগ্রাম মহারানী নামে অভিহিত। গ্রামে শ্রীমহারাণী কুণ্ড অবস্থিত। এবং কুণ্ডতটে শ্রীমহাদেবজী দর্শনীয়।

টাঁকোলী :—দিদাবলী হইতে তিন কিঃ মিঃ উত্তর-পশ্চিমাংশে টাঁকোলী গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীগোপালজী মন্দির বিরাজিত।

পহলবাডা

মোনাকা হইতে এক কিঃমিঃ পূর্ব্বভাগে পহলবাডা অবস্থিত। কোন একদিন সখাগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন যে—তুমি যদি আমাদের সঙ্গে একা কুস্তি লড়াই করিয়া জয়লাভ করিতে পার তবে তোমাকে পেলেমান অর্থাৎ শক্তিশালী বলিয়া ঘোষনা করিব। বাক্যানুসারে শ্রীকৃষ্ণ সকলের সঙ্গে একা কুস্তি খেলা খেলিতে উদ্ধত হইলেন। তৎপরে সখাগণ ভয়ে একে অন্যকে বলিতে লাগিলেন যে—আমরা চতুর্দিকে ঘেরে শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমন করিব। আর এক সখা বলিতে লাগিলেন যে—'হে ভাইয়া তু পহেলা বাডা' অর্থাৎ তুমি প্রথমে শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমন কর। ইত্যাদি ভাবে আলোচনা করিতে করিতে গ্রামের নাম বর্তমানে পহলাবাডা নামে বিখ্যাত।

মোনাকা :—চুহ্লেরা হইতে এক কিঃ মিঃ দক্ষিণে মোনাকা গ্রাম অবস্থিত।

ডিগচৌলী :—মোনাকা গ্রামের দক্ষিণ পার্শ্বে ডিগচৌলী অবস্থিত।

কল্যাণপুর :—ডিগচৌলীর পশ্চিম পার্শ্বে কল্যাণপুর অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম গোচারণ লীলা করিতে করিতে এইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গোপবালকগণ শ্রীকৃষ্ণ-বলরামকে দর্শন করিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম জানাইলেন শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম তাহাদিগকে 'কল্যাণ হউক' বলিয়া আশির্ব্বাদ প্রদান করিয়াছিলেন সেইজন্য এই গ্রামের নাম কল্যাণপুর।

খোঁহ :—টাঁকোলী হইতে চার কিঃমিঃ পশ্চিমে খোঁহ গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীবাঁকেবিহারী মন্দির, শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দির শ্রীমহাদেবজী মন্দির, এবং শ্রীহনুমানজীউর মন্দির বিরাজিত। শ্রীমতীরাধারাণীর মনকে আনন্দ বর্ধন করাইবার জন্য সখী এবং মঞ্জরীগণ নিত্য—'খো' খেলা খেলিয়া থাকেন। খেলার প্রশংসা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পরে এবং গ্রামের নাম 'খোঁহ' বলিয়া পরিচিত হয়।

চুহ্লেরা :—পসোপা হইতে তিন কিঃ মিঃ পূর্ব্বে চুহ্লেরা গ্রাম অবস্থিত।

উদয়পুরী :— কায়রীকা নগলা হইতে দুই কিঃ মিঃ উত্তরে উদয়পুরী নগলা অবস্থিত।

ভয়ারী নগলা :—খোহ হইতে দুই কিঃ মিঃ উত্তরে ভয়ারী নগলা অবস্থিত।

কায়রীকা নগলা

ভয়ারী নগলা হইতে এক কিঃ মিঃ উত্তরে কায়রীকা নগলা অবস্থিত। সখীগণ কোন একদিন 'খো' খেলা খেলিতে খেলিতে সন্ধ্যা হইয়া গেলে 'খোহ' গ্রাম হইতে ভয়ে ভয়ে শ্রীবর্ষাণা গ্রামের দিকে যাত্রা করিলেন। সেইজন্য খোহ হইতে দুই কিঃ মিঃ উত্তরে ভয়ারী নগলা বর্তমানে দর্শনীয়। তৎপরে হে কৃষ্ণ, হে প্রাণেশ্বর এই 'কারী' অর্থাৎ কাল সময়কে আমাদের ভয় লাগিতেছে অতিসত্বরে আমাদের মঙ্গলভাবে বর্ষাণা গ্রামে পৌছাইয়া দাও। গোপীগণের আহ্বানে শ্রীকৃষ্ণ একটু হাসিতেই বদনের দন্ত হইতে চাঁদের আলোর ন্যায় জ্যোস্না দ্বারা এইস্থান হইতে বর্ষাণা গ্রাম পর্য্যন্ত আলোকিত হইয়া যায়। এই মহিমার জন্য বর্তমানে কায়রীকা বলিয়া জগতে বিখ্যাত।

শ্রীআদিবদ্রীনাথ

আলিপুর হইতে দেড় কিঃমিঃ দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে আদিবদ্রীনাথ অবস্থিত। এইস্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য অত্যন্ত রমণীয়। চতুর্দিক ব্যাপিয়া কয়েকখানি পর্ব্বত রহিয়াছে। এইস্থানে শ্রীনারায়ণজী তপস্যা আরম্ভ করিলে,তাহার বিঘ্ন ঘটাইবার জন্য শ্রীইন্দ্রমহারাজ ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া বহু অপ্সরাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীনারায়ণদেবজী ঘটনা বুঝিতে পারিয়া বাম উরু হইতে বহু উর্ব্বশীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং দর্প চূর্ণ করিয়াছিলেন। তপোবনের দক্ষিণে গন্ধমাদন পর্ব্বত, পশ্চিমে কেশব পর্ব্বত, উত্তরে নিষদ পর্ব্বত এবং পূর্ব্বভাগে শঙ্খকুট পর্ব্বত বিরাজিত। শ্রীআদিবদ্রীনাথ মন্দিরে প্রবেশ করিতে বাম ভাগে শ্রীমালাদেবীর মন্দির, দক্ষিণ দিকে শ্রীগৌরীকুণ্ড এবং মন্দিরের সম্মুখে তপ্তকুণ্ড বিরাজিত। মন্দিরাভ্যন্তরে সারিবদ্ধ ভাবে সপ্ত শ্রীবিগ্রহ বিরাজিত। যেমন—প্রথমে শ্রীবদ্রীনারায়ণ, এই বিগ্রহের একপার্শ্বে কুবের ভাণ্ডারী, অপর পার্শ্বে শ্রীঅন্নপূর্ণা দেবী চতুর্ভূজরূপে বিরাজ করিতেছেন। শ্রীবদ্রীনাথের দক্ষিণে ধ্যানমগ্ন শ্রীউদ্ধবজী, তাঁহার দক্ষিণে যোগাসনে উপবিষ্ট শ্রীবদ্রীনাথ, তৎপার্শ্বে শ্রীচতুর্ভূজনারায়ণ, তৎপার্শ্বে শ্রীগনেশজীউ তৎপার্শ্বে শ্রীপার্ব্বতীদেবী, তৎপার্শ্বে শ্রীকেদারনাথ মহাদেব, অগ্রে বৃষভ বিরাজিত।

ইহাছাড়া শ্রীরামেশ্বরজী, শ্রীগঙ্গাজী, শ্রীহরিকি পৌড়ী, হরিদ্বার, ঋষীকেষ, স্বর্গ আশ্রম, শ্রীযোগামায়া মন্দির, লক্ষ্মণঝুলা, দেব সরোবর, চন্দ্র সরোবর, চন্দনবন, গাল, পিগলীবাণী গঙ্গোত্রী, জঙ্গোত্রী, অলখগঙ্গা, নারায়ণ পর্ব্বত, মৈনাক পর্ব্বত, ত্রিকুট পর্ব্বত, নীলঘাটি, সুগন্ধ শিলা, কৃষ্ণকুণ্ড, উদ্ধবকুণ্ড, সিদ্ধ গুফা ইত্যাদি দর্শনীয়।

—ঃ তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকরে :—

এই সেতুকন্দরা—পরম রম্যস্থান। দেখি আদি বদ্রীনারায়ণ কৃপাবান্॥
পরম অপূর্ব্ব সেবা বনের ভিতর। গন্ধশিলা বসিয়া পর্ব্বত মনোহর॥
এথা কৃষ্ণ আনি' নন্দাদিক গোপগণে। খেদ দূর কৈলা দেখাইয়া নারায়নে॥

আলীপুরগ্রাম :— পশোপা হইতে তিন কিঃমিঃ উত্তরে আলিপুর গ্রাম অবস্থিত। শ্রীআদিবদ্রীনাথে জনবসতি নাই, এইস্থানেই বিরাজিত।

পশোপা

খোহ হইতে ছয় কিঃ মিঃ উত্তরে পশোপা গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে পাহাড়ের উপরে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল বিগ্রহ বিরাজিত। সখাগণ আমাদিগকে কিপ্রকার ভালবাসেন আজ আমরা লক্ষ্য করিব। এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীবলরাম বন হইতে বনান্তরে যাত্রা করিলেন, কিন্তু পশুগুলি অর্থাৎ গাভীগুলি তাঁহাদের মনের ভাব বুঝিতে না পারিয়া পিছু পিছু যাত্রা করিলেন। কিয়ৎ পরে গোয়াল-বালগণ শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীবলরামকে দর্শন না পাইয়া কেহ রোদন কেহ উন্মাদাবস্থায় অন্বেষণ আরম্ভ করিলেন। তৎপর সখাগণ পশুগুলির পা অর্থাৎ যে দিকে পশুগুলি গমন করিয়াছে সেইদিকে তাহাদের পদচিহ্ন দর্শন করিতে করিতে এইস্থানে আগমন করিয়া গাভীগুলি এবং শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। সেইজন্য এই গ্রামের নাম পশোপা বলিয়া জগতে পরিচিত।

মোরোলী :—উদয়পুরী হইতে এক কিঃ মিঃ উত্তরে মোরোলী অবস্থিত।

খানপুর :—মোরোলী হইতে অর্দ্ধ কিঃ মিঃ পশ্চিমে খানপুর অবস্থিত।

নগলা কিশোরাসীংহ :—খানপুরের উত্তর ভাগে নগলা কিশোরাসিংহ অবস্থিত। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের একজন ভক্তের নাম ছিল কিশোরাসিংহ। তাহার ভজন প্রভাবে এইস্থানখানি কিশোরাসিংহনামে পরিচিত হইতেছেন।

রন্ধ সবসানা :—নগলা কিশোরাসিংহের পশ্চিমভাগে রন্ধ সবসানা অবস্থিত।

বিরার :—খুঁটপুরী হইতে দুই কিঃ মিঃ পূর্ব্বাংশে বিরার গ্রাম অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ কোন এক দিন ষোল হাজার গোপীগণ সঙ্গে রাস করিয়াছিলেন। রাসের পরে সখীগণ শ্রীকৃষ্ণকে পরিশ্রান্ত মনে করিয়া এইস্থানে পুষ্পের দ্বারা শয্যাদি তৈরী করিয়া বিরাম অর্থাৎ বিশ্রাম করাইয়াছিলেন। বিরাম হইতে গ্রামের নাম 'বিরার' বলিয়া পরিচিত।

পল্লা :—মোরোলী হইতে দুই কিঃ মিঃ উত্তর-পূর্ব্বভাগে পল্লা গ্রাম অবস্থিত।

সবলানা :—পল্লা হইতে আড়াই কিঃ মিঃ উত্তর পশ্চিমে সবলানা অবস্থিত।

বরোলী ধাউ :—পশোপা হইতে দুই কিঃ মিঃ উত্তরে বরোলীধাউ অবস্থিত।

খুঁটপুরিয়া :—বরোলী ধাউ হইতে দেড় কিঃমিঃ উত্তরে খুঁটপুরিয়া অবস্থিত। গ্রামের অপর নাম সেরপুরিয়া। এইস্থানে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলবিগ্রহ, শ্রীহনুমানজী এবং শ্রীমহাদেব মন্দির বিরাজিত।

বিলোন্দ :—খুঁটপুরি হইতে আড়াই কিঃ মিঃ উত্তরে বিলোন্দ গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে মুরলি মনোহর এবং বালমুকুন্দ মন্দির বিরাজিত।

কেদারনাথ :—বিলোন্দ হইতে এক কিঃ মিঃ পশ্চিমে কেদারনাথ অবস্থিত। পাহাড়ের

উপরে শ্রীকেদারনাথজীউ, শ্রীপার্ব্বতীদেবী বিরাজিত। পাহাড়ের নীচে কুণ্ডতটে বৈষ্ণবগণ বসবাস করিতেছেন।

বাদলী :—বিলেন্দ হইতে দেড় কিঃমিঃ দূরে বাদলী গ্রাম অবস্থিত। গ্রীষ্মকালে কোন একদিন প্রচণ্ড গরম দেখা দিলে ব্রজবাসীগণ শ্রীকৃষ্ণকে শীতল বাতাস প্রবাহিত করিয়া সকলকে সান্তনা প্রদান করিতে প্রার্থনা জানাইলেন। মুহুর্তের মধ্যে বাদল এবং শীতল হাওধা প্রবাহিত হইতে থাকিলে সখাগণ মনানন্দে শ্রীকৃষ্ণকে জয় জয় ধ্বনি করিতে লাগিলেন। সেইজন্য এইস্থানের নাম বাদলি বলিয়া পরিচিত।

লুহেসর :—কাঁমা হইতে ছয় কিঃ মিঃ পশ্চিমে এবং বাদলী হইতে দুই কিঃ মিঃ উত্তরে লুহেসর গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে মুসলমানদের সংখ্যা বেশী হইলেও পাহাড়ের তটস্থিত অত্যন্ত মনোহর স্থান।

অগরাবলী :—লুহেসর হইতে দুই কিঃমিঃ পূর্ব্বে এবং কাঁমা হইতে সাড়ে তিন কিঃ মিঃ পশ্চিমে অগরাবলী গ্রাম অবস্থিত। পাহাড়ের তটে গ্রামখানি অত্যন্ত সুন্দর দর্শনীয়।

শ্রীচরণপাহাড়ী

কাঁমা হইতে সাড়ে তিন কিঃ মিঃ পশ্চিমে পাহাড়ের উপরে শ্রীচরণপাহাড়ী অবস্থিত। পাহাড়ের নীচে অগরাবলী গ্রাম দর্শনীয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই পাহাড়ের উপরে আগমন করিয়া লীলা-খেলা করিয়াছিলেন তাহার সত্য-প্রমাণ স্বরূপ অদ্যাপিও শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন দর্শনীয়। পার্শ্বে বিহ্বলকুণ্ড এবং পঞ্চসখা কুণ্ড অবস্থিত। পঞ্চসখা যথা :—রঙ্গিলা, ছবিলা, জকিলা মতিলা, ও দলিতা। এই কুণ্ডের মধ্যদেশে শ্রীশ্যামকুণ্ড ও মোহিনীকুণ্ড একত্রে অবস্থিত।

শাহপুর :—চরণ পাহাড়ীর পূর্ব্বভাগে, পাহাড়ের তটে দর্শনীয়।

করমুকা :—বাসরা হইতে দুই কিঃ মিঃ উত্তরে করমুকা গ্রাম অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ কোন একদিন এই বনে আগমন করিয়া শ্রীমতীরাধারাণীর সহিত মিলিত হইলে এইস্থানের নাম করমুকা বলিয়া পরিচিত।

লালপুর :—বাসরা হইতে এক কিঃ মিঃ পূর্ব্বে লালপুর গ্রাম অবস্থিত।

বাসরা :—বাদলী হইতে এক কিঃ মিঃ পূর্ব্বদিকে বাসরা গ্রাম অবস্থিত। একদিন কোন একজন ব্রজবাসী স্ব-বাছুর দেখিতে না পাইয়া শ্রীকৃষ্ণের স্মরণাপন্ন হইতেই বাছুরখানি হম্বা-হম্বা করিতে করিতে সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই কথাখানি গ্রামবাসীগণ শুনিতে পাইয়া গ্রামের নাম রাখেন বসরা।

ইন্দ্রোলী

কাঁমা হইতে তিন কিঃ মিঃ অগ্নিকোণে ইন্দ্রোলী গ্রাম অবস্থিত। স্বর্গের রাজা ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে পরীক্ষা করিবার জন্য সখাগণ সমেত গো-বৎস হরণ করিয়া যখন পুনরায় আগমন পূর্ব্বক তদ্রূপ গো-বৎস সকল দেখিতে পাইলেন তখন শ্রীকৃষ্ণকে অনাদির আদি গোবিন্দ জ্ঞানে এইস্থানে ধ্যান এবং স্তুতি-নতি

করিয়াছিলেন। ইন্দ্র কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণ ধ্যানের স্থান বলিয়া ইন্দ্রোলী নামে খ্যাত। কন্বমুনি ও এইস্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন। গ্রামে শ্রীমনসাদেবী বিরাজিত।

অঙ্গমা :- কাঁমা হইতে আড়াই কিঃ মিঃ দক্ষিণে অঙ্গমা স্থান অবস্থিত।

ছিছরবাড়ী ঃ—অঙ্গমা হইতে অৰ্দ্ধ কিঃ মিঃ পশ্চিমে ছিছরবাড়ী অবস্থিত।

নগলা হরনারায়ণ ঃ—সুন্হেরা হইতে দুই কিঃ মিঃ দক্ষিণে নগলা হরনারায়ণ অবস্থিত। এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন।

নগলা হরসুখ ঃ—নগলা হরনারায়ণ হইতে অৰ্দ্ধ কিঃ মিঃ দক্ষিণে নগলা হরসুখ অবস্থিত। গোপীগণের মনানুসারে শ্রীকৃষ্ণ এইস্থানে সর্ব্বপ্রকারের সুখ প্রদান করিয়াছিলেন।

কদম্বখণ্ডী ঃ—এই কদম্বখণ্ডীতে শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের সহিত রাসলীলা করিয়াছিলেন। এই স্থানে শ্রীরাসমণ্ডল এবং শ্রীরত্নকুণ্ড দর্শনীয়। ভাদ্র শুক্লা চতুৰ্দ্দশীতে মহা সমারোহের সহিত শ্রীরাসলীলার অভিনয় হইয়া থাকে। কোন কোন ভাগ্যবান অদ্যাপিও এই রাসলীলা দর্শন পাইয়া থাকেন। পাহাড়ের উপরে রাসমণ্ডল, নীচে শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দির এবং কদম্ব বৃক্ষাবলী দর্শন করিলে অবশ্যই হৃদয়ে প্রেমের উদয় হইয়াথাকে।

কনবাডা

কাঁমা হইতে আড়াই কিঃ মিঃ পূর্ব্বে কনবাডা গ্রাম অবস্থিত। এই বনে কোন একদিন সখীগণ শ্রীমতীরাধারাণীকে মহারাণী সাজাইয়া কেহ দ্বারপাল, কেহ পদসেবক ইত্যাদি ভাবে খেলা করিতে লাগি-লাগিলেন। এইদিকে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীদাম-সুদামাদি সখাগণ, গোপকন্যারূপ ধারণ করিয়া এইস্থানে আগমন করতঃ দ্বারপালকে বলিতে লাগিলেন যে—যদি কৃপা হয় তবে মহারাণীর সঙ্গে একটু বার্তালাপ করিতে পারি তদুত্তরের জন্য দ্বারপাল রাণীর নিকটে প্রার্থনা জানাইলে রাজরাণী জানিতে চাহিলেন যে-'কে উহারা', অর্থাৎ তাহারা কে। এইকথা শ্রবণ করিয়া এবং তাহারা পাছে ধরা পড়িয়া যায় এইরূপ চিন্তা করিয়া আস্তে আস্তে পেছনের দিক হইয়া পলায়ন করিলেন। শ্রীমতীরাধারাণীর একখানি প্রশ্নে শ্রীকৃষ্ণ পলায়ণ করিলে স্থানখানি কনবাডা নামে জগতে বিখ্যাত লাভ করিতেছে। সর্ব্বশেষে এইস্থানে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন ঘটিয়াছিল।

মুল্লাকা ঃ—কনবাডা হইতে দুই কিঃ মিঃ পূর্ব্বে মুল্লাকা গ্রাম অবস্থিত।

মুরার ঃ—মুল্লাকা হইতে দেড় কিঃমিঃ দক্ষিণে মুরার গ্রাম অবস্থিত। এইস্থানে মুরলীর তালে তালে সমস্ত সখাগণ নৃত্যগীতাদির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দ বৰ্দ্ধন করাইয়াছিলেন।

কাঁমা

লুহেসর হইতে ছয় কিঃ মিঃ পূর্ব্বে কাঁমা গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামের অপর নাম শ্রীকাম্যবন। বনের মধ্যে কাম্যবনই চতুর্থ বন।

কাম্যবন গ্রামের দর্শনীয় বিগ্রহ :—শ্রীবৃন্দাদেবী, শ্রীগোবিন্দদেবজী, শ্রীকামেশ্বর মহাদেব, শ্রীরাধামোহনদেবজী, শ্রীকোটেশ্বর মহাদেব, শ্রীকল্যাণরায়, শ্রীচৌরাশী খাম্বা, শ্রীগোপীনাথজীউ, শ্রীগোপীশ্বর মহাদেব, শ্রীসত্যনারায়ণদেবজী, শ্রীকামকিশোরী, শ্রীসূর্য্যনারায়ণ, শ্রীগোপালজী, শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণজী, শ্রীবিহারীজী, শ্রীসীতারামজী, শ্রীবৈদ্যনাথ মহাদেব, শ্রীছোটরামজী, শ্রীছোটদাউজী, শ্রীধর্ম্ম-রাজ, শ্রীরাধাবল্লভজী, শ্রীমদনমোহনজী, শ্রীগোকুলচন্দ্রমাজী, শ্রীহনুমানজী, শ্রীগঙ্গাবিহারীজী, শ্রীমন্‌মহা-প্রভুজী, শ্রীগোবর্দ্ধন নাথজী, শ্রীশ্বেতবরাহদেবজী ইত্যাদি।

শ্রীবৃন্দাদেবী

একটি কিম্বদন্তী আছে কালাপাহাড়ের উৎপাতকালে শ্রীবৃন্দাবনের বিশেষ বিশেষ শ্রীবিগ্রহ স্থানান্তরিত হইবার কালে শ্রীবৃন্দাদেবীও যানবাহনে স্থানান্তরিত হইতেছিলেন, কিন্তু বৃন্দাদেবীর গাড়ী কাম্যবনে আসিয়া উপস্থিত হইলে দেবী আদেশ করিলেন, আমি ব্রজের বাহিরে যাইব না, অতএব আমাকে ব্রজের বাহির করিও না। সেই অবধি শ্রীবৃন্দাদেবী কাম্যবনেই অবস্থান করিতেছেন।

শ্রীবিষ্ণুসিংহাসন

বৈশাখী শুক্লাতৃতীয়ায় শুক্রবারে এই সিংহাসনে শ্রীনারায়ণের সহিত শ্রীলক্ষ্মীদেবীর বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হয়। শ্রীচরণকুণ্ড, শ্রীবৈদ্যনাথ মহাদেব, শ্রীগরুড় চন্দ্রাভাস, চন্দ্রেশ্বর মহাদেব, বরাহকুণ্ড, বরাহকূপ, যজ্ঞকুণ্ড, ধর্ম্মকুণ্ড, নরনারায়ণ কুণ্ড, নীলবরাহ, পঞ্চপাণ্ডব, শ্রীহনুমানজী, পঞ্চপাণ্ডব কুণ্ড, শ্রীমণিকর্ণিকা, শ্রীবিশ্বেশ্বর মহাদেব এবং শ্রীগণেশজী প্রভৃতি দর্শনীয়।

শ্রীরামেশ্বর সেতুবন্ধ

কোন একদিন শ্রীরাধাকৃষ্ণকে এই সরোবরের তটে বসাইয়া চতুর্দিকে সখীগণ ক্রমানুসারে সেবা করিতেছিলেন। এইদিকে বৃক্ষশাখা হইতে বানরগণ—কেহ লম্ফ দিয়া সরোবরে পড়িতেছে, কেহ বা শ্রীকৃষ্ণের চরণে আসিয়া প্রণাম করিতেছে। তাহা দেখিয়া ললিতা সখী বিশাখাকে বলিতে লাগিলেন যে—রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লঙ্কায় লইয়া গেলে শ্রীরামচন্দ্রের আজ্ঞানুসারে ভারি ভারি পাথরদ্বারা হনুমানগণ সমুদ্র বন্ধন করিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় পাথর জলে ভাসিতেছিল এবং এই সেতুর দ্বারা শ্রীরামচন্দ্র সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। এইকথা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ললিতাকে বলিতে লাগিলেন যে—হে ললিতে আমিই সেই শ্রীরঘুনাথ, তাহার সহিত আমার কোন ভিন্নতা নেই। তখন ছিলাম দশরথ নন্দন, এখন হইয়াছি শ্রী-ব্রজরাজনন্দন। ললিতাসখী বলিলেন—শ্রীরঘুনাথ পাথরাদি দ্বারা সমুদ্রবন্ধন করিয়াছিলেন, তুমি পাথর দ্বারা সরোবর বন্ধন কর দেখি? তোমার কাজ দেখিলে তবেই আমরা বিশ্বাস করিব। সখীর বাক্যানুসারে শ্রীকৃষ্ণ বানরগণ সঙ্গে লইয়া পাথর দ্বারা সরোবর বন্ধন করিতে লাগিলেন। পাথর শ্রীকৃষ্ণের হস্ত স্পর্শে জলের উপর ভাসিতে লাগিল। এই লীলা-খেলা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণই যে শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন তাহা সকলে বিশ্বাস করিলেন এবং সরোবরের নাম রাখিলেন শ্রীরামেশ্বর সেতুবন্ধ।

শ্রীবিমলাকুণ্ড

এ 'বিমল-কুণ্ড'—স্নানে সর্বপাপ ক্ষয়। এথা প্রাণত্যাগে বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হয়॥
বিমলকুণ্ডের কথা কহা নাহি যায়। এথা শ্রীবিমলাদেবী রহেন সদায়॥
বিমলস্য চ কুণ্ডে চ সর্বং পাপং প্রমুচ্যতে। যস্তত্র মুঞ্চতি প্রাণান্ মমলোকংস গচ্ছতি॥
(আদি বরাহ পুরাণে)

অনুবাদ ঃ-কাম্যবনের বিমলকুণ্ডে স্নান করিলে সর্বপাপের মোচন হইয়া থাকে। যেব্যক্তি সেইকুণ্ডে প্রাণ ত্যাগ করে, সে আমার ধাম প্রাপ্ত হয়। শ্রীবিমলাকুণ্ডের চতুর্দিকস্থ মন্দির ও তীর্থাদি ঃ—শ্রীসত্যনারায়ণ, শ্রীনৃসিংহদেব, শ্রীবলদেব, শ্রীচতুর্ভুজ ভগবান, সিদ্ধবাবার ভজনকুটীর, শ্রীদাউজী, শ্রীসূর্য্যদেব, শ্রীনীল-কণ্ঠেশ্বর মহাদেব শ্রীগোবর্দ্ধননাথ, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীকাম্যবন বিহারী, শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু, শ্রীবিমলাদেবী, শ্রীবিমলা বিহারী, শ্রীমুরলীমনোহর, শ্রীগঙ্গাজী, শ্রীগোপালজী, শ্রীবিহারীজীউ ইত্যাদি।

লুকালুকি বা লুকলুকিকুণ্ড

শ্রীবৃন্দাবন ও শ্রীবনযাত্রা হইতে ঃ একদা শ্রীকৃষ্ণ ও গোপবালিকা সকল এইখানে আগমন করিয়া এই কুণ্ডে লুকালুকি খেলা খেলিতেছিলেন। অর্থাৎ যে অধিকক্ষণ জলে ডুবদিয়া থাকিতে পারিবে, তাহারই জয় হইবে। সকলে একত্রে ডুবদিয়া চতুরা বালিকা সকল জল হইতে মস্তক উত্তোলন পূর্ব্বক কখন শ্রীকৃষ্ণ জল হইতে মস্তক তুলিবেন, তাহারই প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন জল হইতে মস্তক উত্তোলন করিতেন তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই আবার তাহারা জলে ডুব দিতেন, সুতরাং তাহারা যে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা অধিক্ষণ জলের নীচে ছিলেন, ইহাই প্রতীয়মান হইত। তাহারা এইরূপ ছলে-কৌশলে লুকালুকি খেলায় শ্রীকৃষ্ণকে বার কয়েক পরাস্ত করিয়াছিলেন।

এবার তাহারা পণ রাখিয়া সকলে জলে ডুবদিলেন। পূর্ব্বের ন্যায় এবারেও গোপবালিকাগণ জল হইতে মস্তক উত্তোলন করতঃ, কখন শ্রীকৃষ্ণ জল হইতে উঠিবেন, তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছেন। অনেক ক্ষণ অতীত হইয়া গেল, শ্রীকৃষ্ণ আর জল হইতে মস্তক উত্তোলন করিলেন না। তখন ব্রজগোপীদের প্রফুল্লমন হতাশরূপে প্রবলপবনে আন্দোলিত করিতে লাগিল ; জলে স্থলে শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করিয়া, কোথাও তাঁহার সন্ধান না পাইয়া তাহারা বলিতে লাগিলেন, হায়! আমরা বুঝি জন্মেরমত প্রাণকৃষ্ণকে হারাইলাম ; হায় কেনই বা আমরা জলে লুকালুকি খেলিলাম! হায়! কেনই বা আমরা প্রবঞ্চনা করিয়া বার বার তাঁহাকে খেলায় পরাজিত করিলাম? হয়ত এই কারণে প্রাণকৃষ্ণ আমাদিগকে এ জন্মের মত পরিত্যাগ করিলেন? ব্রজগোপীগণ এইরূপ বহুবিধ বিলাপ ও অবশেষে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। গোপীগণের ক্রন্দনাবস্থা দেখিয়া প্রাণবল্লভ দর্শন প্রদানান্তে সকলকে সান্ত্বনা করাইয়াছিলেন।

এইবনে তিনশত পঞ্চাশকুণ্ড রহিয়াছে তন্মধ্যে প্রধান প্রধান কুণ্ডগুলি যেমন ঃ—শ্রীচরণকুণ্ড, গরুড়কুণ্ড, চন্দ্রভাগা, বরাহ, যজ্ঞ, নরনারায়ণ, পাণ্ডব, মণিকর্ণিকা, বিমলা, মনোকামনা, কামসরোবর,

যশোদা, দেবকী, নারদ, লঙ্কা, প্রয়াগ পুস্কর, গয়া, অগস্ত্য, কাশী, মণি, যোগ, লুকলুকানি, কমলাকর সরোবর, জলক্রীড়ন, ধ্যান, তপ, বিহ্বল, শ্যাম, বলভদ্র, চতুর্ভুজ, ললিতা, বিশাখা, গোপী, গন্ধর্ব্ব, গোদাবরী, অযোধ্যা, সাবিত্রী, গায়ত্রী, সুরভী, শ্রী, চক্রতীর্থ, দামোদর, মধুসূদন, পৃথুদক, অর্ঘা, অপ্সরা, বেদ, রুহিনী, চন্দ্র, ক্ষীরসাগর, চৈতন্য, শান্তানু, গুপ্তগঙ্গা, নৈমীষতীর্থ হরিদ্বার, অবন্তিকা, মৎস্য, গোবিন্দ, নৃসিংহ, প্রহ্লাদ, গোপাল ব্রহ্ম, ধাম, ভোগ, পরশুরাম, দাত্রী প্রেম, রত্ন, মাধুরী, কেবল, সূর্য্যকুণ্ড এবং পঞ্চসখা অর্থাৎ রঙ্গিলা, ছবিলা, জকিলা, মতিলা ও দতিলা ইত্যাদি।

এইবনে চৌরাশী সিংহাসন নামক একশত পরম সিংহাসন বিরাজমান যেমন :—শ্রীবিষ্ণুসিংহাসন, শ্রীবৈদ্যনাথসিংহাসন, বীরভদ্র, নিকস্ত, কীর্ত্তিপাল, মিত্রাবরুণ, বৈনতেয়, কশ্যপ, বিনতা, কামদেব, বায়ুদেব, পিতৃ, ধর্ম্মরাজ, ঋষি, ভৃগু যাজ্ঞবল্ক্য, বিশ্বামিত্র জমদগ্নি, বশিষ্ঠ, উপাসনা, বুধ, দক্ষ, শঙ্খ, বৃহস্পতি, নারদ, ব্যাস, অঙ্গিরা, অগস্ত্য, হরিত, পর্ব্বত পরাশর, গর্গ, গৌতম, লিখিত সাতাতপ, গোভিল, বাল্মিকী, সনক, সনন্দ, কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পালায়ন, আবির, হোত্র, দ্রুমীল, চমস, করভাজন, আপস্তম্ভ, পুরুহুত, বিশোকা, বরাহ, নরনারায়ণ, কামধেনু, লাঙ্গুল, কামেশ্বর, সোমনাথ, ইন্দ্র, শচী, জয়ন্ত, অশ্বিনীকুমার, পঞ্চ পাণ্ডব, বিশ্বনাথ, গণেশ, চতুর্দ্দশ, অম্বরীষ, ধ্রুব, ধন্দুয়া, গান্ধি, সগর, ককুৎস্থ, দিলীপ, হরিশচন্দ্র, জনক, ঋতুপর্ণ, জয়ন্ত, ভগীরথ, বহুলাশ্ব, বালখিল্য, চতুঃসন, সুভদ্র, গোপদশসহস্র, সুতপা, পৃশ্নি, ভীষ্ম, কৃষ্ণ, গোপীকা, লঙ্কা, পদ্মনাভ, রেবত, অগ্নি, স্বাহা, উন্মুখ, ভদ্রকালী, গয়া, গদাধর, অনিরুদ্ধ, কাশীশ্বর, চৌষট্টীযোগিনী, রাম, লক্ষ্মণ, পঞ্চ, বলভদ্র, পৃথু, নৃসিংহ, প্রহ্লাদ, পরশুরাম, সূর্য্য, বলি, ভৃগু, বিন্ধ্যাবলী বিষ্ণুদাসষোল, জয়বিজয় ইত্যাদি দ্বাদশ, সমুদ্র, গঙ্গা, ইত্যাদি একশত পনর সিংহাসন।

সিদ্ধ শ্রীজয়কৃষ্ণদাসবাবাজী মহারাজ

সিদ্ধ বাবা শ্রীগঙ্গামাতা গোস্বামীনীর পরিবার ছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ বংশ ঢাকার শ্রীলক্ষ্মী-কান্তপ্রভুর পুত্র শ্রীনবকিশোর গোস্বামীজী শ্রীরাধামদনমোহন বিগ্রহ যুগল সঙ্গে লইয়া ব্রজমণ্ডলে আগমন করতঃ সিদ্ধ বাবার ভজনকুটীরে কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে প্রভুপাদ গমনোদ্যত হইলে শ্রীরাধামদনমোহন স্বপ্নে তাহাকে জানাইলেন যে— আমি তোমার সেবায় পরিতুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে এই বাবাজীমহাশয়ের সেবা গ্রহণ করিব ; আমি আর এইস্থান হইতে যাইব না।' প্রভুপাদ স্বপ্নাদেশ পাইয়া প্রস্থান করিলেন, তদবধি বাবাজী মহাশয় মদনমোহনের সেবা করিতে লাগিলেন। শ্রীজগদানন্দ দাসজী বলিতেন—'সিদ্ধবাবার শ্রীকৃষ্ণচরণে যথার্থ রতি হইয়াছিল।' শ্রীভগবৎ-কথাদি শ্রবণে সিদ্ধবাবা এরূপ প্রেমাবিষ্ট হইতেন যে তাঁহার মস্তকের শিখাটিও উর্দ্ধমুখী হইতে প্রসিদ্ধ আছে যে ইনি ভজনের সময়ে প্রেমাবেগে কখনও হুঙ্কার করায় ভজনকুটিরের ছাদ ফাটিয়া গিয়াছিল—অদ্যাবধি তাহা দৃশ্য হয়। ইনি কখনও নিদ্রা যাইতেন না—দিবারাত্র শ্রীহরিনাম করিতেন। তিনি প্রচুর পরিমানে আহার করিতেও পারিতেন, আবার অনাহারেও বহুদিন কাটাইতে সমর্থ ছিলেন। শ্রীমদনমোহনের প্রসিদ্ধ দ্রব্য পাইয়া ভজন করিতেন। প্রচুরতর আহারে বা অনাহারে তাঁহার কখনও অলসতা হইত না।

শ্রীগোবর্দ্ধনের সিদ্ধ কৃষ্ণদাস বাবাজী এবং সূর্যকুণ্ডের সিদ্ধ মধুসূদনদাস বাবাজী মহাশয়ও ইঁহারই অনুগত ছিলেন। সিদ্ধবাবার নিকট হইতে সর্ব্বপ্রথম ব্রজমণ্ডলে শ্রীগুরুপ্রণালী দ্বারা ভজন করিতে হয় 'ইহা' প্রচার হইয়াছিল। অল্প বয়স্ক এক বাবাজী সিদ্ধবাবার আশ্রমে আগমন করিয়া শ্রীমদনমোহনের সেবায় সহায়তা করিতে লাগিলে, সিদ্ধবাবা সেবায় প্রসন্ন হইয়া বলিলেন যে—তোমার গুরু প্রণালী আছে কি? তিনি বলিলেন যে—শ্রীগুরুপ্রণালী কি? আমি তাহার কিছুই জানি না। তখন সিদ্ধবাবা তাহাকে শ্রীগুরুপ্রণালীর জন্য শ্রীগুরুদেবের নিকটে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তিনি অনিচ্ছা সত্যেও যাত্রা করিয়া রাস্তা হইতে পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন। এইদিকে সিদ্ধবাবাকে শ্রীবৃন্দাদেবী স্বপ্নে জানাই-লেন যে—'তুমি কেন তাহাকে বাহিরে পাঠাইয়াছ—তাহার গুরুপ্রণালী তোমার ঠাকুরের সিংহাসনেই রহিয়াছে।' সিদ্ধবাবা তাহাকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া আনন্দের সহিত আলিঙ্গন করিলেন এবং শ্রীগুরুপ্রণালী ঠাকুরের সিংহাসন হইতে আনয়ণ করিয়া প্রদান করিলেন। কোন একদিন কিছু গোপবালক বাবাজী মহারাজের কুটীরে আগমন করিয়া জল দাও, জল দাও বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিলেন, বাবাজী মহারাজ কুটীর হইতে বাহির হইয়া দেখিলেন যে—অনেক সুন্দর সুন্দর গো-বৎস এবং অনেক গোপবালক —সিদ্ধবাবা তাহাদের নাম জিজ্ঞাসা করিলে কেহ কানাইয়া, কেহ বলদাউ ইত্যাদি নাম কহিতে লাগি-লেন। সিদ্ধবাবা তাহাদের জল পান করাইয়া কুটীরে আগমন করতঃ তাহাদেরই চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং পুনরায় দর্শন করিবার জন্য ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে—এইস্থানে আর কেহই নাই। তৎপরে সিদ্ধবাবা দুঃখে কাতর ও অধীর হইয়া পড়িলেন। কোন একদিন একজন বৃদ্ধা মহিলা গোপালজীকে আনয়ণ করিয়া বলিতে লাগিলেন যে—'হে বাবা আমার দ্বারা শ্রীগোপালজীউর আর সেবা হই-তেছে না। তুমি ঠাকুরের সেবা কর, আমি ঠাকুর সেবার ব্যাবস্থা করে দিব।' সেইদিন রাত্রে তিনি স্বপ্নে জানিলেন যে—'ঐ বৃদ্ধা স্বয়ং শ্রীবৃন্দাদেবী।' চৈত্র শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে সিদ্ধবাবা অপ্রকট হইয়াছিলেন।

পাণ্ডবকুণ্ড

পঞ্চপাণ্ডব দুর্যোধনাদির নিকটে পাশা খেলায় পরাজিত হইলে, পণ অনুসারে বনে গমন করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে এই কাম্যবনে আগমন করিয়াছিলেন। তাহারা জলতৃষ্ণায় কাতর হইয়া একে একে এই কুণ্ডে আগমন করতঃ জলপান করিতে চেষ্টা করিলে ধর্ম্মরাজ বকরূপ ধারণ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন যে — 'তুমি কে? প্রথমে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও, তাহার পরে জলপান করিবে। বিনা উত্তরে জলপান করিলে অবশ্যই তোমার মৃত্যু হইবে।' প্রশ্ন হইল—

কি আশ্চর্য কিবা বার্তা পথ বলে কারে। কোন জন সুখী হয় এই চরাচরে॥

তিনি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলেন না অথচ বিনা উত্তরে জলপান করিতেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। এইভাবে ভীম, অর্জ্জুন, নকুল এবং সহদেব চারভাই মৃত্যুমুখে পতিত হইলে শ্রীযুধিষ্ঠির মহারাজ আগমন করিয়া সমস্ত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিলেন। তাহাতে শ্রীইন্দ্রমহারাজ প্রসন্ন হইয়া স্ব-রূপ ধারণ

করতঃ বলিতে লাগিলেন—আমি স্বর্গের রাজা ইন্দ্র, তোমাদের পরীক্ষা করিবার জন্য বকরূপ ধারণ পূর্ব্বক এইস্থানে আগমন করিয়াছি। তোমাদের জয় হউক। তৎপরে রাজা সমস্ত ভাইদের পুনর্জীবিত করিয়া দিলেন। প্রশ্নের উত্তর হইল—

(১)—মানুষ কখন, কিভাবে প্রাপ্তি হইবে ইহাই 'আশ্চর্য'।

(২)—মানুষের মুখ হইতে বিনির্গত মিষ্টকথা হইতেছে—'বার্ত্তা'।

(৩)—মহাজনগণের ভজন পদ্ধতিকেই 'পথ' বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন।

(৪)—যে অঋণী এবং অপ্রবাসী সেই—'সুখী'।

এই সমস্ত লীলানুসারে কুণ্ডের নাম পাণ্ডব কুণ্ড।

শ্রীআলতাপাহাড়ী

এইস্থানে শ্রীমতীরাধারাণীর চরণে সখীগণ আলতা পরাইয়াছিলেন। সেইজন্য এইস্থানের নাম আলতাপাহাড়ী এবং পাহাড়ের নাম শ্রীআলতাপাহাড়। এইস্থানকে কেহ কেহ চিত্র-বিচিত্র শিলাখণ্ড বলিয়া উল্লেখ করেন। ইহার উত্তরে দেহিকুণ্ড। ভাদ্র শুক্লা দ্বাদশীতে এইস্থানে মহাসমারোহের সহিত মেলা বসিয়া থাকে।

ব্যোমাসুরের মুক্তি

চৌর্য্যখেলা-স্থান এ পর্ব্বত-ব্যোমাসুরে। বধিলা কৌতুকে কৃষ্ণ এই গোফাদ্বারে॥

বারাণসীতে দানপরায়ণ যজ্ঞকারী বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ মানদ ধনুর্দ্ধারী ভীমরথ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি তনয়কে রাজ্যার্পণ করিয়া মলয়াচলে গমন পূর্ব্বক লক্ষবর্ষ তপস্যা করেন। তাহার আশ্রমে শিষ্যবৃন্দসহ মহর্ষি পুলস্ত্য সমাগত হইলেন কিন্তু অভিমানী রাজর্ষী ভীমরথ তাঁহাকে দেখিয়া উত্থিত হইলেন না, প্রণাম ও করিলেন না। তাহাতে পুলস্ত্য শাপ দিলেন যে—হে মহাখল! তুমি দৈত্য হও। সেই অভিশাপে রাজর্ষী ভীমরথের নাম হইলেন ময়দৈত্যের পুত্র ব্যোমাসুর।

কোন একদিন শ্রীকৃষ্ণ গোপগণ সঙ্গে বনে গোচারণ করিতেছিলেন। তন্মধ্যে কতিপয় বালক চোর, কতিপয় বালক মেষের ন্যায় ব্যাবহারী আর কতকগুলি পালকরূপে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। সেই সময় ময়পুত্র ব্যোমাসুর গোপবালকবেশ ধারণ করিয়া চৌরবৎ হইলেন এবং গোপবালকগণকে অপহৃত করিয়া পর্ব্বত গহ্বরে নিক্ষেপ করিয়া শিলা দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিলেন। তখন ক্রীড়া স্থলে শ্রীকৃষ্ণ মাত্র চার পাঁচজন বালকে অবশিষ্ট দেখিয়া ব্যোমাসুরের এই কর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন। পুনরায় অন্য একজন গোপবালককে ব্যোমাসুর লইয়া যাইতে উদ্যত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। অসুর তখন নিজরূপ ধারণ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহার ভূজদ্বয় গ্রহণ পূর্ব্বক ভূতলে পতিত করিয়া মারিয়া ফেলিলেন। এবং পর্ব্বত গহ্বরের আচ্ছাদন শিলা অপহরণ করিয়া গোপগণকে কষ্টকর স্থান হইতে বহির্গত করিলেন।

বঝেরা

অকাতা হইতে দুই কিঃমিঃ নৈঋত কোণে বঝেরা গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামে শ্রীমতীরাধারাণীর প্রিয়নম্র সখী শ্রীরঙ্গদেবী ও সুদেবী যমজ ভগ্নিদ্বয়ের জন্মস্থান। নবদ্বীপ লীলায় শ্রীমতী রঙ্গদেবীর নাম শ্রীগোবিন্দ ঘোষ, ব্রজলীলায় তাহার পিতা—রঙ্গসার, মাতা—করুণা, গ্রাম-বঝেরা, জন্ম-ভাদ্র শুক্লা তৃতীয়া, পতি—বক্রেক্ষণ, স্বভাব—বামামধ্যা, বর্ণ পদ্মকিঞ্জল্ক, বস্ত্র—জবাকুসুম, সেবা—অলক্ত, ভাব—উৎকণ্ঠা কুঞ্জ—শ্যামবর্ণ সুখদশ্যামকুঞ্জ, স্থিতি—নৈঋত দলে, বয়স—১৪।২।৮, যূথে—(১) কলকণ্ঠী, (২) শশিকলা, (৩) কমলা (৪) মধুরা, (৫) ইন্দিরা, (৬) কন্দর্পসুন্দরী, (৭) কামলতিকা, (৮) প্রেমমঞ্জরী।

শ্রীনবদ্বীপ লীলায় শ্রীমতী সুদেবীর নাম শ্রীবসুদেব ঘোষ। ব্রজলীলায় তাহার পিতা—রঙ্গসার মাতা—করুণা, গ্রাম—বঝেরা, জন্ম—ভাদ্র শুক্লা তৃতীয়া, পতি—বক্রেক্ষণের ছোটভাই রক্তেক্ষণ, স্বভাব—বামা প্রখরা, বর্ণ—সুবর্ণ, বস্ত্র—প্রবাল বর্ণ, সেবা—জল, ভাব—কলহান্তরিকা কুঞ্জ—হরিদ্বর্ণ সুখদকুঞ্জ, স্থিতি—বায়ুদলে, বয়স—১৪।২।৮ যূথে—(১) কাবেরী, (২) চারুকবরা, (৩) সুকেশী, (৪) মঞ্জুকেশী, (৫) হারহীরা, (৬) মহাহীরা, (৭) হারকণ্ঠি, (৮) মনোহরা।

নন্দোলা :—কনবাড়া হইতে দুই কিঃ মিঃ ঈশাণ কোণে নন্দোলা গ্রাম অবস্থিত। কদম্ব-খণ্ডীতে রাসলীলা করিবার পরে সখীগণ এইস্থানে দোলনা অর্থাৎ শয্যা স্থাপন করিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণকে বিশ্রাম প্রদান করাইয়াছিলেন।

রন্ধ নন্দোলা :—নন্দোলার দক্ষিণ পার্শ্বে রন্ধ নন্দোলা অবস্থিত।

পর নন্দোলা :—রন্ধ নদোলার পূর্ব্বপার্শ্বে পর নন্দোলা অবস্থিত।

রন্ধ কনবাড়া :—রন্ধ নদোলার পশ্চিম ভাগে রন্ধ কনবাড়া অবস্থিত।

সুন্হেরা

অকাতা হইতে আড়াই কিঃমিঃ অগ্নিকোণে সুন্হেরা গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামে শ্রীমতীচম্পক-লতা সখীর জন্মস্থান। শ্রীনবদ্বীপ লীলায় তাহার নাম শ্রীসেনসিবানন্দ। ব্রজলীলায় শ্রীমতী চম্পকলতা সখীর পিতা—আরাম, মাতা—বাটিকা, গ্রাম—সুন্হেরা, জন্ম—ভাদ্র শুক্লা সপ্তমী, পতি—চণ্ডাক্ষ, স্বভাব—বামামধ্যা, বর্ণ—হরিতাল, বস্ত্র—দাড়িম্বকুসুমবর্ণ, সেবা—নৃত্য, ভাব—প্রোষিত ভর্তিকা, কুঞ্জ—স্বর্ণবর্ণ নন্দদ কমলকুঞ্জ, স্থিতি—দক্ষিণদলে, বয়স—১৪।২।১৯, যূথে—(১) কুরঙ্গাক্ষী, (২) সুচরিতা, (৩) মঞ্জলী, (৪) মণিকুণ্ডলা, (৫) চন্দ্রিকা, (৬) চন্দ্রলতিকা, (৭) কন্দুকাক্ষী, (৮) সুমন্দিরা।

ডানা :—বঝেরা হইতে অর্দ্ধ কিঃ মিঃ পূর্ব্বভাগে ডানা স্থান অবস্থিত। একদিন সখাগণ এই স্থানে আগমন করিয়া ময়ূরের ডানা অর্থাৎ পাখা দেখিতে পাইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে—নিশ্চয় এই স্থানে আমাদের প্রাণবন্ধু আগমন করিয়া ময়ূরের সহিত নৃত্য-গীতাদি করিয়াছেন, তাহার প্রমান দেখ—ছিন্নাবস্থায় পতিত এই পাখা। সেই জন্য এইস্থানের নাম ডানা বলিয়া পরিচিত।

খিলাবটী ঃ—অকাতা হইতে দেড় কিঃ মিঃ উত্তরে খিলাবটী গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীমহাদেব মন্দির প্রসিদ্ধ।

রাধানগরী ঃ—অকাতা হইতে এক কিঃ মিঃ পূর্ব্বভাগে রাধানগরী অবস্থিত। শ্রীমতীরাধারাণীর একজন সখী এইস্থানে বসবাস করিয়াছিলেন। তিনি আকুল প্রাণে শ্রীমতীরাধারাণীকে ডাকিতে থাকিলে শ্রীমতীরাধারাণী বর্ষাণা গ্রাম হইতে অসময়ে এইস্থানে আগমন করিয়া তাহাকে শান্তি করাইয়াছিলেন। সেই জন্য এইস্থানের নাম শ্রীরাধানগরী।

অকাতা ঃ—রাধানগরী হইতে এক কিঃ মিঃ পশ্চিমে অকাতা গ্রাম অবস্থিত।

কুলবানা ঃ– খিলাবটী হইতে দুই কিঃ মিঃ পশ্চিমে কুলবানা গ্রাম অবস্থিত। পাহাড়ের তটে গ্রামখানি অত্যন্ত সুন্দর দর্শনীয়।

বাদিপুর ঃ—কুলবানা হইতে এক কিঃ মিঃ দূরে বাদিপুর গ্রাম অবস্থিত।

কলাবটা ঃ—ভোজন থালীর পশ্চিম পার্শ্বে কলাবটা গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীরাধাকৃষ্ণ এবং সীতারাম মন্দির বিরাজিত। কলাবতী হইতে কলাবটা গ্রামের উৎপত্তি। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যখন ভোজন থালীতে সখাগণ সঙ্গে ভোজন লীলা করিতেছিলেন তখন সখীগণ এইস্থানে এমন ভাব-ভঙ্গিতে নৃত্যগীত আরম্ভ করিতে লাগিলেন যে—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নূপুরের ধ্বনি এবং সুমধুর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া আগমন করিয়াছিলেন।

তার ঃ—উদাকা হইতে এক কিঃ মিঃ পশ্চিমে অবস্থিত।

ভোজন থালী

কাঁমা হইতে তিন কিঃ মিঃ উত্তরে ভোজনথালী অবস্থিত। সখাগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন যে—হে প্রভু, আমাদের গহণ বনে খুব ক্ষুধা লাগিয়াছে অতএব আমাদিগকে ভোজন করাইতে হইবে। ভক্তাধীন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুণ্ডতটে তমালবৃক্ষের নীচে বসিয়া বংশী ধ্বনি করিতে থাকিলে বিভিন্ন গ্রাম হইতে দুধ, দই, মাখন ইত্যাদি ঘড়া-ঘড়া আপনি-আপ আগমন করিতে লাগিলেন। সখাগণ মনানন্দে সেই সমস্ত দ্রব্য ভোজন করিয়াছিলেন। সেইজন্য এইস্থানের নাম ভোজন থালী। যদিও বর্তমানে স্থানখানি জীর্ণাবস্থায় লোকজন বসবাস শুন্য তথাপি স্থানখানি অত্যন্ত সুন্দর দর্শনীয়।

নগলা সীতারাম ঃ—নন্দেরা এবং সতবাসের মধ্যভাগে নগলা সীতারাম অবস্থিত। এই বনে একদিন সখীগণ শ্রীকৃষ্ণকে রামচন্দ্র এবং শ্রীমতীরাধারাণীকে সীতাদেবী সাজাইয়া ত্রেতাযুগের লীলারস আস্বাদন করিয়াছিলেন।

নন্দেরা ঃ—গুনড গ্রাম হইতে তিন কিঃ মিঃ পূর্ব্বে এবং সতবাস হইতে দেড় কিঃ মিঃ দক্ষিণে নন্দেরা গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামে বর্তমানে মুসলমানের সংখ্যা অধিক হইলেও পূর্ব্বে শ্রীনন্দমহারাজের পরিকরগণ বসবাস করিয়াছিলেন।

কনবাড়ী

আস্থকা নগলা হইতে অৰ্দ্ধ কিঃমিঃ পূর্ব্বে কনবাড়ী গ্রাম অবস্থিত। কোনবাড়ী হইতে কনবাড়ী উৎপত্তি। একদিন শ্রীনন্দনন্দন এইস্থানে আগমন করিয়া উন্মাদাবস্থায়, আমার সখার কোন বাড়ী, আমার সখীর কোন বাড়ী ইত্যাদি ভাবে চিৎকার করিতে থাকিলে বর্তমানে স্থানখানি কনবাড়ী নামে পরিচিত হইতেছে। গ্রামে শ্রীমহাদেব মন্দির দর্শনীয়।

টকোরা :—কুলবানা হইতে অৰ্দ্ধ কিঃ মিঃ পশ্চিমে টকোরা অবস্থিত।

লেবড়া :—অকবরপুর হইতে অৰ্দ্ধ কিঃ মিঃ উত্তরে লেবড়া গ্রাম অবস্থিত।

অকবরপুর কনবাড়ী হইতে সিকি কিঃ মিঃ পূর্ব্বে অকবরপুর অবস্থিত।

পাপড়ী :—সতবাস হইতে দুই কিঃ মিঃ পূর্ব্বে পাপড়ী গ্রাম অবস্থিত। এই বনে একদিন সখীগণ শুধু ফুলের পাপড়ী দ্বারা সিংহাসন, মুকুট, মালা ইত্যাদি তৈরী করিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণকে সাজাইয়াছিলেন। সেইজন্য এইস্থানের নাম পাপড়ী বলিয়া পরিচিত।

আস্থকা :—কনবাড়ী হইতে অৰ্দ্ধ কিঃ মিঃ পশ্চিমে আস্থকা নগলা অবস্থিত।

সতবাস :—নন্দেরা হইতে দেড় কিঃ মিঃ উত্তরে সতবাস গ্রাম অবস্থিত। গ্রামের ঈশান কোণে শ্রীসূর্য্যকুণ্ড বিরাজিত। এই কুণ্ডতটে শ্রীকৃষ্ণের মহিষী শ্রীসত্যভামার পিতা, শ্রীশত্রাজিৎ মহারাজ শ্রীসূর্য্যদেবের আরাধনা করিয়াছিলেন। শ্রীশত্রাজিৎ মহারাজের ভজন প্রভাব হইতে গ্রামের নাম সতবাস হইয়াছে। কুণ্ডের উত্তরে শ্রীসূর্য্যদেবের মন্দির এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দির বিরাজিত।

নগলা ঈশ্বরীসিংহ :—বসই ডহরা হইতে অৰ্দ্ধ কিঃ মিঃ দক্ষিণে নগলা ঈশ্বরীসিংহ অবস্থিত।

নগলা জাবরা :—এচবাড়া হইতে অৰ্দ্ধ কিঃ মিঃ পূর্ব্বে নগলা জাবরা অবস্থিত।

নগলা বলদেব :—নগলা জাবরা হইতে অৰ্দ্ধ কিঃ মিঃ উত্তরে নগলা বলদেব অবস্থিত।

নগলা দানসহায় :—নগলা ঈশ্বরীসিংহ হইতে এক কিঃ মিঃ দক্ষিণে নগলা দানসহায় অবস্থিত।

ভট্টকী :—সতবাস হইতে সোয়া কিঃ মিঃ বায়ুকোণে ভট্টকী গ্রাম অবস্থিত। এইস্থানে শ্রীহনুমান মন্দির বিরাজিত।

এচবাড়া :—ভট্টকী হইতে এক কিঃ মিঃ ঈশান কোণে এচবাড়া গ্রাম অবস্থিত।

উঁচেরা :—ভট্টকী হইতে দেড় কিঃ মিঃ বায়ুকোণে উঁচেরা গ্রাম অবস্থিত।

নগলা বনচারিয়া

পরেহী হইতে এক কিঃ মিঃ পূর্ব্বভাগে নগলা বনচারিয়া অবস্থিত। একসখা অন্যসখাকে বলিতে লাগিলেন যে—শ্রীকৃষ্ণ কি বনচারী? কারণ—শ্রীকৃষ্ণ বনে সকাল-বিকাল গোচারনাবস্থায় দিনকে অতিবাহিত করে। বনফুলের মালা গলায় পরে। শ্রীযমুনার তটে তটে সখা এবং সখীগণ সঙ্গে লীলা করে।

কদম্ব বৃক্ষের নীচেই যেন শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাওয়া যায়। ইত্যাদি ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিতে করিতে স্থানখানি বনচারী নামে অভিহিত হইতেছে।

পরেহী

উঁচেড়া হইতে এক কিঃ মিঃ উত্তরে পরেহী গ্রাম অবস্থিত। সখীগণ একদিন এইস্থানে একখানি কুঞ্জ তৈরী করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান করিতে থাকিলে, শ্রীকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন যে—তোমরা সকলে বাহিরে অবস্থান কর এবং আমার কথা শুন—প্রথমে একবার তোমরা আমাকে নিয়ে বনে অনেক হাস্যরস আস্বাদন করিয়াছ কিন্তু এই বারও যদি সেইরূপ অবস্থা হয় "পরে" আমি আর আসিব না। শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ বাক্যানুসারে গ্রামের নাম হয় পরেই।

পথরালী

গাঁবড়ী হইতে দুই কিঃ মিঃ পূর্ব্বে পথরালী গ্রাম অবস্থিত। গোপীগণ একদিন জল আনিবার ছলে পথে আগমন করিয়া বলিতে লাগিলেন যে—এই পথেই আমাদের প্রাণবল্লভ চলিয়াগিয়াছে কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আসিব বলিয়া এখনও আসিতেছে না। এইরূপ ভাবে কথোপকথন করিতে করিতে পথ-পানে তাকিয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন—ঐ যেন আমাদের প্রাণবল্লভ আসিতেছে, পুনরায়—ঐ যেন দেখা যাইতেছে ইত্যাদি ভাবে চিন্তা করিতে থাকিলে, বর্তমানেও স্থানখানি পথরালী নামে অভিহিত হইতেছে।

সহেড়া :—বসই ডহরা হইতে অর্দ্ধ কিঃ মিঃ পশ্চিমে সহেড়া গ্রাম অবস্থিত।

নগলা ভোগরা :— পথরালী হইতে এক কিঃ মিঃ পূর্ব্বভাগে নগলা ভোগরা অবস্থিত।

নগলা চাহর :—নগলা বলদেব হইতে অর্দ্ধ কিঃ মিঃ পূর্ব্বভাগে নগলা চাহর অবস্থিত।

নগলা দাহু :—বসই ডহরা হইতে সিকি কিঃ মিঃ উত্তরে নগলা দাহু অবস্থিত।

লোহগড় :—বামনবাড়ী হইতে অর্দ্ধ কিঃ মিঃ উত্তরে লোহগড় অবস্থিত।

বসই ডহরা :—নগলা দাহু হইতে সিকি কিঃ মিঃ দক্ষিণে বসই ডহরা অবস্থিত।

বামনবাড়ী :—লোহগড় হইতে অর্দ্ধ কিঃমিঃ দক্ষিণে বামনবাড়ী অবস্থিত।

গাঁবড়ী :—কিরাবতা হইতে এক কিঃ মিঃ পশ্চিমে গাঁবড়ী গ্রাম অবস্থিত।

কিরাবতা :—পথরালী হইতে এক কিঃ মিঃ উত্তরে কিরাবতা গ্রাম অবস্থিত।

নোনেরা :—কিরাবতা হইতে দুই কিঃ মিঃ উত্তরে নোনেরা গ্রাম অবস্থিত।

রসুলপুর :—গাঁবড়ী হইতে অর্দ্ধ কিঃ মিঃ পশ্চিমে রসুলপুর গ্রাম অবস্থিত।

নগলা কুন্দন :—গাঁবড়ী হইতে এক কিঃ মিঃ উত্তরে নগলা কুন্দন অবস্থিত।

মমধারা :—নগলা কুন্দন হইতে অর্দ্ধ কিঃ মিঃ বায়ুকোণে মমধারা অবস্থিত।

নীগাঁয়া

মমধারা হইতে দুই কিঃ মিঃ উত্তরে নীগাঁয়া গ্রাম অবস্থিত। সখীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন

যে—আমরা ঐ দিন যখন জল আনিতে শ্রীযমুনায় গিয়াছিলাম তখন তমালবৃক্ষের নীচে কে বংশীধ্বনি দ্বারা আমাদিগকে আহ্বান করিয়াছিল। তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে—'হম্ নহি গায়া ওর্ বোলায়া' শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের সহিত এইরূপ বার্তালাপ করিতে করিতে স্থানখানি নীগাঁয়া নামে পরিচিত হয়।

খেচাতান :—নগলা কুন্দন হইতে অর্দ্ধ কি:মি: পশ্চিমে খেচাতান অবস্থিত।

খেলড়ী গুমানী :—পাইগ্রাম হইতে দুই কিঃ মিঃ পূর্ব্বে খেলড়ী গুমানী গ্রাম অবস্থিত।

নগলা ডবোখর :—খেলড়ী গুমানী হইতে এক কিঃ মিঃ বায়ুকোণে নগলা ডবোখর অবস্থিত।

বামনী :—মমধারা হইতে এক কিঃ মিঃ পশ্চিমে বামনী গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামে একজন ব্রাহ্মণের স্ত্রী খুব শ্রীকৃষ্ণভক্ত ছিলেন, তাহার ভজন প্রভাবে গ্রামের নাম বামনী রূপে পরিচিত।

পাইগ্রাম :—পরেহী হইতে তিন কিঃ মিঃ পশ্চিমে পাই গ্রাম অবস্থিত। একদিন শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকের সহিত লুকাচুরি খেলা আরম্ভ করিলে, সমস্ত সখীগণের সহিত শ্রীরাধা বহু অন্বেষণ করিবার পরে শ্রীকৃষ্ণকে এইস্থানে পাইয়াছিলেন। সেই লীলানুসারে স্থানখানি পাইগ্রাম নামে অভিহিত হইতেছে।

জুরহরা :—পাইগ্রাম হইতে আড়াই কিঃ মিঃ বায়ুকোণে জুরহরা গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শিঙ্গার মন্দির (মন্দিরে শ্রীহনুমানজী) বিরাজিত।

জুরহরী :—জুরহরা হইতে তিন কিঃমিঃ পূর্ব্বে জুরহরী গ্রাম অবস্থিত।

হথানগ্রাম :—নইগ্রাম হইতে তিন কিঃ মিঃ পশ্চিমে হথান গ্রাম অবস্থিত।

শ্যামশাবাদ :—হথানগ্রাম হইতে এক কিঃ মিঃ পূর্ব্বভাগে শ্যামশাবাদ গ্রাম অবস্থিত।

অমিনাবাদ :—হথান গ্রাম হইতে এক কিঃ মিঃ দক্ষিণে অমিনাবাদ গ্রাম অবস্থিত।

জখোপল :—জুরহেরা হইতে তিন কিঃ মিঃ উত্তরে জখোপল গ্রাম অবস্থিত।

বিকটি :—অমিনাবাদ হইতে এক কিঃ মিঃ দক্ষিণে বিকটি গ্রাম অবস্থিত।

ডুডোলী :—পুন্হানা হইতে আড়াই কিঃ মিঃ দক্ষিণে ডুডোলী গ্রাম অবস্থিত।

পুন্থানা :—শিঙ্গার হইতে তিন কিঃ মিঃ পশ্চিমে পুন্থনা গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীমহাদেবজী, শ্রীহনুমানজী ও শ্রীদাউজী মন্দির বিরাজিত।

সুহীরা :—ডুডোলী হইতে এক কিঃ মিঃ দক্ষিণে সুহীরা গ্রাম অবস্থিত।

নেহদা :—সুহীরা হইতে এক কিঃ মিঃ পুর্ব্বভাগে নেহদা গ্রাম অবস্থিত।

হাজীপুর :—শিঙ্গার হইতে এক কিঃ মিঃ পশ্চিম-দক্ষিণাংশে হাজীপুর গ্রাম অবস্থিত।

তিলোয়ারা / টীরবাড়া

নইগ্রাম হইতে দুই কিঃ মিঃ পশ্চিম-উত্তরাংশে এবং হথান গ্রাম হইতে দেড় কিঃ মিঃ উত্তরে তিলোয়ারা গ্রাম অবস্থিত। এই তিলোয়ারা গ্রামের বর্তমাম নাম টিরবাড়া। এইস্থানে শ্রীরাধাকৃষ্ণ এরূপ নিপুনতার সহিত ক্রীড়া আরম্ভ করিয়াছিলেন যে, তিলমাত্র সময় অবসর হয় নাই। এইহেতু স্থানের নাম তিলোয়ারা বলিয়া বিখ্যাত।

—ঃ তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকরে :—

দেখহ কদম্বখণ্ডি 'তিলোয়ার'—গ্রাম। এথা ক্রীড়ারত নাই তিলেক বিশ্রাম ॥

শিঙ্গার

তিলোয়ারের দুই মাইল উত্তরে এবং পুন্থানা হইতে তিন কিঃ মিঃ পূর্ব্ব ভাগে শিঙ্গার গ্রাম অবস্থিত। এই সুন্দর কাননে একদিন সখাগণ শ্রীকৃষ্ণকে ষোড়শ শিঙ্গারে ভূষিত করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ স্ব-হস্তে শ্রীমতীরাধারাণীকে ভূষিত করিলেন। তৎপরে সুন্দর সুন্দর বিভিন্ন জাতীর পুষ্পদ্বারা নির্মিত এক ঝুলায় বসাইয়া সখীগণ চতুর্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ স্ব-হস্তে এই কাননে শ্রীমতীরাধারাণীকে শিঙ্গার করিয়াছেন সেইজন্য এই গ্রামের নাম শিঙ্গার বলিয়া জগতে বিখ্যাত। যে বটবৃক্ষের ডালে শ্রীরাধাকৃষ্ণ ঝুলন খেলা খেলিয়াছিলেন তাহার নাম শৃঙ্গারবট, এই শৃঙ্গারবট অদ্যাবধি দর্শনীয়। গ্রামে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মন্দির বিরাজিত।

—ঃ তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকরে :—

এই যে 'শৃঙ্গার-বট'—কৃষ্ণ এইখানে। রাধিকার বেশ কৈল বিবিধ বিধানে ॥

নই :—তিলোয়ারার দুই মাইল পূর্ব্বে এবং বিছোর হইতে তিন মাইল পশ্চিম-দক্ষিণাংশে নই গ্রাম অবস্থিত। ইহা শ্রীবলদেব স্থল। শ্রীবলরাম ও সঙ্কর্ষণকুণ্ড বিরাজিত।

জরোখ্রী :—মদ্যকী হইতে এক কিঃ মিঃ দক্ষিণে জরোখ্রী গ্রাম অবস্থিত।

মদ্যকী :—শিঙ্গার হইতে এক কিঃ মিঃ পূর্ব্বে মদ্যকী গ্রাম অবস্থিত।

বসডলা :—শিঙ্গার হইতে দেড় কিঃ মিঃ পশ্চিমে বসডলা গ্রাম অবস্থিত।

বিছোর

শিঙ্গার হইতে দেড় মাইল, কোশী হইতে দশ মাইল এবং অন্ধোপ হইতে চার কিঃ মিঃ দক্ষিণে বিছোর গ্রাম অবস্থিত। শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিলাস করিয়া গৃহে যাইবার কালে বিচ্ছেদ বশতঃ

অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন। উভয়ের মধ্যে এইস্থানে বিলাস এবং বেলাবসানে নিজ নিজ গৃহে গমনান্তে বিচ্ছেদ, এই কারণে গ্রামের নাম 'বিছোর' বলিয়া পরিচিত।

—ঃ তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকরে ঃ—

দেখ এ 'বিছোর-গ্রাম'—এথা চন্দ্রমুখী। কৃষ্ণসহ মিলয়ে সঙ্গেতে প্রিয়সখী ॥
ক্রীড়াবসানেতে দোঁহে চলে নিজালয়। বিচ্ছেদ-প্রযুক্ত এ বিছোর নাম হয় ॥

নিমকো ঃ—বিছোর হইতে দুই কিঃ মিঃ উত্তরে নিমকো গ্রাম অবস্থিত।

দারকো ঃ—নিমকো হইতে আড়াই কিঃ মিঃ দূরে দারকো গ্রাম অবস্থিত।

ইন্দানি ঃ—নিমকো হইতে অর্দ্ধ কিঃ মিঃ পশ্চিমে ইন্দানি গ্রাম অবস্থিত!

সামইখেরা ঃ—বিছোর হইতে এক কিঃ মিঃ দক্ষিণে সামইখেরা গ্রাম অবস্থিত।

বদকা ঃ—বুরাকা হইতে এক কিঃ মিঃ উত্তরে বদকা গ্রাম অবস্থিত।

বুরাকা ঃ—বদকা হইতে এক কিঃ মিঃ দক্ষিণে বুরাকা গ্রাম অবস্থিত।

কাচীখেরা ঃ—বুরাকা হইতে দেড় কিঃ মিঃ দক্ষিণে কাচীখেরা গ্রাম অবস্থিত।

অন্ধোপ ঃ—শিঙ্গার হইতে তিন মাইল এবং বিছোর হইতে দুই মাইল উত্তরে অন্ধোপ গ্রাম অবস্থিত! গ্রামে শ্রীমহাদেবজীউ এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের মন্দির বিরাজিত।

বনচারী

সোন্ধ হইতে দুই কিঃ মিঃ উত্তর-পূর্ব্বাংশে বনচারী গ্রাম অবস্থিত। জি, টি, রোড ব্রজের মধ্যে এই গ্রাম পর্যন্ত সমাপ্ত। গ্রামে শ্রীদাউজী মন্দির এবং সূরজ কুণ্ড দর্শনীয়।

—ঃ তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকরে ঃ—

'বনচারী' আদি গ্রামে অদ্ভুত বিলাস। এ সব ব্রজের সীমা, ওহে শ্রীনিবাস ॥

বনচারী পার্শ্বে শ্রীচামেলীবন অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ এই বনে বিচরণ করিবেন সেইজন্য বিভিন্ন প্রকারের বৃক্ষ লতাদি সুসজ্জিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণাপেক্ষায় প্রতিক্ষা করিতে লাগিলেন। এই দিকে সখীগণ শ্রীকিশোর-কিশোরীকে চামেলী, বেলি, কদম্ব ইত্যাদি ফুলের দ্বারা সাজাইতে লাগিলেন, সেইজন্য এই বনের নাম চামেলী বন।

লোহিনা ঃ—বনচারী গ্রাম হইতে দুই কিঃ মিঃ পশ্চিমে লোহিনা গ্রাম অবস্থিত। এই ছোট্ট গ্রামখানিও ব্রজের মধ্যে অবস্থিত।

সোন্ধ ঃ—অন্ধোপ হইতে চার কিঃ মিঃ ঈশান কোণে সোন্ধ গ্রাম অবস্থিত। এই সোন্ধ ব্রজের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত গ্রাম। গ্রামে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মন্দির, শ্রীমহাদেব মন্দির এবং কুণ্ড বিরাজিত। শ্রীকৃষ্ণের খুল্লতাত শ্রীসনন্দের বাস এই গ্রামে। সনন্দের নামানুসারে গ্রামের নাম সোন্ধ বলিয়া জগতে পরিচিত।

মর্‌রলী :—ডাখোরা হইতে দুই কিঃ মিঃ উত্তরে মর্‌রলী গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীমহাদেব-জীউ ও কুণ্ড দর্শনীয়।

ডাখোরা :—বনচারী হইতে ১'২৫ কিঃ মিঃ পূর্ব্বদিকে ডাখোরা গ্রাম অবস্থিত।

কোড়লা :— ডাখোরা হইতে দেড় কিঃমিঃ দক্ষিণে কোড়লা গ্রাম অবস্থিত।

হোডেল :—ভুলবনা হইতে চার কি মিঃ উত্তরে হোডেল গ্রাম অবস্থিত। পাণ্ডবগণ অজ্ঞাত বাস কালে এইস্থানে আগমন করিয়াছিলেন। তাহার প্রমাণ স্বরূপ এখনও এইস্থানে পাণ্ডব কুণ্ড বিরাজিত। গ্রামের মধ্যে অগ্রবাল ধর্ম্মশালায় শ্রীরাধাবিহারীজীউ, পাক্কীতলাব সবীতলাব, শ্রীহনুমানজী, শ্রীরামসীতা মন্দির, দেবীমন্দির, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির, পোরামাতা মন্দির, পাণ্ডব বন ইত্যাদি দর্শনীয়।

বদতোলী :—খিরবী হইতে এক কিঃ মিঃ পশ্চিমে বদতোলী গ্রাম অবস্থিত।

করমন :—হোডেল হইতে সাত কিঃ মিঃ দক্ষিণে এবং কোটবন হইতে তিন কিঃ মিঃ উত্তরে করমন গ্রাম অবস্থিত। শ্রীনন্দগ্রাম হইতে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীরাধারাণীর কথা মনে করিতে করিতে এইস্থান পর্য্যন্ত আগমন করিয়া অচেতন হইয়া পড়েন। সেইজন্য এই গ্রামের নাম করমন বলিয়া পরিচিত।

ভুলবানা

হোডেল হইতে চার কিঃ মিঃ দক্ষিণে ভুলবানা গ্রাম অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে একদিন গোপ-বালকগণ এই বনে আগমন করিয়া সকলেই বিভিন্ন ভাবে খেলায় মগ্ন হইলেন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ একখানি কদম্ব গাছের নীচে বসিয়া আনমনে শ্রীমতীরাধারাণীর কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমন সময় শ্রী-সুবলসখা আসিয়া বলিতে লাগিলেন যে—হে বন্ধু, তোমার কি হইয়াছে। একা একা এই গহন কাননে কাহার কথা চিন্তা করিতেছ, উঠ, কথা বল, খেলায় যোগদান কর। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—দেখ বন্ধু, আমার মনে যখনই শ্রীমতীরাধারাণীর কথা মনে পড়ে তখনই যেন আমি কোথায় থাকি তাহার কিছুই উপলব্ধি করিতে পারি না। সুবলসখা বলিলেন—শ্রীমতীরাধারাণী এখন বর্ষাণা গ্রামে আছে আর আমরা এই অরণ্যে আছি কাজেই তাহার কথা এখন ভুলিয়া যাও, ভুলিয়া যাও। আমরা যখন গোচারণ করিয়া নন্দগ্রামে গমন করিব তখন অবশ্যই আমি তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করিব। ইত্যাদি ভাবে সান্তনা করিতে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন ঠিক, ঠিকত, মনে থাকিবে, কখনও ভুলিবে না ত। এই লীলা অনুসারে গ্রামের নাম ভুলবানা বলিয়া পরিচিত।

খিরবী :—হাসনপুর হইতে দশ কিঃ মিঃ এবং বিজয়গড় হইতে দুই কিঃ মিঃ দূরে খিরবী গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীরামসীতা মন্দির বিরাজিত।

গোরতা :—ডাঙ্গোলী হইতে এক কিঃ মিঃ দক্ষিণে গোরতা গ্রাম অবস্থিত।

ডাঙ্গোলী :—খাম্বীগ্রাম হইতে দেড় কিঃ মিঃ দক্ষিণে ডাঙ্গোলী গ্রাম অবস্থিত।

খাম্বী

মর্‌রলী হইতে চার কিঃ মিঃ পূর্ব্বভাগে খাম্বীগ্রাম অবস্থিত। ব্রজের উত্তর সীমান্ত 'খম্বহর'। এই গ্রাম শ্রীবলদেবজীউর বিলাসস্থল। শ্রীবলদেবজীউ স্ব-হস্তে ব্রজের সীমা নির্দিষ্ট করিয়া একখানি 'খাম' পোতিয়াছিলেন। সেই খামখানি অদ্যাবধি গ্রামের মধ্যভাগে পর্ব্বতোপরী দর্শনীয়। শ্রীবলদেব-জীউর এই লীলা অনুসারে গ্রামের নাম খাম্বী বলিয়া জগতে পরিচিত। গ্রামে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণজীউ, শ্রী-মহাদেবজীউ, শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দির এবং খাম্বীর পার্শ্বে শ্রীদেবীমন্দির দর্শনীয়।

—ঃ তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকরে ঃ—

এই ব্রজসীমা—খম্বহরে 'খানি গ্রাম'। এথা গোচারয়ে রঙ্গে কৃষ্ণ-বলরাম॥

পালড়ী ঃ—মর্‌রলী হইতে এক কিঃ মিঃ উত্তর পূর্ব্বাংশে পালড়ী গ্রাম অবস্থিত।

ভেণ্ডোলী ঃ—ভিরুকী হইতে আড়াই কিঃ মিঃ উত্তর-পূর্ব্বাংশে ভেণ্ডোলী গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ এবং প্যারী পুছুরী কুণ্ড বিরাজিত।

ভিরুকী ঃ হাসনপুর হইতে সাত কিঃ মিঃ, খিরবী হইতে তিন কিঃ মিঃ পূর্ব্বে এবং এচ্‌ হইতে তিন কিঃ মিঃ পশ্চিমে ভিরুকী গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীসিদ্ধবাবার আশ্রম এবং আশ্রমে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল বিগ্রহ বিরাজিত।

বংসানা ঃ—ভিরুকী হইতে দুই কিঃ মিঃ উত্তরে বংসানা গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীরামসীতা, শ্রীহনুমানজী এবং শ্রীমহাদেবজীউর মন্দির বিরাজিত। শ্রীরামচন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রজীউর বংশধরগণ এই গ্রামে বসবাস করিতেছেন।

লিখী ঃ—খাম্বী গ্রাম হইতে তিন কিঃ মিঃ পূর্ব্বভাগে লিখী গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীমহাদেব-জীউর মন্দির এবং কুণ্ড বিরাজিত।

ধারণা ঃ—লিখী হইতে এক কিঃ মিঃ দক্ষিণে ধারণা গ্রাম অবস্থিত।

রামগঢ় ঃ—ভেণ্ডোলী হইতে দুই কিঃ মিঃ উত্তরে এবং হাসনপুর হইতে তিন কিঃ মিঃ পশ্চিমে রামগঢ় গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল বিগ্রহ এবং কুণ্ড বিরাজিত।

চৌদরস ঃ—এচ্‌ গ্রাম হইতে অর্দ্ধ কিঃ মিঃ পূর্ব্বে চৌদরস গ্রাম অবস্থিত। শ্রীযমুনার তটে শোভাবিস্তার কারী চৌদরস আমার মনকে প্রসন্ন প্রদান করিতেছেন।

মাহলি ঃ—সনরস হইতে এক কিঃ মিঃ উত্তরে মাহলি গ্রাম অবস্থিত।

মাহলিতে মহানন্দে শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত যত। বাস করে মহানন্দে গুণ গায় তত॥
ব্রজবাসিগণ সবে রামগুণ গায়। শ্রীকৃষ্ণকে অন্তরেতে সদাই যে ধ্যায়॥
এক জন অন্য জনের সাক্ষাৎ হইলে। প্রথমেই 'রাম রাম' 'রাম রামজী' বলে॥
তৎপরে কথাবার্তা যাহা কিছু কহে। ব্রজের এই মহিমা বাংলাদিতে নহে॥

অফিসে বাজারে যে কোন স্থানেতে। সকলেই তিলক মালা করিয়া যাইবে ॥
সর্ব্বজাতি সমজ্ঞান হিংসা নিন্দা নাই। এই দেখ ধামের শোভা যায়রে বালাই যাই ॥
ব্রজের কত মহিমা বলা শক্তি কার। দুই-এক কথা বলিলাম দেখিয়া তাহার ॥

হাসনপুর

লিকিগ্রাম হইতে তিন কিঃ মিঃ পূর্ব্বদিকে হাসনপুর গ্রাম অবস্থিত। শ্রীযমুনার তটে এবং ব্রজের উত্তর সিমানা এই গ্রাম। গ্রামে শ্রীহনুমানজী, শ্রীমহাদেবজী বিরাজিত। একদিন সখাগণ শ্রী-কৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন— হে প্রভু আপনি শিশুকালে পুতনাদি অসুরগণকে কিভাবে নিহত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন যে—'দেখ, আমার মায়া কেহ বুঝিতে পারিবে না। আমি যেকোন মুহুর্তে—যেকোন কার্য্য করিতে পারি। এইগুলি যে কেবল সাধারণ লীলা।' শ্রীকৃষ্ণের মুখ-চন্দ্র হইতে সুমধুর 'বাণী ও হাসি' যেন আজও হাসনপুর গ্রাম নামের মাধ্যমে প্রকাশিত হইতেছেন।

সহোলী :—রামগড় হইতে এক কিঃ মিঃ উত্তরে সহোলী গ্রাম অবস্থিত।

শ্রীব্রজমণ্ডলের পূর্ব্বাংশ লীলা

পঞ্চম অধ্যায়

মারব গ্রাম

জৈদপুরা হইতে তিন কিঃ মিঃ পশ্চিমে মারব গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামখানি আলিগড় জেলায় হইলেও ব্রজের উত্তর সীমানা শ্রীযমুনার তটে অবস্থিত। গ্রামের মধ্যভাগে পাহাড়ের উপরে শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষির সমাধি বিরাজিত। এই গ্রামে শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষি শ্রীকৃষ্ণ ভজনে সদা সর্ব্বদা মগ্ন থাকিতেন। ঋষির নামানুসারে গ্রামের নাম মারব বলিয়া পরিচিত।

রামঘঢ়ী :—মারব হইতে দেড় কিঃ মিঃ পশ্চিমে রামঘঢ়ী অবস্থিত।

রায়পুর :— ধিদম হইতে তুই কিঃ মিঃ এবং পখোদনা হইতে দেড় কিঃ মিঃ দূরে রায়পুর গ্রাম অবস্থিত। শ্রীযমুনার তটে অত্যন্ত মনোরম স্থান। গ্রামে শ্রীনাগাবাবা আশ্রম এবং শ্রীদাউজী মন্দির বিরাজিত।

জেদপুরা :—মারব হইতে তিন কিঃ মিঃ পূর্ব্বভাগে জেদপুরা গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দির এবং শ্রীমহাদেব মন্দির বিরাজিত।

ভমরোলা :—জেদপুরা হইতে আড়াই কিঃ মিঃ পূর্ব্বভাগে ভমরোলা গ্রাম অবস্থিত।

খাজপুর :—মনিগঢ়ী হইতে তুই কিঃ মিঃ উত্তরে খাজপুর গ্রাম অবস্থিত।

মানাগঢ়ী :—খাজপুর হইতে এক কিঃ মিঃ উত্তরে মানগঢ়ী অবস্থিত।

অভয়পুর :—মানগঢ়ী হইতে এক কিঃ মিঃ পূর্ব্বভাগে অভয়পুরা গ্রাম অবস্থিত।

চাঁদপুর খর্দ :—মডআকা হইতে এক কিঃ মিঃ উত্তর ভাগে চাঁদপুর খর্দ অবস্থিত।

ভর্তিয়াকা :—চাঁদপুর খুর্দ হইতে অর্দ্ধ কিঃ মিঃ পূর্ব্বভাগে ভর্তিয়াকা অবস্থিত।

বিডোলী :—দিলুপট্টী হইতে অর্দ্ধ কিঃ মিঃ উত্তরে বিডোলী অবস্থিত।

দিলুপট্টী :—কোলানা হইতে অর্দ্ধ কিঃ মিঃ উত্তরে দিলুপট্টী অবস্থিত।

বঘাই :—কোলানা হইতে এক কিঃ মিঃ পূর্ব্বভাগে বঘাই অবস্থিত।

ধিদম :—রায়পুর হইতে অর্দ্ধ কিঃ মিঃ পূর্ব্বভাগে ধিদম গ্রাম অবস্থিত।

নানাকপুর :— ধিদম্ হইতে এক কিঃমিঃ পূর্ব্বে এবং রায়পুর হইতে দেড় কিঃমিঃ পূর্ব্বে নানকপুর গ্রাম অবস্থিত।

তিলকাঘঢ়ী :—নানকপুর হইতে এক কিঃ মিঃ উত্তরে তিলকাঘঢ়ী অবস্থিত। গ্রামে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের মন্দির বিরাজিত। প্রাচীন কালে এই গ্রামে এক পরম বৈষ্ণব বসবাস করিতেন, তাঁহার ভজন প্রভাবে গ্রামের সকল ব্রজবাসি নিত্য তিলক ধারণ করিয়া নিজ নিজ কার্য্যে রত হইতেন। সেই মহত্মার ভজন প্রভাবে গ্রামের নাম তিলকাঘঢ়ী বলিয়া পরিচিত।

মনিঘঢ়ী :—তিলকাঘঢ়ীর পূর্ব্বভাগে মণিঘঢ়ী অবস্থিত। তিলকাঘঢ়ীতে যে মহত্মা বসবাস করিতেন তিনি এইস্থানে এক মণি প্রাপ্ত হইয়া, ভজনে বিঘ্ন হইবে মানে করিয়া শ্রীযমুনার জলে বিসর্জন দিয়াছিলেন, সেইজন্য এইস্থানের নাম মনিগঢ়ী। গ্রামে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মন্দির বিরাজিত।

ফিরোজপুর :—নোহঝীল হইতে চার কিঃ মিঃ পশ্চিমে ফিরোজপুর গ্রাম অবস্থিত।

মেরই :—ফিরোজপুর হইতে দেড় কিঃ মিঃ উত্তরে মেরই গ্রাম অবস্থিত।

ভগত মকরেতিয়া :—মেরই হইতে এক কিঃ মিঃ উত্তরে ভগতমকরেতিয়া অবস্থিত।

মুসমনা :—মনিঘড়ি হইতে সাড়েতিন কিঃ মিঃ এবং নানকপুর হইতে তিন কিঃ মিঃ উত্তরে মুসমনা গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রসীদ্ধ মন্দির বিরাজিত।

রামগঢ়ী :—মডআকা হইতে এক কিঃ মিঃ পূর্ব্বভাগে রামগঢ়ী অবস্থিত।

মদারামগঢ়ী :—জাফরপুর হইতে এক কিঃ মিঃ উত্তরে মদারামগঢ়ী অবস্থিত।

কোলানা :—নোহঝীল হইতে দুই কিঃ মিঃ উত্তরে কোলানা গ্রাম অবস্থিন। বাজনা হইতে তিন কিঃ মিঃ এবং মনিগঢ়ী হইতে ছয় কিঃ মিঃ দূরে এই গ্রাম অবস্থিত।

নুরপুর :—কোলানা হইতে দেড় কিঃ মিঃ উত্তর-পশ্চিমাংশে নুরপুর গ্রাম অবস্থিত।

অবাখেড়া :—অভয়পুরা হইতে অর্দ্ধ কিঃ মিঃ পূর্ব্বভাগে অবাখেড়া গ্রাম অবস্থিত।

বুদমানা :—মডআকা হইতে দেড় কিঃ মিঃ দক্ষিণে বুদমানা গ্রাম অবস্থিত।

লাগা :—ফসীদপুরের পূর্ব্বভাগে লাগা অবস্থিত।

ফসীদপুর :—মুসমনা হইতে দুই কিঃ মিঃ উত্তরে ফসীদপুর গ্রাম অবস্থিত।

সিগোনী :—মডআকা হইতে এক কিঃ মিঃ পশ্চিমে সিগোনী অবস্থিত।

মডআকা :—মানাঘঢ়ী হইতে দেড় কিঃ মিঃ দক্ষিণে মডআকা অবস্থিত।

ইনায়েতগড় :—নৈঝীল হইতে তিন কিঃ মিঃ দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে ইনায়েতগঢ় অবস্থিত।

আরামিকরণ হিন্দুপট্টী :—ইনায়েতগড় হইতে অর্দ্ধ কিঃ মিঃ উত্তরে আরামিকরণ হিন্দুপট্টী অবস্থিত।

লানাকাসবা :—নৈঝীল হইতে এক কিঃ মিঃ পশ্চিমে লানাকাসবা অবস্থিত।

লনা মকদ্দমপুর :—লানা কাসবা হইতে অর্দ্ধ কিঃ মিঃ পশ্চিমে লানামকদ্দমপুর অবস্থিত।

বাজনা

ভূতঘট্টীর সঙ্গে, কটেলিয়া হইতে তিন কিঃমিঃ এবং মণিঘড়ি হইতে নয় কিঃমিঃ দূরে বাজনা গ্রাম অবস্থিত। কোন একদিন এইস্থানে এক নৃত্যসভার আয়োজন করিলে, শ্রীদাম, সুদামাদি সখাগণ মৃদঙ্গ'তার যন্ত্রাদি বাজাইতে থাকেন। সরস্বতীদেবী বিভিন্ন রাগরাগিণীর মাধ্যমে গান গাইতে থাকেন এবং শ্রী-রাধাকৃষ্ণকে অপরূপ এক সিংহাসনে বসাইয়া শ্রীমতীললিতা-বিশাখাদি সখীগণ চতুর্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতে থাকেন। তাহাতে শ্রীরাধাকৃষ্ণ খুবই প্রসন্ন হইয়াছেন। সেইজন্য বর্তমানে এইস্থানের নাম বাজনা বলিয়া পরিচিত। অদ্যাবধি এইস্থানে সেইরূপ লীলা হইয়া থাকেন।

আমি ইংরাজী ১৯৯০ সালে শ্রীব্রজমণ্ডল দর্শনের জন্য বাহির হইয়া এই গ্রামে শ্রীদাউজী মন্দিরে উপস্থিত হই। মনে করি দিপ্রহরে বিশ্রাম করিয়া বিকালে যাত্রা করিব কিন্তু মন্দিরের পূজারী বলিলেন না, আজ কোন প্রকারে চলিতে দিব না। আজ হইতে সাতদিন ব্যাপি শ্রীবৃন্দাবন হইতে রাসমণ্ডলী আগমন করিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের রাসাদি লীলা প্রকাশ করিবেন। আমি কেবল সেইদিন রাত্রে শ্রীকৃষ্ণের অপরূপ লীলা দর্শন করিয়া পরদিন প্রভাতে শ্রীব্রজমণ্ডল দর্শনের জন্য যাত্রা করি। গ্রামে শ্রীদাউজী মন্দির, শ্রীঅনন্তশেষ মন্দির, শ্রীমহাদেবজীউর মন্দির বিরাজিত।

সদীকপুর :—বাজনা হইতে দেড় কিঃ মিঃ দক্ষিণে সদীকপুর গ্রাম অবস্থিত।

লালপুর :- সদীকপুর হইতে এক কিঃ মিঃ দক্ষিণে লালপুর গ্রাম অবস্থিত।

সলাকা :—পরসৌলী হইতে এক কিঃ মিঃ পূর্ব্বভাগে সলাকা গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীহনু-মানজীউ এবং শ্রীরামসীতা মন্দির বিরাজিত।

পরসৌলী :—বাজনা হইতে দুই কিঃ মিঃ দক্ষিণে কিঞ্চিৎ পশ্চিম দিশায় পরসৌলী গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে প্রসিদ্ধ শ্রীকাত্যায়নীদেবী মন্দির দর্শনীয়।

নোসেরপুর :—পরসৌলী হইতে দেড় কিঃ মিঃ পশ্চিমে নোসেরপুর অবস্থিত।

মুবারিকপুর :—নোসেরপুর হইতে এক কিঃ মিঃ দক্ষিনে মুবারিকপুর অবস্থিত।

কানেকা :—ভর্তিয়কা হইতে দেড় কিঃ মিঃ পূর্ব্বভাগে কানেকা গ্রাম অবস্থিত।

নবীপুর :—কানেকা হইতে এক কিঃ মিঃ পূর্ব্বভাগে নবীপুর অবস্থিত।

সেউপট্টী :—বঘাই হইতে এক কিঃ মিঃ পূর্ব্বভাগে সেউপট্টী অবস্থিত।

মূড়ালীয়া :—দিলুপট্টী হইতে এক কিঃ মিঃ পশ্চিমভাগে মুড়ালীয়া অবস্থিত।

দিলুপট্টী :—বাজনা হইতে অর্দ্ধ কিঃ মিঃ পশ্চিমে দিলুপট্টী অবস্থিত।

নোহঝীল

দেদনা হইতে দুই কিঃ মিঃ উত্তরে এবং রায়পুর হইতে ১২.২০ কিঃ মিঃ দূরে নোহঝীল গ্রাম

অবস্থিত। গ্রামে প্রসিদ্ধ শ্রীহনুমানজীউর বিড়াট মন্দির দর্শনীয়। ইহা ছাড়া শ্রীমহাদেবজীউ, শ্রীরাধা-কৃষ্ণ মন্দির বিরাজিত। ঝিল কথাটার অর্থ হইল লম্বাধরণের জলাশয় বিশেষ। শ্রীযমুনা বাঁকা বাঁকা ভাবে শ্রীব্রজধামের উপরে প্রবাহিত। সেইজন্য শ্রীযমুনার ঝিল এইস্থান হইতে অনেক দূরে প্রবাহিত অর্থাৎ এইস্থানে কোন ঝিল নাই এইরূপ আলোচনা করিতে থাকিলে গ্রামের নাম নোঝীল বলিয়া পরিচিত হইতেছেন। শ্রীনোঝীলের পার্শ্বে পথরপুর বিরাজিত।

জাফরপুর :—কয়লানো হইতে দুই কিঃ মিঃ এবং নোহঝীল হইতে দুই কিঃমিঃ পশ্চিমে কিঞ্চিৎ উত্তর দিশায় জাফরপুর গ্রাম অবস্থিত।

বসাউ :—শ্রীছিনপাহাড়ী গ্রাম হইতে তিন কিঃ মিঃ পশ্চিমে বসাউ গ্রাম অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ ছীনপাহাড়ী হইতে দুধ-দধি লুঠ করিয়া এইস্থানে শ্রীযমুনার তটে বসিয়া গোপবালকগণ সঙ্গে ভোজন করিয়াছিলেন। সেইজন্য এইস্থানের নাম বসাউ বলিয়া পরিচিত।

দৌলতপুর :—ছীনপাহাড়ী হইতে দুই কিঃ মিঃ পশ্চিমে দৌলতপুর গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীমহাদেব মন্দির বিরাজিত।

খাপতগঢ় :—দৌলতপুর হইতে এক কিঃ মিঃ উত্তরে খাপতগঢ় গ্রাম অবস্থিত।

মঙ্গলখোহ :—খাপতগড় হইতে অৰ্দ্ধ কিঃ মিঃ পূৰ্ব্বভাগে মঙ্গলখোহ অবস্থিত।

ছীনপাহাড়ী

নোহঝীল হইতে চার কিঃ মিঃ দক্ষিণে কিঞ্চিৎ পশ্চিম দিশায় ছীনপাহাড়ী গ্রাম অবস্থিত। ছীন-পাহাড়ী গ্রামের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতামত—

প্রথমত :—শ্রীকৃষ্ণ কোন এক গোপীর নিকট হইতে দুধ-দই ছিন করিয়া অর্থাৎ লুঠ করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই জন্য এই গ্রামের নাম ছীনপাহাড়ী।

দ্বিতীয়ত :—ছিপিয়া কথাটার অর্থ হইল যাহারা ছাফাই অর্থাৎ পরিষ্কারাদির কাজ করেন। এই ছিপি জাতীর লোকেরা পূৰ্ব্বে এই গ্রামে অধিক পরিমাণে বসবাস করিতেছিলেন সেইজন্য গ্রামের নাম ছীনপাহাড়ী বলিয়া পরিচিত। গ্রামে শ্রীবিহারীজীউর মন্দির এবং কুণ্ড দর্শনীয়।

বাঘরী

নোহঝীল হইতে আড়াই কিঃ মিঃ দক্ষিণে বাঘরী গ্রাম অবস্থিত। একদিন সখাগণ এই অরণ্যে ক্রিড়া করিতে থাকিলে হঠাৎ এক বাঘ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন ভয়ে সখাগণ বাঘরে বাঘরে বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে সখাগণের চিৎকার শুনিয়া কোথায় হইতে গ্রামবাসিগণ লাঠি-বল্লম ইত্যাদি লইয়া হৈ-রৈ-শব্দে আগমন করিতে থাকিলে, বাঘ ভয়ে পলায়ন করিলেন, সেইজন্য গ্রামের নাম বাঘরী বলিয়া বিখ্যাত।

মরহেলা :—বাঘরী হইতে এক কিঃমিঃ পশ্চিমে মরহেলা গ্রাম অবস্থিত।

দেদনা :—নোহঝীল হইতে দুই কিঃ মিঃ পশ্চিমে দেদনা গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীমহাদেব মন্দির বিরাজিত।

মকদ্দমপুর :—নোহঝীল হইতে এক কিঃ মিঃ দূরে মকদ্দমপুর গ্রাম অবস্থিত।

বরোঠ : সলাকা গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিমভাগে বরোঠ গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীমহাদেবজীউ বিরাজিত। বরোঠ বাঙ্গরের পশ্চাৎভাগে শ্রীযমুনার তটে বরোঠ খাদর অবস্থিত।

পিতোরা :—বাকরো হইতে আড়াই কিঃমিঃ এবং বরোঠ হইতে দেড় কিঃ মিঃ দক্ষিণে পিতোরা গ্রাম অবস্থিত।

মীরপুর :—পিতোরা হইতে এক কিঃ মিঃ দক্ষিণে মীরপুর গ্রাম অবস্থিত।

বেনুয়া :—পিতোরা হইতে এক কিঃমিঃ পশ্চি ম বেনুয়া অবস্থিত। এই শ্রীযমুনার তটে শ্রীকৃষ্ণ একদা বেণু বাদন করিয়া গোপীগণের মন হরণ করিয়াছিলেন। সেইজন্য এইস্থানের নাম বেণুয়া নামে পরিচিত।

লকতোরী :—সুরীর হইতে এক কিঃ মিঃ উত্তরে লকতোরী গ্রাম অবস্থিত।

তেহরা :—লকতোরী হইতে দুই কিঃ মিঃ পূর্ব্বভাগে তেহরা গ্রাম অবস্থিত।

সিকন্দরপুর :—সুলতানপুর হইতে দুই কিঃ মিঃ পূর্ব্বভাগে সিকন্দরপুর গ্রাম অবস্থিত।

জরেলিয়া :—পিতোরা হইতে দেড় কিঃ মিঃ পূর্ব্বভাগে জরেলীয়া গ্রাম অবস্থিত।

বাকলপুর :—জরেলীয়া হইতে দুই কিঃ মিঃ উত্তরে বাকলপুর গ্রাম অবস্থিত।

সেদপুর :—বরোঠ হইতে দুই কিঃ মিঃ পূর্ব্বভাগে সেদপুর গ্রাম অবস্থিত।

সুরীর :—সুলতানপুর হইতে দুই কিঃ মিঃ দক্ষিণে সুরীর গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মন্দির এবং শ্রীহনুমান মন্দির বিরাজিত।

রাজাগঢ়ী :—সুরীর হইতে দুই কিঃ মিঃ দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশে রাজাগঢ়ী অবস্থিত।

বিজাউ :—সুরীর হইতে এক কিঃ মিঃ পূর্ব্বদিকে বিজাউ গ্রাম অবস্থিত।

নগলা মোজী :—সুরীর হইতে এক কিঃমিঃ পশ্চিমে নগলা মোজী শ্রীযমুনার তটে অবস্থিত।

সুলতানপুর :—মীরপুর হইতে দুই কিঃ মিঃ দক্ষিণে সুলতানপুর গ্রাম অবস্থিত। মীরপুর হইতে এক কিঃ মিঃ দক্ষিণে সুলতানপুর বাঙ্গর অবস্থিত। গ্রামে শ্রীদূর্গাদেবী মন্দির বিরাজিত।

বৈকুণ্ঠপুর :—সরকোরিয়া হইতে অর্দ্ধ কিঃ মিঃ দূরে বৈকুণ্ঠ তীর্থ অবস্থিত। এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণ সখাগণকে বৈকুণ্ঠধাম দর্শন করাইয়াছিলেন।

ইরোলী :—টেটীগ্রাম হইতে দুই কিঃ মিঃ পশ্চিমে ইরোলী গুজর গ্রাম অবস্থিত।

শ্যামলী :—টেটীগ্রাম হইতে তিন কিঃ মিঃ পশ্চিমে শ্যামলী গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মন্দির বিরাজিত।

ওহবা :—সুরীর হইতে ৪'১০ কিঃ মিঃ পশ্চিমে ওহবা গ্রাম অবস্থিত।

বিধৌলী :—ওহবা হইতে এক কিঃ মিঃ উত্তরে বিধৌলী গ্রাম অবস্থিত।

টেটিগ্রাম :—মাঁঠ হইতে এগার কিঃ মিঃ উত্তরে এবং পরসেতিগড়ি হইতে দুই কিঃ মিঃ দূরে টেটীগ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীমহাদেবজীউ, শ্রীহনুমানজীউ এবং কুণ্ড দর্শনীয়। এই টেটীগ্রামের মধ্যে অকবরপুর এবং ডডীসরা গ্রাম অবস্থিত।

সরকোরিয়া

ডডীসরা হইতে এক কিঃ মিঃ উত্তরে সরকোরিয়া গ্রাম অবস্থিত। একদিন সখাগণসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বনে আগমন করিয়াছেন, সেই সময় সখাগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—হে বন্ধু আমাদের বড় ক্ষুধা লাগিয়াছে কিছু দুধের ব্যাবস্থা করিতে পারিলে ভাল হয় এইকথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে সখাগণের চতুর্দিকে দুধের হাড়ি আসিয়া জমা হইতে থাকে। দুধ এত বেশী পরিমানে উপস্থিত হইল যে তাহাদের আহারের পরেও অধিক দুধ থাকিয়া যাইবে সেইজন্য দুধ হইতে মাখন, কেহ দুধ হইতে স্বর (মালাই) ইত্যাদি তৈরী করিতে লাগিলেন। দুধের স্বর রাখিবার পাত্র না পাইয়া মটিতে জমা করিতে লাগিলেন। এইদিকে কিছু সখা মনানন্দে মাটি হইতে স্বর কুড়ীয়ে কুড়ীয়ে খাইতে লাগিলেন। সেই মনানন্দকে স্মরণ করিবার জন্য গ্রামের নাম স্বরকোরিয়া বলিয়া বিখ্যাত।

হরনোল :—টেটীগ্রাম হইতে তিন কিঃ মিঃ দক্ষিণে হরনোল গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীদাউজী মন্দির, শ্রীমহাদেব এবং শ্রীহনুমান মন্দির বিরাজিত। এই গ্রামকে বর্তমানে হিণ্ডোল বলিয়া থাকেন।

ইরোলী :—হরনোল হইতে অর্দ্ধ কিঃ মিঃ পূর্ব্বভাগে ইরোলী গ্রাম অবস্থিত।

বিলেন্দপুর :—হরনোল হইতে অর্দ্ধ কিঃ মিঃ পশ্চিমে বিলেন্দপুর অবস্থিত।

মীরতানা :—ভদ্রবন হইতে এক কিঃ মিঃ পূর্ব্বভাগে মীরতানা গ্রাম অবস্থিত।

নসীটী :—হিণ্ডোল হইতে দেড় কিঃ মিঃ দক্ষিণ পার্শ্বে নসীটী গ্রাম অবস্থিত।

নগলা শ্যাম :—নসীটী হইতে অর্দ্ধ কিঃ মিঃ পূর্ব্বভাগে নগলা শ্যাম অবস্থিত।

শ্রীভাণ্ডীরবন

শ্রীমাঠবন হইতে দুই কিঃ মিঃ উত্তর পূর্ব্বাংশে এবং শ্রীভদ্রবন হইতে দুই মাইল দক্ষিণে ও শ্রী-যমুনার পূর্ব্বতীরে অবস্থিত। এইস্থানে শ্রীভাণ্ডীরকুণ্ড নামান্তর অভিরাম কুণ্ড, শ্রীদামচন্দ্রজী, শ্রীভাণ্ডীরবট, শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দির শ্রীবেণুকূপ এবং ভাণ্ডীরবটের পশ্চাৎ ভাগে শ্রীবংশীবট, শ্রীনিতাই-গৌর এবং শ্রীরাধা-কৃষ্ণ মন্দির দর্শনীয়। এই শ্রীভাণ্ডীরবট দর্শন মাত্রে মানবের গর্ভযাতনা ঘুচিয়ে যায়।

—: তথাহি আদিবরাহে দৃষ্ট হয় :—

একাদশন্ত ভাণ্ডীরং যোগিনাং প্রিয়মুত্তমম্। তস্য দর্শনমাত্রেণ নরো গর্ভং ন গচ্ছতি॥
ভাণ্ডীরং সমনুপ্রাপ্য বনানাং বনমুত্তমম্। বাসুদেবং ততো দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥

তস্মিন্ ভাণ্ডীরকে স্নাতো নিয়তো নিয়তাশনঃ। সর্বপাপবিনির্মুক্ত ইন্দ্রলোকং স গচ্ছতি ॥

অনুবাদ ঃ ভাণ্ডীর-নামক একাদশ বন উত্তম ও যোগিগণ প্রিয়। ভাণ্ডীরের দর্শনমাত্রে লোক আর গর্ভে প্রবিষ্ট হয় না। সকলবন—মধ্যে উত্তম বন ভাণ্ডীরে গমন করিয়া তথায় বাসুদেব দর্শন করিলে লোকের আর পুনর্জন্ম হয় না। সে—ব্যক্তি সংযতেন্দ্রিয় ও সংযতাহারী হইয়া সেই ভাণ্ডীরে স্নান-পূর্ব্বক সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া থাকে।

শ্রীমতীরাধারাণীর বিবাহ

—ঃ তথাহি শ্রীগর্গসংহিতায়াং গোলোকখণ্ডম্ ঃ—

শ্রীনারদ উবাচ—

গাশ্চারয়ন্নন্দনমঙ্কদেশে সংলালয়ন্ দরতমং সকাশাৎ।
কলিন্দজাতীরসমীরকম্পিতং নন্দোঽপি ভাণ্ডীরবনং জগাম্ ॥

অনুবাদ ঃ—শ্রীনারদ বলিলেন—একদা নন্দ নিজক্রোড়ে বালককে লইয়া গো-গণকে চরাইতে চরাইতে নিজাবাসের দূরদেশে শীতল সমীরণকম্পিত যমুনাতীরস্থ ভাণ্ডীরবনে গমন করিলেন।

কৃষ্ণেচ্ছয়া বেগতরোঽথ বাতোঘনৈরভূন্মেদুরমম্বরঞ্চ।
তমালনীপদ্রুমপল্লবৈশ্চ পতিদ্ভিরেজম্ভিরতীবভীকৈঃ ॥
তদান্ধকারে মহতি প্রজাতে বালে রুদত্যঙ্কগতেঽতিভীতে।
নন্দো ভয়ং প্রাপ শিশুংস বিভ্রদ্ধরিং পরেশং শরণং জগাম ॥

অনুবাদ ঃ—তখন কৃষ্ণের ইচ্ছায় প্রবল বায়ু বহিতে লাগিল; ঘন মেঘে নভোমণ্ডল স্নিগ্ধ হইল; তমাল ও কদম্ব প্রভৃতি তরুপল্লব পতিত হওয়ায় সে বন অতি ভীষণ ভাব ধারণ করিল। তখন বন অত্যন্ত অন্ধকারময় হইল, বালক নন্দের ক্রোড়ে ভয়ে ক্রন্দন করিতে লাগিল; শ্রীনন্দও ভয় পাইলেন, তিনি শিশুকে ধারণ করিয়া পরেশ হরির শরণ লইলেন।

তদৈব কোট্যর্কসমূহদীপ্তিরাগচ্ছতীবাচলতী দিশাসু।
বভূব তস্যাং বৃষভানুপুত্রীং দদর্শ রাধাং নবনন্দরাজঃ ॥

অনুবাদ ঃ— সূর্য্যতেজ যেমন সর্ব্বদিকে বিচ্ছুরিত হয় তদ্রূপ প্রদীপ্ত কোটি অর্কতেজ সদৃশ এক দীপ্তরাগ তথায় সর্ব্বত্র পরিব্যপ্ত হইল; নন্দরাজ তখনই সেই তোজোমধ্যে বৃষভানুনন্দিনী শ্রীমতীরাধারাণীকে দর্শন করিলেন।

কোটীন্দুবিম্বদ্যুতিমাদধানাং নীলাম্বরং সুন্দরমাদিবর্ণম্।
মঞ্জীরধীরধ্বনিনূপুরাণামাবিভ্রতীং শব্দমতীব মঞ্জুম্ ॥
কাঞ্চীকলাকঙ্কণশব্দমিশ্রাং হারাঙ্গুলীয়াঙ্গদবিস্ফুরন্তীম্।
শ্রীনাসিকামৌক্তিকহংসিকাভিঃ শ্রীকণ্ঠচূড়ামণিকুণ্ডলাঢ্যাম্ ॥

অনুবাদ ঃ—রাধা শত শশধরের কান্তি ধারণ করিয়াছেন ; সুন্দর ও গাঢ় নীলবর্ণের বসন পরিয়াছেন, অতি ধীর মধুরধ্বনি মঞ্জীরযুক্ত নূপুর পায়ে দিয়াছেন। তিনি শব্দায়মান উত্তম কাঞ্চী, কঙ্কণ এবং হার অঙ্গদ ও অঙ্গুরীয়ক ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার নাসিকায় সুশুভ্র মৌক্তিক, কণ্ঠে শ্রীকণ্ঠ, মস্তকে চূড়ামণি এবং কর্ণে কুণ্ডল শোভিত হইয়াছে।

তত্তেজসা ধর্ষিত আশু নন্দো ন ত্বাথ তামাহ কৃতাঞ্জলিঃ সন্ ।
অয়ন্ত সাক্ষাৎ পুরুষোত্তমস্ত্বং প্রিয়াসি মুখ্যাসি সদৈব রাধে ॥
গুপ্তং ত্বিদং গর্গমুখেন বেদ্মি গৃহাণ রাধে নিজনাথমঙ্কাৎ ।
এনং গৃহং প্রাপয় মেঘভীতং বদামি চেত্থং প্রকৃতেগুর্ণাঢ্যম্ ॥

অনুবাদ ঃ—শ্রীনন্দ তাঁহার তেজে ধর্ষিত হইয়া তৎক্ষণাৎ কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণামপূর্ব্বক তাহাকে বলিলেন,—এই ত আমার ক্রোড়স্থ শিশু সাক্ষাৎ পুরুষোত্তম ; আর তুমি তাহার সর্ব্বদা প্রধানা প্রিয়-কারিণী ; হে রাধে ! অমি গর্গমুখে গুপ্তভাবে ইহা শুনিয়াছি ; অতএব আমার ক্রোড় হইতে নিজনাথকে গ্রহণ কর। এই বালক মেঘ হইতে ভীত হইতেছে, ইহাকে গৃহে লইয়া যাও ; এই বালক সম্প্রতি মায়াগুণ যুক্ত, তাই এইরূপ বলিতেছি।

তথাস্তু চোক্ত্বাঽথ হরিং করাভ্যাং জগ্রাহ রাধা নিজনাথমঙ্কাৎ।
গতেঽথ নন্দে প্রণতে ব্রজেশে তদাহি ভাণ্ডীরবনং জগাম্ ॥

অনুবাদ ঃ—অনন্তর শ্রীরাধা 'তাহাই হউক' বলিয়া শ্রীনন্দমহারাজের ক্রোড় হইতে নিজ প্রিয় হরিকে কর দ্বারা গ্রহণ করিলেন। অতঃপর ব্রজরাজ নন্দ প্রণাম পুরঃসর গমন করিলে রাধা তখনই ভাণ্ডীরবনে প্রবেশ করিলেন।

গোলোকলোকাচ্চ পুরা সমাগতা ভূমির্নিজং স্বং বপুরাদধানা।
যা পদ্মরাগাদিখচিৎসুবর্ণং বভূব সা তৎক্ষণমেব সর্ব্বম্ ॥
বৃন্দাবনংদিব্যবপুর্দ্দধানং বৃক্ষৈর্ব্বরৈঃ কামদুঘৈঃ সহৈব ।
কলিন্দপুত্রী চ সুবর্ণসৌধৈঃ শ্রীরত্নসোপানময়ী বভূব ॥
গোবর্দ্ধনো রত্নশিলাময়োঽভূৎ সুবর্ণশৃঙ্গৈঃ পরিতঃ স্ফুরদ্ভিঃ ।
মত্তালিভির্নির্ঝরসুন্দরীভির্দ্দরীভিরুচ্চাঙ্গকরীব রাজন্ ॥
তদা নিকুঞ্জোঽপি নিজং বপুর্দ্দধৎ সভাযুতং প্রাঙ্গণদিব্যমণ্ডপম্ ।
বসন্তমাধুর্য্যধরং মধুব্রতৈর্ময়ূরপারাবতকোকিলধ্বনিম্ ॥
সুবর্ণরত্নাদিখচিদ্বটৈর্বৃতং পতৎপতাকাবলিভির্ব্বিরাজিতম্ ।
সরঃস্ফুটদ্ভির্ভ্রমরাবলীঢ়িতৈর্ব্বিচর্চ্চিতং কাঞ্চনচারুপঙ্কজৈঃ ॥
তদৈব সাক্ষাৎ পুরুষোত্তমোত্তমো বভূব কৈশোরবপুর্ঘনপ্রভঃ ।
পীতাম্বরঃ কৌস্তুভরত্নভূষণো বংশীধরো মন্মথরাশিমোহনঃ ॥

ভুজেন সংগৃহ্য হসন্ প্রিয়াং হরির্জ্জগাম মধ্যে সুবিবাহমণ্ডপম ।
বিবাহসম্ভারযুতঃ সমেখলং সদর্ভমদ্‌বারিঘটাদিমণ্ডিতম্ ॥

অনুবাদ :—ভূমিদেবী স্বদেহ ধারণ করিয়া গোলোক হইতে পূর্ব্বেই আগমন করিয়াছিলেন। তিনি সেখানেও যেমন পদ্মরাগাদি রত্ন ও সুবর্ণমণ্ডিত ছিলেন, এখানে আসিয়াও তৎক্ষণাৎ তদ্রূপ হইয়া গেলেন। বৃন্দাবন দিব্যদেহ ধারণ করিয়া অভিলাষিত প্রদ উত্তম উত্তম তরুনিকরসহকারে প্রতিভাত হইলেন; যমুনা রত্ন সোপানময়ী ও বহু সুবর্ণ অট্টালিকায় শোভিত হইলেন; গিরি-গোবর্দ্ধন রত্ন শিলাময়, সর্ব্বদিকে উজ্জ্বল ও সুবর্ণ শৃঙ্গসমন্বিত হইলেন; হে রাজন্! মদোন্মত্ত ভ্রমর ও নির্ঝরিণী যুক্ত সুন্দর গুহা দ্বারা ঐ গিরি যেন উন্নতাঙ্গ মাতঙ্গের ন্যায় প্রতিভাত হইল। তখন লতাপত্রাদিময় নিকুঞ্জ ও সভা অঙ্গন ও মণ্ডপাদি নিজ নিজ আকার ধারণ করিল, বসন্ত মাধুর্য্য বিস্তৃত হইল, মধুকর, ময়ূর, পারাবত ও কোকিলকুল ধ্বনি করিল, সুবর্ণ রত্নাদিভূষিত ভটগণে পরিবৃত হইয়া পতপত শব্দায়মান পতাকাবলী দ্বারা নিকুঞ্জবন পরিশোভিত হইল, সরোবরে মনোহর স্বর্ণকমল সকল প্রস্ফুটিত হইল, তাহাতে মধুকরনিকর গুণ্ গুণ্ রবে পতিত হইয়া পুষ্পপরাগের আস্বাদন গ্রহণ করিল; আর তখনই সাক্ষাৎ পুরুষোমত্ত হরি কৈশোর দেহ ধারণ করিলেন। তিনি পীতাম্বর কৌস্তুভরত্ন-ভূষিত বংশীধারী ও অগনিতমদন-মোহনমূর্ত্তি হইলেন এবং প্রিয়াকে করদ্বয়ে গ্রহণ করিয়া হাসিতে হাসিতে সুন্দর বিবাহমণ্ডল মধ্যে প্রবেশ করিলেন! মেখলা, কুশ ও জলপূর্ণকুম্ভ প্রভৃতি বিবাহোচিত দ্রব্যসম্ভারে মণ্ডপ পরিপূর্ণ ছিল।

তত্রৈব সিংহাসনউদ্গতে বরে পরস্পরং সম্মিলিতৌ বিরেজতুঃ ।
পরং ব্রুবন্তৌ মধুরঞ্চ দম্পতী স্ফুরৎপ্রভৌ খে চ তড়িদ্‌ঘনাবিব ॥
তদাম্বরাদ্দেবরো বিধিঃ প্রভুঃ সমাগতস্তস্য পরস্য সম্মুখে ।
নত্বা তদঙ্ঘ্রী উশতীগিরাভিঃ কৃতাঞ্জলিশ্চারুচতুর্ম্মুখো জগৌ ॥

অনুবাদ :—সেই স্থানেই এক উত্তম সিংহাসনে দম্পতি রাধাকৃষ্ণ মিলিত হইয়া পরস্পর মধুর আলাপ করতঃ উজ্জ্বল বিদ্যুৎযুক্ত মেঘের ন্যায় শোভিত হইতে লাগিলেন। তখন দৈববর প্রভু ব্রহ্মা আকাশপথে পরমপুরুষের সম্মুখে সমাগত হইলেন এবং তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে উজ্জ্বল বাক্যে চতুর্মুখে বক্ষ্যমাণ চারু বাক্য বলিতে লাগিলেন।

সদা পঠেদ্‌যো যুগলস্তবং পরং গোলোকধামপ্রবরং প্রয়াতি সঃ ।
ইহৈব সৌন্দর্য্যসমৃদ্ধিসিদ্ধয়ো ভবন্তি তস্যাপি নিসর্গতঃ পুনঃ ॥
যদা যুবাংপ্রীতিযুতৌ চ দম্পতী পরাৎপরৌ তাবনুরূপরূপিতৌ ।
তথাপি লোকব্যবহার সংগ্রহাদ্বিধিং বিবাহস্য তু কারয়াম্যহম্ ॥

অনুবাদ :—যে ব্যক্তি রাধাকৃষ্ণের পরম স্তব সতত পাঠ করে, তাহার সর্ব্বধামপ্রবর গোলোকে গতি হইয়া থাকে। আর ইহলোকে ও আপনা আপনি সৌন্দর্য্য, সমৃদ্ধি ও সিদ্ধিসমূহ লাভ হয়। আপনারা

পরাৎপর ও প্রীতিযুক্ত দম্পতি এবং পরস্পর অনুরূপ, তথাপি আমি লোকব্যবহার রক্ষার জন্য বিবাহ-বিধির অনুষ্ঠান করিব।

তদা স উত্থায় বিধির্হুতাশনং প্রজ্বাল্য কুণ্ডেস্থিতয়োস্তয়োঃ পুরঃ ।
শ্রুতেঃ করগ্রাহবিধিং বিধানতো বিধায় ধাতা সমবস্থিতোঽভবৎ ॥
স বাহয়ামাস হরিঞ্চ রাধিকাং প্রদক্ষিণং সপ্ত হিরণ্যরেতসঃ ।
ততশ্চ তৌ তে প্রণমহ্য বেদবিত্তৌ পাঠয়ামাস চ সপ্তমন্ত্রকম্ ॥

অনুবাদ :—তখন ব্রহ্মা উত্থিত হইয়া উপবিষ্ট রাধাকৃষ্ণের সম্মুখে কুণ্ড মধ্যে যথাবিধি অগ্নি প্রজ্বালন করিলেন এবং বৈদিক বিধি অনুসারে পাণি গ্রহণ ক্রিয়া সম্পাদন করাইয়া উপবিষ্ট হইলেন। বেদ-বিধিজ্ঞ ব্রহ্মা রাধাকৃষ্ণের সপ্তবার অগ্নি প্রদক্ষিণ ও তাঁহাদিগের দ্বারা প্রণাম করাইলেন এবং তারপর সপ্তমন্ত্র পাঠ করাইয়া বিবাহ বিধি সম্পন্ন করিলেন।

ততো হরের্ব্বক্ষসি রাধিকায়াঃ করঞ্চ সংস্থাপ্য হরেঃ করং পুনঃ ।
শ্রীরাধিকায়াঃ কিল পৃষ্ঠদেশকে সংস্থাপ্য মন্ত্রাংশ্চ বিধি প্রপাঠয়ন্ ॥
রাধাকরাভ্যাং প্রদদৌ চ মালিকাং কিঞ্জল্কিনীং কৃষ্ণগলেঽলিনাদিনীম্।
হরেঃ করাভ্যাং বৃষভানুজাগলে ততশ্চ বহ্নিং প্রণমহ্য বেদবিৎ ॥
সংবাসয়ামাস সুপীঠয়োশ্চ তৌ কৃতাঞ্জলী মৌনযুতৌ পিতামহঃ ।
তৌ পাঠয়ামাস তু পঞ্চমন্ত্রকং সমর্প্য রাধাঞ্চপিতেব কন্যকাম্ ॥

অনুবাদ :—অনন্তর ব্রহ্মা রাধিকার হস্ত কৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে এবং কৃষ্ণের হস্ত শ্রীরাধিকার পৃষ্ঠদেশে সংস্থাপন পূর্ব্বক মন্ত্রপাঠ করাইলেন। বেদজ্ঞ ব্রহ্মা রাধা-করদ্বয় দ্বারা কৃষ্ণের কণ্ঠে ও কৃষ্ণ-করদ্বয় দ্বারা রাধার গলে কেশরযুক্ত কমল-মাল্য প্রদান করাইয়া তাঁহাদের উভয়কেই অগ্নি প্রণাম করাই-লেন ; তখন তাঁহাদের গললগ্ন মালায় মধুকরগণ লগ্ন হইয়া সুমধুর বর করিয়াছিলেন। অনন্তর পিতামহ কৃতাঞ্জলি মৌনযুক্ত রাধাকৃষ্ণকে উত্তম আসনে উপবেশন করাইয়া পঞ্চ মন্ত্র পাঠ করাইলেন। পিতা যেমন বরকরে কন্যার্পণ করেন, পিতামহও তদ্রূপ করিয়া রাধাকে কৃষ্ণকরে অর্পণ করিলেন।

পুষ্পাণি দেবা ববৃষুস্তদা নৃপ বিদ্যাধরীভির্ন্নৃতুঃ সুরাঙ্গনাঃ ।
গন্ধর্ব্ববিদ্যাধরচারণাঃ কলং সকিন্নরাঃ কৃষ্ণসুমঙ্গলং জগুঃ ॥
মৃদঙ্গবীণামুরুযষ্টিবেণবঃ শঙ্খানকা দুন্দুভয়ঃ সতালকাঃ ।
নেদুর্মুহুর্দ্দেববরৈর্দ্দিবি স্থিতৈর্জ্জয়েত্যভূন্মঙ্গলশব্দমুচ্চকৈ; ॥

অনুবাদ : - হে নৃপ তখন দেবগণ পুষ্পবর্ষণ ও অমরনারীরা বিদ্যাধরীগণের সহিত নৃত্য করিলেন ; গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, চারণ ও কিন্নরগণ সুমধুর কৃষ্ণমঙ্গল গান করিল। মৃদঙ্গ, বীণা, তানপুর, বংশী, শঙ্খ, ঢক্কা ও দুন্দুভিবাদ্য তাললয়ে মুহুর্মুহু বাদিত হইল ; স্বর্গবাসী দেববরগণ উচ্চরবে মঙ্গলময় জয়শব্দ করিলেন।

ভদ্রবন

মাঁঠ হইতে সাত কিঃ মিঃ এবং বিজৌলী হইতে দেড় কিঃ মিঃ উত্তরে ভদ্রবন অবস্থিত। শ্রী-ভদ্রবন দ্বাদশ বনের অন্যতম ষষ্ঠ বন। এই উত্তম বনে গমন করিলে ভক্তগণ বন প্রভাবে নাগলোকে এবং স্বর্গলোকে গমন করিয়া থাকে। এই বন শ্রীরামকৃষ্ণের বিবিধ খেলা ও গোচারণ স্থল।

—: তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকরে :—

সুরুখুরু হৈতে করি' প্রভাতে গমন। শ্রীনিবাসে কহে,—এই দেখ 'ভদ্রবন'॥
কৃষ্ণপ্রিয় হয় ভদ্রবন-গমনেতে। নাকপৃষ্ঠ-লোক—প্রাপ্তি বন-প্রভাবেতে ॥

—: তথাহি শ্রীবরাহপুরাণে :—

অস্তি ভদ্রবনং নাম ষষ্ঠঞ্চ বনমুত্তমম্ ।
তত্র গত্বা চ বসুধে মদ্ভক্তো মৎপরায়ণঃ।
তদ্বনস্য প্রভাবেন নাগলোকং স গচ্ছতি॥

অনুবাদ :—ভদ্রবন নামক ষষ্ঠ উত্তম বন আছে। হে বসুধে! তথায় গমন করিলে আমার ভক্ত আমাতে একনিষ্ঠ হয় এবং সেই বনের প্রভাবে সেই ভক্ত নাগলোকে গমন করে।

বিজৌলী

মাঁঠ হইতে চার কিঃ মিঃ উত্তরে বিজৌলী গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামের পূর্ব্বনাম 'ছাহেরী'। ভাণ্ডীর বনে খেলার পরে শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম সখাগণ সঙ্গে এইস্থানে ছায়ায় বসিয়া ভোজন করিয়াছিলেন।

—: তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থ হইতেঃ—

সখাসহ শ্রীকৃষ্ণ ভাণ্ডীরে খেলাইয়া। ভুঞ্জে নানা সামগ্রী এ ছায়ারে বসিয়া ॥
এ হেতু 'ছাহেরী'—নাম গ্রাম এই হয়। যমুনা—নিকট স্থান দেখ শোভাময়॥

জাবরা :—নসীটি হইতে ছয় কিঃ মিঃ দক্ষিণে এবং মাঁঠ হইতে পাঁচ কিঃ মিঃ পূর্ব্বভাগে জাবরা গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীমহাদেবজীউ, শ্রীহনুমানজীউর মন্দির বিরাজিত।

মাঁঠ

বিজৌলী হইতে চার কিঃ মিঃ দক্ষিণে মাঁঠ গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামে অনেক ছোট বড় মাটি দ্বারা তৈরী বিভিন্ন প্রকারের মৃৎপাত্র তৈরী হইয়া থাকে সেইজন্য গ্রামের নাম মাঁঠ। দ্বিতীয়তঃ শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম সখাগন সঙ্গে এইস্থানে নিত্য গোচারণ লীলা করিয়া থাকেন সেইজন্য গ্রামের নাম মাঁঠবন। এই গ্রামে অদ্যাবধি শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের গোচারণ স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রামে শ্রীদাউজী মন্দির, শ্রীবেরুয়া বাবা আশ্রম, শ্রীমহাদেব মন্দির বিরাজিত। শ্রীবেরুয়া বাবা আশ্রম হইতে শ্রীযমুনার শোভা অত্যন্ত সুন্দর দর্শনীয়।

রাজাগঢ়ী :—মাঁঠ গ্রামের পশ্চাৎ ভাগে শ্রীযমুনার তটে রাজাগঢ়ী অবস্থিত।

ছাহরী :—বিজৌলী হইতে এক কিঃ মিঃ পশ্চিমে শ্রীযমুনার তটে ছাহরী গ্রাম অবস্থিত।

জাঙ্গিরপুর :—বেগমপুর হইতে অর্দ্ধ কঃ মিঃ পশ্চিমে জাঙ্গিরপুর গ্রাম অবস্থিত। জাঙ্গিরপুরে শ্রীবেলবন অবস্থিত।

বেগমপুর :—শ্রীযমুনার পূর্ব্বতটে,জাঙ্গিরপুর হইতে অর্দ্ধ কিঃমিঃ পূর্ব্বভাগে বেগমপুর অবস্থিত।

ডরহোলী :— বেগমপুর হইতে দুই কিঃ মিঃ উত্তরে ডরহোলী গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রী-মহাদেব মন্দির এবং শ্রীসীতারাম মন্দির বিরাজিত।

ভীম :—মাঁঠ হইতে তিন কিঃ মিঃ দক্ষিণে কিঞ্চিৎ পূর্ব্বদিশায় ভীম গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীমহাদেব মন্দির এবং শ্রীরামসীতা মন্দির বিরাজিত।

শ্রীবেলবন

মাঁঠ হইতে শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিলে রাস্তায় শ্রীযমুনা নদী পার হইতে হয়। তখন দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রীবেলবন অবস্থিত! শ্রীবৃন্দাবন হইতে দেড় কিঃ মিঃ উত্তরে বেলবন অবস্থিত। বেলবনে যাইতে হইলে প্রথমে শ্রীবৃন্দাবনস্থ কেশীঘাট হইতে শ্রীযমুনা পার হইয়া ঝাঙ্গেরপুর গ্রামে গমন করিবে। সেই গ্রামের পশ্চাৎভাগে শ্রীবেলবন অবস্থিত। বর্ত্তমানেও বেলবনে শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীকৃষ্ণ আরাধনায় রত, এইরূপ মূর্ত্তী মন্দিরে দর্শন হইয়া থাকে। পার্শ্বে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর বৈঠক বিরাজিত। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিয়া এই বন দর্শন করিয়াছিলেন।

ব্রজের শ্রীকৃষ্ণলীলা রস আস্বাদন করিতে হইলে শ্রীমতীরাধারাণীর অনুগত স্বীকার করিতে হয় কিন্তু শ্রীলক্ষ্মীদেবী বিচার করিলেন যে—আমি সমস্ত ধন-সম্পদের অধিশ্বরীদেবী অতএব শ্রীমতীরাধা-রাণীর অনুগত না হইয়া এই বেলবনে তপস্যার মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের লীলারস আস্বাদন করিব। শ্রীকৃষ্ণ নিত্য সখাগণ সঙ্গে এই বনে গোচারণ লীলা করিতে আসেন অতএব অবশ্যই প্রভু একদিন আমাকে দর্শন দান করিবেন। কিন্তু অদ্যাবধি শ্রীলক্ষ্মীদেবী কেবল তপস্যাই করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা রস আস্বাদন এখনও করিতে পারিতেছেন না।

"রাধাশক্তি বিনা না কোই শ্যামল দর্শন পাবে
শ্যামল দর্শন পাবে।
আরাধনা কর রাধে রাধে কানা ভাগে আবে
কানা ভাগে আবে॥
ভজ রাধে গোবিন্দ গোপাল হরিকা প্যারা নাম হে॥"

(ভজন কীর্ত্তন)

শ্রীকৃষ্ণ সখাগণ সঙ্গে একদিন এইবনে আগমন করিলে সখাগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন যে—হে বন্ধু, আমাদের আজ বেলফল অবশ্যই খাওয়াইতে হইবে। এই কথা বলিয়া শ্রীযমুনার তটে মনোহর

এক কদম্ব বৃক্ষের নীচে শ্রীকৃষ্ণকে বসাইয়া সখাগণ বেলফলের চিন্তা করিতেছেন। এইদিকে শ্রীকৃষ্ণ বংশীধ্বনী করিবার সঙ্গে সঙ্গে বহু পাকা পাকা বেলফল আসিয়া জমা হইতে থাকে। সখাগণ মনানন্দে তাহা ভোজন করিতে লাগিলেন এবং যেই ফলটা বেশী মিষ্টি সেই ফল হইতে ঝুটা হাতে শ্রীকৃষ্ণকে খাওয়াইতে লাগিলেন। এই লীলার জন্য এইস্থানের নাম বেলবন বলিয়া পরিচিত। এইস্থানে পৌষমাসের প্রতি বৃহস্পতিবারে শ্রীবৃন্দাবনস্থ দেবালয়ের সেবাইত বৃন্দ তথা নাগরিক বৃন্দ মহাসমারোহের সহিত বন্য-ভোজনের আয়োজন করিয়া থাকেন। এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণকুণ্ড দর্শনীয়।

—ঃ তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকরে দৃষ্ট হয় ঃ—

রামকৃষ্ণ সখাসহ এ 'বিল্ববনে' তে। পক্ক বিল্বফল ভুঞ্জে মহা কৌতুকেতে॥
দেবতা-পূজিত বিল্ববন শোভাময়। এ বন-গমনে ব্রহ্মালোকে পূজ্য হয়॥
বিল্ববনে শ্রীকৃষ্ণকুণ্ডে যে করে স্নান। সর্ব্বপাপে মুক্ত সে পরম ভাগ্যবান্॥

—ঃ তথাহি শ্রীআদিবরাহে ঃ—

বনং বিল্ববনং নাম দশমং দেবপূজিতম্। তত্র গত্বা তু মনুজো ব্রহ্মালোকে মহীয়তে॥

অনুবাদ ঃ—বিল্ববন—নামক বন দেবপূজিত দশম বন। লোক তথায় গমন করিয়া ব্রহ্মালোকে পূজিত হইয়া থাকে।

নন্দন মুরিয়া ঃ—ভীম হইতে দুই কিঃ মিঃ পূর্ব্বভাগে নন্দন মুরিয়া অবস্থিত।
অরুয়া ঃ—নন্দন মুরিয়া হইতে এক কিঃ মিঃ পূর্ব্বভাগে অরুয়া অবস্থিত।
নগলা অলিয়া ঃ—ভীম হইতে এক কিঃ মিঃ দক্ষিণ ভাগে নগলা অলিয়া অবস্থিত।
পিপরোলী ঃ- ভীম হইতে এক কিঃ মিঃ দক্ষিণে পিপরোলী গ্রাম অবস্থিত।

পাণি ঘাট / পাণি গ্রাম

মান সরোবর হইতে দুই কিঃ মিঃ দক্ষিণে পাণিঘাট অবস্থিত। একদা দুর্ব্বাসামুনি একাদশী পারণ উপলক্ষে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের নিকট অন্ন ভোজনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া শ্রীযমুনার পরপারে যাইয়া শ্রীভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হন। শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের চমৎকারিত্ব উৎপাদক কোন লীলার অভিনয় করিয়া তাঁহাদিগকে শ্রীযমুনা পার করাইয়া মুনিকে ভোজন করাইয়াছিলেন। গোপীকাগণ যে ঘাটে পার হইয়া মুনিকে ভোজন করাইয়াছিলেন সেই ঘাটের নাম পাণিঘাট এবং যে স্থানে বসিয়া মুনি ভোজন করিয়াছিলেন সেইস্থানের নাম পাণিগাঁও বলিয়া বিখ্যাত। গ্রামের মধ্যভাগে বৎসকুণ্ড, ভৈরবনাথ, শ্রীগঙ্গাজী, শ্রীহনুমানজী ইত্যাদি বিরাজিত।

সোর ঃ—পাণি গ্রাম হইতে দেড় কিঃ মিঃ উত্তরে কিঞ্চিৎ পূর্ব্বদিশায় সোর অবস্থিত।
লোহগঢ় ঃ—সোর হইতে দুই কিঃ মিঃ পূর্ব্বভাগে লোহগঢ় অবস্থিত।
কুকরারী ঃ—লোহগঢ় হইতে এক কিঃ মিঃ উত্তরে কুকরারী অবস্থিত।

কসেরা :—ভীম হইতে আড়াই কিঃ মিঃ পূর্ব্বভাগে কসেরা গ্রাম অবস্থিত।

পোখর হৃদয় / শ্রীমানসরোবর

পাণি গ্রাম হইতে দুই কিঃ মিঃ পূর্ব্বে পোখর হৃদয় অবস্থিত। এইস্থানের অপরনাম শ্রীরাধারাণী এবং শ্রীমানসরোবর। কিংবদন্তী—কোন কারণ বিশেষে শ্রীমতীরাধারাণী মান বশতঃ এইস্থানে উপবেশন করিয়া অশ্রু বর্ষণ করিলে সেই অশ্রুই সরোবর রূপে প্রকটিত হইয়াছিল। দ্বিতীয়ত :—একদিন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীরাধারাণীকে লক্ষ করিয়া বলিলেন—হে দেবী, এই সরোবর এবং আমার হৃদয় একই স্বরূপ। শ্রীমতীরাধারাণীও বলিলেন, হঁা ? ইহা আমারও হৃদয় স্বরূপ, এই কুণ্ডে স্নান করিলে মানব আমার হৃদয়ে অবশ্যই স্থান পাইবে। সেই বার্তালাপের পর হইতে এই সরোবর পোখর হৃদয় নামে পরিচিত হইতেছেন। গ্রামবাসী সকলে এই সরোবরকে এই কারণে রাধারাণী নামে প্রকাশ করিতেছেন। সরোবরের তীরে শ্রীরাসবেদী, শ্রীরাধারাণীর মন্দির, মন্দিরের পদতলে বসিয়া স্তবরত শ্রীকৃষ্ণ বিরাজিত। পার্শ্বে শ্রীবল্লভাচার্য্যের বৈঠক দর্শনীয়।

মাবলী :—পাণিগ্রাম হইতে দেড় কিঃ মিঃ দক্ষিণে মাবলী গ্রাম অবস্থিত।

কিনারই :—মাবলী হইতে অর্দ্ধ কিঃ মিঃ দক্ষিণে কিনারই অবস্থিত। সখাগণ একদিন স্থির করিলেন যে আজ আমরা শ্রীযমুনার এই কিনারে খেলা করিব। সেইজন্য এইস্থানের নাম কিনারই বলিয়া পরিচিত।

সরায় :—কিনারই হইতে অর্দ্ধ কিঃ মিঃ দক্ষিণে সরায় নামক স্থান অবস্থিত।

জয়পুর :—ইসাপুর হইতে অর্দ্ধ কিঃ মিঃ উত্তরে জয়পুর নামক স্থান অবস্থিত। একবার খেলা করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ পরাজয় হইলে সমস্ত সখাগণ হৈ হৈ করিয়া জয় জয় করিতে লাগিলেন যে, রোজ তুমি জয়লাভ কর কিন্তু আজ আমরা জয়ী হইয়াছি অতএব তোমাকে আজ নন্দালয় হইতে দুধ দহি আনিয়া আমাদিগকে খাওয়াইতে হইবে ইত্যাদি। সেইজন্য এইস্থানের নাম জয়পুর।

ইসাপুর :—লক্ষ্মীনগর হইতে এক কিঃ মিঃ প শ্চমে ইসাপুর অবস্থিত।

লক্ষ্মীনগর :—শ্রীমথুরা হইতে চার কিঃ মিঃ পূর্ব্বভাগে লক্ষ্মীনগর অবস্থিত। এইস্থানে শ্রীমহাদেব মন্দির, শ্রীহনুমান মন্দির, শ্রীদাউজী মন্দির বিরাজিত।

শ্রীদুর্ব্বাসামুনির আশ্রম

শান্তি নগলার পার্শ্বে বিসনগঞ্জ। এই বিসনগঞ্জে শ্রীদুর্ব্বাসা মুনির আশ্রম বিরাজিত। একবার শ্রীদুর্ব্বাসামুনি এইস্থানে আগমন করিয়া গোপীদিগের মনভ্রম দূর করিয়াছিলেন যেমন—গোপীগণ কাত্যায়ণী ব্রত করিবার জন্য শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিবেন কিন্তু রাস্তায় শ্রীযমুনা। যমুনায় অনেক জল। শ্রীদুর্ব্বাসামুনি বলিলেন—'শ্রীকৃষ্ণ বালব্রহ্মচারী' এই বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে যমুনায় গমন করিলে শ্রীযমুনার জলে তোমাদের কোন অসুবিধা হইবে না। সখীগণ তখন খুব হাসিতে লাগিলেন। তাহারা

মনে মনে চিন্তা করিলেন যে—শ্রীকৃষ্ণ নিত্য আমাদের সহিত বিহারাদি লীলা করিয়া থাকে, তিনি আবার ব্রহ্মচারী। দেখা গেল এইবাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে শ্রীযমুনা পার হইলেন, তাহাতে জলের বেগ কোথায় কিভাবে কম হইয়াছিল তাহার কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। তখন সখীগণের মনের ভ্রম দূর হইয়াছিল।

ডহরুয়া :—লক্ষ্মীনগর হইতে অর্দ্ধ কিঃ মিঃ উত্তরে ডহরুয়া অবস্থিত।

কল্যাণপুর :-দিবানা হইতে দুই কিঃ মিঃ এবং ভূতিয়া হইতে আড়াই কিঃ মিঃ পশ্চিমে কল্যাণপুর অবস্থিত। গ্রামে শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দির, শ্রীমহাদেব মন্দির বিরাজিত।

ভূতিয়া :—দুদারান হইতে দুই কিঃমিঃ দূরে ভূতিয়া গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীহনুমান মন্দির বিরাজিত।

সুরজ :—ভূতিয়া হইতে অর্দ্ধ কিঃ মিঃ পূর্ব্বভাগে সুরজ গ্রাম অবস্থিত।

দিবানা :—শাহপুর হইতে দুই কিঃ মিঃ উত্তরে এবং শ্রীমথুরা হইতে আট কিঃ মিঃ পূর্ব্বভাগে দিবানা গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীদাউজী মন্দির, শ্রীমহাদেবজী মন্দির বিরাজিত।

ছিকরা :—লোহগড় হইতে দুই কিঃ মিঃ দূরে ছিকরা গ্রাম অবস্থিত।

চুরাহসী :—ছিকরা হইতে দেড় কিঃ মিঃ দূরে চুরাহসী অবস্থিত।

সরদারগঢ় :—সুগনগঢ় হইতে সিকি কিঃ মিঃ দূরে সরদারগঢ় অবস্থিত।

নখোহসী :—সুগনগঢ় হইতে এক কিঃ মিঃ দূরে নখোহসী গ্রাম অবস্থিত।

থানা অমরসিংহ :—সরদারগঢ় হইতে দেড় কিঃমিঃ দক্ষিণে থানা গ্রাম অবস্থিত।

গৌরাঙ্গ :—রায়া হইতে আড়াই কিঃ মিঃ পশ্চিমে গৌরাঙ্গ নামক গ্রাম অবস্থিত।

রায়া :—শ্রীমথুরা হইতে আট কিঃ মিঃ পূর্ব্বভাগে এবং নরবে হইতে দেড় কিঃ মিঃ দূরে রায়া গ্রাম অবস্থিত। এখানে শ্রীনন্দমহারাজের কোষাগার ছিল। গ্রামে শ্রীদুর্ব্বাসা ঋষির আশ্রম, শ্রীগোপালজী মন্দির, শ্রীমহাদেবজী এবং শ্রীহনুমানজীউর মন্দির বিরাজিত। এইগ্রাম ব্রজের দক্ষিণ পূর্ব্বভাগের শেষ সিমানা এবং উত্তর পূর্ব্বভাগের শেষ সিমানা হইতেছে বাজনা।

আচরু :—রায়া হইতে দেড় কিঃ মিঃ দূরে অবস্থিত।

সারসা :—রায়া হইতে দুই কিঃ মিঃ দূরে অবস্থিত।

ভেসরা :—সারসা হইতে এক কিঃ মিঃ দূরে অবস্থিত।

পড়রারী :—ভেসরা হইতে এক কিঃ মিঃ দূরে অবস্থিত।

কটেলা :—খেয়ারী হইতে দুই কিঃ মিঃ দূরে কটেলা গ্রাম অবস্থিত।

মল্লা ককরেটিয়া :—রায়া হইতে চার কিঃ মিঃ পশ্চিমে মল্লা ককরেটিয়া গ্রাম অবস্থিত। পার্শ্বেই শ্রীমহাদেব মন্দির বিরাজিত।

বাহাদুরপুর ঃ কারব হইতে সোয়া কিঃ মিঃ উত্তরে বাহাদুরপুর গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীসীতারাম মন্দির এবং শ্রীমহাদেব মন্দির বিরাজিত।

ইটোলী ঃ—হাবেলী হইতে অর্দ্ধ কিঃ মিঃ এবং কারব হইতে দুই কিঃ মিঃ পূর্ব্বভাগে ইটোলী গ্রাম অবস্থিত।

কারব ঃ—শ্রীবলদেব হইতে আট কিঃমিঃ এবং সোহেরা হইতে চার কিঃমিঃ দূরে কারব গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ এবং সীতাদেবীর মন্দির, শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দির, শ্রীমহাদেব ও শ্রীহনুমানজী মন্দির বিরাজিত।

গোসানা ঃ—মায়াপুরী হইতে এক কিঃ মিঃ পূর্ব্বভাগে গোসানা গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রী-মহাদেব মন্দির বিরাজিত।

মায়াপুরী ঃ—লক্ষ্মীনগর হইতে অর্দ্ধ কিঃ মিঃ পূর্ব্বভাগে মায়াপুরী গ্রাম অবস্থিত।

শাহপুর ঃ—গোসানা হইতে দুই কিঃ মিঃ পূর্ব্বভাগে কিঞ্চিৎ দক্ষিণ দিশায় এবং পাকারাস্তা হইতে ১'৫০ কিঃ মিঃ দূরে শাহপুর গ্রাম অবস্থিত।

সিহোরা ঃ—চিতা নগলা হইতে তিন কিঃ মিঃ এবং শাহপুর হইতে আড়াই কিঃ মিঃ দক্ষিণে সিহোরা গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীহনুমানজী এবং শ্রীযমুনামাতা মন্দির বিরাজিত।

লোহবন

শ্রীমথুরা হইতে সাড়ে ছয় কিঃ মিঃ পূর্ব্বভাগে লোহবন অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম এইস্থানে গোচারণ লীলা করিয়া থাকেন। লোহ জঙ্ঘাসুর এইস্থানে বধ হওয়ায় এই রমনীয় স্থানের নাম লোহবন বলিয়া প্রসিদ্ধ। লৌহজঙ্ঘ নামক নবম বন সর্ব্বপাপ নাশক।

—ঃ তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকর হইতে ঃ—

অহে শ্রীনিবাস ! এই দেখ 'লৌহবন'। লোহবনে কৃষ্ণের অদ্ভুত গোচারণ ॥
নানাপুষ্প সুগন্ধে ব্যাপিত রম্যস্থান। এথা লোহজঙ্ঘাসুরে বধে ভগবান্ ॥
লোহজঙ্ঘাবন-নাম হয়ত ইহার। এ সর্ব্বপাতক হৈতে করয়ে উদ্ধার ॥

—ঃ তথাহি শ্রীআদিবরাহে ঃ—

লোহজঙ্ঘাবনং নাম লোহজঙ্ঘেন রক্ষিতম্। নবমন্তু বনং দেবী সর্ব্বপাতকনাশনম্॥

অনুবাদ ঃ—হে দেবী ! লোহজঙ্ঘ কর্ত্তৃক রক্ষিত লোহজঙ্ঘ নামক নবম বন সর্ব্বপাতক নাশক।

—ঃ তথাহি শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে ঃ—

তাহার উত্তরে আছে লৌহ নামে বন। ভাণ্ডীর বন আছে তাহার ঈশান ॥

আলীপুর / আয়রে গ্রাম

নগলা পোলা হইতে এক কিঃ মিঃ দূরে এবং খেরিয়া হইতে এক কিঃ মিঃ উত্তরে আলীপুর গ্রাম

অবস্থিত। এই গ্রামের প্রাচীন নাম আয়রে। শ্রীকৃষ্ণ দন্তবক্রকে বধ করিয়া আগমন করিলে সমস্ত ব্রজবাসীগণ প্রেমে আয়রে আয়রে কান্হাইয়া বলিতে বলিতে এইস্থানে মিলিত হইয়াছিলেন। সেইজন্য স্থানের নাম আয়রে বলিয়া পরিচিত।

—ঃ তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকরে ঃ—

কৃষ্ণ দেখি' ধায় গোপ আনন্দে বিহ্বল। "আয়োরে আয়োরে" বলি করে কোলাহল ॥
মিলিয়া সবারে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সবে লৈয়া। নিজালয়ে আইলা যমুনা পার হৈয়া ॥
হইলা পরমানন্দ ব্রজে ঘরে ঘরে। পূর্বমত সবা—সহ শ্রীকৃষ্ণ—বিহরে ॥
"আয়োরে" বলিয়া গোপ যেখানে মিলিল। আয়োরে নামেতে গ্রাম তথায় হইল ॥

গৌরবাই / গোরাই গ্রাম

আয়রে গ্রামের পার্শ্বে গোরাই গ্রাম অবস্থিত।

—ঃ তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকরে দৃষ্ট হয় ঃ—

নন্দাদিক সবে বাস কৈলা যেইখানে। 'গৌরবাই' সে গ্রামের নাম কে না জানে ॥
যেরূপে এ নাম হৈল শুনহ সে—কথা। ঢানা—নামে এক বৃহদ্‌গ্রাম আছে তথা ॥
সেই ঢানা-গ্রামের বিশিষ্ট জমিদার। শ্রীনন্দরায়ের সহ অতি প্রীতি তা'র ॥
কুরুক্ষেত্র হৈতে নন্দ-গমন শুনিয়া। মহাহর্ষে আগুসরি' আনিলেন গিয়া ॥
বাস করাইলা—সে গৌরব-সীমা নাই। এই হেতু গ্রাম-নাম হৈল গৌরবাই ॥
এবে সে গ্রামের নাম গোরাই কহয়। ঢানা-আয়োরে-গ্রামাদি নিকটস্থ হয় ॥
এ গ্রাম-প্রসঙ্গে অন্যত্রও প্রচারয়ে। আর যে যে গ্রাম নাম কহিলে না হয়ে ॥

—ঃ তথাহি গোপালচম্পূপত্থে দৃষ্ট হয় ঃ—

কথঞ্চিদপি মথুরামনুগতাঃ কুরূণাং স্থলাদ্‌ ব্রজেন্দ্রমুখগোদুহঃ পুনরুপৈতুমাত্মালয়ম্‌।
বিরক্তমনসস্তদা তপনজাং সমুত্তীর্য গৌরঈতি বিদিতস্থলে ব্রজমবাসয়ন্‌ দূরতঃ ॥
গোকুলপতিরিতি নাম্না গৌরব ইতি তদ্‌গৌরঈত্যপিচ। সংস্কৃতজং প্রাকৃতজং গ্রামজমাখ্যানমঞ্চতি স্থানম্‌ ॥
গোকুলপতিরিতি নাম্না খ্যাতং গোকুলপতেঃ স্থানম্‌। পুরুষোত্তম ইতি যদ্বৎ পুরুষোত্তম ধাম বিখ্যাতম্‌ ॥

অনুবাদ ঃ— কুরুক্ষেত্র স্যমন্তপঞ্চক হইতে পুনঃ নিজ গৃহে গোকুলে গমনেচ্ছু ব্রজেশ্বর শ্রীনন্দ প্রমুখ গোপগণ অনিচ্ছা হেতু কোন প্রকারে মথুরার দিকে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু গৃহ-গমনে বিরক্তচিত্ত হইয়া তখন যমুনা পার হইয়া গোকুল হইতে দূরে গৌরাই নামে প্রসিদ্ধ স্থানে গোষ্ঠ স্থাপন করিলেন। সেই স্থান 'গোকুলপতি' এই সংস্কৃত-নাম 'গৌরব' এই প্রাকৃত নাম এবং গৌরই এই গ্রামজ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। যেরূপ পুরুষোত্তমধাম 'পুরুষোত্তম' এই নামে বিখ্যাত, তদ্রূপ গোকুলপতির এইস্থান 'গোকুলপতি' এইনামে প্রসিদ্ধ।

নগলা পোলা :—সিহোরা হইতে দুই কিঃ মিঃ দক্ষিণে নগলা পোলা অবস্থিত। গ্রামে শ্রীমহাদেব মন্দির বিরাজিত।

হয়াতপুর :—আলীপুর হইতে এক কিঃ মিঃ দূরে হয়াতপুর অবস্থিত।

নগলা মীরবুলাখী :—অজয়নগর হইতে এক কিঃ মিঃ দূরে নগলা মীরবুলাখী অবস্থিত।

নগলা কাজী :—মীরবুলাখী হইতে এক কিঃ মিঃ উত্তরে নগলা কাজ অবস্থিত।

তারাপুর :—কারব হইতে দুই কিঃ মিঃ দূরে অবস্থিত।

মদনপুর :—কারব হইতে তিন কিঃ মিঃ দুরে অবস্থিত।

কিশনপুর :—খেরিয়া হইতে দেড় কিঃ মিঃ পূর্ব্বভাগে কিশনপুর গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ মন্দির বিরাজিত। দীর্ঘ বিরহের পরে ব্রজবাসীগণ শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে পাইয়া অতুল আনন্দোৎসবে ব্রজকে পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন।

খেরিয়া :—মনোহরপুর হইতে এক কিঃ মিঃ উত্তরে খেরিয়া গ্রাম অবস্থিত। কোন এক সময় লৌহজঙ্ঘাসুরের ভয়ে ব্রজগোপবালকগণ খায়রে খায়রে বলিয়া চিৎকার করিতেছিলেন, সেইজন্য এই গ্রামের নাম খেরিয়া বলিয়া পরিচিত।

বান্দী / আনন্দ বিনন্দী

কারব হইতে চার কিঃ মিঃ দক্ষিণে এবং শ্রীবলদেব হইতে চার কিঃ মিঃ উত্তরে বান্দী গ্রমা অবস্থিত। গ্রামের পুর্ব্বনাম শ্রীআনন্দ বিনন্দী। এইস্থানে বহু প্রাচীনকালে আনন্দীদেবী এবং বান্দীদেবী ভজনানন্দে নিমগ্ন ছিলেন সেইজন্য এই গ্রামের নাম বান্দী বলিয়া পরিচিত। গ্রামের মধ্যভাগে শ্রীআনন্দী-দেবী, শ্রীবান্দীদেবী এবং শ্রীআনন্দেশ্বর মহাদেব ও বান্দীকুণ্ড বিরাজিত। এই সুন্দর দেবীদ্বয়কে দর্শন করিলে মানব অতিসত্বরে প্রেমভক্তি লাভ করিয়া থাকেন।

জগদীশপুর :—কারব হইতে তিন কিঃ মিঃ দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে জগদীশপুর গ্রাম অবস্থিত। এই জগদীশপুরের পশ্চাৎভাগে জকরিয়াপুর এবং জকায়াপুর অবস্থিত।

খানপুর :—বান্দী হইতে এক কিঃ মিঃ পশ্চিমে খানপুর গ্রাম অবস্থিত।

মনোহরপুর :—আনন্দঘড়ী হইতে অর্দ্ধ কিঃ মিঃ দূরে মনোহরপুর গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীমহাদেব মন্দির বিরাজিত।

অমীরপুর :—ছোলী হইতে দেড় কিঃ মিঃ পশ্চিমে মীরপুর অবস্থিত।

ছোলী :—বলদেব হইতে দুই কিঃ মিঃ উত্তরে ছোলী গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীহনুমান এবং শ্রীমহাদেব মন্দির বিরাজিত।

বলদেব

রায়া হইতে ষোল কিঃ মিঃ, মথুরা হইতে চব্বিশ কিঃ মিঃ এবং বান্দী হইতে চার কিঃমিঃ দক্ষিণে

বলদেব গ্রাম অবস্থিত। ইহা শ্রীবলদেবের বিহার স্থান। এইস্থানে শ্রীবলদেব কেবল স্ব ইচ্ছায় গোপ-বালক গণকে নিজরূপ দর্শন করাইয়াছিলেন, সেইজন্য এই গ্রামের নাম শ্রীবলদেব। গ্রামে প্রসিদ্ধ শ্রীবলদেব মন্দির বিরাজিত। ইহাছাড়া শ্রীমহাদেবজী ও কুণ্ড দর্শনীয়। এইস্থান শ্রীব্রজমণ্ডলের যমুনা তটস্থ শেষ সিমান্ত। উত্তর পূর্ব্বভাগে শ্রীবলদেবজীউ যেই ভাবে খাম্বি স্থাপন করিয়া ব্রজের সীমা নিরূপণ করিয়াছেন ঠিক সেই ভাবে শ্রীবলদেবজীউ এই স্থানেও শ্রীবলদেব গ্রাম নামের মাধ্যমে ব্রজের দক্ষিণ পূর্ব্ব সীমা নিরূপণ করিয়াছেন। শ্রীবলদেবজীউর মন্দিরে শ্রীবলরাম ও শ্রীমতীরেবতীর মূর্ত্তি দর্শনীয়। মন্দিরের পশ্চিমভাগে শ্রীসঙ্কর্ষণ কুণ্ড নামান্তর ক্ষীরসাগর, গ্রামের দক্ষিণে মতিকুণ্ড, উত্তরে রেণুকুণ্ড ও রীঢ়া গ্রাম অবস্থিত।

ছবরউ :—শ্রীবলদেব হইতে আড়াই কিঃমিঃ দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে ছবরউ গ্রাম অবস্থিত। শ্রী-যমুনার পূর্ব্বতটে অত্যন্ত মনোরম দর্শনীয় স্থান।

খড়েরা :—বলদেব হইতে দুই কিঃ মিঃ পশ্চিমে খড়েরা অবস্থিত।

সাহবপুর :—হাথৌড়া হইতে তিন কিঃ মিঃ দক্ষিণে সাহবপুর অবস্থিত।

জুচারদার :—সাহপুরের পার্শ্বে জুচারদ্বার অবস্থিত।

হাথৌড়া :—বলদেব হইতে সাড়ে তিন কিঃ মিঃ পশ্চিমে এবং নগরিয়ার সঙ্গে হাথৌড়া গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামে শ্রীনন্দমহারাজের বৈঠক বিরাজিত। এইস্থানে শ্রীমহাদেব মন্দির দর্শনীয়।

হবিবপুর :—সাহবপুর হইতে এক কিঃ মিঃ দূরে হবিবপুর অবস্থিত।

বলরামপুর :—হবিবপুরের পার্শ্বে বলরামপুর অবস্থিত।

শোরপুর :—হবিবপুরের পশ্চিমভাগে শ্রীযমুনার তটে শোরপুর অবস্থিত।

নরহোলী :—বির্জাপুর হইতে এক কিঃ মিঃ এবং হাথৌড়া হইতে তিন কিঃ মিঃ পশ্চিমে নর-হোলী গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে শ্রীরাধাকৃষ্ণ এবং শ্রীহনুমানজীউর মন্দির বিরাজিত। এই গ্রামের পার্শ্বে নবীপুর এবং নুরপুর অবস্থিত।

জোগীপুর :—নরহোলী হইতে দেড় কিঃ মিঃ পশ্চিমে যোগীপুর অবস্থিত। তাহার পূর্ব্ব-ভাগে খপ্পরপুর অবস্থিত।

শ্রীমহাবন (পুরাতনগোকুল)

শ্রীযমুনার পূর্ব্বতীরে এবং চিন্তাহরণ ঘাটের বায়ুকোণে শ্রীমহাবন অবস্থিত। এই অষ্টমবন শ্রী-মথুরা হইতে সাড়ে আট মাইল দূরে অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণভগবান বাল্যকালে এই বনে বহু লীলা করিয়া-ছেন, সেইজন্য এই বনে কেহ আগমন করিলে ইন্দ্রলোকে পুজীত হয়।

এখানকার বিশেষ বিশেষ দর্শনীয় স্থান যেমন :—(১) শ্রীনন্দমহারাজের দন্তধাবন টীলা, (২) শ্রীগোপীকাগণের হাবেলী, (৩) শ্রীপুতনা মোক্ষণ স্থান, (৪) শকট ভঞ্জন স্থান, (৫) তৃণাবর্ত্ত বধের স্থান,

(৬) শ্রীনন্দমহারাজের সিংহপৌরী, (৭) শ্রীনন্দভবন (৮) দধিমন্থন স্থান, (৯) শ্রীকৃষ্ণের ষষ্ঠীপূজা স্থল, (১০) আশা খাম্বা (১১) শ্রীশ্যামলার মন্দির. (১২) শ্রীকৃষ্ণের নাড়ীছেদন স্থল, (১৩) শ্রীনন্দকূপ (১৪) শ্রীযমলার্জ্জুন ভঞ্জন স্থল, (১৫) শ্রীব্রজরাজের গোশালা, (১৬) শ্রীগোরাদাউজী এবং শ্রীমতীরেবতীজী, (১৭) শ্রীপাতাল দেবী, (১৮) ঝণ্ডাবালা শ্রীসাক্ষীগোপালজীউ, (১৯) তৃনাবর্ত্ত বিহারীজীউ, (২০) শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণজীউ, (২১) শ্রীযমুনামাতাজী, (২২) শ্রীযোগমায়াজী, (২৩) শ্রীযশোদাভবন নন্দ টীলার উপরে, (১৪) শ্রীগৌড়ীয় মঠ ইত্যাদি।

—: তথাহি শ্রীভক্তিরত্নাকরে :—

অহে শ্রীনিবাস, এথা সুখের অবধি । কৈল কৃষ্ণজন্মের লৌকিক যে যে বিধি ॥
এথা দেখ নন্দের গোশালা-স্থান এথা । গর্গাচার্যে নন্দ জানাইল মনঃ কথা ॥
কংসভয়ে গর্গ রামকৃষ্ণের গোপনে । কৈল নামকরণ এথাই হর্ষমনে ॥
পূতনা বধিলা এথা ব্রজেন্দ্রকুমার । এই খানে অগ্নিক্রিয়া হৈল পূতনার ॥
ওহে শ্রীনিবাস, কৃষ্ণ রহিয়া শয়নে । শকট ভঞ্জন করিলেন এইখানে ॥
উত্তান শয়নে কৃষ্ণ-শোভা অতিশয় । শৈশবে অদ্ভুত লীলা দেখিতে বিস্ময় ॥
এথা কৃষ্ণচন্দ্র চড়ি' মায়ের ক্রোড়েতে । স্তনদুগ্ধ পিয়ে মহা অদ্ভুত ভঙ্গীতে ॥
যশোদা কৃষ্ণের মুখ করি' নিরীক্ষণ । আনন্দে বিহ্বল হইল পিয়াযেন স্তন ॥
এথা কৃষ্ণ যশোদা আকর্ষে মহাসুখে । হামাগুড়িযান, কি মধুর হাসিমুখে ॥
এথা কৃষ্ণে গোপীগণ জিজ্ঞাসয়ে যাহা । অঙ্গুলিনির্দেশে কৃষ্ণ দেখায়েন তাহা ॥
এথা কৃষ্ণ ধূলায় ধুসর হৈয়া হাসে । দেখি মাতা-পুত্রে কত কহে মৃদুভাষে ॥
পরম সুন্দর কৃষ্ণ বসি' এইখানে । দুগ্ধপান লাগি' চাহে জননীর পানে ॥
এথা তৃণাবর্ত্ত দুষ্ট কৃষ্ণেরে লইয়া । উঠিল আকাশে অতি উল্লাসিত হৈয়া ॥
পরম কৌতুকে কৃষ্ণ চাহি' চারি পাশে । তৃণাবর্তে বধে এই কংসের আবাসে ॥
এথা কৃষ্ণ মৃত্তিকা-ভক্ষণ কৈল সুখে । ব্রজেশ্বরী ব্রহ্মাণ্ড দেখিল কৃষ্ণমুখে ॥
এ—হেতু 'ব্রহ্মাণ্ডঘাট'—নাম সে ইহার । দেখ যমুনার শোভা চমৎকার ॥
যশোদা আনন্দে বসি' গোপীগণ—সনে । দেখয়ে পুত্রের চারু-শোভা এ অঙ্গনে ॥
এথা উদূখলে কৃষ্ণ যশোদা বান্ধিলা । বন্ধন স্বীকার কৃষ্ণ কৌতুকে করিলা ॥
এই 'যমলার্জ্জুন-ভঞ্জন' তীর্থস্থল । অপূর্ব্ব কুণ্ডের শোভা সুনির্ম্মল জল ॥
মিলয়ে অনন্ত ফল স্নানোপবাসেতে । ইন্দ্রলোকে পূজ্য মহাবন-গমনেতে ॥
দেখ গোপীশ্বর—মহাপাতক নাশয় । কৃষ্ণপ্রিয় মহাবন কৃষ্ণলীলাময় ॥
সপ্তসামুদ্রিক কূপ দেখ এইখানে । পিণ্ড—প্রদানাদি ফল ব্যক্ত সে পুরাণে ॥

এই মহাবনে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু এবং শ্রীসনাতনাদি গোস্বামীগণ আগমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণলীলা রস আস্বাদন করিয়াছেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী এইবনে শ্রীমদনগোপালজীউর লীলা দর্শন করিয়াছেন।

শ্রীপূতনার মুক্তি

শ্রীবলিমহারাজ যখন শ্রীগুরুদেব শুক্রাচার্য্যের আজ্ঞানুসারে দান প্রদান করিতেছিলেন তখন শ্রীভগবান দান গ্রহণ করিবার জন্য বামনরূপ ধারণ করিয়া ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বামনদেবকে দর্শন করিয়া শ্রীবলিমহারাজের কন্যা 'রত্নমালা' মনে মনে বলিতে লাগিলেন যে—আহা! কি সুন্দর এইবালক যদি তিনি আমার পুত্র সদৃশ হইত তাহা হইলে আমি তাহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া মুখে স্তন পান করাইতাম। তাহার কিছু পরে বলিতে লাগিলেন যে—এই বামন আমার পিতার নিকট ত্রিপাদ ভূমি গ্রহণ ছলে সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছে অতএব এইরূপ বালক যদি আমার হইত তবে তাহাকে আমি বিষ মিশ্রিত স্তন পান করাইয়া প্রাণ নাশ করাইতাম। বামনরূপী হরিও পরম ভক্তিমতী বলিকন্যাকে মনে মনে বরদান করিলেন যে – তোমার মনোরথ পূর্ণ হউক।

দ্বাপরান্তে সেই বলি মহারাজের কন্যা পূতনা নামে মথুরায় কংসের অনুচরী হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। কংসের আজ্ঞানুসারে পূতনা শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করিবার জন্য গোকুলে গমন করিলেন। কামচারিণী পূতনা মায়াবলে নিজেকে এক অপূর্ব্ব সুন্দরী রমণীরূপ ধারণ করিয়া শ্রীনন্দালয়ে প্রবেশ করিলেন। সেখানে প্রবেশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বাৎসল্য ভাবে ক্রোড়ে তুলিয়া বিষযুক্ত স্তন পান করাইতে লাগিলেন। পূতনা মনে বিচার করিলেন যে—স্তনের উপরে বিষ মাখানো আছে অতএব তাহা পান করিলে অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু হইবে। এইদিকে শ্রীকৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া পূতনার স্তন দুইটিকে নিপীড়ন করিয়া পান করিতে থাকিলে "ছাড় ছাড়" বলিয়া চিৎকার করিতে করিতে হস্ত-পদ প্রসারণ করিয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। মৃত্যু অবস্থায় পূতনার রাক্ষসী রূপটি প্রকাশিত হইয়াছিল। দেহান্তে শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে মাতৃগতি দান করিলেন। তৎপর মাতা যশোদা গোপীগণ সঙ্গে গোপুচ্ছ ভ্রমনাদি দ্বারা সর্ব্ব প্রকারে (বাৎসল্য-ভাবে) শ্রীকৃষ্ণকে রক্ষা বিধান করিয়াছিলেন। এই পূতনা বধ লীলা শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের সপ্তম দিবসে ঘটিয়াছিল।

তৃণাবর্ত্তের মুক্তি

পাণ্ডুদেশে হরিভক্ত ধর্ম্মনিষ্ঠ এবং যজ্ঞ ও দানে তৎপর সহস্রাক্ষ নামে প্রতাপবান্ এক রাজা ছিলেন। তিনি লতাবেত্র পরিবৃত নর্ম্মদার দিব্যতটে সহস্র রমণীর সহিত রমমাণ হইয়া বিচরণ করিতেন। একদা দুর্ব্বাসামুনি তথায় আগমন করিলে তিনি প্রণাম করিলেন না। তখন মুনি অভিশাপ দিলেন যে—'রে দুর্ম্মতি! তুই রাক্ষস হইবি।' অতঃপর সহস্রাক্ষ তাঁহার পাদদ্বয়ে পতিত হইলে মুনি নৃপকে বরদান করিলেন যে—"হে নৃপ! শ্রীকৃষ্ণ শরীর স্পর্শে তোমার মুক্তি হইবে।"

সেই সহস্রাক্ষ ভূতলে তৃণাবর্ত্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করিবার জন্য কংস

তাহাকে গোকুলে প্রেরণ করিলেন। একদিন মাতা যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে লইয়া লালন করিতেছিলেন, হঠাৎ গিরিশিখর তুল্য শিশুর গুরুত্ব বোধ হইলে শিশুটিকে ভূমিতে রাখিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। এমন সময় তৃণাবর্ত্ত নামক দৈত্য সেই স্থানটিকে ধূলি কাঁকর যুক্ত ঘূর্ণিবায়ু দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়াদিলেন। তাহাতে মাতাযশোদা চক্ষু দ্বারা আর কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না। তখন তৃণাবর্ত্ত শ্রীকৃষ্ণকে হরণ করিয়া নভোমার্গে যাইতে লাগিলেন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অতিভার তাহার গতিবেগকে মন্দীভূত করিয়া দিলে সে আর যাইতে সমর্থ হইলেন না। শ্রীকৃষ্ণ তাহার গলদেশ এমনভাবে চাপিয়া ধরিলেন যে—সে তখন শ্রীকৃষ্ণকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলেও সেই অদ্ভুত বালককে ত্যাগ করিতে সমর্থ হইলেন না। গলগ্রহণ জন্য তাহার চক্ষুদ্বয় বহির্গত হইয়াছিল এবং অব্যক্ত শব্দ করিতে করিতে গতপ্রাণ হইয়া বালকের সহিত ব্রজধামে পরিয়া গেল।

এইদিকে মাতা যশোদা শিশু পুত্রকে না দেখিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। সখীগণ রোদন ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সেই স্থানে আগমন করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অন্বেষণ করিতে করিতে বিড়াট এক মৃতাবস্থা অসুরের উপর শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন এবং সেইস্থান হইতে আনয়ন করিয়া মায়ের ক্রোড়ে স্থাপন করিলেন। দানব কর্ত্তৃক শুন্যমার্গে নীত অথচ মৃত্যুমুখ হইতে মুক্ত ও সর্ব্বতোভাবে কুশলী শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়া গোপীগণ ও নন্দ প্রমুখ গোপগণ অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন। এই লীলাখানি শ্রীকৃষ্ণের এক বৎসর বয়ঃক্রম কালের।

শকট ভঞ্জন লীলা

একদা শ্রীনন্দপত্নী যশোদা ঔত্থানিক উৎসব উপলক্ষে গোপগোপীগণকে আহ্বান করিয়া দ্বিজগণ দ্বারা তাহার মঙ্গল কার্য্য আরম্ভ করিলেন। মাতা ক্রোড়ে শ্রীকৃষ্ণকে নিদ্রিত অবস্থা দেখিয়া একখানি শকটের নিচে শয়ন করাইলেন এবং গোপ, গোপী ব্রাহ্মণগণের সেবা-পূজায় রত হইলেন। কংস প্রেরিত উৎকচ নামক দৈত্যে বায়ুরূপে শিশুর নিকটে আসিয়া শকট খানি শ্রীকৃষ্ণের উপর পাতিত করিতে চেষ্টা করিলে, অন্তর্যামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রোদন (ছলনা করিয়া) করিতে করিতে হস্ত-পদ প্রসারণ কবিলেন। তখন কোমল চরণাঘাতে সেই বৃহত্তম শকটখানি বিপর্য্যস্ত হইল। তাহাতে শকটের জোয়াল ছিন্ন হইয়াছিল ও শকটের আঘাতে উৎকচ নামক দৈত্য নিহত হইয়া মুক্তিপদ লাভ করিয়াছিল। এই স্থানে গুপ্তভাবে উৎকচ নামক দৈত্যকে শ্রীকৃষ্ণ নিহত করিয়া ব্রজবাসী গোপ গোপীদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন! মাতা যশোদা রোদন পরায়ণ শিশু পুত্রটিকে ক্রোড়ে লইয়া দুষ্ট গ্রহের এই কার্য্য, ইহা আশঙ্কা করিয়া ব্রাহ্মণ দ্বারা বেদমন্ত্রে স্বস্ত্যয়ন করাইয়াছিলেন ও শিশুপুত্রকে স্তনপান করাইতে লাগিলেন।

উৎকচ নামক দৈত্য পূর্ব্বে হিরণ্যাক্ষের পুত্র ছিল। উৎকচ একদা লোমশমুনির আশ্রমে গমন পূর্ব্বক অনেক বৃক্ষ চূর্ণ করিতে থাকিলে, রোষ পরবশ লোমশমুনি তাহাকে অভিশাপ দিলেন যে—'রে দুর্ম্মতে! তুই শরীর হীন হইবি।' অভিশাপ শুনিয়া অসুর মুনির চরণে মুক্তির জন্য প্রার্থনা জানাইলেন,

মুনি প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন যে—'চাক্ষুষ মন্বন্তরে তোমার বায়ুদেহ লাভ হইবে এবং বৈবস্বত মন্বন্তরে শ্রীহরির পদাঘাতে তুমি মুক্তি লাভ করিবে।' এইলীলাটি শ্রীকৃষ্ণের তিনমাস বয়ঃক্রম কালিন।

শ্রীমতী যশোদামাতা কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের দামবন্ধন এবং যমলাৰ্জ্জুন বৃক্ষদ্বয়ের মুক্তি

কুবেরের দুই পুত্র নলকুবর ও মণিগ্রীব। তাহারা রুদ্রের অনুচর ছিলেন। একদিন উভয়ে বারুণী মদিরাপানে মত্ততা প্রাপ্ত ও ঘূর্ণিতা নয়ন হইয়া অপ্সরা গণের সহিত বিবস্ত্রাবস্থায় মন্দাকিনীর জলমধ্যে জলক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সময় যদৃচ্ছাক্রমে দেবর্ষি নারদ দৈবাৎ সেই দিক দিয়া যাইতে ছিলেন, তিনি গুহ্যকদ্বয়কে দেখিলেন এবং তাহারা যে মদমত্ত তাহাও বুঝিলেন। দেবর্ষি নারদকে দেখিয়া বিবস্ত্রা দেবীগণ লজ্জিতা ও শাপভয়ে ভীতা হইয়া সত্বর বসন পরিধান করিয়াছিলেন কিন্তু ঐ বিবস্ত্র গুহ্যকদ্বয় বসন পরিধান করিলেন না। তাহাতে নারদঋষি ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ দিলেন যে-'তোমরা কামে মত্ত এবং বৃক্ষের তুল্য নির্লজ্জ অতএব তোমরা বৃক্ষদেহ প্রাপ্ত হইয়া ভূতলে অবস্থান কর।' ঋষির অভিশাপ শুনিয়া তাহাদের চৈতন্য ফিরিয়া আসে এবং মুক্তির জন্য ঋষির চরণে প্রার্থনা জানায়। তখন ঋষি বলিলেন যে— দেব পরিমাণের শতবর্ষ অতীত হইলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভূতলে অবতীর্ণ হইবেন, সেই সময় শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তোমাদের মুক্তিপদ লাভ হইবে। ঋষির অভিশাপে গুহ্যকদ্বয় গোকুলে দুইটি অর্জ্জুন বৃক্ষরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

একদিন গৃহদাসীগণ কর্ম্মান্তরে নিযুক্ত থাকিলে যশোদামাতা স্বয়ং দধিমন্থন করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে স্তন্যপানাকাঙ্খী শ্রীকৃষ্ণ দধি-মন্থনকারিনী জননীর নিকট আসিয়া হস্তদ্বারা মন্থনদণ্ড ধারণ করিয়া যশোদার প্রীতি উৎপাদন পূর্ব্বক মন্থন করিতে নিষেধ করিলেন। যশোদামাতা ক্রোড়ে আরূঢ় শ্রীকৃষ্ণের সহাস্য মুখ নিরীক্ষণ করিতে করিতে স্নেহ ক্ষরিত দুগ্ধপান করাইতেছিলেন, চুল্লীর উপরে যে দুগ্ধভাণ্ড ছিল তাহা অগ্নির অত্যধিক তাপে উথলিত হইল, অতএব শ্রীকৃষ্ণকে অতৃপ্ত অবস্থায়ই পরিত্যাগ করিয়া মাতা যশোদা বেগে সেইদিকে গমন করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ ক্রোধ বশত একটি নুড়ি দ্বারা নবনীতের ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন ও মিথ্যা করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়ন হইয়াছিলেন এবং গৃহের অভ্যন্তরে গমন করিয়া নবনীত ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। মাতা যশোদা চুল্লী হইতে সুপক্ক দুগ্ধ নামাইয়া রাখিয়া পুনর্ব্বার দধিমন্থন-স্থানে প্রবেশ করিয়া ও দধিপাত্র ভগ্ন দেখিয়া নিজপুত্রের এই কর্ম্মদর্শনে ও পুত্রকে সেইস্থানে না দেখিয়া অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ মাতাকে যষ্টি হস্তে আসিতে দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিলেন। মাতা ও পশ্চাদ্ধাবিতা হইলেন। মায়েয় পরিশ্রম দেখিয়া অনাদির আদি গোবিন্দ স্ব-ইচ্ছায় গতিবেগ মন্দিভূত করিলে, মাতা তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন সুতবৎসলা যশোদা পুত্রকে ভীত জানিয়া যষ্টি পরিত্যাগ করিয়া রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিতে ইচ্ছা করিলেন। মাতা রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিতে আরম্ভ করিলে দুই আঙ্গুল ছোট হইয়াছিল। গোপীগণের এবং গৃহের সমস্ত রজ্জু সংযোগ করিয়াও মাতা শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন করিতে পারিলেন না। ঘর্ম্মাক্ত কলেবরা মাতা যশোদার এই পরিশ্রম দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ কৃপা পূর্ব্বক স্বয়ং বন্ধনস্থ হইলেন। মাতা পুত্রের উদরে এবং একটি উদূখলের সঙ্গে রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিয়া গৃহকার্য্যে

ব্যস্ত হইলেন। কার্ত্তিক মাসে শ্রীকৃষ্ণের উদরে মাতা যশোদা রজ্জু দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন করিয়াছিলেন, সেইজন্য এই মাসকে দামোদর মাস বলিয়া থাকেন।

বৃক্ষ দুইটি যে স্থানে অবস্থিত ছিল সেই দিকে শ্রীকৃষ্ণ উদূখল সহকারে আস্তে আস্তে গমন করিলেন। বৃক্ষ দুইটির মধ্যদিয়া শ্রীকৃষ্ণ গমন করিলে সেই উদূখলটি বক্রভাবে বৃক্ষদ্বয়ের সঙ্গে আটকিয়ে যায়। শ্রীকৃষ্ণ উদূখলকে বেগে আকর্ষন করিলে বৃক্ষদ্বয়ের মূল সমেত উৎপাটিত হইয়াও প্রচণ্ড শব্দ করিয়া ভূমিতে পতিত হইল। তৎক্ষণাৎ সেই বৃক্ষদ্বয়ের অভ্যন্তর হইতে নলকূবর ও মণিগ্রীব বহির্গত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি ও প্রণাম করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তাহারা মুক্তিপদ লাভ করিলেন। নন্দাদি গোপগণ ঐ বৃক্ষদ্বয়ের পতন শব্দ শ্রবণ করিয়া সেইস্থানে গমন করিলেন এবং তত্রস্থ বালকগণ কর্তৃক সেই বৃক্ষদ্বয় উৎপাটনের কারণ শ্রবণ করিয়া সন্দিগ্ধ চিত্ত হইয়াছিলেন। শ্রীনন্দমহারাজ রজ্জুবদ্ধ নিজপুত্রকে উদূখল আকর্ষণ করিতে দেখিয়া হাস্যমুখে তাহার বন্ধন মোচন করিয়া দিয়াছিলেন। ইহা শ্রীকৃষ্ণের দুই বৎসর তিনমাসের লীলা।

কাকাসুরের মুক্তি

কাকরূপী কংসের এক অসুর ছিল! অসুর কংসের আজ্ঞানুসারে শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করিবার জন্য আকাশমার্গে গোকুলে গমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দোলায় শয্যাবস্থায় খেলা করিতেছিলেন। মাতা যশোদা রোহিনীয়াদি নিজ নিজ কাজ কর্মে ব্যাস্ত ছিলেন। এমন সময় কাকাসুর স্ব-তেজ প্রভাবে বহুপ্রকার চেষ্টা করিয়াও শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করিতে পারিলেন না। উল্টা নিজে শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় মুক্তিপদ লাভ করিয়াছিলেন এবং কাকরূপী শরীর কংসের রাজসভায় পতিত হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণের মুখমধ্যে যশোদামাতার বিশ্ব দর্শন

একদিন মাতা যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে কোলে করিয়া স্তন পান করাইতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ স্তন পান করিতে করিতে হাই তুলিলে, মাতাযশোদা মুখের মধ্যে আকাশ, স্বর্গ, মর্ত্ত্যলোক, সূর্য্য, চন্দ্র, বহ্নি, বায়ু, সমুদ্র, দ্বীপ, পর্ব্বত, নদী, বন, স্থাবর ও জঙ্গম ইত্যাদি দেখিয়াছিলেন।

অপর একদিন শ্রীবলরাম ও সখাগণসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ ক্রিড়া করিতে করিতে মৃত্তিকা ভক্ষণ করিলেন। ইহা দর্শন করিয়া সকলে আসিয়া মাতা যশোদার নিকট নিবেদন করিলেন। পুত্রহিতাকাঙ্খিণী মাতা যশোদা, পুত্রের হস্ত ধারণ করিয়া ভর্ৎসনা পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন—ওহে অস্থিরচিত্ত বালক, ঘরে ননী-মাখন ইত্যাদি থাকা সত্বেও তুমি কেন মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়াছ? তাহার প্রতি উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—না মাতা! আমি মাটি খাই নাই। তাহারা তোমার নিকট মিথ্যা কথা বলিয়াছে। তুমি আমার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া দেখ। যশোদা মাতা বলিলেন, তবে তুমি মুখ প্রসারিত কর। এই কথা শুনিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মুখব্যাদন করিলে, মুখমধ্যে মাতা—জঙ্গম, স্থাবর, আকাশ, দিক, সসাগরা পৃথিবী, বায়ু, অগ্নি চন্দ্র ইত্যাদি দেখিতে পাইলেন। মাতা পুত্রের মুখমধ্যে বিশ্ব দর্শন করিয়াও বাৎসল্য (এই আমার পুত্র ইত্যাদি) ভাবে স্নেহ করিয়াছিলেন।

শ্রীব্রহ্মাণ্ড ঘাট

শ্রীমহাবনের এক কিঃ মিঃ দক্ষিণে ব্রহ্মাণ্ডঘাট অবস্থিত। একদিন শ্রীকৃষ্ণ মাটি খাইলে সখাগণ আসিয়া মাতা যশোদাকে বলিতে লাগিলেন যে—দেখ, দেখ গোপাল মাটি খাইয়াছে। তখন মাতা গোপালকে ধরিয়া বলিতে লাগিলেন—হে বাছা তুমি কেন মাটি খাইয়াছ? আমার ঘরে ননী, মাখন কিসের অভাব। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—না মাতা, আমি মাটি খাই নাই। মাতা বলিলেন তবে হাঁ কর, যেই শ্রীকৃষ্ণ হাঁ করিলেন—তখন মাযশোদা শ্রীকৃষ্ণের মুখের মধ্যে সপ্ত স্বর্গ, সপ্ত পাতাল, চন্দ্র, সূর্য্য ইত্যাদি সমস্ত কিছু বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখিতে পাইলেন। সেইজন্য এইস্থানের নাম শ্রীব্রহ্মাণ্ডঘাট। ঘাটের উপরে শ্রী-বালগোপালের অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দর্শনীয়।

শ্রীচিন্তাহরণ ঘাট

শ্রীব্রহ্মাণ্ড ঘাট হইতে এক কিঃ মিঃ দক্ষিণে শ্রীচিন্তাহরণ ঘাট অবস্থিত। তটে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মন্দির, শ্রীচিন্তেশ্বর মহাদেব মন্দির অত্যন্ত সুন্দর দর্শনীয়। শ্রীমহাদেবজী একদা শ্রীকৃষ্ণকে নররূপে দর্শন করিবার জন্য কৈলাস পর্ব্বত হইতে এইস্থানে আগমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করিতে করিতে দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। সেইজন্য এইস্থানের নাম চিন্তাহরণ ঘাট।

শ্রীবলরামের আবির্ভাব

মথুরায় কংসের কারাগারে শ্রীবসুদেব এবং শ্রীমতী দেবকী যখন আবদ্ধ ছিলেন তখন পরপর ছয়খানি সন্তানকে কংস হত্যা করেন। তাহাদের নামগুলি শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লিখিত যথা—(১) কীর্ত্তিমান, (২) সুষেণ, (৩) ভদ্রসেন, (৪) ঋজু, (৫) সংমর্দ্দন ও (৬) ভদ্র। অনাদির আদি গোবিন্দ সপ্তম গর্ভের সন্তান শ্রীবলরামকে যোগমায়ার দ্বারা মাতা দেবকীর গর্ভসিন্ধু হইতে মাতা রোহিনীতে স্থাপন করেন। শ্রীবলরামের আবির্ভাব হইবার সময় তিথি ও নক্ষত্রাদি যথা—মাস—শ্রাবণ, পক্ষ—শুক্লপক্ষ, তিথি—ষষ্ঠী, সময়—মধ্যাহ্ন সময়, নক্ষত্র - স্বাতীনক্ষত্র লগ্ন—তুলালগ্ন, পঞ্চ—উগ্রগ্রহাবৃত, জন্ম—পাঁচদিনে, গ্রাম—পুরাতন গোকুল। সেই সময় স্বর্গ হইতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন ইত্যাদি।

যোগপীঠে শ্রীবলরামের বয়স, বস্ত্র রসনাদি ঃ—পিতা—শ্রীবসুদেব, মাতা—শ্রীরোহিনীদেবী, পিতৃমিত্র—শ্রীনন্দমহারাজ, ভ্রাতা - শ্রীকৃষ্ণ, ভগিনী—শ্রীমতীসুভদ্রাদেবী, স্ত্রী—রেবতীদেবী, বড়মাতা—শ্রীমতীযশোদাদেবী, গ্রাম—গোকুল, বর্ণ—শুভ্র স্ফটিক বর্ণ, বস্ত্র—নীলবস্ত্র, বয়স—১৬, দীর্ঘকেশ, সুলা-বণ্য রত্নকুণ্ডলধারী, নানাবিধ পুষ্পহার ভূষিত, কেয়ূর বলয়াদি মণ্ডিত বিবিধ কেলিরসাকার।

শ্রীবলরামের আবির্ভাব কালে শ্রীব্যাসদেব, শ্রীদেবল, শ্রীদেবরাত, শ্রীবশিষ্ট, শ্রীবৃহস্পতি ও শ্রীগর্গমুনি উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীনন্দমহারাজ তাহাদিগকে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়াছিলেন।

ইসলামপুর ঃ—মহাবন হইতে দুই কিঃ মিঃ উত্তরে ইসলামপুর অবস্থিত। এই গ্রামের পশ্চাতভাগে সরায় আলীখাঁ অবস্থিত।

মুবারেকপুর ঃ—রাভেল হইতে এক কিঃ মিঃ দক্ষিণে মুবারেকপুর অবস্থিত।

শ্রীগোকুল

শ্রীমথুরা হইতে সাত কিঃ মিঃ এবং মহাবন হইতে তিন কিঃ মিঃ উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত শ্রী-গোকুল গ্রাম। এই গ্রামে শ্রীবল্লভাচার্য্যের সন্তানগণ বসবাস করিতেছেন। দর্শনীয় স্থানগুলি—(১) শ্রীগোপালঘাট, (২) শ্রীবল্লভ ঘাট, (৩) শ্রীগোকুলনাথজীউর বাগিচা, (৪) বাজনটীলা, (৫) সিংহপৌরী (৬) শ্রীযশোদাঘাট, (৭) শ্রীবিঠ্‌ঠল নাথজীউর মন্দির, (৮) শ্রীমদনমোহন মন্দির, (৯) শ্রীমাধবরায়ের মন্দির, (১০) ব্রহ্ম ছোক্‌রা বৃক্ষ, (১১) শ্রীগোবিন্দঘাট, (১২) শ্রীঠাকুরাণীঘাট, (১৩) শ্রীগোকুলচন্দ্রমার মন্দির, (১৪) শ্রীমথুরানাথজীউর মন্দির, (১৫) শ্রীনন্দমহারাজের গাড়ী রাখিবার স্থান (১৬) শ্রীনবনীত প্রীয়াজী, (১৭) শ্রীনন্দভবন, (১৮) শ্রীনন্দটীলা, (১৯) শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক মাটি খাওয়া স্থান ইত্যাদি।

শ্রীরমণরেতী ঃ—শ্রীযমুনার তটে এবং শ্রীমহাবন হইতে এক কিঃ মিঃ দূরে শ্রীরমণরেতী অবস্থিত। এইস্থানে শ্রীউদাষীণকার্ষ্ণী মন্দির এবং বিড়াট গোশালা দর্শনীয়।

রাভেল গ্রাম

শ্রীযমুনার তটে অতিসুন্দর মনোরম স্থান। ইহা মথুরা হইতে সাত কিঃ মিঃ এবং পাকা সড়ক হইতে ১.২৫ কিঃ মিঃ দূরে অবস্থিত। মন্দিরে শ্রীমতীরাধারাণীর অপরূপ শ্রীবিগ্রহ দর্শনীয়। এইস্থানে শ্রীমতীবৃষভানুনন্দিনী আবির্ভূ´তা হইয়াছেন। শ্রীমতীরাধারাণীর জন্মতিথিতে সেইজন্য এইস্থানে মহা-সমারোহে মেলা বসিয়া থাকেন।

—ঃ তথাহি শ্রীআদিবরাহে ঃ—

অহে শ্রীনিবাস দেখ এ 'রাবল'—গ্রাম। এথা বৃষভানু বসতি অনুপম ॥
শ্রীরাধিকা প্রকট হইলা এইখানে। যাহার প্রকটে সুখ ব্যাপিল ভুবনে ॥

প্রথমে শ্রীবৃষভানুমহারাজ এইস্থানে বসবাস করিতে ছিলেন। যখন শ্রীনন্দমহারাজ শ্রীকৃষ্ণকে রক্ষাকরার জন্য গোকুল হইতে শ্রীনন্দগ্রামে চলিয়া যায় তখন শ্রীবৃষভানু মহারাজ ও এই রাভেল গ্রাম হইতে শ্রীবর্ষানা গ্রামে চলিয়া যায়।

—ঃ তথাহি শ্রীগর্গ সংহিতায়াং ঃ—

অথৈব রাধা বৃষভানুপত্ন্যামাবেশ্য রূপং মহসঃ পরাখ্যম্।
কলিন্দজাকূলনিকুঞ্জ দেশে সুমন্দিরে সাবততার রাজন্ ॥

অনুবাদ ঃ—হে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ আপনার পরম তেজ বৃষভানু পত্নীতে রাধারূপে আবেশিত করেন, সেই তেজ হইতে যমুনাকূলের নিকুঞ্জ দেশে উত্তম মন্দিরে শ্রীরাধা আবির্ভূ´তা হন।

ঘনাবৃতে ব্যোম্নি দিনস্য মধ্যে ভাদ্রে সিতে নাগতীথৌ চ সোমে।
অবাকিরন্ দেবগণাঃ স্ফুরদ্ভিস্তন্মন্দিরে নন্দনজৈঃ প্রসূনৈঃ ॥

রাধাবতারেণ তদা বভূবুন ্যোহমলাভাশ্চ দিশঃ প্রসেদুঃ ।
ববুশ্চ বাতা অরবিন্দরাগৈঃ সুশীতলাঃ সুন্দরমন্দযানৈ ॥

অনুবাদ ঃ—ভাদ্র মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে সোমবার মধ্যাহ্নকালে তিনি অবতীর্ণা হন, সে সময় আকাশ মেঘাবৃত ছিল। তখন দেবগণ সেই মন্দিরে নন্দনবনজাত প্রফুল্ল প্রসূন বর্ষণ করিলেন, নদী সকল অমল ও দিক্ সকল প্রসন্ন হইল, পদ্মপরাগসহ সুগন্ধ সুশীতল সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইল।

সুতাং শরচ্চন্দ্রশত ভিরামাং দৃষ্ট্বাথ কীর্ত্তির্মুদমাপ গোপী ।
শুভং বিধায়াশু দদৌ দ্বিজেভ্যো দ্বিলক্ষমানন্দকরং গবাঞ্চ ॥
প্রেঙ্খে খচিদ্রত্নময়ুখপূর্ণে সুবর্ণযুক্তে কৃতচন্দনাঙ্গে ।
আন্দোলিতা সা ববৃধে সখীজনৈর্দিনে দিনে চন্দ্রকলেব ভাভিঃ ॥

অনুবাদ ঃ—শত শরৎ-শশধর-কান্তি রমণীয়া কন্যা দর্শনে মাতা কীর্ত্তি অত্যন্ত হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন, তিনি সত্বর শুভ বিধান করিয়া আনন্দদায়ক দ্বি লক্ষ গো দ্বিজগণকে দান করিলেন। অনন্তর রাধা কিরণ-পূর্ণ রত্নখচিত চন্দনলিপ্ত সুবর্ণময় দোলায় সখীগণ কর্ত্তৃক আন্দোলিত হইয়া দিনে দিনে নিজপ্রভায় শশীকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন।

—ঃ তথাহি শ্রীগোপালচম্পূ গ্রন্থ হইতেঃ—

সত্যং বহুসুতরত্নাকরতাং স প্রাপ গোপদুগ্ধাব্ধিঃ। কিন্তমৃতদ্যুতি-রাধা, লক্ষীজননাদগাৎ পূর্ত্তিম্ ॥
স খলু শ্রীকৃষ্ণজন্মবর্ষানন্তরবর্ষে (ক) সর্ব্বসুখ-সত্রে । রাধানাম্নি নক্ষত্রে জাতেতি রাধাভি ধীয়তে ॥

অনুবাদ ঃ—সত্যই সেই বৃষভানু গোপরূপ ক্ষীরসিন্ধু, বহু পুত্ররূপ রত্নের আকরত্ব প্রাপ্ত হইল ইহা সত্য, কিন্তু অমৃত-প্রভাশালীনী রাধিকারূপা লক্ষ্মীর জন্মহেতু তাহা পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। সেই কন্যা নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের জন্মউৎসবের পরবর্ষে সর্ব্বসুখ সংযুক্ত অনুরাধা নামক নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করেন। এই হেতু সকলে তাঁহাকে রাধিকা বলিত।

শ্রীমতীরাধারাণীর আবির্ভাবের সময় তিথি নক্ষত্র

(১) মাস—ভাদ্র, (২) পক্ষ—শুক্লপক্ষ, (৩) বার—সোমবার, (৪) নক্ষত্র—অনুরাধা, (৫) সময়—মধ্যাহ্ন কাল, (৬) পিতা—শ্রীবৃষভানু মহারাজ, (৭) মাতা—শ্রীমতী কীর্ত্তিদাদেবী, (৮) ভ্রাতা—শ্রীদাম, (৯) ভগিনী—অনঙ্গমঞ্জরী।

প্রকৃতি—আকাশ মেঘাবৃত, মৃদুমন্দ বাতাস, নদ-নদী সকল প্রসন্ন, সেই সময় স্বর্গ হইতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতেছিলেন ইত্যাদি। যোগপীঠে শ্রীমতীরাধারাণী নিত্যকিশোরী, বসন—নীল, গঠন—গলিত হেমবর্ণ, বয়স—১৪।২।২৪, চতুর্দিকে পদ্মদলে অষ্টসখীও মঞ্জরীগণ পরিবেষ্টিত। কুঞ্জ—শ্রীগোবিন্দানন্দকুঞ্জ।

নবীপুর ঃ—লোহবন হইতে দুই কিঃ মিঃ দূরে অবস্থিত।

অব্দুল ঃ—লক্ষীনগর হইতে এক কিঃ মিঃ দূরে অবস্থিত।

রায়পুরমই ঃ—অব্দুলের পার্শ্বে রায়পুরমই অবস্থিত।

এই শ্রীবৃন্দাবনধামে শ্রীরাধাকৃষ্ণ নিরন্তর নিজপরিকর, ব্রজপরিকর পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ ইত্যাদি সকলের সহিত প্রেমলীলারস আস্বাদন করিয়াছেন এবং করিতেছেন, সেইজন্য এই লীলাময় ভূমির অনন্ত মহিমা যেমন—

—ঃ তথাহি গৌতমীয়ে নারদ প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যম্ ঃ—

ইদং বৃন্দাবনং রম্যং মম ধামৈব কেবলম্। অত্র যে পশবঃ পক্ষি বৃক্ষ-কীট-নরামরাঃ।

বসন্তি তে সমাধিষ্ঠে মৃতা যান্তি মমালয়ম্॥

অনুবাদ ঃ—এই রম্য বৃন্দাবন সমগ্রই আমার ধাম। আমার এই ধামে যে সকল পশু-পক্ষি-বৃক্ষ-কীট নর-দেবতা বাস করে, তাহারা দেহান্তে আমার গোলোকধামে গমন করে।

—ঃ তথাহি শ্রীবৃন্দাবন-মহিমামৃত গ্রন্থে ঃ—

যৎ পুষ্পং ঘ্রাতবন্তঃ সকৃদপি পবনং বা স্পৃশন্তঃ স্বরূপং
লোকংবাহলোকয়ন্তঃ কমপিনতিকৃতঃ কর্হিচিদ্ যদ্দিশেহপি ।
যন্নামাপ্যেকবারং শুভমভিদধতঃ কীকটাদৌ চ মৃত্বা
প্রাপ্স্যন্ত্যো বাঞ্জসা তন্মুনিবর মহিতঃ ধাম যে কেচিদেব ॥

অনুবাদ ঃ—যাঁহারা (জীবনে) একবারও শ্রীবৃন্দাবনের পুষ্প ঘ্রাণ করিয়াছেন, তাঁহার বায়ু স্পর্শ করিয়াছেন, তাঁহার স্বরূপ বা তত্রত্য যে কোনও লোককে দর্শন করিয়াছেন অথবা তাঁহার দিকে লক্ষ্য করিয়া যে কোনও স্থানে দণ্ডবৎ প্রণতি করিয়াছেন, তাহার মঙ্গল মধুর নাম একবারও উচ্চারণ করিয়াছেন- তাঁহারা কিকট (বিহার) প্রভৃতি দেশে তনুত্যাগ করিলেও শীঘ্রই মুনিশ্রেষ্ঠগণ কর্ত্তৃক বন্দনীয় এই শ্রীবৃন্দাবন ধাম প্রাপ্ত হইবেন—ইহাতে সন্দেহ নাই। ইত্যাদি ইত্যাদি।

শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলামাধুর্য্য যেন আমাকে বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে অর্থাৎ মৃত্যুর সময়ে স্ফুরিত করায় ইহাই সকলের চরণে একমাত্র কামনা রাখিয়া এইস্থানে গ্রন্থলিখা সমাপ্ত করিতেছি।

মগ্নং শ্রীরাধিকা শ্রীমুরলীধর মহা প্রেমসিন্ধৌ নিমগ্নং
তদ্ গৌর শ্যামগাত্রচ্ছবি ময় জলধৌ প্রোজ্ঝিতাবার পারে।
শোভা মাধুর্য্য পূর্ণার্ণব বুড়িত মহোমত্ত মেতন্মমান্তঃ ॥
শ্রীবৃন্দারণ্যমেব স্ফুরতু ন কলিতং মায়য়াহবিদ্যায়া চ ॥

অনুবাদ ঃ—অহো! শ্রীরাধা ও শ্রীমুরলীধরের মহা প্রেমসিন্ধুতে মগ্ন, সেই গৌর শ্যামের গাত্র কান্তিময় পারাবার বিহীন সমুদ্রে নিমগ্ন এবং তাঁহাদের শোভা মাধুর্য্য পূর্ণ সাগরে বুড়িত (সংনিমগ্ন) ও মত্ত এই শ্রীবৃন্দাবন—যাহা মায়া বা অবিদ্যা কর্ত্তৃক কখনও দৃষ্ট হয়েন না—আমার অন্তঃকরণে স্ফুর্ত্তি প্রাপ্ত হউন—এই প্রার্থনা।

———

—ঃ প্রকাশিত গ্রন্থাবলী ঃ—

১। শ্রীশ্রীগিরিরাজ পরিক্রমা মার্গ ১৫·০০
২। শ্রীশ্রী ৮৪ ক্রোশ ব্রজমণ্ডল (চিত্র সঙ্গে সুশোভিত) ৫০·০০

❊

—ঃ বাংলা হিন্দি এবং ইংরাজী অক্ষরে নক্সা ঃ—

৩। (ক) শ্রীশ্রীগিরিরাজ পরিক্রমা মার্গ ২·০০
(খ) শ্রীশ্রী ৮৪ ক্রোশ ব্রজমণ্ডল (গ্রামের মানচিত্র) ২·০০
(গ) শ্রীশ্রী ৮৪ ক্রোশ ব্রজমণ্ডল এবং সীমান্তর্গত মানচিত্র ২·০০

❊

—ঃ শ্রীলভজহরিদাস বাবার প্রকাশিত গ্রন্থাবলী ঃ—

৪। তত্ত্ব ও শ্রীকৃষ্ণ-কথা ১০০·০০
৫। বৈষ্ণব-গীতিকা ৩০·০০

* মুদ্রণে ঃ শ্রীহরিনাম প্রেস, * শ্রীবৃন্দাবন।